বিদায়াতুল উসূল

সাঈদ আহমাদ

بداية الأصول

বিদায়াতুল উসূল

সাঈদ আহমাদ

বিদয়াতুল উসূল (কিতাবুল্লাহ অংশ)

প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা

প্রকাশক :
মাকতাবাতুল মাআরিফ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

যোগাযোগ : ০১৬০৯২৬৭৯৫৭, ০১৭২৭৬৭৩৭৬২, ০১৮৫১৯৭৪৮৩৯

প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪৪ হি.
ডিসেম্বর ২০২২ ইং

একমাত্র পরিবেশক : মাকতাবাতুল মাআরিফ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

বর্ণবিন্যাস : আল মাআরিফ কম্পিউটার

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ : ফেয়ারএস প্রিন্টিং প্রেস
০১৭১৬৬ ৮০৭০৪, ০১৭১২ ০৫৪৬৩৯

প্রাপ্তিস্থান :
- জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়া
  ৮৮/৯ উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
- মাকতাবাতুল আযহার
  - আদর্শ নগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা : ০১৯২৪০৭৬৩৬৫
  - বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৭১৫০২৩১১৮
  - কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা : ০১৯৭৫০২৩১১
- অনলাইন: রকমারি
  www.rokomari.com
  E-mail :admin@rokomari.com

নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা মাত্র।

নাযরানা

আমার মরহুম পিতার
মাগফিরাত কামনায়
যিনি বেঁচে থাকলে আজ সবচেয়ে
বেশি খুশি হতেন।
আমার আম্মার নেক হায়াত ও সুস্থতা কামনায়
যিনি আমাদেরকে মানুষ
করার চেষ্টা করেছেন।

বিদায়াতুল উসূল

(কিতাবুল্লাহ অংশ)

সাঈদ আহমাদ

খাদিমুত তলাবা, "ফিকহ" ও "উসূলুল ফিকহ" বিভাগ
জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়া
৮৮/৯ উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

التقسيم الثاني : تقسيم اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد

التقسيم الثالث : تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال

التقسيم الرابع: تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى

التقسيم الخامس : تقسيم اللفظ باعتبار خفاء المعنى

التقسيم السادس : تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة

বিস্তারিত সূচিপত্র

الباب الأول: الأدلة الشرعية

التقسيم الأول: تقسيم اللفظ باعتبار الوضع

(الخاص)

(العام)

(المشترك)

(باب الأمر)

التقسيم الثاني : تقسيم اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد

التقسيم الثالث : تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال

(الحقيقة)

(المجاز)

(الصريح)

(الكناية)

التقسيم الرابع: تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى

(الظاهر والنص)

(المفسر)

(المحكم)

التقسيم الخامس: تقسيم اللفظ باعتبار خفاء المعنى

(الخفي)

(المشكل)

(المجمل)

(المتشابه)

التقسيم السادس : تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة

(عبارة النص)

(إشارة النص)

(اقتضاء النص)

(دلالة النص)

দৃষ্টি আকর্ষণ

"বিদায়াতুল উসূল" কিতাবটি দীর্ঘ প্রায় দশ বছর খোলা কাগজের পাতায় শীট আকারে ছিল। এবং সেভাবেই দরসে পাঠদান করা হতো। বিভিন্ন অসঙ্গতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি দরসে চিহ্নিত করে দেয়া হতো। এক পর্যায়ে কিছু শুভানুধ্যায়ী ও প্রিয় তালিবুল ইলমদের কোমল পীড়াপীড়িতে ছাপার অক্ষরে কিতাবের আকৃতিতে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হলো। বিষয়টি আমার প্রিয় দুই উস্তাদ ও মুরুব্বি হযরত মাওলানা জিকরুল্লাহ খান (দা. বা.) ও মুফতি ইয়াহহিয়া যশোরি (দা. বা.) এর সাথে পরামর্শ করি। এক পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনার আলোচনা করা হলে উভয়েই সম্মতি প্রকাশ করেন এবং দোয়া করেন। আলহামদুলিল্লাহ। এর পূর্বেও একবার প্রকাশের আলোচনা এসেছিল, কিন্তু মুরুব্বিদের অনুমতি না পাওয়ায় প্রকাশ করা হয়নি।

কিতাবটি যেহেতু প্রথমবারের মতো প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনার মুখ দেখতে যাচ্ছে তাই এতে বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আন্তরিকতার সাথে সতর্ক করলে আরো আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহর নিকট বিনীত আশা তিনি যেন তার অসীম দয়া ও করুণায় কিতাবটিকে উপকারী ও কবুল করেন। এবং অধমের জন্য ও অধমের প্রতি যার যত ধরণের অনুগ্রহ ও সহযোগিতা রয়েছে, সকলের নাজাতের উছিলা বানান। আমিন- ইয়া আরহামার রাহিমীন!

বিনীত

সাঈদ আহমাদ

জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়া, ঢাকা

তারিখ : ২৭/০৩/১৪৪৪ হিঃ

২৩/১০/২০২২ইং

“উসূলুল ফিকহ” শাস্ত্রের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (রহ.) এর হাতে গড়া শাগরেদ, যশোর মাসনা মাদরাসার পরিচালক

মুফতি ইয়াহইয়া (দা.বা.)

এর দোয়া ও অভিমত।

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أما بعد!

উলূমে শরয়িয়্যার রয়েছে বহু শাখা-প্রশাখা। সবগুলোর উদ্দেশ্যই হলো মানশায়ে ইলাহি জানা এবং তার আলোকে জীবন যাপন করা। এটাই মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আখেরি দীন নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়। এই ভাষা যথাযথভাবে না বুঝলে বুঝা যাবেনা কুরআন ও হাদীস। তাই যুগ যুগ ধরে চর্চা হয়েছে এই ভাষা। তৈরি হয়েছে ভাষার বিভিন্ন অভিধান, ব্যকরণ ও অলংকার। যাকে আমরা ইলমুল লুগাহ, সরফ, নাহু ও বালাগাত বলে জানি।

কিন্তু যে শাস্ত্রটির মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসকে গভীর থেকে গভীরভাবে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের ডুবুরি হওয়া যায়, সে শাস্ত্রটি আজ বড়ই অবহেলিত ও মাযলুম। আর তা হল علم أصول الفقه।

প্রত্যেক শাস্ত্রেরই কিছু না কিছু বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু এই শাস্ত্রের তেমন কোন বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় না। বরং উসূলি পরিভাষা ও বাস্তব প্রয়োগের মাঝে অনেক সময় বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, উসূল পড়া হয় কিন্তু এর কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। অথচ এই علم أصول الفقه ইসলামি শরীয়তের উৎস কুরআন ও হাদীস থেকে কিভাবে বিধি-বিধান উদ্ভাবিত হবে সে মূলনীতি শিক্ষা দেয়। কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মাঝে পার্থক্য রেখা টেনে দেয়। তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও রূসুখ ফিল ইলমের মহা সম্পদ অর্জনে সহযোগিতা করে।

আরবি ভাষায় এই শাস্ত্রের অনেক রচনাবলি দেখা যায় যদিও প্রয়োজনীয় অনেক কাজ এখনও করার বাকি আছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এর মৌলিক কোন রচনা নেই বললেই চলে। অথচ যে কোন শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাব মাতৃভাষায় হওয়া জরুরি। যেন ভাষা ও বিষয়ের চাপ একজন ছাত্রকে একসাথে বহন করতে না হয়।

আমার প্রিয় ও আস্থাভাজন সাথী মাওলানা সাঈদকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করেন। সে এই শূন্যতা পুরণের চেষ্টা করেছে। দীর্ঘদিন থেকে তার এই ফনের সাথে সম্পর্ক। কিতাবটির কিছু খসরা পাণ্ডুলিপি সে আমাকে আজ থেকে প্রায় ৫ বছর পূর্বে দেখিয়েছিল। তখন আমি তাকে আপাতত ছাপতে নিষেধ করেছিলাম। এবং আরো তাহকীক করতে বলেছিলাম। সে আমার কথা রক্ষা করেছে এবং তার সাধ্যমত কাজ জারি রেখেছে। এখন কিতাবুল্লাহ অংশের একটি রূপরেখা সামনে এসেছে যার কিছু অংশ আমি দেখেছি। ছাত্রদের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে এখন প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা হতে পারে বলে মনে করছি এবং علم أصول الفقه এর প্রাথমিক কিতাব হিসেবে শিক্ষক-ছাত্রদের মুতালাতে রাখার উপকারী কিতাব মনে করছি।

আল্লাহ তাআলার নিকট আশা ও বিনীত দোয়া তিনি যেন এ কাজকে কবুল করেন ও মাওলানার কলমে বরকত দান করেন এবং কিতাবটির চূড়ান্ত প্রকাশনা ও অন্যান্য অধ্যায়গুলোর দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন এবং এই মাজলুম ফনকে যিন্দা করার লক্ষ্যে আরো যোগ্য উলামায়ে কিরামকে কবুল করেন। আমিন।

বিনীত

বান্দা ইয়াহইয়া

মাসনা মাদরাসা, যশোর

তারিখ : ১৬-৫-১৪৪৪হি:

১২-১২-২০২২ইং

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ শুকর "বিদায়াতুল উসূল" কিতাবটি দীর্ঘ প্রায় দশ বছর শীট আকারে থাকার পর এখন "প্রস্তুতি মূলক" প্রকাশনার মুখ দেখতে যাচ্ছে। কিতাবটির বর্তমান যে অবস্থা অধমের দৃষ্টিতে তা ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশের কিছুতেই উপযুক্ত নয়। কারণ, ফিকহ-ফতোয়ার সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন সকলেই জানেন, উলূমে শরয়িয়্যার সবচেয়ে জটিল ও কঠিনতম শাস্ত্র হল "আলফিকহুল ইসলামি" তথা ইসলামি আইন। আর এই ফিকহ যথার্থ অর্থে চর্চা ও গবেষণা সম্ভব নয় "উসূলুল ফিকহ" ছাড়া। সুতরাং এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ের কোনো রচনা কতটুকু গবেষণা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে তা সহজেই অনুমেয়। তা সত্ত্বেও কিছু শুভানুধ্যায়ী ও প্রিয় তালিবানে ইলমের ক্রমাগত কোমল পীড়াপীড়িতে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। প্রায় সকলেরই বক্তব্য ছিল, "উসূলুশ শাশী" নামক যে কিতাবটির মাধ্যমে উসূলুল ফিকহের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে তা অনেকের জন্যই কঠিন ও দুর্বোধ্য। তাছাড়া যারা কিছুটা বুঝতে পারে তাদের কাছেও এটি রসকষহীন একটি কিতাব। পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তির কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই পড়তে হয়। শাস্ত্রটির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও প্রায়োগিকরূপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে অনেকেরই একটি অপ্রিয় ও আতঙ্কের কিতাবে পরিণত হয়।

কিন্তু আমি অধমের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল একটু ভিন্ন। তালিবে ইলমির যমানায় হিদায়াতুন নাহু জামাত শেষ করার সাথে সাথেই কাফিয়া জামাতের সকল কিতাব সংগ্রহ করে ফেলি। উদ্দেশ্য ছিল কাফিয়া জামাত শুরু হওয়ার পূর্বেই যেন কিতাবের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় এবং কিতাবের বড় একটি অংশ অগ্রিম পড়া হয়ে যায়। তখনই সর্বপ্রথম উসূলুশ শাশী কিতাবের সাক্ষাৎ পাই। কিছুটা পরিণত বয়সে ও স্বআগ্রহে দীনি প্রতিষ্ঠানে আসার কারণে কিতাবটির ভূমিকা পড়া মাত্রই শাস্ত্রটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। যেখানে ইসলামি শরীয়ার দলীল ও প্রত্যেকটি দলীল সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্য কী সেদিকে ইঙ্গিত করা

হয়। আর তা হল, "ইসলামি আইন তথা ইসলামের বিধিবিধান কিভাবে উদ্ভাবিত হবে সে পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।"

আর তখন থেকেই শাস্ত্রটির প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কারণ আইন হল একটি জাতির শক্তিশালী নিয়ামক। আর সে আইন কোন্ মূলনীতির আলোকে বিধিবদ্ধ ও সংকলন হবে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কিতাবটির ভূমিকা শেষ করে যখন মূল আলোচনায় প্রবেশ করলাম তখন আলোচ্য বিষয়ের কোনো ছন্দমিল পাচ্ছিলাম না। তখন আমার ইলমি জীবনের সূচনালগ্নের উদ্যমী উস্তাদ মুফতি বুরহানুদ্দীন সাহেব (দা.বা.) এর নিকট কিছু অংশ পড়ার সুযোগ হয়। দুপুরের খাবার গ্রহণের সময় হুজুর ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কিছু সময় দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করেন। তাছাড়াও ইলমি জীবনের বিভিন্ন সংকটময় সময়ে তিনি আমাকে সান্ত্বনা ও প্রেরণা দিয়েছেন। এবং আমাকে আমার মত করে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ঠিক সে সময় রমযান মাসে আমার এক সময়ের বড়ভাই অতঃপর উস্তাদ হযরত মাওলানা আবুল হাসান সাহেব (দা.বা.) এর কাছে কিতাবের আরো কিছু অংশ কিছুটা নতুন আঙ্গিকে প্রায়োগিকভাবে পড়ার সুযোগ হয়। আর সে সময় সর্বপ্রথম তার মুখ থেকে আমার জীবনের সবচেয়ে আদর্শ উস্তাদ ও উসূলুল ফিকহের শাইখে মুকাওয়িম (শাস্ত্রীয় যোগ্যতা গঠনকারী) মুফতি ইয়াহইয়া সাহেব (দা.বা.) এর নাম শুনি। তিনি উসূলুল ফিকহের এই প্রায়োগিক ধারা ইয়াহইয়া সাহেব (দা.বা.) এর নিকট থেকে অর্জন করেছেন বলে উল্লেখ করেন। ২০০১/২ সনে যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় এক কোর্সে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই কোর্সের উপকারিতার কথা তিনি বারবার আমাকে শুনাতেন। আর তখন থেকেই হুজুরের সাথে আমার অন্তরে সাক্ষাতের আগ্রহের বীজবপণ হয়।

কাফিয়া জামাত শুরু হল। জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া তেজগাঁও, ঢাকা, মাদরাসায় (বর্তমানে তা মুহাম্মাদপুর নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে)। সে বছর ছিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠার প্রথম বছর। ছাত্র ও উস্তাদদের পারস্পরিক ভালোবাসার যে চিত্র সে বছর আমি দেখেছিলাম তা ছিল বিরল। কনকনে শীতের রাতে ছাদের

উপর খোলা আকাশের নিচে তাহাজ্জুদের যে নূরানি দৃশ্য আমি দেখেছিলাম তাও ছিল বিরল। তখন আমার জীবনের আরেক মুশফিক ও অকৃত্রিম উস্তাদ মাওলানা নুরুল ইসলাম ফেনুবী (দা.বা.) এর সাক্ষাৎ পাই। যিনি এক কঠিন স্নায়ুবিক চাপের মুহূর্তে আশ্বাসের বাণী দিয়ে আমার হৃদয়ের গহীনে স্থান করে নিয়েছিলেন। ফেনুবী হুজুরও তখন উসূলুল ফিকহের ব্যাপারে আমার আগ্রহ দেখে উৎসাহ দিতেন এবং মুফতি ইয়াহহিয়া সাহেব (দা.বা.) এর কথা বলতেন। তিনি বলতেন, ইয়াহহিয়া ভাইয়ের সাথে আমরা দারুল উলূম দেওবন্দে পড়েছি। তখন ইয়াহহিয়া ভাইকে সবসময় উসূল নিয়ে পড়ে থাকতে দেখতাম। একথা শুনার পর ইয়াহিয়া সাহেব (দা.বা.) এর প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। একই সাথে উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের প্রতিও আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। তখন উসূলুশ শাশী কিতাব আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। দরসের বাইরে একটা বড় সময় তাতেই পার হয়ে যেত। ধীরে ধীরে এ শাস্ত্রের আরো কী কী রচনা রয়েছে তা অনুসন্ধান করতে লাগলাম। মাসিক আল কাউসারের "শিক্ষার্থীদের পাতা" এর কথা উল্লেখ না করলে বড় নাশুকরী হবে। সেখান থেকে কিছু কিতাবের সন্ধান পেয়ে গেলাম। বিভিন্ন মাকতাবায় তা হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকলাম। তখন পাঠ্য কিতাবের বাইরে উসূলুল ফিকহের কিতাব এখনকার মত এত সহজলভ্য ছিলনা। আল্লাহর শুকর যে বেশ কয়েকটি কিতাব পেয়ে গেলাম। অবশ্য এর মধ্যে এমন কয়েকটি কিতাব ছিল যা আমার বুঝার যোগ্যতার দায়েরায় ছিলনা। কিন্তু প্রবল আগ্রহ ও আসক্তির কারণে আল্লাহ তাআলা অনেকটা সহজ করে দিলেন। এক পর্যায়ে সব কিতাব সহজ মনে হতে থাকল। তখন যে কিতাবগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তা ছিল,

أصول الفقه لأبي زهرة، علم أصول الفقه للخلاف، الوجيز، الموجز ، تسهيل أصول الشاشي، تيسير أصول الفقه، الواضح في أصول الفقه، تقويم الأدلة أصول السرخسي، أصول الجصاص، كشف الأسرار -

أصول الشاشي কিতাবের চমৎকার শরাহ فصول الحواشي এর সন্ধান পাই বছরের প্রায় শেষ দিকে।

এভাবেই শাস্ত্রটির সাথে আমার সম্পর্ক। আর তখন থেকেই কিছু কিছু ফাওয়ায়েদ নোট করতে থাকি। শরহে বেকায়ার বছর নূরুল আনওয়ারকে কেন্দ্র করে আরো কিছু শাস্ত্রীয় কিতাবের সন্ধান পাই। এবং সেগুলো থেকে ইসতিফাদা করতে থাকি। শরহে বেকায়া যে বছর শেষ হয় সে বছরের রমাদান মাসে ইফতা ভর্তি কোর্সে "নূরুল আনওয়ার" কিতাবটি পাঠদানের সুযোগ হয়। তখন আরো কিছু আধুনিক কিতাবের সন্ধান পাই। অবশ্য এসকল কিতাবের বিন্যাস আমাদের পাঠ্য কিতাব থেকে একটু ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সুখপাঠ্য।

এভাবে জালালাইন জামাত শুরু হল। আর এ জামাতের হিদায়া কিতাব আমার মনোযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। হিদায়া কিতাবকে উসূলের আলোকে বুঝার চেষ্টা শুরু করি। এবং এর জন্য ফাতহুল কাদিরের সহযোগিতা গ্রহণ করি। কিন্তু উসূলুল ফিকহের এ পর্যন্ত যতটুকু পড়াশুনা হয়েছে এর মাধ্যমে ইসতিদলালের দিকগুলো সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন মাযাহিবের তুলনামূলক বিশ্লেষণগুলোও জটিল মনে হচ্ছিল। আবার কিতাবে যে সকল উসূলি পরিভাষা পড়া হয়েছে, ফুকাহায়ে কেরামকে ইসতিদলালের সময় সে সকল পরিভাষা খুব কমই ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। তখন কিছুটা মানসিক অস্থিরতা তৈরি হল। আবার কখনো এমন কিছু পরিভাষাও পাওয়া গিয়েছে যা উসূলুল ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে উল্লেখ নেই। আবার কিছু পরিভাষা পারস্পরিক বিপরীত মনে হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মুফতি ইয়াহহিয়া সাহেব (দা.বা.) এর উদ্দেশ্যে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার বিরতিতে যশোর মাসনা মাদরাসায় সফর করি। সেখানে তিন দিন অবস্থান করেছিলাম। সেই তিন দিনে হুজুর আমাকে প্রথম দিন দশ মিনিটের মত সময় দিয়েছিলেন। কুশল বিনিময়ের পর উসূলুল ফিকহ বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরগুলো পারার কারণে তিনি কিছুটা আগ্রহবোধ করেন। হুজুরের চেহারায় আমি তা অনুভব করতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় দিন ২৫-৩০ মি. সময় কিছু উসূলি আলোচনা ও ইজরার পদ্ধতি দেখান। এবং বাস্তব জীবন থেকে অনেকগুলো

উদাহরণ দেখান। সেদিন যেন আমি উসূলুল ফিকহের এক নতুন দিগন্ত পেয়ে গেলাম। তখন আমি হুজুরকে সামনের কোনো বিরতীতে কোর্স করার জন্য জোর আবদার জানাই। কিন্তু হুজুর মাদরাসা পরিচালনার মহাব্যস্ততার কারণে অপারগতা পেশ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আদবের সাথে আমার যোগ্যতা অনুযায়ী এর প্রয়োজনীয়তা বলতে থাকি। হুজুর এক পর্যায়ে রমাদানের পূর্বে দশ দিন ও রমাদানে দশ দিনসহ মোট বিশ দিনের কোর্সের জন্য রাজি হন। সে কোর্স থেকে আমি অভূতপূর্ব ফায়দা অর্জন করি। সে থেকে হুজুরের সাথে আমার সম্পর্ক আজও আরো দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। এখন তিনি "জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়ার"-এর প্রধান মুরুব্বি। এরপর থেকে হিদায়া কিতাবকে এমনকি সমস্ত নুসূসকে উসূলের আলোকে বুঝার চেষ্টা করি। এরই মধ্যে মাসনা মাদরাসায় আরো বেশ কিছু কিতাবের সন্ধান পাই। হুজুরের সংগ্রহে প্রায় ৫০০ এর অধিক উসূলুল ফিকহের কিতাব ছিল। সেসব কিতাব থেকে ইস্তিফাদা করি এবং নোট করি। একপর্যায়ে অনেকগুলো নোটখাতা জমা হয়ে যায়। এর পরে আরো দুটি কোর্সে অংশগ্রহণ করি।

উসূলুল ফিকহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল, বাহসুস সুন্নাহ তথা সুন্নাহর অধ্যায়। যেখানে সুন্নাহর পরিচয়, প্রকার, প্রামাণ্যতা, রাবিদের জীবনী ও সুন্নাহের মান নিয়ে আলোচনা করা হয়। যা পরবর্তীতে উসূলুল হাদীস নামে আরেকটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ লাভ করে। দীনের হিফাজতের জন্য এই শাস্ত্রটির কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া ফিকহে মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ)-এর সাথেও এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এই বিষয়টি আমার সবচেয়ে বেশি উপলব্ধিতে এসেছে হিদায়া কিতাব পড়ার সময়। কেননা, হিদায়া কিতাবের বহু হাদীসের ব্যাপারে কিতাবের টীকায় "গরীব", "হাদিসটি এই সূত্রে পাওয়া যায়না", "আমি হাদীসটি পাইনি" ইত্যাদি বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করা হয়েছে। তখন হিদায়ার হাদীসের ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহে পড়ে গেলাম। কেননা, হাদীস দুর্বল হলে মাসআলা দুর্বল হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় হাদীসের মান সম্পর্কে জানার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। দাওরা হাদীসের পর স্বতন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উলূমুল হাদীস পড়ার সুযোগ নেই।

তাই চিন্তা করলাম, মিশকাত ও দাওরার ভিতর দিয়ে এই শাস্ত্রের বুনিয়াদি বিষয়গুলো অর্জন করা যায় কি না? তখন খোঁজ করতে লাগলাম, কোন্ প্রতিষ্ঠানে উলূমুল হাদীসের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পাঠদান করা হয়। খোঁজ নিয়ে আমার জীবনের আরেক মুহসিন উস্তাদ মাওলানা জিকরুল্লাহ খান সাহেব (দা.বা.) এর সন্ধান পেলাম। আল্লাহর শুকর, যখনই যে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে আল্লাহ পাক আপন দয়ায় গায়েব থেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হুজুর ফরিদাবাদ মাদরাসায় পড়ান এবং উলূমুল হাদিস বিষয়ে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তাছাড়া ছাত্রদেরকেও যথেষ্ট সময় দেন। দুই বছর হুজুরের সোহবতে কাটিয়েছি। সেই দুই বছরও ছিল আমার জীবনের এক সোনালি সময়। এই দুই বছরে দরসের বাইরে হুজুরের কাছে কত কিতাব যে পড়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। হুজুর ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব ভালোবাসতেন। এখন তিনি "জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়া" এর মুরুব্বিদের অন্যতম একজন। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করেন এবং তার ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করেন। আমিন।

দাওরা হাদীস শেষ করার পর যখন ইফতা পড়ার আলোচনা আসল তখন অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমি এমন প্রতিষ্ঠানের সন্ধান করছিলাম যেখানে উসূলুল ফিকহ সহ পড়ানো হয়। কিন্তু এধরণের কোনো প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাইনি। তখন ভাবলাম ব্যক্তিগতভাবে উসূলুল ফিকহের চর্চা জারি রাখা যায় এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হই। ঠিক সে সময় আমার জীবনের আরেকজন অকৃত্রিম ও ফিকহে পারদর্শী উস্তাদ মুফতি আনোয়ার সাহেব (দা.বা.) এর কথা স্মরণ হয়। হুজুর তখন জামিয়া আবু বকর (রা.)-এর ইফতা বিভাগের জিম্মাদার ছিলেন। হুজুরের সোহবত এবং উসূলুল ফিকহের খুসুসি মেহনতের জন্য সেখানে দাখেলা নেই। এবং তামরিনের সময় উসূলুল ফিকহের বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রেখে তামরিন করার চেষ্টা করি।

এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার পর শিক্ষকতার জীবন শুরু হল। তখন ইফতা বিভাগের দায়িত্বের পাশাপাশি আমার জিম্মায় নূরুল আনওয়ার ও উসূলুস শাশী-উভয় কিতাবের পাঠদানের দায়িত্ব আসে। সে সময় দেখতে পেলাম ভালো

ছাত্রদের অনেকেই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কিতাব বুঝতে পারছে না। তাই চিন্তা করলাম ঐ নোটখাতাগুলো যদি কিছুটা বিন্যাস করে ছাত্রদেরকে দেয়া যেত তাহলে হয়তো ছাত্রদের কিছুটা উপকারে আসত। এই চিন্তায় নতুন বিন্যাসে সংকলন শুরু করলাম। বাংলা বা উর্দূর কোনো মৌলিক কিতাবের সহযোগীতা না পাওয়ার কারণে এমন এক নতুন জটিল বিষয়ে কিছু লিখে অন্যের সামনে পেশ করা অত্যন্ত দুরুহ হয়ে দাঁড়াল। মনে পড়ে, তখন এক রাতে শুধু "খাস" এর অধ্যায়টি বিন্যাস করতে আমার ভোর হয়েছিল। এভাবেই বিন্যাসের কাজ শুরু হল। এমনও হয়েছে, কোনো এক অধ্যায় বিন্যাস করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে। অতঃপর এই লেখাগুলোকে টাইপ করে শীট আকারে উসূলুস শাশী কিতাবটি পড়ানোর পূর্বে কিছু অংশ পড়ানো শুরু করলাম। ছাত্ররা এতে উসূলুস শাশীকে অনেকটা সহজ মনে করা শুরু করল। তখন আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। রাতদিন চেষ্টা করে বাকি অধ্যায়গুলোর বিন্যাসের কাজ শেষ করি। তখন একটা নাম দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেহেতু এই কিতাবের মাধ্যমে ছাত্ররা উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রটি পড়া শুরু করবে তাই এর নামকরণ করা হয় "বিদায়াতুল উসূল" নামে। এর পর কিতাবটিকে বিভিন্ন কোর্সে বহুবার পড়ানো হয়। ছাত্ররা এর উপকারিতার কথা বলতে থাকে এবং দ্রুত প্রকাশের আবদার জানায়।

এই দীর্ঘ কথাগুলো এ জন্যই বলা, যেন কিতাবের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার বিষয়টি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতার বিষয়টি কাগজের পাতায় আমানত হিসেবে থেকে যায়। কিতাবটি সর্বপ্রথম আমার যে ছাত্রের হাতে সামনে বসিয়ে ইমলা করিয়েছিলাম সেই তরিকুল ইসলামের কথা মনে পড়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাকে হিফাযত করেন এবং উত্তম বিনিময় দান করেন। কিতাবটির বেশিরভাগ অংশ যিনি টাইপ করেছেন সেই মাওলানা ইমদাদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন ও মাওলানা আবদুর রহমান কফিলকে আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ প্রতিদান দান করেন। যার উৎসাহ, প্রেরণা ও অনুরোধে কাজের মধ্যে গতি তৈরি হয়েছে সেই মাওলানা ফরিদকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। তাছাড়া দ্রুত মুদ্রণের ব্যাপারে যারা উৎসাহ দিয়েছে মাহফুজ, আবু নাইম, উম্মে সাজিদকে আল্লাহ তাআলা ভরপুর কবুল

করেন। প্রুফ দেখে যারা সহযোগিতা করেছেন মাওলানা ইব্রাহিম, মাওলানা যুবায়ের ও মাওলানা সাব্বিরকেও আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। সর্বোপরি মহান আল্লাহ তাআলার নিকট বিনীত আশা, তিনি যেন তার অসীম দয়া ও করুণায় কিতাবটিকে কবুল করেন এবং অধমের জন্য ও অধমের প্রতি যার যত ধরণের অনুগ্রহ রয়েছে সকলের নাজাতের ওসিলা বানান। আমিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন।

বিনীত

সাঈদ আহমাদ

২৭/০৩/১৪৪৪ হি:

২৩/১০/২০২২ ঈ:

কিতাবটিতে যে বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে–

১. কিতাবটির জন্য মাতৃভাষা বাংলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। কেননা, যে কোনো শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাব মাতৃভাষায় হওয়া সকল শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের নিকট একটি সর্বস্বীকৃত মত। যেন ভাষা ও বিষয় উভয়ের চাপ একজন ছাত্রকে একসাথে বহন করতে না হয়।

২. কিতাবের শুরুতে উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে শাস্ত্রের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও সংকলন, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, অধ্যয়নের পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ফকীহগণের দৃষ্টিতে উসূলুল ফিকহের গুরুত্ব, উসূলে ফিকহ কি শুধু ফিকহের সাথে খাস, নাকি সমগ্র দীন সঠিকভাবে বুঝতে এর বিকল্প নেই? হানাফি মাযহাবের উসূলের সনদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেন একজন ছাত্র সহজেই এই শাস্ত্র সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা পেয়ে যায়।

৩. একাধিক সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করে নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে রাজেহ (গ্রহণযোগ্য) সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সংজ্ঞার বিশ্লেষণ শিরোনামে সংজ্ঞাটিকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. পাঠ্য কিতাবের সংজ্ঞা, উদাহরণ, হুকুম ও প্রয়োগে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে সংশোধণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. পরিভাষাকে পারিভাষিকরূপে অনুবাদ করা হয়েছে। যেন মাতৃভাষায় বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হয় যদিও পরিভাষার যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয়।

৬. কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহ-ফতোয়ার কিতাব থেকে প্রচুর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন থেকেও বিভিন্ন উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যেন উসূলগুলোর প্রয়োগিকরূপ সহজেই বোধগম্য হয়।

৭. দু-একটি উদাহরণের প্রায়োগিকরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। বাকিগুলোকে শুধু উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কিতাবের কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। অবশ্য এর তামরিন ও প্রায়গিকরূপের জন্য 'তামরিনুল উসূল' নামে আরেকটি

কিতাবের সংকলন কাজ চলছে। আল্লাহ তাআলা যেন কিতাবটি দ্রুত শেষ করার তাওফীক দেন। আমিন।

৮. যেখান থেকে যে তথ্য নেয়া হয়েছে ইলমের আমানতদারিতা রক্ষা ও বারাকাতের জন্য সে হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবার্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. সর্বশেষ ফুকাহায়ে কেরাম উসূলগুলোকে ইসতিদলালের সময় কিভাবে ব্যাবহার করেছেন তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভূমিকা : শাস্ত্রবিষয়ক

أصول الفقه শাস্ত্রের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ:

উসূলুল ফিকহ শব্দটি মূলত দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত مركب إضافي তথা সম্বন্ধসূচক যৌগিক শব্দ। সে হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি শব্দের আভিধানিক অর্থ জানতে পারলে أصول الفقه শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজেই জানা যাবে।

প্রথমত : أصول, এটি أصل এর বহুবচন। যা মৌলিকভাবে তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন অর্থের জন্য গঠিত।[١]

এক : أساس الشيء (কোন কিছুর ভিত্তি ও মূল): যেমন- কুরআনুল কারিমে এসেছে, أصلها ثابت وفرعها في السماء, আবার আরবরা বলে : فلان لا أصل له ولا فصل له

দুই : الحية (সাপ) : যেমন- হাদীস শরীফে দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : كأن رأسه أصلةٌ[٢]

তিন : ما كان من النهار بعد العشي (দিনের শেষ ভাগ তথা সন্ধ্যাপূর্ব সময়): যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন :[٣] وسبحوه بكرةً وأصيلاً

উপরিউক্ত তিনটি অর্থের মধ্যে প্রথম অর্থটির ব্যবহারই বেশি। এবং এই অর্থকে কেন্দ্র করে শব্দটি নিম্নবর্ণিত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।[٤] যেমন :

১. الدليل তথা উৎস অর্থে : যেমন বলা হয়, أصل هذه المسألة الكتاب والسنة

২. القاعدة তথা মূলনীতি অর্থে: যেমন বলা হয়, الأصل أن الأمر المطلق للوجوب

---

(١) معجم مقاييس اللغة ١٢٤/١

(٢) مسند أحمد : ٢١٤٨

(٣) الأحزاب :٤٢

(٤) التلويح على التوضيح ١٦/١ ، الوجيز في أصول الفقه ٧

৩. الراجح তথা অগ্রগণ্য অর্থে: যেমন বলা হয়, الأصل في الكلام الحقيقة

৪. المستصحب তথা মূল বা আসল অবস্থা : যেমন বলা হয়, الأصل براءة الذمة

উপরিউক্ত চারটি অর্থের মধ্যে أصول الفقه শব্দে أصل শব্দটি প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সে হিসেবে أصول الفقة শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, أدلة الفقه ও قواعد الفقه।

উল্লেখ্য যে, এই قواعد আবার দুই ধরনের।

১: القواعد الاستنباطية (ফিকহ্ সংকলন মূলনীতি)।

২: القواعد الفقهية (ফিকহি মূলনীতি)।

এখানে أصول الفقه শব্দে قواعد দ্বারা প্রথম প্রকার قواعد উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় প্রকার قواعد নয়। সে হিসেবে أصول الفقه শব্দের অর্থ হল استنباط الفقه قواعد অর্থাৎ ইসলামি আইন সংকলনের মূলনীতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, القواعد الفقهية আবার দুই প্রকার।

এক: القواعد الكلية যা মূলত قواعد الفقه হিসেবে পরিচিত।

দুই: القواعد الجزئية যা মূলত الفقه الكلي হিসেবে পরিচিত।

التمرين (অনুশীলনী) :

নিচের ইবারতসমূহ থেকে أصل শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে বের কর:

(١) اعلم أن أصول الشرع ثلاثة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع القياس (المنار: ٧١)

(٢) كل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز هذا هو الأصل . (الهداية : ٢١/٣)

(٣) الأصل في المعاملة الإباحة والأصل في العبادة الحذر والتوقف (الاعتصام)

(٤) مع ما أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول (الهداية ١٥/١)

(٥) في الباب خمسة فصول : الفصل الأول والثاني ينبني على أصلين (شرح الزيادات١٤٢/١)

(٦) مسائل الباب تدور على أصول منها أن القدرة على الطهارة بالماء تمنع التيمم وجودا وبقاءً (المرجع السابق ١٦٦/١)

(٧) الأصل في ذلك : أن الحدود تدرأ بالشبهات (أصول الجامع الكبير صـ ١٦٩)

(٨) أصل أخر: أن الكلام محمول على المعتاد المتعارف (المرجع السابق صـ ١٩٢)

(٩) الأصل في ذلك : أن المرأة يملك تنفيع غيره بغير رضاه (المرجع السابق صـ ٣٠٤)

(١٠) إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع (الاعتصام صـ)

(١١) لا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية : لأن الفروع الجزئية إن لم تقتض عملاً فهي في محل التوقف وإن اقتضت عملاً بالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم. (الاعتصام ٤٢/١-٤٣)

দ্বিতীয়ত : الفقه, এর উৎসগত ও প্রকৃত অর্থ হল -الشق (বিদীর্ণ করা) ও الفتح (খোলা, উন্মোচন করা)। বিশিষ্ট মুফাস্‌সির ও ভাষাতাত্ত্বিক ইমাম জারুল্লাহ আয-যামাখশারি রাহ. (৪৬৭-৫৩৮ হি:) বলেন:

> الفقه حقيقةً الشقُ والفتحُ والفقيه العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها.[১]
>
> "ফিকহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল, বিদীর্ণ করা ও উন্মোচন করা। আর ফকীহ্ হলেন ঐ আলিম যিনি বিধানসমূহের তত্ত্ব উন্মোচন করেন ও এগুলোর স্বরুপ অনুসন্ধান করেন এবং তার জটিল বিষয়সমূহকে সুস্পষ্ট করেন।"

এই প্রকৃত অর্থকে কেন্দ্র করে শব্দটি রূপকভাবে নিম্নবর্ণিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) العلم (জানা)।

(২) الفهم (বুঝা, উপলব্ধি করা)।

(৩) الفطنة (অন্তর্দৃষ্টি , বিচক্ষণতা)।

(৪) الفهم العميق (গভীর বুঝ)।

(৫) الإدراك الدقيق (সূক্ষ্ম উপলব্ধি)।

(৬) معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه (কোন বিষয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা এবং তার গভীরে প্রবেশ করা)।

(৭) الفهم الدقيق الذي يقتضي بذلًا للجهد العقلي (সূক্ষ্ম বুঝ যা মেধাশক্তি ব্যয়ের দ্বারা অর্জন হয়)।

(৮) فهم غرض المتكلم في كلامه (বক্তার কথার মর্মার্থ বুঝা)।

উপরিউক্ত অর্থগুলোর মাঝে সর্বশেষ অর্থেই ফিকহ্ শব্দের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ বক্তার কথার মর্ম বুঝা ও উপলব্ধি করা। এ জন্য বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আবু মানসুর আল-আযহারি রহ. (২৮২-৩৭০) বলেন, বনূ কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একটি বিষয়ের বিবরণ দেয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ?أ فَقِهْتَ তুমি কি আমার কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছো?

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহের বিভিন্ন স্থানে ফিকহ্ শব্দটি উপরিউক্ত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول.(سورة هود : ٩١)

---

(١) الفائق في غريب الحديث صـ ١٣٤/٣ (دار المعرفة)

"তারা বললো, হে শুয়াইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথার মর্ম আমরা বুঝিনা।"

বলা বাহুল্য শুয়াইব (আ:) এর কওমের লোকেরা নিঃসন্দেহে তার কথা বুঝতো; কারণ তিনি তাঁর কাওমের লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুভাষী লোক ছিলেন। কিন্তু তারা তার কথার মর্মার্থ বুঝতে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাইতো না। এ কারণে তারা বললো যে, আমরা তোমার কথার মর্মার্থ বুঝিনা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. (النساء : ٧٨)

"কি হল এই সম্প্রদায়ের যারা কথার মর্মার্থ বুঝতেই চায় না।"

হাদীস শরীফে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস (র.) এর জন্য দোয়া করেছেন।

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.(بخاري : ١٤٣ و مسلم :٢٦٤٥)

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের কথার মর্ম ও তাৎপর্য বুঝার শক্তি দিন। এবং দীনের সঠিক ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, ফিকহের অর্থ যে কোন সাধারণ বুঝ এবং যে কোন কথার কেবল শাব্দিক ও বাহ্যিক মর্ম বুঝা নয়, বরং বক্তার কথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝাই হল ফিকহ।

উল্লেখ্য যে, শব্দটির ক্রিয়াপদ كَرُمَ ও سَمِعَ উভয় বাব থেকে ব্যবহারিত হয়। এটি যখন سمع বাব থেকে আসে তখন মূলত উপরিউক্ত অর্থ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ কথার মর্মার্থ বুঝা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি।

আর যখন كرم বাব থেকে আসে তখন এর অর্থ হয় ফকীহ হওয়া, বুঝমান হওয়া, বিজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া। আর তখন এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল হয় فقاهة।

গভীর চিন্তন ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি যখন কারো সত্ত্বাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন বলা হয়

فَقُهَ يَفْقُهُ : فَقَاهَةً ، أي : صار الفقه له سجية .

আর এ কারণেই আরবের তত্ত্বজ্ঞানী ও গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিকে فقيه العرب বলা হয়।

আবার শব্দটি কদাচিৎ বাবে فتح থেকে ও ব্যবহার হয়। তখন এর অর্থ হয় سبق غيره إلى الفهم অর্থাৎ সে অন্যের আগে উপলব্ধি করল।

ফিকহের পারিভাষিক ব্যবহার:

(১) العلوم الشرعية المستنبطة من القران والسنة (কুরআন সুন্নাহ থেকে গৃহীত জ্ঞান) : ফিকহের আভিধানিক অর্থ যদিও বক্তার কথার মর্ম বুঝা, কিন্তু পরবর্তীতে শব্দটি যে কোন কথার মর্ম বুঝা সে অর্থে ব্যবহার না হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা কুরআন ও সুন্নাহের মর্ম বুঝার অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়। এবং ফিকহ বলতে কুরআন-সুন্নাহের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়। আর কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত মর্মার্থ যে বুঝতে পারে তাকে ফকীহ বলা হয়।

এই অর্থেই হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه غير فقيه .(ترمذي : ٢٦٥٨ و ابن ماجه : ٢٣٦)

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে ফিকহ বলতে কুরআন-সুন্নাহের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে।

এজন্য বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর (৬৩০-৭১১হি:) রহ: বলেন:

وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم.

সুতরাং বুঝা গেলো, সালাফের যুগে ফিকহ শব্দটির এই ব্যাপকার্থেই ব্যবহার ছিল। যাতে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস,কর্ম ও চারিত্রিক সকল বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ:) ফিকহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

معرفة النفس ما لها وما عليها .

এমনকি তিনি আকিদা বিষয়ক কিতাব লেখেন : الفقه الأكبر নামে।

এজন্য বিশিষ্ট ফকীহ ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহ. (৭৪৭ হি:) বলেন:

اسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الأخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الأخرة وحقارة الدنيا .

"প্রথম যুগে ফিকহ শব্দটি পরলৌকিক জ্ঞান, আত্মার সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সমস্যা সম্পর্কে জানা এবং দুনিয়ার তুচ্ছতা ও আখিরাত সম্পর্কে অবগতির অর্থে ব্যবহার হত।"

একই মর্মে হাসান বসরি (র:) বলেন:

أما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه.

"দুনিয়া বিরাগী আখেরাতমুখী দীনের ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কবান আল্লাহর ইবাদতে অটল ব্যক্তিই হলেন ফকীহ।"

অনুরুপভাবে ইবনে আবেদীন শামি (র:) বলেন:

"قوله (رح) :(إلا الفقهاء) المراد بهم العالمين بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملا, لأن تسميته على الفروع فقها تسمية حادثة."

"আল্লাহর বিধিবিধান (বিশ্বাস ও কর্মগত) সম্পর্কে যে প্রাজ্ঞ তাকেই ফকীহ বলে। কেননা, শাখাগত মাসআলাকে ফিকহ বলা পরবর্তীতে সৃষ্ট বিষয়।"

(২) الأحكام الفرعية الشرعية (ইসলামের কর্মগত বিধিবিধান):

ইমাম আবু হানীফা র: (৮০-১৫০হি:) এর পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পেতে থাকে, তখন থেকে ফিকহের উপরিউক্ত অর্থ ব্যাপক পরিসর থেকে সংকীর্ণ হতে থাকে। তখন আকিদা-বিশ্বাস ও চরিত্র সংক্রান্ত জ্ঞান "ফিকহ" এর পরিভাষা থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। আকিদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত জ্ঞান ইলমুত তাওহীদ, ইলমুল কালাম ও ইলমুল আদব ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে থাকে। আর চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ইলমুল আখলাক, ইলমুত তাযকিয়া ,ইলমুত তাসাউফ ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে থাকে। আর ফিকহ বলতে ইসলামের কর্মগত বিধিবিধানকে বুঝানো হত। যাকে বর্তমানে القانون الإسلامي বা ইসলামি আইন বলা হয়। বর্তমানে ফিকহ শব্দটি এ অর্থেই বহুল ব্যবহার।

এ জন্যই ফিকহের সংজ্ঞায় বলা হয়:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

"বিস্তারিত দলীলসমূহের আলোকে গৃহীত শরীয়তের কর্মগত বিধিবিধান জানাকেই ফিকহ বলে।"[১]

---

(১) সূত্র: "ইসলামী আইনের উৎস" ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, থেকে সংক্ষেপিত (পৃ: ১৭-২২)

أصول الفقه এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

যে শাস্ত্রে ইসলামি আইন, আইনের উৎস, উৎস থেকে আইন সংকলন ও প্রয়োগের নীতিমালা এবং সংকলক ও প্রয়োগকারীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে أصول الفقه বলে।

ড: শাবান মোহাম্মাদ ইসমাঈল উসূলুল ফিকহের সংজ্ঞার সারাংশ উল্লেখ করে বলেন:

الخلاصة :أن تعريف أصول الفقه بما تقدم يدل على المحاور التي يدور حولها علم (أصول الفقه) وهي :

(١) معرفة الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام.

(٢) ومعرفة كيفية استنباط الأحكام من هذه الأدلة .

(٣) ومعرفة صفات وشروط الشخص الذي يستطيع أن يستنبط هذه الأحكام وهو المجتهد.[١]

"উসূলুল ফিকহের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা কয়েকটি মৌলিক বিষয়কে নির্দেশ করে যাকে কেন্দ্র করে উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রটি আবর্তিত হয়। তা হল:

১. ইসলামি শরীয়ার দলীল সম্পর্কে জানা যা থেকে বিধিবিধান গৃহীত হয়।

২. দলীল থেকে বিধিবিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি জানা।

৩. মুজতাহিদের জন্য যে সকল শর্ত ও গুণাবলী আবশ্যক সে সকল শর্ত ও গুণাবলী সম্পর্কে জানা।"

আবার, ইবনুল হুমাম (র:) (৮৬১ হি:) বলেন:

هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه.[٢]

"ঐ সকল মূলনীতি জানা যার মাধ্যমে বিধিবিধান উদ্ভাবন করা যায়।"

আমির বাদশা (র:) বলেন:

هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية[١]

(١) أصول الفقه الميسر : ١٤/١ دار ابن حزم

(٢) التحرير مع التيسير ٢٩/١ دار السلام

"সে সকল মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যার মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধান উদ্ভাবন করা যায়।"

শায়খ আব্দুর রহমান মিহলাবী (র:) বলেন:

هو القواعد التي يتوصل بها توصلا قريبا إلى استنباط مسائل الفقه.(٢)

"ঐ সকল মূলনীতি যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে বিধিবিধান উদ্ভাবন করা যায়।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের মাঝে বহ্যিকভাবে একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর তা হল, প্রথম সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় তথা مستنبط,استنباط,أدلة এর সমন্বয়ে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অথচ পরের সংজ্ঞাগুলোতে কেবলমাত্র একটি বিষয় তথা استنباط কে কেন্দ্র করে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতার্থে এই দুই ধরনের সংজ্ঞার মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা, উসূলুল ফিক্‌হের মূল কাজ হল استنباط। সে হিসেবে যারা কেবল استنباط কে উল্লেখ করে সংজ্ঞা দিয়েছেন তারা মূল বিষয়কে বিবেচনা করেছেন। আর বাকি বিষয়গুলো যেহেতু আবশ্যকীয়ভাবে এসে যায় তাই তা উল্লেখ করেননি। কেননা, استنباط এর জন্য দীলল ও মুসতামবিত আবশ্যক। এদুটি ছাড়া ইসতিমবাত সম্ভব নয়।

---

(١) تيسير التحرير ٢٩/١ (دار السلام).

٢) تسهيل الوصول إلى علم الأصول ١٠ مكتبة البشرى

قواعد الفقه ও أصول الفقه এর মাঝে পার্থক্য

যে সকল মূলনীতির আলোকে শরীয়া দলীল থেকে ইসলামি বিধিবিধান উদ্ভাবন করা হয় তাকে أصول الفقه বলে।

আর উদ্ভাবিত বিধানসমূহের মধ্যে যে বিধানগুলো ব্যাপক ও সার্বজনীন যার রয়েছে অনেক فروع তথা শাখা প্রশাখা তাকে قواعد الفقه বলে। যেমন: الأمر المطلق للوجوب এটি أصول الفقه এর একটি মূলনীতি। যার মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহের আমরের শব্দ থেকে বিধিবিধান উদ্ভাবন করা হয়।

আবার الأمور بمقاصدها এটি قواعد الفقه এর একটি মূলনীতি। যা إنما الأعمال بالنيات এই হাদীস থেকে সংগৃহীত। এবং এই মূলনীতিরও রয়েছে অনেক শাখা প্রশাখা। সুতরাং الأمر المطلق للوجوب এটি أصول الفقه এর একটি মূলনীতি আর الأمور بمقاصدها এটি قواعد الفقه এর একটি মূলনীতি।

قواعد الفقه ও أصول الفقه এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম কারাফি (র:) বলেন:

> إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع ، وإن أصولها قسمان:
>
> **القسم الأول :** المسمى أصول الفقه ، وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ، كدلالة الأمر على الوجوب، ودلالة النهي على التحريم، وصيغ الخصوص والعموم، وما يتصل بذلك كالنسخ والترجيح.
>
> **القسم الثاني :** هو القواعد الكلية الفقهية، هي جليلة كثيرة لها من فروع الأحكام ما لا يحصى، وهذه القواعد لم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وقد يشار إليها هناك على سبيل الإجمال.[١]

শরীয়তে মুহাম্মদিয়াহ উসূল ও ফুরূ সংবলিত, আর তার উসূল দুই প্রকার:

---

(١) المدخل الفقهي العام ٩٦٨/١ عن مقدمة الفروق للقرافي ملخصًا

১. **উসূলুল ফিকহ:** যার অধিকাংশ আলোচনা শব্দ থেকে সৃষ্ট মূলনীতি সম্পর্কে, যেমন আমর আবশ্যকতা এবং নাহি হারামকে বুঝায়, এবং উমূম, খূসুসের শব্দাবলী, এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় যেমন নসখ ও তারজীহ।

২. **ফিকহি কাওয়ায়েদে কুল্লিয়াহ তথা কাওয়ায়েদুল ফিকহ:** এগুলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং সংখ্যায়ও বেশি। এর রয়েছে অগণিত শাখাগত বিধিবিধান। উসূলুল ফিকহে এর কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বরং কখনো কখনো সেদিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র।

	উসূলুল ফিকহ		**কাওয়ায়েদুল ফিকহ**
১.	বিধি বিধান তথা আইন সংকলনের মূলনীতি।	১.	মূলনীতিমূলক বিধি-বিধান বা আইন।
২.	উসূলুল ফিকহ মূলত ফিকহ নয় বরং ফিকহ সংকলনের মূলনীতি।	২.	কাওয়ায়েদুল ফিকহ মূলত ফিকহেরই একটি শাখা।
৩.	উসূলুল ফিকহ কাওয়ায়েদুল ফিকহ এর মুখাপেক্ষী নয়।	৩.	কাওয়ায়েদুল ফিকহ উসূলুল ফিকহের মুখাপেক্ষী।
৪.	উসূলুল ফিকহ এর অস্তিত্ব কাওয়ায়েদুল ফিকহ এমনকি ফিকহেরও অস্তিত্বের আগে।	৪.	কাওয়ায়েদুল ফিকহ এর অস্তিত্ব উসূলুল ফিকহের অস্তিত্বের পর।

উসূলূল ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যে কোন শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তার কাজের মাধ্যমে নিরূপিত হয়। সে হিসেবে أصول الفقه এর গুরুত্ব তার কাজ সম্পর্কে জানতে পারলে সহজেই জানা যাবে।

(১) معرفة الأدلة الشرعية (ইসলামি শরীয়ার দলীল তথা উৎস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ):

উসূলুল ফিকহের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলামি শরীয়ার দলীল তথা উৎস, দলীলের পরিচয়, প্রকার ও স্তর সম্পর্কে জানা যায়। এবং তার হুজ্জিয়্যাত তথা প্রামাণ্যতা সম্পর্কে জানা যায়। মূল দলীল ও সম্পূরক দলীল সম্পর্কে জানা যায়। সর্বজনস্বীকৃত দলীল ও মতানৈক্য সম্পন্ন দলীল সম্পর্কে জানা যায় এবং সঠিক দলীল ও ভ্রান্ত দলীল সম্পর্কে জানা যায়। সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাহের অকাট্যতার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহের প্রতি অনঢ় ও অটল বিশ্বাস তৈরি হয়। তাছাড়া দলীল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি না হলে শুরুতেই বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির শিকার হতে হবে।

সে হিসেবে নিম্নে কয়েকটি দলীলের ক্ষেত্রে أصول الفقه এর গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

(ক) সুন্নাহ /হাদীস এর ক্ষেত্রে

বিশেষ করে ইসলামি শরীয়ার দ্বিতীয় দলীল সুন্নাহর ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রথম দলীল কুরআনুল কারীমের সত্যতা ও অকাট্যতা সর্বজন স্বীকৃত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত এটি শব্দে শব্দে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত। কোন ধরনের বিচ্যুতি কিংবা পরিবর্ধন পরিমার্জন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। যে কোন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও কোনটি কুরআন তা অকাট্যভাবে বলতে পারে। কিন্তু সুন্নাহের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কিংবা তার হুকুমে হাদীসের এমন কোন বিশেষ কিতাব সংকলন হয়নি যাতে নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল কথা, কাজ ও সমর্থন একসাথে জমা করা হয়েছে এর বাইরে কোন হাদীস নেই। তাছাড়া হাদীসের সংকলনও হয়েছে কুরআন সংকলনের অনেক

পরে। সে হিসেবে প্রথম যুগের হাদীস সংরক্ষণের মূল পদ্ধতি ছিল মৌখিক। তাছাড়া কুরআনের সাথে যেন একাকার না হয়ে যায় সে জন্য নিষেধও করা হয়েছিল। বিষয়টি হাদীস সংকলনের ইতিহাস অধ্যায় পাঠ করলে স্পষ্ট হয়ে যায়। সে হিসেবে হাদীসের মধ্যে হাদীসের নামে এমন বিষয়ও প্রবেশ করেছে যা হাদীস নয়। হয়ত তা বর্ণনাকারীর ভুল, অসতর্কতা কিংবা স্বরণ না থাকার কারণে কিংবা মিথ্যা হাদীস রচনার কারণে।

আর সে কারণেই হাদীস যাচাই বাছাইয়ের মূলনীতির প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সকল মূলনীতি উসূলে ফিকহের বাহসুস সুন্নাহ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং এসকল মূলনীতিগুলো যেহেতু مجتهد فيه (গবেষণাধর্মী বিষয়) সে হিসেবে তাতে রয়েছে অনেক মতানৈক্য। যে মতানৈক্যের প্রভাব পড়েছে শরয়ি হুকুমের উপর। হাদীস যাচাইয়ের এই মূলনীতি মৌলিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত। ১: منهج الفقهاء (ফকীহগণের মূলনীতি) ২: منهج المحدثين (মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি)। এই দুই মানহাজের অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এখানে তা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তবে একটি মূলদর্শন আলোচনার দাবি রাখে তা হল, ফকীহগণের লক্ষ্য ছিল আহকাম তথা বিধান সংকলন। আর মুহাদ্দিসগণের লক্ষ্য ছিল মূলত সনদের সুদ্ধাসুদ্ধি। মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে যে সকল মূলনীতি অনুসরণ করেছেন তা علوم الحديث নামে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরামের بحث السنة এবং মুহাদ্দিসগণের علوم الحديث অধ্যয়নের দ্বারা উভয় প্রকার মানহাযের মধ্যকার পার্থক্য তালিবে ইলমের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কেরামের মূলনীতি দিয়ে মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি এবং মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি দিয়ে ফকীহগণের মূলনীতি প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা থেকে বাঁচতে পারবে। হাদীসে মুরসালের প্রামান্যতা সম্পর্কে জানতে পারবে। যয়ীফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও তার প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে পারবে। মুহাদ্দিসগণের নিকট অনেক সহীহ হাদীস যা ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সহীহ নয় এ সম্পর্কে জানা যাবে।

সর্বোপরি হাদীসের প্রামাণ্যতা, প্রকার, মান ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা তৈরি হবে। যে ধারণা ছাড়া হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা সম্ভব নয়।

আবার أفعال الرسول তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম যেখানে কোন মৌখিক বক্তব্য নেই এধরনের কর্ম দিয়ে কোন ধরনের বিধান সাব্যস্ত হবে তাও জানা যাবে। যেমন: জুব্বা পড়া, টুপি পড়া, পাগড়ি পড়া, বাবরি রাখা ইত্যাদি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কর্মটা দীনের অংশ আর কোনটি দীনের অংশ নয় বরং ব্যক্তি হিসেবে কিংবা আরবের মানুষ হিসেবে করেছেন, আবার কোন কর্মটি তার সাথে খাস আর কোন কর্মটি অপারগতার কারণে করেছেন কিংবা মানবীয় ভুল হয়েছে আবার সংশোধন করে ফেলেছেন এ সম্পর্কে জানা যাবে।

সর্বোপরি ইসলামি শরীয়ার সবচেয়ে বিস্তৃত উৎস সুন্নাহর মাধ্যমে দলীল প্রদানের যোগ্যতা তৈরি হয় أصول الفقه এর بحث السنة অধ্যয়নের মাধ্যমে।

(খ) ইজমা এর ক্ষেত্রে

ইজমার অধ্যায় পড়ার দ্বারা ইজমার পরিচয়, প্রামাণ্যতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকার ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। ইসলামি শরীয়ার বহু বিষয় ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ইজমা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি না হলে ইসলামের অনেক বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ ও অস্বচ্ছতা তৈরি হবে।

(গ) কিয়াস এর ক্ষেত্রে

ইজমার ন্যায় ইসলামি শরীয়ার অনেক বিধান কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত। সে হিসেবে কিয়াসের প্রামাণ্যতা, প্রকার ও কিয়াসের শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যকীয় বিষয়। অন্যথায় ইসলামের বহু বিধিবিধান সম্পর্কে অস্বচ্ছতা তৈরি হবে। এমনকি সরাসরি কুরআন সুন্নাহে এর প্রমান না পেয়ে তা ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করবে।

(ঘ) তাআমুলুস সালাফ তথা উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা

ইসলামি শরীয়ার অনেক বিধান এমন রয়েছে যা উম্মতের অবিচ্ছিন্ন কর্ম ধারার মাধ্যমে প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, এভাবে বর্তমান যুগ পর্যন্ত। অথচ সুনির্দিষ্ট কোন হাদীসে এর বর্ণনা পাওয়া যায়না। তাই অনেকের নিকট বিধানটির প্রামাণ্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। এমনকি বিধানটি কেউ কেউ

ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। আবার কখনো এমন হয় যে, কোন একটি বিধান সনদের বিবেচনায় যয়ীফ হাদীস দিয়ে প্রমাণিত কিন্তু তার সাথে রয়েছে সলফের আমল, তখন সে যয়ীফ হাদীসটি সাধারণ সহীহ হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে যায়। অথচ স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা হাদীসটি যয়ীফ বলে বিধানটিকে অস্বীকার করতে চায়। উসূলে ফিকহ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাআমুলুস সালাফ এর প্রামাণ্যতা, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও শরয়ি বিধানে এর প্রভাব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়।

(২) دراسة الفقه الإسلامي مقارنةً (তুলনামূলক ফিকহ চর্চা):

উসূলুল ফিকহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে তুলনামূলক ফিকহ চর্চা সম্ভব নয়। কেননা, এখানে বিভিন্ন মাযহাবের দলীল বিশ্লেষণ করা হয় এবং এক মতকে অন্য মতের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে তারজীহ দেয়ার যে সকল মূলনীতি রয়েছে তা এ শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। আর এ কারণেই ফিকহে মুকারানের অনেক কিতাব এই শাস্ত্র ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। যেমন

الهداية، فتح القدير، شرح مختصر الطحاوي، بدائع الصنائع، تبيين الحقائق، التجريد، مبسوط السرخسي ইত্যাদি।

(৩) حل المسائل الجديدة (আধুনিক মাসায়েলের সমাধান)

এই শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে যে কোন সমকালীন মাসআলাকে বিশ্লেষণ করে শরয়ি সমাধান দেয়ার যোগ্যতা তৈরি হয়। কেননা, সমস্ত বিধিবিধানের মূল হল ঐ বিধানের ইল্লত তথা কার্যকারণ। উসূলুল ফিকহে এই ইল্লত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাছাড়া اجتهاد এর যে তৃতীয় প্রকার তথা الاجتهاد بتحقيق المناط সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়। যার মাধ্যমে আধুনিক মাসায়েলের সমাধান দেয়ার যোগ্যতা তৈরি হয়।

এ জন্যই أصول الإفتاء এর মূল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ تلخيص قواعد رسم المفتي এর প্রথম أصل -এ বলা হয়েছে:

> لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة، وإنما طالع الكتب الفقهية بنفسه، كما لا يجوز الإفتاء لكل من تعلم الفقه لدى الأساتذة،

حتى تحصل له ملكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميز الكتب المعتبرة من غيرها.(١)

"যিনি বিজ্ঞ উস্তাদের কাছে ফিকহ অধ্যয়ন করেননি, বরং নিজে নিজে ফিকহের কিতাব অধ্যয়ন করেছেন তার জন্য ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তির জন্যও জায়েয নেই যিনি বিজ্ঞ উস্তাদের কাছে ফিকহ অধ্যয়ন করেছেন যে পর্যন্ত না তার এমন যোগ্যতা তৈরি হয় যার মাধ্যমে আহকামের উসূল এবং তার নিয়ম-কানুন ও তার কার্যকারণ জানতে পারে,এবং গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য কিতাবের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।"

আর এজন্যই ইমাম কারাফি (র:) বলেন:

لا يجوز الإفتاء لمن لا يدري أصول الفقه.(٢)

"যিনি উসূলুল ফিকহ জানেন না তার জন্য ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই।"

(8) حل النصوص المختلفة (বিরোধপূর্ণ নসের সমাধান)

কুরআন ও সুন্নাহের এমন বহু নুসূস রয়েছে যা বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ। এ সকল বিরোধপূর্ণ নসের প্রকৃত সমাধান কী? তা এ শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। বিরোধপূর্ণ নসের সমাধান দেয়ার যোগ্যতা ছাড়া কুরআন সুন্নাহের অধ্যয়ন কিছুতেই নিরাপদ নয়। আর এই যোগ্যতার মাধ্যমেই একজন আলেমের ফাকাহাত (সূক্ষ্মদর্শিতা) প্রমানিত হয়।

(৫) معرفة مراد المتكلم (বক্তার কথার প্রকৃত মর্ম উদঘাটন)

এই শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কাজ হল, যে কোন বক্তার কথার প্রকৃত মর্ম উদঘাটনে সহযোগিতা করে। কোনটি মুখ্য উদ্দেশ্য, কোনটি গৌণ উদ্দেশ্য , আর কোনটি উদ্দেশ্য নয় এ বিষয়গুলো স্বচ্ছভাবে বুঝার যোগ্যতা তৈরি করে। যেমন: হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

---

(١) أصول الإفتاء : ١٥٢ مكتبة معارف القران

(٢) الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

(ترمذي: ١٢٠٩)

"সত্যবাদি বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবি, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোকদের সাথে থাকবে।"

স্বাভাবিকভাবে এই হাদীসটিকে ব্যবসার ফজিলত বর্ণনার জন্য উল্লেখ করা হয়। অথচ এই হাদীসটি ব্যবসার ফজিলত বর্ণনার জন্য নয়। বরং তাতে ব্যবসায়ীদেরকে সততা ও আমানতদারিতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা, কোন শব্দের সাথে যখন কোন গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করা হয় তখন সে গুণবাচক শব্দটিই মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর যার গুণ বর্ণনা করা হয় তা পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

(৬) معرفة مراتب الأحكام (শরীয়া বিধানের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে জানা)

শরীয়তের সমস্ত বিধান মৌলিকভাবে তিনভাগে বিভক্ত: ১.করণীয় ২.বর্জনীয় ৩. ঐচ্ছিক এক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো কোন স্তরের আবার বর্জনীয় বিষয়গুলো কোন স্তরের তা এই শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যাবে।

(৭) معرفة أسلوب الشارع في بيان الأحكام وأسلوب الفقهاء في بيان الأحكام (বিধিবিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতা ও ফুকাহায়ে কেরামের ধারা সম্পর্কে জানা)

কুরআন সুন্নাহের বিধান বর্ণনার ধারা কী আবার ফকীহগণের বিধান বর্ণনার ধারা কী? তা এ শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়। শরীয়া প্রণেতার বক্তব্যের বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। কখনো তারগীব, কখনো তারহীব, কখনো ধমক, আবার কখনো مبالغة (অতিরঞ্জন),কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ,আবার কখনো স্থান, কাল ও ব্যক্তির ভিন্নতার কারণে ভিন্ন বক্তব্য ইত্যাদি। এই ধারাটিকে أسلوب الخطاب বা أسلوب الدعوة বলে। অপরদিকে ফকীহগণ শুধুমাত্র আইনী ধারার বিধান বর্ণনা করে থাকেন। যাকে أسلوب القانون বা আইনি ধারা বলে। এই উভয় ধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে কুরআন সুন্নাহর সঠিক মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

(৮) معرفة مقاصد الشريعة (ইসলামি শরীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা)

উসূলুল ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল مقاصد الشريعة তথা ইসলামি শরীয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং কল্যাণকারিতা। এই অধ্যায়টিকে ইসলামি শরীয়ার প্রাণ বলা যায়। এটি অধ্যয়ণের মাধ্যমে ইসলামি শরীয়ার অন্তর্নিহিত রহস্য উন্মোচিত হয়। ইসলামি শরীয়া কিভাবে বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণকর তা নিজে বুঝা এবং অন্যকে বুঝানোর যোগ্যতা তৈরি হয়। সে হিসেবে ইসলামের দাওয়াতের জন্য مقاصد الشريعة সম্পর্কে জ্ঞানলাভ আবশ্যকীয়। তাছাড়া ইসলামি বিধিবিধানের উপর যে সকল আপত্তি ও সংশয় তৈরি করা হয় তা যৌক্তিকভাবে খন্ডনের যোগ্যতা তৈরি হয়। এবং অন্যান্য সকল মতাদর্শের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতা তৈরি হয়। সর্বোপরি ইসলামের বিধানের প্রতি এক আত্মিক প্রশান্তি তৈরি হয়। এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয় যে, ইসলামই মানবজাতির ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণের একমাত্র পথ।

(৯) معرفة الفرق بين العلل والحكم (ইল্লত ও হিকমতের মাঝে পার্থক্য জানা)

ইল্লত ও হিকমত দুটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে ইসলামের বিধিবিধান এলোমেলো হয়ে যাবে। কেননা, ইল্লত হল হুকুমের ভিত্তি বা কার্যকারণ আর হিকমত হল বিধানের ফলাফল। সমকালীন অনেকেরই এই পার্থক্য বুঝতে না পেরে বড় ধরনের পদস্খলন হয়ে গিয়েছে। যেমন : কেউ কেউ বলছে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে উঠা সাদা শুকর বর্তমানে হালাল, মাতলামি না আসলে মদ হালাল, ব্যাংকিং সুদ হালাল, মনের ভিতর কুচিন্তা না থাকলে পর্দা করা জরুরি নয় ইত্যাদি, যা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। উসূলুল ফিকহ অধ্যয়নের মাধ্যমে এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা তৈরি হয়।

(১০) تفسير القرآن وشرح الحديث (কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা)

أصول الفقه শাস্ত্রে যে সকল মূলনীতি উল্লেখ করা হয় তা শুধুমাত্র فقه এর সাথেই খাস নয়, যেমনটি অনেকেই ধারণা করে থাকে। বরং একজন মুফাসসির কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবেনা এ সকল মূলনীতি ছাড়া। অনুরুপভাবে একজন

হাদীস ব্যাখ্যাকার হাদীসের ব্যাখ্যাও এসকল মূলনীতি ছাড়া করতে সক্ষম নয়। সে হিসেবে কুরআন সুন্নাহের যে কোন বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা জরুরি। অন্যথায় ব্যাখ্যার নামে কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যার পথ উন্মুক্ত হবে।

(১১) تدبر القرآن والحديث : (কুরআন সুন্নাহ গবেষণা

আরবি ভাষা দিয়ে কুরআন সুন্নাহের আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ জানা যায় মাত্র। কুরআন সুন্নাহের تدبر তথা গভীরে প্রবেশ করে তার তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে হলে أصول الفقه এর বিকল্প নেই। আর এই تدبر এর মাধ্যমেই تفقه في الدين অর্থাৎ দীনের গভীরতা তৈরি হয়। যা আল্লাহ তাআলার এক মহান নেয়ামত।

(১২) معرفة الفرق بين الاستدلال والاستئناس (استدلال ও استئناس এর পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।)

استدلال ও استئناس এর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা,এ পথ ধরেই বিকৃত ব্যাখ্যার রাস্তা উন্মুক্ত হয়। উসূলুল ফিকহের ইসতিদলাল এর অধ্যয়টি যথাযথভাবে অধ্যায়ন করলে এ যোগ্যতা তৈরি হয়।

(১৩) معرفة الفرق الباطلة (ভ্রান্ত ও বিচ্যুত মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারা)

أصول الفقه শাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হল দীনের বিকৃত ব্যাখ্যা চিহ্নিত করতে এবং সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পথ দেখায়। একই কুরআন সুন্নাহ অথচ এখান থেকে বিভিন্ন দল ও মত তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভ্রান্ত তা এ শাস্ত্র ছাড়া নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা, জাল দলীল তৈরি করা প্রায় অসম্ভব কিন্তু জাল দালালাত তথা জাল ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর তা হয়ে থাকে অজ্ঞতার কারণে, কিংবা সীমালঙ্ঘনের কারণে, কখনো বা বাতিল পন্থিদের চক্রান্তের কারণে। এজন্যই হাদীস শরীফে এসেছে :

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. (مسند بزار: ٩٤٢٣)

এ সকল ভ্রান্তি চিহ্নিত করা এবং দীনকে বিকৃতি সাধন থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয় أصول الفقه ছাড়া। এজন্য উসূলবিদগণ সহীহ দালালত ও ফাসেদ দালালত চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেকোন বক্তব্য সহীহ দালালতের মূলনীতিতে না আসলে তা ফাসেদ বলে গন্য হবে। উসূলবিদগণ একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এধরনের কিছু ভুল ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পূর্ব যুগের ভ্রান্ত দল ও তাদের মতবাদ এবং বর্তমান যুগের বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব।

(১৪) حصول الطمأنينة للعلماء المقلدين (মুকাল্লিদ আলেমগণের আস্থা ও প্রশান্তি অর্জন)

গুটি সংখ্যক আলেম ছাড়া সমগ্র পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ কোন না কোন মাযহাবের মধ্যস্থতায় কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণ করেন। أصول الفقه শাস্ত্র চর্চার মাধ্যমে একজন আলেম তার মাযহাবের ইমাম কোন উৎস থেকে কোন মূলনীতির আলোকে মাসায়িলসমূহ সংকলন করেছেন তা জানতে পারে। এর মাধ্যমে স্বীয় ইমাম ও মাযহাবের প্রতি আস্থা ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জন হয়। অন্ধ অনুসারী না হয়ে চক্ষুষ্মান অনুসারী হয় এবং স্বীয় মাযহাবের কোন মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি আসলে তা দলীলের আলোকে খন্ডন করতে সক্ষম হয়।

(১৫) যে কোন দেশের সংবিধান ও আইন বিশ্লেষণের যোগ্যতা তৈরি হয়:

উসূলুল ফিকহ যদিও বিশেষভাবে ইসলামি বিধিবিধান ও আইন নিয়ে পর্যালোচনা করে, তথাপি এ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যে কোন দেশের সংবিধান ও আইন বিশ্লেষণের যোগ্যতা তৈরি হয়। কেননা, এই শাস্ত্রের মূলনীতিগুলো এতটাই তাত্ত্বিক ও সার্বজনীন যে তা সমস্ত আইনকে বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখে।

উসূলুল ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইমামগণের মতামত:

(১) বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ইবনে খালদুন (র:) বলেন:

اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. [١]

"ইসলামি শাস্ত্রগুলোর মাঝে উসূলুল ফিকহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদা সম্পন্ন এবং ব্যাপক উপকারী এক শাস্ত্র। আর তার কাজ হলো, শরীয়তের দলীলসমূহ নিয়ে এমনভাবে গবেষণা করা যেন বিধিবিধান সংগৃহীত হয়।"

(২) ইমাম কারাফি (র:) বলেন:

لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع ، ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة ، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع، ولعلهم لا يعبأون بالإجماع، فإنه من جملة أصول الفقه ، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعاً. [٢]

"যদি উসূলুল ফিকহ না থাকতো তাহলে শরীয়তের কোন বিধানই সুপ্রতিষ্ঠিত হত না। কেননা, প্রত্যেক হুকুমের জন্য আবশ্যক হল সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ ও দলীল যা হুকুম ও তার কার্যকারণকে নির্দেশ করবে। সুতরাং যদি আমরা উসূলুল ফিকহকে অগ্রাহ্য করি তাহলে প্রকারান্তে দলীলকে অগ্রাহ্য করলাম। ফলে আমাদের জন্য কোন হুকুম ও কার্যকারণ বাকি থাকবে না। আর দলীল ও মূলনীতি ছাড়া শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণে শরীয়ত প্রমানিত করা ইজমা বিরোধী। আর ইজমা

---

(١) مقدمة ابن خلدون صـ ٤٢٣ (دار الغد الجديد)
(٢) أصول الفقه الميسر ٢٥/١ (دار ابن حزم)

যেহেতু উসূলুল ফিকহেরই অংশ তাই হয়তো তারা ইজমাকে গুরুত্ব দেয়না। অথবা তারা জানেনা যে তা মুজতাহিদের প্রথম স্তর, সুতরাং যে উসূল সম্পর্কে অজ্ঞ হবে সে নিশ্চিত মুজতাহিদ নয়।"

(৩) ইমাম গাজালি (র:) বলেন:

إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه.[১]

"ইজতিহাদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শাস্ত্র হচ্ছে হাদীস, ভাষা ও উসূলুল ফিকহ।"

(৪) ইমাম শাওকানি (র:) বলেন:

الشرط الرابع: أن يكون عالما بعلم أصول الفقه ، لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه، ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، وعليه أن ينظر في كل مسألة نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل .... إلى أن قال: وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط.[২]

"(মুজতাহিদের) চতুর্থ শর্ত হল উসূলুল ফিকহ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হতে হবে। কারণ ইজতিহাদের জন্য উসূলুল ফিকহ আবশ্যক। এবং এ শাস্ত্রে তাকে বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। ...... কেননা, এই শাস্ত্র ইজতিহাদের স্তম্ভ এবং তার ভিত্তি। তাছাড়া প্রত্যেক মাসআলা গবেষণা করে তার হাকীকত উদঘাটন করতে হবে। যদি সে তা করতে পারে তাহলে ফুরুঈ মাসআলাকে খুব সহজেই উসূল তথা মূলনীতির উপর প্রয়োগ করতে পারবে। আর যদি এই শাস্ত্রে দুর্বল হয় তাহলে শাখাগত মাসআলাকে মূলনীতির উপর প্রয়োগ করা কঠিন হবে

---

(١) المرجع السابق ٢٥/١ (دار ابن حزم)

(٢) المرجع السابق ٢٦/١ (دار ابن حزم)

এবং সে বিভ্রান্তি ও ভুলের শিকার হবে।"

(৬) ইমাম আব্দুল আযীয বুখারি (র:) বলেন:

لولا أصول الفقه لبقيت لطائف علوم الدين كامنة الآثار ونجوم سماء الفقه والحكمة مطموسة الأنوار، لا تدخل ميامنه تحت الإحصاء، ولا تدرك محاسنه بالاستقصاء.(١)

"যদি উসূলুল ফিকহ না হতো তাহলে দীনের অন্তর্নিহিত অনেক বিষয় থেকে যেত অস্পষ্ট ও অজানা এবং ফিকহ ও প্রজ্ঞা দিগন্তের তারকারাজি হয়ে যেত নিষ্প্রভ। তার কল্যাণ বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় তার সৌন্দর্যকে নিয়ন্ত্রন করা।"

(৭) আল্লামা আবুল ওফা আফগানি (র:) বলেন:

إن علم الأصول من أشرف العلوم وأنفعها حيث يتعرف به طرق استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية على صعوبة مداركها ودقة مسالكها، فمن ألمَّ به يكون ملمًّا بمدارك المجتهدين ، ذا بصيرة في أحكام الاستنباط. (٢)

"উসূলুল ফিকহ হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও উপকারী শাস্ত্র যার মাধ্যমে দলীলসমূহ সূক্ষ্ম ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও বিস্তারিত দলীলের আলোকে কর্মগত বিধিবিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি জানা যায়। সুতরাং যে উসূলুল ফিকহ শাস্ত্র অর্জন করবে সে মুজতাহিদগণের রীতিনীতি জানতে পারবে এবং মাসআলা উদ্ভাবনের নিয়মনীতি সম্পর্কে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হবে।"

(৮) ইমাম শাতেবি (র:) বলেন:

إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع.

"হৃদয়ে মূলনীতি বদ্ধমূল হলে যবান শাখাগত মাসআলা নিয়ে কথা বলে।"

---

(١) كشف الأسرار (٦/١-٧ (دار الكتب العلمية)

(٢) مقدمة أصول السرخسي :٣\١ دار الفكر

(৯) ইমাম আবুল কাসেম উবাইদুল্লাহ বিন ওমর বিন আহমদ (র:) বলেন:

إن من حق البحث والنظر الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصولها والتماس ثمرة لم تغرس شجرها، وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها.[١]

"গবেষণার দাবী হলো, এমন শাখা থেকে বিরত থাকা যার মূল সুসংহত হয়নি, এমন ফল প্রত্যাশা থেকে বিরত থাকা যার বৃক্ষ রুপিত হয়নি, এমন ফলাফল থেকে বিরত থাকা যার মূলনীতি জানা যায়নি।"

(১০) ইমাম সালেহ বিন আব্দুল কুদ্দুস (র:) বলেন:

لن تبلغ الفرع الذي رمته * إلا ببحث منك عن أسِّه

"তুমি তোমার কাঙ্খিত শাখায় কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না তার মূল অনুসন্ধান করা ছাড়া।"

উপরিউক্ত গুরুত্বের কারণেই পূর্বসূরী আলেমগণকে এ শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে দেখা যায়। এমনকি তাদের অনেকেই এ শাস্ত্রে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। খুব কম ফকীহই এমন পাওয়া যাবে যারা এ শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করেননি। কিংবা এ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেননি। নিম্নে কয়েকজন ফকীহের নাম ও এ শাস্ত্রে তাদের লিখিত কিতাবের তালিকা উল্লেখ করা হলো, যা থেকে এই শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমিত হবে।

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) : كتاب الرأي

(২) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) : كتاب أصول الفقه

(৩) ইমাম ঈসা ইবনে আবান (রহ.): كتاب الحجج الصغير والكبير

(৪) ইমাম মাতুরীদি (রহ.): مأخذ الشراعع

(৫) ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) : الفصول في الأصول

(৬) আবু যায়েদ দাবুসি (রহ.) : تقويم الأدلة، تأسيس النظر

---

(٢) جامع بيان العلم صـ ٧٨٥

(৭) ইমাম বাযদাবি (রহ.) : كنز الوصول إلى معرفة الأصول

(৮) ইমাম সারাখসি (রহ.) : أصول السرخسي

(৯) ইমাম সমরকন্দি (রহ.) : ميزان الأصول

(১০) সদরুশ শরীয়াহ ওবায়দুল্লাহ মাসউদ (রহ.) : التوضيح

(১১) ইবনুল হুমাম (রহ.) : التحرير

(১২) ইবনু নুজাইম (রহ.) : فتح الغفار

(১৩) ইমাম নাসাফি (রহ.) : المنار

(১৪) ইমাম হাসকাফি (রহ.) : إفاضة الأنوار

(১৫) নিজামুদ্দীন শাশি (রহ.) : أصول الشاشي

(১৬) ইবনুল মালাক (রহ.) : شرح المنار

(১৭) মুহিব্বুল্লাহ বিহারি (রহ.) : مسلم الثبوت

(১৮) আব্দুল আজীজ বুখারি (রহ.) : كشف الأسرار

(১৯) মোল্লা আলি কারি (রহ.) : شرح مختصر المنار

(২০) ইবনে আবিদিন শামি (রহ.) : نسمات الأسحار

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাস ও উসূলবিদদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাদের রচনাবলি সম্পর্কে জানতে নিম্নে কিতাব দুটি অত্যন্ত উপকারী।

(১) "أصول الفقه رجاله وتاريخه"

(২) "فن أصول فقہ کی تاریخ" عہد رسالت سے عہد حاضر تک

উসূলুল ফিকহের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও সংকলন

যে কোন শাস্ত্র উৎপত্তি ও সূচনা লগ্নে শাস্ত্রীয় রূপ নিয়ে উৎপত্তি লাভ করে না। বরং উৎপত্তির পর ধীরে ধীরে একটি পর্যায়ে এসে তা শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করে। أصول الفقه শাস্ত্রটিও এর ব্যতিক্রম নয়। أصول الفقه এর একটি বড় অংশ যেহেতু ভাষার সাথে সম্পৃক্ত সে হিসেবে যে দিন থেকে ভাষার উৎপত্তি সে দিন থেকে أصول الفقه এর উৎপত্তি। কেননা, বক্তার বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝা এই শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সুতরাং যেখানেই রয়েছে বক্তার বক্তব্য সেখানেই রয়েছে أصول الفقه। আর এজন্যই أصول الفقه এর বহু নিয়ম-কানুন শুধু আরবি ভাষা নয় বরং পৃথিবীর সকল ভাষাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরবি ভাষায়। আর তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনের মর্ম বুঝেছেন। এবং আরবি ভাষার নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি অনুযায়ী তার মর্ম উপলব্ধি করেছেন। সে হিসেবে কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম উসূলবিদ বলেছেন।

কুরআনুল কারিমের কিছু আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলীল উপস্থাপন এই বিষয়টিকে সমর্থন যোগায়।

নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল।

(١) عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ- لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (البخارى : ٥٠٧٥).

"হযরত কায়স (রহ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করতাম, আর জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের কিছুই ছিল না। তাই আমরা বললাম, আমরা কি নপুংস হয়ে যাবো না?

তখন তিনি আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমাদেরকে কাপড়ের বিনিময়ে মহিলাদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, (হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ যা হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।)"

আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থায়ীভাবে পুরুষত্ব নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। এবং দলীল হিসেবে কুরআনুল কারিমের উল্লেখিত আয়াত পেশ করেছেন। অথচ আয়াতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত নেই। বরং আয়াতে কারীমায় হালালকে হারাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের عام এর মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন। কেননা, বৈধভাবে জৈবিক চাহিদাপূরণ করা হালাল এখন যদি তা স্থায়ীভাবে নষ্ট করা হয় তাহলে তা হালালকে হারাম করার নামান্তর।

(٢) عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله : {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ٦٤٢/٢ (المكتبة الإسلامية)

"আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি মসজিদে নামাজ পড়ছিলাম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন কিন্তু আমি তার ডাকে সাড়া দেই নি। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাজে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ কি বলেন নি "তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে ডাকেন।"

আলোচ্য হাদীস শরীফেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারিমের "إذا" আম শব্দের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন।

সে হিসেবে তিনি যখন ডাকবেন তখনই ডাকে সাড়া দেওয়া আবশ্যক। চাই নামাজের ভিতরে থাকুক কিংবা নামাজের বাহিরে।

(٣) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ يدعى نوح يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك يا رب! فيقول هل بلغت؟ فيقول: نعم! فيقال لأمته هل بلغكم ؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته! فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله (جل ذكره) (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)... {رواه البخاري في كتاب التفسير. ٦٤٥/٢)

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কিয়ামতের দিন নূহ আ: কে ডাকা হবে। তখন তিনি বলবেন লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন তুমি কি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছ ? তিনি বলবেন হ্যাঁ, তখন তার উম্মতকে বলা হবে তোমাদের কাছে কি সে আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছে ? তারা বলবে আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি। তখন আল্লাহ বলবেন তোমার পক্ষে কি কোন সাক্ষী আছে ? তিনি বলবেন মুহাম্মদ ও তার উম্মত আমার সাক্ষী। তখন তারা সাক্ষ্য দিবে যে তিনি তার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, আর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন। আল্লাহ তায়ালা এমনি বলেছেন "আর অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ব্যপারে সাক্ষী দিতে পারো, এবং রাসূল যেন তোমাদের ব্যপারে সাক্ষী হতে পারে।"

আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "الناس" শব্দের মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করেছেন। কেননা, শব্দটি عام । এর মধ্যে নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর উম্মতসহ সকল নবীগণের উম্মত অন্তর্ভুক্ত।

٤. عن عائشة رضي الله عنها : قرأ رسول الله ﷺ' (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.) فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم {مسند عائشة صـ١٣١ دار المعرفة}

"আয়েশা রা: বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করলেন এই আয়াত (তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে কিছু আয়াত স্পষ্ট যা কিতাবের মূল আর কিছু আয়াত অস্পষ্ট, সুতরাং যাদের অন্তরে অসুস্থতা রয়েছে তারা সেই অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) আয়াতের পিছনে পড়বে ফেতনা সৃষ্টি ও মনগড়া ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। সেগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে: আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম সবকিছু আমাদের রবের পক্ষ থেকে আর জ্ঞানীরাই তাকে স্মরণ করে।) অতঃপর তিনি বললেন: যখন তোমরা ঐ সকল লোকদেরকে দেখবে যারা ঐ সকল আয়াত নিয়ে তর্ক করে তারাই হল সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং তাদের থেকে দূরে থাকো।"

٥. عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) وعن هذه الآية (من يعمل سوءًا يجز به) فقالت ما سألني عنهما أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه سلم عنهما، وقال يا عائشة : هذه متابعة الله العبد بما يصيبه من الحمة والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفرغ لها فيجدها .... الحديث أخرجه أحمد و الترمذي (تفسير سورة البقرة كذا في مسند عائشة صـ ٣٣٨ دار المعرفة)

উমাইয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রা. কে এই দুটি আয়াত إن من يعمل سوءًا يجز به ও تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন আমি এই দুটি আয়াত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার পর থেকে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হে আয়েশা! এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জ্বর, কষ্ট-ক্লেশ ও কাটা বিধে যাওয়ার বিপদ আপদের প্রতিদান প্রদান, এমনকি তার যে সামানা আস্তিনে রেখে হারিয়ে ফেলে তার পরে তা খুঁজে পায় তার থলিতেই.................

٦. عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ﷺ ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ﷺ : إنما خيرني الله فقال : "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" وسأزيده على السبعين قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله ﷺ فأنزل الله (ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... ٦٧٣/٢ (المكتبة الأشرفية) (حديث : ٤٦٧٠)

"ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল তখন তার ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার জামা চাইলো, যা দিয়ে তার বাবাকে কাফন পড়াবে, তখন তিনি তা দিলেন। অতঃপর সে তার জানাযার নামাজ পড়ানোর আবদার করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা নামায পড়াতে দাঁড়ালেন তখন ওমর (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার রব তো

আপনাকে তার জানাযা পড়াতে নিষেধ করেছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন: আল্লাহ আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে বলেছেন "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও আর না চাও (উভয়ই সমান) যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চাও আল্লাহ তাদের কখনোই ক্ষমা করবেন না।" আমি সত্তরের উপর অবশ্যই বৃদ্ধি করবো। তিনি বললেন নিঃসন্দেহে সে মুনাফিক। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ালেন। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করলেন: "আর তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তাদের জানাযা পড়াবেন না। এবং তাদের কবরের কাছে দাঁড়াবেন না।"

পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে এ সকল নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করেন। যেমন:

১. হযরত আয়েশা (রা:) সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী মাসরূরকে বলেন: যে তোমাকে এ কথা বলবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর অবতীর্ণ বিষয়ের কোন কিছু গোপন করেছেন তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك

এখানে আয়েশা (রা:) কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন।

২. গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত কী হবে? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়। কিছু সাহাবায়ে কেরাম বলেন এ ধরনের নারীরা أبعد الأجلين এর মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ও সন্তান প্রসব এই দুই সময়ের মধ্যে যেটির সময় বেশি হবে তার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে।

অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা: সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বলেন সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষ হবে। এ ব্যাপারে ইবনে মাসুদ রা: বলেন ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة অর্থাৎ সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হওয়ার আয়াতটি চার মাস দশ দিন পরে ইদ্দত শেষ হওয়ার আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে ইবনে মাসউদ নাসেখ ও মানসুখের

মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ যে আয়াতটি পরে নাজিল হয়েছে তা হবে নাসেখ আর যে আয়াতটি আগে নাযিল হয়েছে তা হবে মানসুখ।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট রাসূলের রেখে যাওয়া মেরাছ তলব করেন। দলীল হিসেবে পেশ করেন আল্লাহ তায়ালার এই আয়াত يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এটি অস্বীকার করেন নি বরং তিনি নবীজির এই হাদীস পেশ করলেন যা এই আয়াতকে তাখসীস করে ফেলেছে। হাদীসটি হল: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة।

এখানে ফাতেমা (রা:) কুরআনুল কারীমের العام-এর মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন আর আবু বকর (রা:) তাখসীসের মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন।

পরবর্তীতে তাবিয়ীদের যুগে এসে তা কিছুটা শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করে। বিশেষ করে যখন ফিকহ সংকলনের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয় তখন এর প্রয়োজনীয়তা বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেননা, أصول الفقه ছাড়া ফিকহ সংকলন সম্ভব নয়। আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফিকহ সংকলন শুরু হয় ইমামে আযম আবু হানীফা (র:) এর যুগে। সে হিসেবে أصول الفقه এর ব্যাপক চর্চা তখন থেকেই শুরু হয়। বলা হয় أصول الفقه এর প্রথম কিতাব ইমাম আবু হানীফা (র:) রচনা করেছেন। যার নাম كتاب الرأي অবশ্য তা আমাদের পর্যন্ত পৌছেনি।

অত:পর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র:) এর যুগে এসে তা পূর্ণ শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করে। এমনকি তখন একজন ফকীহকে এই শাস্ত্রের আলোকে মূল্যায়ন করা হতো। আর তখনই أصول الفقه এই শব্দটির সর্বপ্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। الرد على سير الأوزاعي কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র:) সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন:

> وأما قول الأوزاعي: (على هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف) فهذا كما وصف من أهل الحجاز أو رأي بعض مشايخ أهل الشام

ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا **أصول الفقه**. (الرد على سير الأوزاعي صـ ٢١)

পরবর্তীতে ইমাম মুহাম্মদ (র:) এই শাস্ত্রে সর্বোচ্চ বুৎপত্তি অর্জন করেন। এবং "كتاب أصول الفقه" নামে একটি কিতাব রচনা করেন। অবশ্য এটিও আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।[১] বরং তিনি এই মূলনীতির আলোকে الفقه الإسلامي সংকলনের কাজে মনোনিবেশ করেন। এবং ঐতিহাসিক ছয় কিতাব রচনা করেন। যার বিভিন্ন স্থানে কিছু মৌলিক উসূল ছড়িয়ে রয়েছে। ড: আব্দুল্লাহ বুয়ায়নুকালন (দা.বা.) সম্পাদনায় প্রকাশিত الأصل এর উপর তিনি একটি مقدمة লিখেছেন যেখানে তিনি ছড়িয়ে থাকা এই মূলনীতিগুলোকে জমা করেছেন।

অত:পর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ছাত্র ইমাম শাফেয়ি (র:) الرسالة নামক কিতাব রচনা করেন। যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছা-أصول الفقه এর সবচেয়ে প্রাচীনতম কিতাব। অবশ্য সেখানে তিনি হানাফি মাযহাব থেকে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র মূলনীতি তৈরি করেন এবং সে অনুযায়ী একটি নতুন মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন। এদিকে ইমাম মুহাম্মদ (র:) এর আরেক ছাত্র ঈসা ইবনে আবান (র:) হানাফি মাযহাবের উসূলের দুটি অনবদ্য কিতাব রচনা করেন।

١. الحجج الكبير ٢. الحجج الصغير

সেখানে তিনি সরাসরি সনদে ইমাম মুহাম্মদ (র:) এর উসূলগুলো জমা করেছেন। আর এই কিতাবগুলো হানাফি মাযহাবের সবচেয়ে প্রাচীনতম এবং নির্ভরযোগ্য কিতাব। অবশ্য কিতাবদ্বয় এখনো মুদ্রণের মুখ দেখেনি। বরং তা পান্ডুলিপি আকারে মাকতাবায় সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করি এই কিতাবদ্বয় যেন দ্রুত মুদ্রণের মুখ দেখতে পায়।

ইমাম আবু বকর জাসসাস (র) তার প্রসিদ্ধ কিতাব الفصول في الأصول এ- কিতাবদ্বয় থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিয়েছেন। এমনকি الفصول في الأصول কিতাবটির উৎস হল ঈসা ইবনে আবান (র:) এর এই দুই কিতাব। এই সূত্রধরেই হানাফি মাযহাবের পরবর্তী কিতাবগুলো সংকলিত হয়।

---

(١) الفهرست لابن نديم : ٢٨٥)

হানাফি মাযহাবের উসূলের সনদ

অনেকেরই ধারণা হানাফি মাযহাবের উসূলসমূহ সাহিবে মাযহাব থেকে সরাসরি প্রমাণিত নয়। বরং মাযহাবের ইমাম থেকে বর্ণিত মাসায়েল থেকে ইসতিখরাজ তথা সংকলন করা হয়েছে। এ জন্য তাদের বক্তব্য হল, যেহেতু হানাফি ফকীহগণের নিকট প্রথমে মাসায়িল পরে উসূল। সেজন্য অনেক জায়গায় তারা স্বীয় উসূলের উপর টিকে থাকতে পারেনা। সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে فروع কে ঠিক রাখেন উসূলকে পরিবর্তন করেন।

হানাফি মাযহাবের উসূল সম্পর্কে স্বতন্ত্র গবেষণা না থাকার কারণেই মূলত এ ধরনের অবাস্তব ধারণা তৈরি হয়েছে।

হানাফি মাযহাবের উসূল সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জরুরি কয়েকটি মৌলিক বিষয় স্বচ্ছ করে নিতে হবে।

১. এ কথা সর্বজনস্বীকৃত, যে কোন فرع কোন না কোন أصل এর উপর নির্ভরশীল। হানাফি মাযহাবই সর্বপ্রথম ইসলামি আইনকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ দিয়ে তাকে সংকলন করেছে। এবং তা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীনতম আইনের সংকলন হিসেবেও স্বীকৃত। যা ইমাম মুহাম্মদ (র:) এর রচিত কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান। সে হিসেবে আমরা একথা বলতে পারি এসকল فرع সমূহ সুশৃঙ্খল উসূলের উপর নির্ভরশীল।

২. উসূলসমূহ মৌলিকভাবে দুই ধরনের হয়ে থাকে: (ক) মূল উসূল (খ) শাখা উসূল কখনো কখনো এমন হয় যে আয়িম্মায়ে কেরাম থেকে এমন একটি মূল উসূল বর্ণিত হয়েছে যা থেকে বহু শাখা উসূল তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল উসূলটি মেনে নিলে শাখা উসূলটি মানা আবশ্যক হয়ে যায়। যদিও এই শাখা উসূলগুলো মাযহাবের ইমাম থেকে সরাসরি বর্ণিত নেই।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্বচ্ছ করা যাক। যেমন: ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. , ইমাম মুহাম্মদ রহ. সকলের থেকে বর্ণিত একটি আসল বা মূলনীতি হল খবরে ওয়াহিদ যদি কিতাবুল্লাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে কিতাবুল্লাহের বক্তব্যকে ঠিক রেখে খবরে ওয়াহিদকে ব্যাখ্যা করা হবে। আর যদি ব্যাখ্যা সম্ভব না হয় তাহলে ঐ খবরে ওয়াহিদকে شاذ ও معلول বলা

হবে। এই মূলনীতিটি ইমামুল মাযহাব থেকে তাওয়াতুরের সাথে প্রমাণিত।

এই একটি মূলনীতি থেকে অনেকগুলো শাখা মূলনীতি তৈরি হয়েছে। যেমন : কিতাবুল্লাহের মধ্যে مطلق ،عام ،خاص ইত্যাদি রয়েছে, আবার خبر واحد এর মধ্যেও مطلق ،عام ،خاص ইত্যাদি রয়েছে। এখন কিতাবুল্লাহর خاص বা عام এর সাথে خبر واحد এর خاص বা عام এর সংঘর্ষ হলে কিতাবুল্লাহ প্রাধান্য পাবে।

এখান থেকে হানাফি উসূলবিদগণ শরয়ি দলীলসমূহকে শক্তির বিবেচনায় চার ভাগে ভাগ করেন।

(١) قطعي الثبوت قطعي الدلالة

(٢) ظني الثبوت ظني الدلالة

(٣) قطعي الثبوت ظني الدلالة

(٤) ظني الثبوت قطعي الدلالة

অর্থাৎ قطعي দলিলের সাথে ظني দলীলের বিরোধ হলে করণীয় কী তা উপরিউক্ত মূলনীতি থেকে তৈরি হয়েছে।

হানাফি মাযহাবের এই আসলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ব্যাপক। বহু উসূলি কাওয়ায়েদের মধ্যেও এর প্রভাব রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই উমূম, খুসুস, মুতলাক, মুকাইয়াদ, এর উসূলি কাওয়ায়িদগুলো তৈরি হয়েছে। অর্থাৎقطعي তথা অকাট্য কোন দলীলের সাথে (চাই তা খাস হোক বা আম হোক বা মুতলাক হোক) যদি ظني দলিলের সাথে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে করণীয় কী? আর এই মূলনীতির কারণে বহু ফুরুয়ি মাসায়েলের মধ্যে হানাফি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এমনকি হানাফি মাযহাবের উপর যত আপত্তি তার বেশিরভাগ এই মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। তাই এই আসল তথা মূলনীতিটি দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে আয়ত্ত করা খুবই জরুরি। এর জন্য বিশেষ করে দুটি কিতাব দেখা যেতে পারে।

১. الفصول في الأصول

২. دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

أصول الفقه শাস্ত্রের সংকলনের ধারা পদ্ধতি

أصول الفقه শাস্ত্রের সংকলনের ব্যাপারে মৌলিকভাবে তিনটি ধারার কথা উল্লেখ করা হয়।

এক. طريقة المتكلمين (দার্শনিকগণের পদ্ধতি) :

এই পদ্ধতিতে প্রথমে দলীল প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে أصول তথা মূলনীতি প্রনয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে ইমামগণ থেকে বর্ণিত فروع তথা শাখাগত মাসায়েলের বিবেচনা করা হয় না। বরং এই মূলনীতির আলোকে মাযহাবের সকল فروع তথা শাখাগত মাসায়েলকে বিবেচনা করা হয় এবং মূলনীতির প্রতিকূল হলে বর্জন করা হয়। এই পদ্ধতিতে মূলনীতিসমূহ মাযহাবের শাখাগত মাসায়েলের ব্যাপারে বিচারকের ভূমিকা পালন করে সেবকের ভূমিকা নয়।

শাফেয়ি, মালেকি এবং মুতাযেলি উসূলবিদগণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, এতে বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলের উপস্থিতি বেশি, এবং মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব অনেকটা কম তাছাড়া শাখাগত মাসায়েলের উল্লেখের পরিমানও কম। কিছু মাসায়িল উল্লেখ থাকলেও কেবল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

২য় পদ্ধতি: طريقة الفقهاء (ফকীহগণের পদ্ধতি):

এই পদ্ধতিতে ইমামগণ থেকে বর্ণিত فروع (শাখাগত মাসায়েল) এর আলোকে মূলনীতি প্রনয়ন করা হয়। অর্থাৎ, এখানে উসূলবিদগণ তাঁদের ইমাম থেকে বর্ণিত শাখাগত মাসায়েলসমূহকে পুঙ্খানোপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তি তথা أصول বের করেন। অর্থাৎ এখানে فروع থেকে উসূল বের করা হয়। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, এতে শাখাগত মাসায়েলের উপস্থিতি বেশি, এবং বাস্তবতা ও প্রয়োগিক রূপের অনুকূলে। এখানে أصول সমূহ فروع এর বিচারক নয় বরং فروع এর সেবক মাত্র। হানাফি উসূলবিদগণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন বলে বলা হয়। যেমন: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (র:) বলেন:

> واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه، إنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم ، وعندي أن المسألة

القائلة بأن الخاص فبين ولا يلحقه بيان وأن الزيادة نسخ . وأن العام قطعي كالخاص ، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي به، وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاً وأن الأمر للوجوب البتة وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة ، وأنه لا يصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه (رح) .و أنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه.
(الإنصاف في بيان أسباب الخلاف صـ٨٨)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র:) এর এই ব্যাখ্যা পূর্বে হানাফি উসূলের যে উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া এই বক্তব্য বাস্তবতার সাথেও মিল নেই। আর এজন্য পরবর্তীতে অনেকেই শাহ সাহেবের (র:) এই বক্তব্যকে জোরালোভাবে খন্ডন করেছেন।

এর মধ্যে ইমাম যাহেদ কাউছারী রহ. অন্যতম। তিনি এর খন্ডনে বলেন:

ومن إغراباته تحكمه في أصول المذهب و تقوله أنها صنيع يد المتأخرين وذكره الزيادة على النص بخبر الآحاد في هذا الصف مع ذكره مناظرة الشافعي محمدا في ذلك مناقضا نفسه وناقضًا لما أبرمه قبل لحظة وهذا من الدليل على مبلغ وعيه وضيق دائرة اطلاعه وعدم خبرته بكتب المتقدمين المثبوت فيها كثير من أصول المذهب بالنقل عن أئمتنا القدماء. فأين هو من الاطلاع على كتاب الحجج الكبير أو الصغير لعيسى بن أبان وفصول أبي بكر الرازي في الأصول وشامل الإتقاني وشروح كتب ظاهر الرواية التي فيها كثير جدا مما يتعلق بأصول المذهب المنقولة عن أئمتنا ، فلا يصح أن يعول على مثله في هذا الموضوع.
(حسن التقاضي ٩٥-٩٨ دار الأنوار)

সুতরাং সার কথা হল, হানাফি মাযহাবের উসূলের একটা বড় অংশ সাহিবে মাযহাব থেকে বর্ণিত। যা ঈসা ইবনে আবান (র:) তার কিতাবে সংকলন করেছেন। আর কিছু উসূল যা মাযহাবের ফুরুঈ মাসায়েলকে বিশ্লেষণ করে বের করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু হল অকাট্য আর কিছু হল প্রবল ধারনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত। এই তিন শ্রেণীর উসূল হানাফি মাযহাবের উসূলবিদদের কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩য় পদ্ধতি: طريقة الجمع (সমন্বয় পদ্ধতি):

এই পদ্ধতিতে পূর্বের দুই ধারার সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে উভয় পদ্ধতির ভাল দিকগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্যাপূর্ণ দিক বর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধারায় প্রথমে মূলনীতিগুলোকে দলীল ও যুক্তির আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। অত:পর আয়িম্মায়ে কেরামের ফুরুয়ি মাসায়িলসমূহকে উসূলের আলোকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং উসূলের সাথে ফুরুর সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

সকল মাযহাবেরই কিছু উসূলবিদগণ এই ধারা গ্রহণ করেছেন। যেমন: হানাফি মাযহাবের ইমাম মুযাফ্ফারুদ্দীন আহমদ ইবনে আলি আসসাআতি (র:) بديع النظام -এ এই ধারা অবলম্বন করেছেন। এই কিতাবে তিনি أصول البزدوي এবং الإحكام কিতাবের সমন্বয় করেছেন। অনুরূপভাবে সদরুশশরীয়া (র:) التنقيح ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ التوضيح নামক কিতাবে, ইবনুল হুমাম (র:) তার التحرير এ এবং মুহিবুল্লাহ বিহারি (র:) তার কিতাব مسلم الثبوت এ এই পদ্ধতি অনুসরন করেছেন।

শাফেয়ি মাযহাবে তাজুদ্দীন সুবকি (র:) جمع الجوامع, ইমামুল হারামাইন (র:) البرهان নামক কিতাবে, ইমাম সাইদুদ্দীন আমাদি (র:) الإحكام নামক কিতাবে এই পদ্ধতি অনুসরন করেছেন।

উসূলুল ফিকহের অধ্যায়সমূহ ও আলোচনার ধারা

উসূলুল ফিকহের কিতাবসমূহ বিশ্লেষণ করলে মৌলিকভাবে চারটি অধ্যায় পাওয়া যায়।

(١) بحث الأدلة الشرعية .

(٢) بحث طرق الاستنباط: (ا) القواعد اللغوية الأصولية.

(ب) طريق حل مختلف النصوص.

(ج) مقاصد الشريعة.

(٣) بحث الأحكام الشرعية

(٤) بحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء.

অবশ্য الفصول في الأصول নামক কিতাবের ধারাবাহিকতা এর পরবর্তীতে রচিত কিতাব থেকে একটু ব্যতিক্রম। ইমাম আবু যায়েদ দাবুসি (র:) এর কিতাব تقويم الأدلة তে যে ধারা অবলম্বন করা হয়েছে, হানাফি মাযহাবের পরবর্তী কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে সে ধারা গ্রহণ করতে দেখা যায়। আর তা হল শরীয়তের প্রতিটি দলীলের নামে অধ্যায় রচনা। এবং সেখানে ঐ দলীলের পরিচয়, প্রামান্যতা এবং তা থেকে মাসায়েল ইসতিমবাতের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা। যেমন:

كتاب الله নামে একটি অধ্যায়।

بحث السنة নামে একটি অধ্যায়।

الإجماع নামে একটি অধ্যায়।

القياس নামে একটি অধ্যায়।

এই চারটি অধ্যায় আলোচনার পর باب الأحكام এর আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল, যেমনটি করেছেন সদরুশশরীয়া (র:)। কিন্তু অধিকাংশ কিতাবে কিতাবুল্লাহর পর باب الأحكام এর আলোচনা করা হয়েছে। আবার باب السنة এর পর تعارض এর আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর إجماع, قياس ، استحسان ، اجتهاد ও أهلية এর আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখিত ধারাবাহিকতা উসূলে ফিকহের একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য কিছুটা দুর্বোধ্য। সে হিসেবে যে বিন্যাস উল্লেখ করা হয়েছে তা তুলনামূলক সহজ ও বোধগম্য। বক্ষমান কিতাবে আমরা সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিভাষা সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা

যে কোন শাস্ত্রের পরিভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পরিভাষাকে কেন্দ্র করে একটি শাস্ত্র আবর্তিত হয়। সে হিসেবে যে কোন শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করতে হলে তার পরিভাষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হয়। পরিভাষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে পদস্খলন থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। পরিভাষা সম্পর্কে জানতে হলে নিম্নের কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক।

১. نشأة المصطلحات وتطورها (পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ)।

২. الاختلاف في المصطلحات (পরিভাষার ভিন্নতা)।

৩. تنقيح المصطلحات وتطبيقها (পরিভাষা ও বাস্তবতা)।

৪. المصطلحات ترجمان الفن ليس بقاض على الفن (পরিভাষা শাস্ত্রের মুখপাত্র বিচারক নয়)।

৫. مصطلحات المتقدمين ومصطلحات المتأخرين

الباب الأول : الأدلة الشرعية
ইসলামি শরীয়ার দলীল

ইসলামি শরীয়ার মূল দলীল হল,

(১) মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম ও

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رسوله.

(مؤطأ للإمام مالك : ٢/٨٩٩)

তবে কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে আরো কিছু দলীল প্রমাণিত। কুরআন ও সুন্নাহকে মেনে নিলে সেগুলোকে মেনে নিতে হয়।

এই দলীলগুলোকে الدليل الفرعي বা শাখা দলীল বলা যায়। নিম্নে এই দলীলগুলো উল্লেখ করা হল এবং এ ব্যাপারে উসূলবিদদের মতামত উল্লেখ করা হল।

(৩) الإجماع (ঐক্যমত)

(৪) القياس (সাদৃশ্যতা ও সমশ্রেণিতা)

(৫) الاستحسان (বিধি-বিধানের সূক্ষতা ও তাত্ত্বিকতা বিবেচনা)

(৬) الاستصحاب (পূর্বের অবস্থা বিবেচনা)

(৭) المصالح المرسلة (কল্যাণ বিবেচনা)

(৮) سد الذرائع (অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করণ)

(৯) قول الصحابي (সাহাবিগণের মতামত)

(১০) تعامل السلف (সালাফের কর্ম)

(১১) العرف (প্রচলন, রীতিনীতি)

(১২) شرائع من قبلنا (পূর্ববর্তী শরীয়ত)

এসকল দলীলের ব্যাপারে উসূলবিদগণের অভিমত:

জমহুর উম্মাহ্ ইজমা ও কিয়াস শরীয়ার দলীল হওয়ার ব্যাপারে একমত। মুতাযিলা মতাদর্শী আবু ইসহাক আন-নাযযাম (মৃ:২৩১হি:) ও খারেজীগণ এবং জাফরি ও যাহেরি সম্প্রদায় কিয়াসের ব্যাপারে মতানৈক্য করেন।

الاستحسان থেকে شرائع من قبلنا পর্যন্ত দলীলসমূহের ব্যাপারে উসূলবিদদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। তবে হানাফি উসূলবিদগণ এগুলোকে স্বতন্ত্র দলীল মনে করেন না বরং তা প্রথম চার দলীলসমূহেরই সম্পূরক দলীল মনে করে। যেমন: شرائع من قبلنا এই দলীলটি কুরআন এবং সুন্নাহর সম্পূরক। تعامل السلف ও العرف এই দলীল দুটি ইজমা এর সম্পূরক। قول الصحابي এটি যদি যুক্তি গ্রাহ্য হয় তাহলে তা কিয়াসের সম্পূরক। আর যদি যুক্তির উর্ধ্বে হয় তাহলে তা সুন্নাহের সম্পূরক। الاستحسان ও অবশিষ্ট দলীলসমূহ কিয়াসের সম্পূরক।

◆ এ পর্যন্ত ছিল উসূলে ফিকহ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ভূমিকামূলক আলোচনা। সামনের পরিচ্ছেদ থেকে প্রত্যেকটি দলীলের পরিচয়, বৈশিষ্ট, প্রামান্যতা এবং তা থেকে বিধান সংকলনের মূলনীতি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১ম পরিচ্ছেদ

كتاب الله

আল কুরআনুল কারীম

পরিচয়:

আল কুরআন শব্দটি বলার সাথে সাথে মানব মন ও মস্তিষ্কে ভেসে উঠে ঐ গ্রন্থটি যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ কিতাব। সকল পরিচয়ের উর্ধ্বে তার অবস্থান। তা সত্ত্বেও উসূলবিদগণ কুরআনুল কারীমকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আভিধানিকভাবে قرآن শব্দটি একটি مصدر বা ক্রিয়ামূল বা فعلان এর ওজনে قَرْأً মূল ধাতু থেকে এসেছে।

এখানে (ن) বর্ণটি অতিরিক্ত। যার আভিধানিক অর্থ হল পড়া, পাঠ করা। অবশ্য مصدر টি এখানে اسم المفعول এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেহেতু কুরআনুল কারীম সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব, তাই একে قرآن করে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য যে, قرآن এর মূলধাতু قرأ তথা পাঠ করা, আবার কুরআনুল কারিমের প্রথম আয়াত اقرأ এর মূল ধাতুও قرأ তথা পাঠ করা। সে হিসেবে পাঠ করা তথা পড়াশুনা ও জ্ঞানার্জনের সাথে ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ ইসলামি আইন 'শিক্ষা' তথা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (র:) কুরআনের সংজ্ঞায় বলেছেন:

> القرآن: هو الكتاب المنزل على رسول الله، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا عنه نقلا متواترا بلا شبهة. (١)

> "কুরআন হল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে বর্ণিত।"

---

(١) أصول البزدوي صـ ٩٥ (دار السراج)

কুরআনুল কারিমের গুরুত্বপূর্ণ অনন্য কিছু বৈশিষ্ট:

(১) সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ:

কুরআনুল কারিমের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট হল এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর পরবর্তীতে কেউ যদি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করে তাহলে সে পথভ্রষ্ট ও মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(২) একটি পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ ও জীবনঘনিষ্ঠ কিতাব:

কুরআনুল কারীম সর্বশেষ কিতাব হওয়ার সুবাদে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ কিতাব। মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মৌলিক দিক নির্দেশনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানবজীবনে এমন কোন অবস্থা আসবে না যার মৌলিক দিক নির্দেশনা এতে নেই। তাতে রয়েছে বিশ্বাস , কর্ম ও চিন্তার স্বচ্ছ রূপরেখা। রয়েছে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ দিক নির্দেশনা। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন:

مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.(الأنعام : ٣٨)

(৩) সর্বপ্রকার সংযোজন , বিয়োজন ও বিকৃতিসাধন থেকে মুক্ত :

সর্বশেষ আসমানী কিতাব হওয়ার আরেকটি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট হল তা সকল প্রকারের বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত। এর মৌলিক কারণ হল এই মহান কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. (الحجر:٩)

কুরআনের পূর্বে যত আসমানী কিতাব ছিল তার একটিও সংরক্ষিত নেই। তাদের ধারক বাহকদের হাতে মারাত্মকভাবে বিকৃতির শিকার হয়েছে। কুরআন বলছে :

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. (النساء:٤٦)

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর তা একজন মুমিনের ঈমানের শক্তিশালী অনুষঙ্গও বটে। সে জন্য কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

ও সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য علوم القرآن এর কোন কিতাব থেকে ভালো করে পড়ে নেয়া উচিৎ।

(৪) অলৌকিক কিতাব:

কুরআনুল কারীম যে একটি অলৌকিক কিতাব তা একজন সাধারণ মানুষও যদি মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে তাহলে বুঝতে সক্ষম হবে। অবশ্য এর অলৌকিকত্বের রয়েছে অনেক দিক। এটিও علوم القرآن এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কুরআনের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের জন্য খুবই মনোযোগের সাথে তা অধ্যয়ন করা চাই।

কুরআনুল কারীম থেকে বিধান সংকলনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক:

- বিধান বর্ণনায় কুরআনুল কারিমের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
- স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
- ইতিহাস ও সীরাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
- আরবি ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- বিরোধপূর্ণ আয়াতের সমাধানের নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
- মাকাসিদুশ শরীয়াহ তথা ইসলামি আইনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
- تعامل السلف তথা সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবেতাবেয়িগণের ব্যাখ্যা ও আমল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

বিধান বর্ণনায় কুরআনের পদ্ধতি

১. সম্বোধন পদ্ধতি সাংবিধানিক পদ্ধতি নয়

মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অকূল সমুদ্র। সৃষ্টি জগতের এমন কোন দিক নেই যা সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তারিতভাবে এখানে বর্ণিত হয়নি। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছু এখানে মৌলিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোন অঙ্গন নেই যার দিকনির্দেশনা উল্লেখ করা হয়নি। সে হিসেবে মানবজীবনের জন্য যে নিয়ম-পদ্ধতি ও আইন কানুন প্রয়োজন তাও এখানে বর্ণিত হয়েছে।

তবে উল্লেখ্য যে, কুরআনুল কারিমের আইন বর্ণনা পদ্ধতি প্রচলিত আইন বর্ণনা পদ্ধতির মত নয়। বরং তার রয়েছে এক নিজস্ব শৈলী ও পদ্ধতি। প্রচলিত আইনে আইন প্রণেতার সাথে ব্যক্তির নিছক শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক। হৃদ্যতা, ভালবাসা, অনুভব, উপলব্ধি এখানে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ও উপেক্ষিত। সেখানে সম্বোধনের কোন ভাষা নেই। আছে শুধু করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ের শব্দ। যাকে আমরা বলতে পারি أسلوب القانون (আইনি পদ্ধতি)। অন্যদিকে কুরআনুল কারীম নিছক আইনের ভাষায় কথা বলেনি। বরং আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে বান্দাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সরাসরি সম্বোধন করেছে। তার কল্যাণকর বিষয়ে অত্যন্ত ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সাথে আলোচনা করে আইন বর্ণনা করেছে। এখানে নিছক শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নয়। বরং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক। এখানে আইন বর্ণনার পাশাপাশি তার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কখনো নিরেট আইন, কখনো উৎসাহ প্রদান, কখনো ধমক, কখনো নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যাকে আমরা أسلوب الخطاب বা أسلوب الدعوة তথা সম্বোধন পদ্ধতি বলতে পারি।

২. একই বিষয়ের বিধান একাধিক স্থানে বর্ণনা করা

আধুনিক আইন-বিজ্ঞান আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণত নির্দিষ্ট স্থানে উক্ত আইনের আলোচনা তুলে ধরে। কিন্তু কুরআনুল কারীম আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ

করেনি। বরং নবুয়তের তেইশ বছর জীবনে বিভিন্ন স্থান,কাল, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন এক নামাজের কথাই ধরা যাক, যার আলোচনা সমগ্র কুরআনে ছড়ানো। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন বিষয়ে চুড়ান্ত কথা বলতে হলে, একই বিষয়ে সকল আয়াত একসাথে জমা করে চূড়ান্ত কথা বলতে হবে। এভাবে ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে একই কথা।

৩. সুস্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা

কুরআনুল কারিমের কিছু বিধিবিধান খুবই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। যেখানে কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। যে কোন সাধারণ ব্যক্তি তা বুঝতে সক্ষম। যেমন : নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, সততা, আমানতদারীতা, ওয়াদা রক্ষা ইত্যাদির আবশ্যকতা। আবার মিথ্যা, যিনা-ব্যভিচার, অপবাদ, খুন, হত্যা, রাহাজানি ইত্যাদি হারাম হওয়ার বিষয়।

আর কিছু বিধান এমন রয়েছে যা এতটা স্পষ্ট নয়। যা কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবি রাখে। যেমনঃ অযুতে মাথা মাসেহের পরিমান, অযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, রোযার নিয়তের সময় ইত্যাদি।

৪. সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে সকল বিধিবিধান উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"ما فرطنا في الكتاب من شيء"

"আমি এই কিতাবে কোনকিছুই বাদ দেইনি।"

তবে কিছু বিধান সংক্ষিপ্তভাবে আর কিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সংক্ষিপ্ত ও মৌলিকভাবে বর্ণিত বিধানের সংখ্যাই বেশি। যে সমস্ত বিধান সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে হাদীসের মধ্যে। যেমন : কুরআনুল কারিমে নামাজের বিধান বর্ণিত হয়েছে, তবে তা আদায়ের বিস্তারিত পদ্ধতি আলোচনা করা হয়নি। অনুরূপভাবে যাকাত, হজ্ব, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারে একই কথা।

আর কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে যেমন, মিরাসের বিধান, হদের বিধান, তালাকের বিধান, বিবাহ ও নিষিদ্ধ নারীর তালিকা ও নিষিদ্ধ খাবারের তালিকা ইত্যাদি।

৫. ধাপে ধাপে ও ক্রমান্বয়ে বিধান বর্ণনা করা

কোরআনের কিছু বিধান ধাপে ধাপে বর্ণিত হয়ে এক পর্যায়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত রূপই গ্রহণযোগ্য, পূর্বের ধাপগুলো রহিত বলে বিবেচিত হবে। যেমন: মদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি। এক্ষেত্রে-

প্রথম ধাপে মদের কোন নিন্দা করা হয়নি, বরং الواو العاطفة এর মাধ্যমে رزق حسن এর বিপরীত বস্তু সাব্যস্ত করে মন্দের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কারণ عطف সর্বদা مغايرة তথা বৈপরিত্যের ইঙ্গিত করা বহন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا (النحل : ٦٧) "আর খেজুর এবং আঙুর থেকে তোমরা প্রস্তুত কর নেশা জাতীয় বিষয় ও উত্তম খাবার।"

দ্বিতীয় ধাপে মদের ভাল মন্দ উভয় দিক উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس. (البقرة : ٢١٩)
>
> "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন এই দুয়ের মাঝে রয়েছে বড় ধরনের গোনাহ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকার।"

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অনেক ছাহাবায়ে কেরাম মদ এবং জুয়া ত্যাগ করেছেন।

তৃতীয় ধাপে নামাজরত অবস্থায় মদ পানকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى.(النساء : ٤٣)
>
> "তোমরা নেশা গ্রস্থ অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।"

চতুর্থ ধাপে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة:٩٠)

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, ভাগ্য নির্ধারণী তীর ও মূর্তি শয়তানের অপবিত্র কর্মকান্ড সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

৬. স্থান, কাল, অবস্থা ও সামর্থের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম প্রদান।

কুরআনের বহু বিধান স্থান, কাল ও অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। অথচ এই বিষয়টি কুরআনে সরাসরি বর্ণিত নেই। যা মূলত আয়াতের প্রেক্ষাপট ও অবস্থা থেকে জানা যায়। এক্ষেত্রে যদি ঐ অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা না হয় তাহলে আয়াতের ভ্রান্ত ও ভুলব্যাখ্যা হবে। যেমন: এক আয়াতে এসেছে:

فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. (محمد : ٤)

আয়াতটির সাধারণ অনুবাদ হল, যদি কাফিরদের সাক্ষাৎ পাও তাহলে গর্দান উড়িয়ে দাও।

সে হিসেবে রাস্তাঘাটে যে কোন স্থানে সাক্ষাৎ হলে এ বিধান কার্যকর করা আবশ্যক হওয়ার কথা। অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং এ বিধানের প্রেক্ষাপট হল যুদ্ধ ক্ষেত্র।

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ.(التوبة : ٥)

"তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো।"

এই আয়াতের ব্যাপারেও একই কথা।

অনুরূপভাবে শক্তি সামর্থের ভিন্নতার কারণে হুকুমের মধ্যে ভিন্নতা আসে। যেমন, জিহাদের ছয়টি স্তরের বিধানের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।[১] প্রত্যেকটি স্তর শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যকর হবে। যেমন,

---

١. شرح كتاب السير الكبير ١/١٣١ (دار الكتب العلمية)

প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র দাওয়াতের হুকুম দেয়া হয়েছে। কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনে প্রতিবাদ কিংবা প্রতিহতের হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. (الحجر : ٩٤)

"যে বিষয়ে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে তা আপনি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রচার করুন আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।"

দ্বিতীয় ধাপে সর্বোত্তমভাবে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তাদের বক্তব্যকে খন্ডন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.(النحل : ١٢٥)

"আপনি আপনার রবের পথে ডাকুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে তর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।"

তৃতীয় ধাপে লড়াই তথা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.(الحج: ٣٩)

'যাদের সাথে লড়াই করা হচ্ছে তাদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হল কারণ তারা নির্যাতিত।'

চতুর্থ ধাপে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে যদি যুদ্ধের সূচনা হয় কাফিরদের পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فإن قاتلوكم فاقتلوهم،كذلك جزاء الكافرين.(البقرة : ١٩١)

পঞ্চম ধাপে নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়ার শর্তে যুদ্ধের হুকুম করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.(التوبة : ٥)

"আর যখন নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন হত্যা করো মুশরিকদেরকে যেখানে পাও।"

ষষ্ঠ ধাপে নিঃশর্তভাবে জিহাদকে ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. (البقرة : ٢٤٠)

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো, আর জেনে রাখো নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

জিহাদের এই ছয়টি স্তরের প্রতিটি স্তর এখনো বলবৎ রয়েছে, রহিত হয়নি। স্থান, কাল ও শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী যে যেই স্তরে রয়েছে তার উপর সেই স্তরের হুকুম কার্যকর হবে।[১]

শরীয়তের অন্যান্য বিধিবিধান যেমন, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সকল বিধানই শক্তি সামর্থ্যের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করলে ইসলামের বিধানের বিকৃত প্রয়োগ হয়ে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হবে। এবং ইসলাম একটি হাসির ধর্মে পরিণত হবে।

(৭) দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সম্বোধিত ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে সর্তক করা এবং অপরপক্ষের প্রতি নমনীয় হওয়ার উপদেশ প্রদান করা।

যেমন: স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে শরীয়ত যখন স্বামীকে সম্বোধন করে কথা বলে তখন স্বামীর দ্বায়িত্বের কথা উল্লেখ করে আর স্ত্রীর প্রতি নমনীয় হওয়ার উপদেশ প্রদান করে। আবার যখন স্ত্রীকে সম্বোধন করে কথা বলে তখন স্ত্রীর দ্বায়িত্বের কথা উল্লেখ করে আর স্বামীর প্রতি আনুগত্যশীল হওয়ার উপদেশ প্রদান করে। একইভাবে পিতা-মাতা ও সন্তানের ব্যাপারে, শ্রমিক ও মালিকের ব্যাপারে, শাসক ও শাসিতের ব্যাপারে, দাতা ও ভিক্ষুকের ব্যাপারে, ধনী ও গরিবের ব্যাপারে শরীয়ত একই মূলনীতি অনুসরণ করেছে।

---

(১) تكملة فتح الملهم

আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন

কুরআনুল কারীম যেহেতু আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে তাই তা আরবি ভাষার রীতি অনুযায়ীই বুঝতে হবে। অন্য কোন ভাষারীতি তাতে প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা, আরবি ভাষার রয়েছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য যা অন্য ভাষায় পাওয়া যায় না। এ মর্মে ইমাম শাতেবি (র:) বলেন:

> إن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة.[1]
>
> "কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং বিশেষভাবে তা আরবি ভাষার নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমেই বুঝতে হবে।"

আরবি ভাষায় রয়েছে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন যেগুলোকে القواعد اللغوية বলা হয়।

এই নিয়ম-কানুনগুলো মৌলিকভাবে চার ভাগে বিভক্ত।

(১) القواعد اللغوية الصرفية

আরবি ভাষার যে নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে আরবি শব্দ গঠন ও রূপান্তর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে القواعد اللغوية الصرفية বলে। যা علم الصرف হিসেবে প্রসিদ্ধ।

(২) القواعد اللغوية النحوية

আরবি ভাষার যে নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে আরবি ভাষার বাক্য গঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে القواعد اللغوية النحوية বলে। যা علم النحو হিসেবে প্রসিদ্ধ।

(৩) القواعد اللغوية البلاغية

আরবি ভাষার যে নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে আরবি ভাষার অলংকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে القواعد اللغوية البلاغية বলে। যা علم البلاغة হিসেবে প্রসিদ্ধ।

(8) القواعد اللغوية الأصولية :

আরবি ভাষার যে নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে বক্তার কথার মর্ম ও উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করা যায় তাকে القواعد اللغوية الأصولية বলে।

---

[1] الموافقات ٣٨٣/١ (مؤسسة الرسالة)

أصول الفقه শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যেহেতু বিধান প্রণয়ন সে হিসেবে আরবি ভাষার চতুর্থ প্রকারের নিয়ম-কানুন এর আলোচ্য বিষয়। কেননা, তা সরাসরি বিধান প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত। বাকি ৩ প্রকারের নিয়ম-কানুন সরাসরি বিধান প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই তা أصول الفقه শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়।

القواعد اللغوية الأصولية বর্ণনা করার জন্য উসূলবিদগণ সমস্ত আরবি শব্দাবলীকে প্রথমে চার ভাগে ভাগ করেন। প্রত্যেক ভাগকে আবার চারভাগে ভাগ করেন। এই চার ভাগে ভাগ করাকে تقسيمات التربيعات বলে। সে হিসেবে মোট প্রকার হয় ১৬ প্রকার।

এই ১৬ প্রকারের ১টি প্রকারকে আবার চার ভাগে ভাগ করেন। সে হিসেবে মোট প্রকার হয় ২০ প্রকার। যা আকসামে ইশরীন হিসেবে প্রসিদ্ধ।

ইমাম বাযদাবি (র:) প্রত্যেক প্রকারকে আবার চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করেন। ফলে মোট প্রকার দাড়ায় ৮০ প্রকার। অবশ্য বাযদাবি (র:) এর ভাগটি একটি সাধারণ ভাগ, যার কোন উসূলি ফলাফল নেই।

আকসামে ইশরীনের প্রবক্তা

আকসামে ইশরীনের প্রবক্তা কে? এ ব্যাপারে অধমের দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কেননা, হানাফি মাযহাবের প্রাচীনতম মুদ্রিত কিতাব الفصول في الأصول নামক কিতাবে এই ভাগগুলো উল্লেখিত নেই। এই ভাগগুলো সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে أصول البزدوي তে। অবশেষে ইমাম যাহেদ কাওছারি (র:) এক ছাত্র যাহেদ কাওছারি (র:) এর ফিকহ ও উসূলে ফিকহ বিষয়ক রচনাবলীকে الفقه و أصول الفقه নামে জমা করেন। সে কিতাবের সংকলক , যাহেদ কাওছারী থেকে যে বিশেষ কিছু জ্ঞান অর্জন করেছেন তা একটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন। তার মধ্যে এই আকসামে ইশরীনের তথ্যটিও বিদ্যমান। তিনি সেখনে আকসামে ইশরীনের প্রবক্তা হিসেবে ইমাম আবূ যায়েদ দাবুসি (রহ.) কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আমার উস্তাদ বলেছেন:

> تقسيمات التربيعات التي في أول كتب الأصول من عمل أبي زيد الدبوسي من كبار فقهاء الحنفية وممن يضرب به المثل توفي ببخارٰى سنة ٤٣٠ ومن جاؤوا بعده تابعوا على تقسيماته لسرورهم بها.(الفقه و أصول الفقه : ٥١) دار الكتب العلمية.

আবু যায়েদ দাবুসি (র:) এই ভাগ তার প্রসিদ্ধ কিতাব تقويم الأدلة তে উল্লেখ করেছেন। কিতাবটির নতুন সংস্করনে কিতাবের মুহাক্কিক এই চার চারে বিশ প্রকারের ভাগ করাকে ইমাম দাবুসি (রহ.) এর বিশেষ স্বভাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১] এবং এই কারণে কিছু সমস্যাও হয়ে গিয়েছে, যার উপর মুহাক্কিক হাকীয়াতে কথা বলেছেন।[২]

তবে উল্লেখ্য যে, এই ভাগের কিছু প্রকারে চার-চার করে মিল রাখতে গিয়ে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। আলোচ্য কিতাবে এই ভাগগুলোকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য পাঠ্য কিতাবে প্রসিদ্ধ বিন্যাসের মাঝে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। নিচে প্রথমে আরবি শব্দাবলীর ভাগসমূহ ছক আকারে উল্লেখ করা হলো। অতঃপর প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

---

(١) تقويم أصول الفقه و تحديد أدلة الشرع. ٨٤/١

(٢)تقويم أصول الفقه و تحديد أدلة الشرع. ١١٥/١

تقسيم اللفظ
باعتبار الوضع
باعتبار الإطلاق والتقييد
باعتبار الاستعمال
باعتبار الظهور
باعتبار الخفاء
باعتبار الدلالة
الخاص
العام
المشترك
المؤول
الأمر
النهي
المطلق
المقيد
عبارة النص
إشارة النص
دلالة النص
اقتضاء النص
الظاهر
النص
المفسر
المحكم
الخفي
المشكل
المجمل
المتشابه
الحقيقة
المجاز
المنقول
المرتجل
الصريح
الكناية
الصريح
الكناية
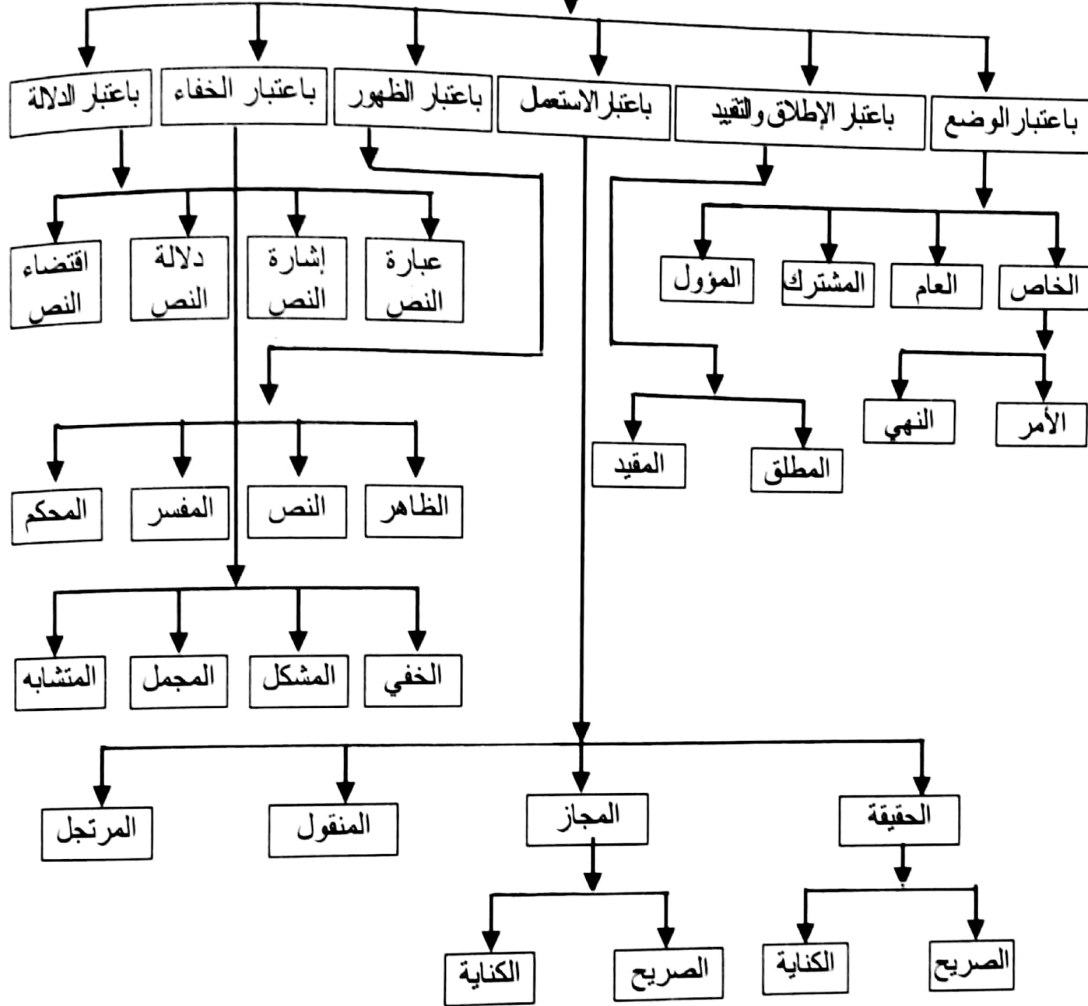
التقسيم الأول:تقسيم اللفظ باعتبار الوضع

প্রথম ভাগ : গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের প্রকার

উসূলবিদগণ আরবি শব্দাবলীকে গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে চারভাগে ভাগ করেছেন।

নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয়, প্রকার, হুকুম ও প্রয়োগ উল্লেখ করা হল।

الخاص : একক শব্দ

الخاص -এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ: الخاص শব্দটি الخصوص মাসদার (ক্রিয়ামূল) থেকে গঠিত اسم الفاعل এর সীগাহ (শব্দরূপ)। যার আভিধানিক অর্থ হল- একক, নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট। যেমন, বলা হয়- فلان خاصٌ فلان (অমুক ব্যক্তি অমুকের বিশেষভাজন বা একান্তভাজন)। الخاص শব্দ যেহেতু নির্দিষ্টতা ও এককতাকে আবশ্যক করে এবং شركة তথা অংশিদারিত্বকে অগ্রাহ্য করে, তাই তাকে الخاص বলা হয়।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা: দরসে নেযামির উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ পাঠ্য কিতাব أصول الشاشي তে الخاص এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

> الخاص هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد.[২]
>
> "الخاص প্রত্যেক এমন শব্দকে বলে যাকে এককভাবে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বা সত্তার জন্য গঠন করা হয়েছে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

الخاص - এর সংজ্ঞায় দুটি বিষয় লক্ষণীয়:

এক: অর্থের মধ্যে وحدة তথা এককতা, অর্থাৎ শব্দটি গঠনগত ভাবে একটি মাত্র অর্থ বা সত্তাকে নির্দেশ করবে একাধিক অর্থ বা সত্তাকে নয়। কেননা, যদি একাধিক অর্থ বা সত্তাকে নির্দেশ করে তাহলে শব্দটি المشترك বলে গণ্য হবে।

দুই: শব্দের মধ্যে وحدة তথা এককতা, অর্থাৎ শব্দটি একবচনের শব্দ হতে হবে যা একটি মাত্র সদস্যকে বুঝাবে। কেননা, শব্দটি যদি বহুসংখ্যক সদস্য বা সকল সদস্যকে বুঝায়, তাহলে তা الجمع বা العام বলে গণ্য হবে।

---

(١) (أصول البزدوي مع الكشف) : ٥٠/١ (دار الكتب العلمية). و (القاموس المحيط) صـ٤٧١ (دار الحديث).

(٢) (أصول الشاشي) صـ٥ (نادية القرآن). انظر ايضا (أصول السرخسي) صـ٩٩ (دار الفكر).

الخاص এর এই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দু'টি সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়

১। وحدة المعنى অর্থের এককতা।

২। وحدة اللفظ শব্দের এককতা।

অর্থাৎ যে একক শব্দকে একক অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে তাই الخاص।

বি.দ্র. ১. الخاص এর মধ্যে উল্লিখিত বিষয় দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর কোন একটি শর্ত ছুটে গেলে তা الخاص বলে গণ্য হবে না। প্রথম শর্তটি ছুটে গেলে المشترك এ পরিণত হবে। আর দ্বিতীয় শর্তটি ছুটে গেলে جمع বা العام এ পরিণত হবে। যেমন: عين শব্দটি একবচনের শব্দ কিন্তু এর গঠনগত অর্থ একাধিক, যথা- ঝর্ণা, চোখ ও গোয়েন্দা ইত্যাদি, তাই এটি المشترك পক্ষান্তরে الرجال শব্দটির অর্থ এক। কেননা, শব্দটি শুধু পুরুষকে বুঝায় অন্য কোন কিছুকে নয়, সুতরাং এতে وحدة المعنى আছে। কিন্তু এককভাবে সেই অর্থকে বুঝাচ্ছেনা বরং সকল সদস্যসহ বুঝাচ্ছে অর্থাৎ এতে وحدة اللفظ নেই। তাই এটি العام। আবার رجل শব্দটির অর্থ এক এবং ঐ অর্থকে এককভাবে বুঝাচ্ছে অর্থাৎ এতে وحدة المعنى ও وحدة اللفظ উভয়টি আছে, তাই এটি الخاص।

২. এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, الخاص হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সত্তা বা অর্থ হওয়া জরুরি নয়। বরং তা যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ও হতে পারে। যেমন- নির্দিষ্ট সংখ্যা, নির্দিষ্ট সম্পর্ক ইত্যাদি। যেহেতু সত্তা ও অর্থের ব্যবহার বেশি, তাই এই দু'টি বিষয় দিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

৩. تثنية বা দ্বিবচনের শব্দ, এটিও الخاص এর অন্তর্ভুক্ত।[১] কেননা, এর মধ্যে দুই নামক عدد বা সংখ্যা রয়েছে। আর এটা জানা কথা যে, সমস্ত عدد -الخاص এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং تثنية ও الخاص এর অন্তর্ভূক্ত।

---

(١) (قمر الأقمار لنور الأنوار) صـ١٤ (المكتبة الإسلامية).

الخاص-এর প্রকার (وحدة হিসেবে):

আমরা ইতিপূর্বে الخاص এর সংজ্ঞা থেকে জানতে পেরেছি যে, الخاص এর মধ্যে দু'টি শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক যার প্রথমটি হল- وحدة المعنى তথা অর্থ বা সত্তা-এর وحدة অর্থাৎ শব্দটি একটি মাত্র অর্থ বা একটি মাত্র সত্তাকে বুঝাবে। আর এই وحدة এর রয়েছে বিভিন্ন দিক। সে হিসেবে خاص - ও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

(১) الخاص باعتبار الجنس (জাতিবাচক الخاص): অর্থাৎ যে الخاص একটি নির্দিষ্ট جنس বা জাতির একজন সদ্যস্যকে বুঝায় তাকে الخاص باعتبار الجنس বা الخاص الجنسي বলে। যেমন: جنٌّ (একটি জিন) إنسان (একজন মানুষ) ملك (একজন ফেরেশতা)।

উপরিউক্ত শব্দগুলো সংশ্লিষ্ট জাতির একজন করে সদস্যকে বুঝাচ্ছে। প্রথমটি জিনজাতির একজন সদস্য আর দ্বিতীয়টি মানবজাতির একজন সদস্যকে আর তৃতীয়টির ফেরেশতা জাতির একজন সদস্যকে বুঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে وحدة হল جنس বা জাতি হিসেবে। সে হিসেবে উপরিউক্ত শব্দগুলো الخاص الجنسي এর উদাহরণ।

(২) الخاص باعتبار النوع (শ্রেণীবাচক الخاص) : যে الخاص একটি নির্দিষ্ট نوع বা শ্রেণীর একজন সদস্যকে বুঝায় তাকে الخاص باعتبار النوع বা الخاص النوعي বলে। যেমন: رجل، امرأة ইত্যাদি।

উপরিউক্ত শব্দ দু'টি নির্দিষ্ট দু'টি শ্রেণীর একজন করে সদস্যকে বুঝাচ্ছে, প্রথমটি পুরুষ শ্রেণীর একজন সদস্য আর দ্বিতীয়টি নারী শ্রেণীর একজন সদস্যকে বুঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে وحدة হল نوع বা শ্রেণী হিসেবে, جنس বা জাতি হিসেবে নয়, সে হিসেবে উপরিউক্ত শব্দ দু'টি الخاص النوعي এর উদাহরণ। বেশিরভাগ প্রাণী ও বস্তু এই শ্রেণির خاص এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) الخاص باعتبار الفرد (ব্যক্তি বা সত্তাবাচক الخاص) : যে الخاص একটি নির্দিষ্ট فرد তথা সদস্য বা ব্যক্তিকে বুঝায় তাকে الخاص باعتبار الفرد বা الخاص الفردي বলে। যেমন:زيد، بكر ।

উপরিউক্ত শব্দ দু'টি নির্দিষ্ট দু'টি فرد বা ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে وحدة হল فرد বা ব্যক্তি হিসেবে, نوع ও جنس তথা শ্রেণী ও জাতি হিসেবে নয়। সে হিসেবে উপরিউক্ত শব্দ দু'টি الخاص الفردي এর উদাহরণ। বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তির নাম এই শ্রেণীর الخاص এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) الخاص باعتبار المعنى (অর্থবাচক الخاص) : যে الخاص একটি নির্দিষ্ট অর্থ বা ভাবকে বুঝায়, তাকে الخاص باعتبار المعنى বলে। যেমন: العلم ও الجهل।

উপরিউক্ত শব্দ দু'টি নির্দিষ্ট দু'টি অর্থ বা ভাবকে বুঝাচ্ছে, এক্ষেত্রে وحدة হল المعنى তথা অর্থ হিসেবে, فرد، نوع ও جنس তথা ব্যক্তি, শ্রেণী ও জাতি হিসেবে নয়। সে হিসেবে উপরিউক্ত শব্দ দু'টি الخاص المعنوي-এর উদাহরণ। একে الخاص الوصفيও বলা হয়। কিছু فعل এবং কিছু حرف ব্যতীত প্রায় সমস্ত فعل ও حروف معاني এই শ্রেণীর الخاص এর অন্তর্ভুক্ত।

(৫) الخاص باعتبار النسبة (সম্পর্কবাচক الخاص): যে الخاص একটি নির্দিষ্ট نسبة তথা সম্পর্ককে বুঝায় তাকে الخاص باعتبار النسبة বা الخاص الإسنادي বলে। যেমন ضَرَبَ ، فَرَضْنَا

উপরিউক্ত শব্দ দু'টি নির্দিষ্ট দু'টি نسبة তথা সম্পর্ককে বুঝাচ্ছে, প্রথম শব্দটির نسبة তথা সম্পর্ক متكلم এর দিকে আর দ্বিতীয় শব্দটির نسبة তথা সম্পর্ক غائب এর দিকে। সে হিসেবে উপরিউক্ত শব্দ দু'টি الخاص الإسنادي-এর উদাহরণ। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত শব্দ দু'টি যেহেতু নির্দিষ্ট অর্থকেও বুঝাচ্ছে, সে হিসেবে তা الخاص الوصفي -এরও উদাহরণ।

(৬) الخاص باعتبار العدد (সংখ্যাবাচক الخاص): যে الخاص নির্দিষ্ট সংখ্যাকে বোঝায় তাকে الخاص باعتبار العدد বলে। যেমন ثلاثة ، أربعة ، خمسة ইত্যাদি।

(৭) الخاص باعتبار الصيغة (শব্দ কাঠামো হিসেবে الخاص) : যে الخاص নির্দিষ্ট সীগাহ বা শব্দ কাঠামোকে বোঝায় তাকে الخاص باعتبار الصيغة বলে। যেমন **أمر، نهي** ইত্যাদি।

শব্দের গঠনগত অর্থ জানবো কিভাবে?

শব্দের গঠনগত অর্থ জানা যাবে নির্ভরযোগ্য অভিধানের মাধ্যমে। অর্থাৎ যে সকল অভিধান গুরুত্বের সাথে গঠনগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ উল্লেখ করেছে সে সকল অভিধানের সহযোগিতা নিতে হবে। এধরনের কিছু অভিধানের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

١. "معجم مقاييس اللغة" لأحمد ابن فارس.

٢. "مجاز القرآن" لأبي عبيدة.

٣. "غرر التبيان لمبهمات القرآن" لبدر الدين ابن جماعة.

٤. "جمهرة اللغة" لابن دريد .

٥. "غريب الحديث" لأبي عبيد

٦. "تاج العروس" لمرتضى الزبيدي.

٧. "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني.

٨. "لسان العرب" لابن منذور.

٩. "الصحاح" للجوهري.

١٠. "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير.

١١. "مجمع بحار الأنوار" للطاهر الفتني.

١٢. أساس البلاغة لجار الله الزمخشري

الخاص- এর প্রকার (واضع তথা গঠনকারী হিসেবে)

পূর্বের আলোচনার দ্বারা আমরা الخاص এর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। উক্ত প্রকারগুলো ছিল وحدة বা এককতার ভিত্তিতে। এখন আমরা الخاص এর আরো কয়েকটি প্রকার সম্পর্কে জানবো যা الواضع বা গঠনকারী হিসেবে।

واضع বা গঠনকারী হিসেবে الخاص মৌলিকভাবে তিন প্রকার। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের নাম, পরিচয় ও উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

(١) الخاص اللغوي (আভিধানিক الخاص)

(٢) الخاص العرفي (পারিভাষিক الخاص)

(٣) الخاص الشرعي (শরয়ি الخاص)

১। الخاص اللغوي :

যে الخاص-এর واضع বা গঠনকারী আহলুল লুগাহ বা অভিধানবেত্তাগণ তাকে الخاص اللغوي বলে। যেমন: نصر، ضرب، شجرة، امرأة، رجل، إنسان ইত্যাদি। যে কোন ভাষার অধিকাংশ শব্দ এই শ্রেণীর الخاص এর অন্তর্ভুক্ত।

২। الخاص العرفي :

যে الخاص-এর واضع বা গঠনকারী عرف তাকে الخاص العرفي বলে। প্রত্যেক শাস্ত্রের পরিভাষাসমূহ এই প্রকার الخاص-এর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন: الاسم، الفعل، الحرف، المجاز، الحقيقة، الخاص، العام، المشترك ইত্যাদি।

৩। الخاص الشرعي :

যে الخاص -এর واضع বা গঠনকারী শরীয়ত, তাকে الخاص الشرعي বলে। যেমন: الصلاة، الصوم، الحج ইত্যাদি।

এই প্রকার খাস-এর হুকুম

উপরের তিন প্রকার খাসের হুকুম হল, প্রত্যেকটিকে তার স্বীয় অর্থেই গ্রহণ করতে হবে, ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা যাবেনা। অর্থাৎ কোন الخاص যদি لغوي হয়

তাহলে لغوي অর্থেই ধরতে হবে। আবার شرعي হলে شرعي অর্থেই ধরতে হবে। অনুরূপ عرفي হলে عرفي অর্থেই ধরতে হবে। একটিকে অন্যটির অর্থে গ্রহণ করলে বিকৃতি সাধন আবশ্যক হবে।

التمرين على تعريف الخاص وأنواعه

(الخاص- এর অনুশীলন)

নিচের শব্দাবলী থেকে الخاص এবং তার প্রকার খুঁজে বের কর:

كتاب، قلم، مساحة، شجرة، حجر، خمر، مكة، المدينة، جدار، كراسة، قرآن، ملائكة، نصرة، مسافر، من ، ذاهب، إلى، عشر، أحد عشر، ثلاثة، مئة، ألف، النكاح، سبورة، سماء، أرض، ذَهَبَ، أكَلَ، رَقَدَ، بيتان، نَصَرَا، يوم، يوم السبت، يوم الأربعاء ، غصب، سرقة، زنى، الخاص، العام، المشترك، داكا، بنغلاديش، فرس، فراش، راشد، امرأة، حديث، أصول الشاشي، شاة، بقر، كوب، رسول، قلنسوة، طاولة.

নিচের আয়াতে কারীমাসমূহ থেকে الخاص ও তার প্রকার বের কর |

(١) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .... (المائدة : ٢)

(٢) كتب عليكم الصيام (البقرة : ١٨٣)

(٣) ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

(٤) إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (الجمع : ٩)

(٥)خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و ترزكيهم بها (التوبة : ١٠٣)

(٦) يايها النبى قل لأزواجك، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنٰى أن يعرفن فلا يؤذون وكا الله غفورا رحيمًا (الأجزاب : ٥٩)

দিক নির্দেশনা : কুরআন, সুন্নাহ ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন শব্দ নিয়ে প্রচুর ইজরা করতে হবে। প্রথমেই শব্দের অর্থ নির্ভরযোগ্য অভিধান থেকে বের করতে হবে। অত:পর خاص এর কোন প্রকার নির্ণয় করতে হবে।

الخاص- এর হুকুম

الخاص এর হুকুমের দু'টি মৌলিক দিক রয়েছে।

প্রথম দিক:

প্রথম দিক হল الخاص এর দালালতের দিক অর্থাৎ الخاص শব্দটি তার নির্দিষ্ট অর্থটি কিভাবে বুঝায়? قطعًا বা অকাট্যভাবে, নাকি ظنًّا বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে? এক্ষেত্রে أحناف সহ প্রায় সকল ইমামগণের মতে الخاص হল, قطعي الدلالة[১] অর্থাৎ الخاص তার নির্দিষ্ট অর্থ বা সত্তাকে অকাট্যভাবে বুঝাবে যাকে পরিভাষায় قطعي الدلالة বলে।[২] বাংলায় একে অকাট্য অর্থবোধক শব্দ বলা যায়।

দ্বিতীয় দিক:

الخاص এর হুকুমের দ্বিতীয় দিক হল, الخاص শব্দটি যে নির্দিষ্ট অর্থকে বুঝায় তার মধ্যে কোন ধরনের تصرف বা হস্তক্ষেপ করা যাবে কি না? এখানে تصرف বা হস্তক্ষেপ বলতে الخاص-এর অর্থকে বর্জন করা, কমানো কিংবা বৃদ্ধি করা যাবে কিনা? এক্ষেত্রে হুকুম হল, দলীল ছাড়া الخاص এর উপর কোন ধরনের تصرف করা বৈধ নয়। কেননা, এতে متكلم এর উদ্দেশ্যে ব্যাহত হয়।

মৌলিকভাবে দুই কারণে الخاص এর উপর تصرف করা যায়।

(১) تعارض এর কারণে।

(২) قرينة পাওয়া গেলে।

---

(١) (أصول الفقه) لأبي زهرة صـ١٤٧. و(أصول الفقه الإسلامي) ٢٠٥/١ (المكتبة الرشيدية). و(المناهج الأصولية) صـ٥١٥.

(٢) القطع يطلق على معنيين، الأول : نفي الاحتمال الناشئ عن دليل كما في النص و الظاهر و الحديث المشهور، و يقال أيضا: القطع بالمعنى الأعم، وهو يفيد علم الطمأنينة. و القطع في الخاص من هذا القبيل. و الثاني : نفي الاحتمال أصلا كما في المفسر و المحكم و الحديث المتواتر، و يقال أيضا : القطع بالمعنى الأخص، وهو يفيد علم اليقين. (ملخص من فتح الغفار و المناهج الأصولية.)

الخاص এর সাথে تعارض

الخاص এর সাথে অন্যান্য দলীলের تعارض বা বিরোধ দেখা দিলে কিছু সুরতে الخاص - এর উপর تصرف করা যায়। আর কিছু সুরতে تصرف করা যায় না। تعارض-এর সময় الخاص-এর এই হুকুমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই এখানে হোঁচট খায়, কিংবা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। الخاص-এর এই হুকুমটি বুঝার জন্য মৌলিক দু'টি বিষয় অত্যন্ত ভালভাবে বুঝতে হবে। তা হলো :

(১) শরীয়তের দলীল সাব্যস্ত বা প্রমাণিত হওয়ার দিক। যাকে আরবিতে ثبوت বলা হয়। এই দিক থেকে শরীয়তের দলীল দুই প্রকার:

এক: قطعي الثبوت বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত দলীল।

দুই: ظني الثبوت বা সাধারণভাবে প্রমাণিত দলীল।

كتاب الله، الأحاديث المتواترة এবং الأحاديث المشهورة প্রথম শ্রেণীর দলীলের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ قطعي الثبوت বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত দলীল। আর الأخبار الآحاد তথা সমস্ত خبر الواحد হাদীস দ্বিতীয় শ্রেণীর দলীল তথা ظني الثبوت - এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) দ্বিতীয় বিষয় হল দলীল প্রমাণিত হওয়ার পর দলীলটি তার বিষয় বা বক্তব্যকে কিভাবে দালালত করছে বা বুঝাচ্ছে, যাকে আরবিতে دلالة বলে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দলীল দুই প্রকার:

এক: قطعي الدلالة বা অকাট্যভাবে স্বীয় অর্থকে নির্দেশকারী দলীল।

দুই: ظني الدلالة বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে বা সাধারণভাবে স্বীয় অর্থকে নির্দেশকারী দলীল।

الخاص - العام غير المخصوص منه البعض - الظاهر - النص - المفسر - المحكم - الإجماع - عبارة النص- إشارة النص - دلالة النص - اقتضاء النص القياس ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর দলীল তথা قطعي الدلالة এর অন্তর্ভুক্ত। আর

ظني ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর দলীল তথা العام المخصوص منه البعض، المؤول الدلالة এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং الثبوت ও الدلالة এর বিবেচনায় শরীয়তের সমস্ত দলীল চারভাগে বিভক্ত।[1]

(١) قطعي الثبوت قطعي الدلالة.

(٢) ظني الثبوت ظني الدلالة.

(٣) قطعي الثبوت ظني الدلالة.

(٤) ظني الثبوت قطعي الدلالة.

শক্তির দিক থেকে قطعي الدلالة এবং قطعي الثبوت বেশি শক্তিশালী। আর ظني الدلالة এবং ظني الثبوت তুলনামূলক কম শক্তিশালী, যদিও সবগুলো দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলী প্রমাণিত হয়। দলীলসমূহের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হলে তুলনামূলক শক্তিশালী হওয়া এবং দুর্বল হওয়ার ফলাফল প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ শক্তিশালী এবং দুর্বল দলীলের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হলে এবং পরস্পরের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হলে শক্তিশালী দলীলটি প্রাধান্য পাবে, আর তুলনামূলক দুর্বল দলীলটি বাদ পড়ে যাবে। উপরিউক্ত আলোচনার পর আমরা الخاص এর দ্বিতীয় হুকুমের প্রতি লক্ষ করি। চার প্রকার দলীলের মধ্য হতে الخاص দ্বিতীয় প্রকার তথা قطعي الدلالة -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ الخاص তার নির্দিষ্ট বিষয়কে অকাট্যভাবে নির্দেশ করে। এখন الخاص -এর সাথে অন্যান্য দলীলের সংঘর্ষ হলে দলীলের শক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে।

---

(١) (فتح الغفار) صـ٢٥ (مكتبة إسلامية) و (رد المحتار) ٢١٥/١ (مكتبة رشيدية). و (نسمات الأسحار) صـ١٩ (إدارة القرآن).

নিম্নে الخاص এর সাথে অন্যান্য দলীলের বিরোধের অবস্থা ও তার হুকুম দেওয়া হল

(১) কিতাবুল্লাহর الخاص খবরে মাশহুর, খবরে মুতাওয়াতির, ইজমা এবং কিতাবুল্লাহর অন্য الخاص এর বিরোধ = কিতাবুল্লাহর الخاص এর উপর تصرف করা জায়েয। অর্থাৎ এগুলোর দ্বারা কিতাবুল্লাহর الخاص এর উপর বৃদ্ধি করা, কমানো এবং বর্জন করা যাবে।[1] কেননা, الخاص এর উপর تصرف করা نسخ এর শামিল। আর এটা জানা কথা যে, সমশক্তিসম্পন্ন কিংবা তারচেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্ন দলীলের মাধ্যমে نسخ করা জায়েয আছে।[2] নীচে প্রত্যেকটির উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

(ক) কিতাবুল্লাহ-এর الخاص + কিতাবুল্লাহ-এর الخاص। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. (المائدة: ٣)

আবার অপর এক আয়াতে বলেন:

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. (سورة الأنعام: ١٤٥)

প্রথম আয়াতের মুতলাক دم কে ২য় আয়াতের مسفوحا বৃদ্ধি করে مقيد করা হয়েছে। এতে الخاص এর উপর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি জায়েয, যেহেতু كتاب الله এর الخاص এর মাধ্যমে বাড়ানো হয়েছে। সুতরাং প্রথম আয়াতে دم দ্বারা دم مسفوح উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রকাশিত রক্তই হারাম হবে। গোস্তের ভিতরে থেকে যাওয়া রক্ত হারাম নয়।

(খ) কিতাবুল্লাহ-এর الخاص + খবরে মুতাওয়াতির বা খবরে মাশহুর-এর বিরোধ।

যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. (سورة البقرة: ٢٣٠)

---

(١) أخرجه البخاري و مالك و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الإمام أحمد. كما في حاشية (كشف الأسرار على البزدوي): ١٣٤/١ (دار الكتب العلمية).

(٢) (الفصول في الأصول) ٤٤٩/١ (دار الكتب العلمية).

আবার খবরে মাশহুর-এ এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত রিফাআ (রা.) এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন,

أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ فقالت : نعم، فقال : لا، حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك.[1] (البخاري : ٢٦٣٩ و مسلم : ١٤٣٣)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমার تنكح শব্দটি الخاص। সে হিসেবে আয়াতে কারীমার অর্থ দাঁড়ায় পুরুষ তার স্ত্রীকে যদি তৃতীয় তালাক প্রদান করে তাহলে ঐ মহিলা উক্ত স্বামীর জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আলোচ্য আয়াতে হুরমতে গলীযা শেষ হওয়ার জন্য, অর্থাৎ প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার জন্য শুধু অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার সাথে সহবাস করার কোন শর্ত করা হয়নি। কিন্তু হাদীসে উল্লিখিত উক্ত মহিলার ক্ষেত্রে পূর্বের স্বামীর বৈধতার জন্য সহবাসকে শর্ত করা হয়েছে। এই হাদীসের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহ-এর الخاص (تنكح)কে مقيد করা বৈধ আছে, বরং আবশ্যক। যেহেতু হাদীসটি খবরে মাশহুর।[2] সুতরাং দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস পাওয়া না গেলে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হলো।

(গ) কিতাবুল্লাহ-এর الخاص + ইজমা-এর বিরোধ।

যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما.(المائدة : ٣٨) আলোচ্য আয়াতে করীমায় চোরের হাত কাটার হুকুম দেয়া হয়েছে। এখানে القطع শব্দটি الخاص। সুতরাং যে কোনো একটি হাত কাটলেই হুকুম পালন হওয়ার কথা। কিন্তু হানাফি ফকীহগণ বলেন, প্রথমবার ডান হাত এবং দ্বিতীয়বার বাম পা কাটা আবশ্যক, অথচ এ বিষয়গুলো আয়াতে কারীমায় উল্লেখ নেই। সুতরাং এ বিষয়গুলোকে কিতাবুল্লাহ-এর الخاص -এর উপর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি জায়েয। কেননা, এক্ষেত্রে ডান হাত নির্ধারণ করা এবং দ্বিতীয়বার বাম পা কাটার বিষয়টি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর জানা কথা, ইজমা একটি قطعي দলীল। সুতরাং قطعي দলীলের মাধ্যমে الخاص –এর উপর বৃদ্ধি করা জায়েয।

---

(١) أخرجه البخاري و مالك و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الإمام أحمد. كما في حاشية (كشف الأسرار على البزدوي) : ١٣٤/١ (دار الكتب العلمية).

(٢) (أصول البزدوي مع الكشف) ١٣٧/١ و (أصول السرخسي) صـ١٠٣ (دار الفكر)

(২) কিতাবুল্লাহর الخاص + খবরে ওয়াহেদ বা কিয়াস-এর বিরোধ = সামঞ্জস্য-বিধান করা সম্ভব হলে সামঞ্জস্য-বিধান করা আবশ্যক, আর যদি সামঞ্জস্য-বিধান করা সম্ভব না হয় তাহলে খবরে ওয়াহেদ ও কিয়াস বাদ পড়ে যাবে। কিতাবুল্লাহর الخاص প্রাধান্য পাবে।[১] খাসের এই হুকুমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হানাফি মাযহাবের সাথে অন্যান্য মাযহাবের শাখাগত মাসাঈলের ক্ষেত্রে যে সকল মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তার একটি মৌলিক কারণ الخاص এর এই হুকুমটি। যেমন- কিতাবুল্লাহে এসেছে, واركعوا و اسجدوا অর্থাৎ তোমরা রূকু এবং সেজদা কর।

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় ركوع এবং سجدة করার আদেশ করা হয়েছে। শব্দ দু'টি الخاص অর্থাৎ প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। ركوع অর্থ মাথা ঝুঁকানো আর سجدة অর্থ কপাল ভূমিতে রাখা। আয়াতের মধ্যে শুধু এ দু'টি কাজের হুকুম করা হয়েছে। সুতরাং এই দুই অর্থকে বর্জন করা যাবে না, কমানো যাবে না কিংবা অন্য কোন কিছুকে বাড়ানোও যাবে না। যতক্ষণ না কোন قرينة বা তার সমশক্তি সম্পন্ন ভিন্ন দলীল পাওয়া যায়। অন্য দিকে হাদীস শরীফে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন:

قم فصل فإنك لم تصل[٢].(جامع الترمذي : ٣٠٢)

অর্থাৎ যাও, পুনরায় নামাজ পড়ে নাও, কেননা, তুমি তো নামাজই পড়নি।

আলোচ্য হাদীস শরীফে ধীরস্থীরভাবে নামাজ না পড়ার কারণে তথা تعديل الأركان ঠিক না রাখার কারণে লোকটির নামাজ হয়নি বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত হাদীসের ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে تعديل الأركان তথা ধীরস্থীরভাবে নামাজ আদায় করা রুকু ও সেজদার মতই ফরজ বিষয়। ইমাম শাফেয়ি ও আবু ইউসুফ (রহ.) এই মতই

(١) (أصول الشاشي) صـ٦ (نادية القرآن). و (الفصول في الأصول) ٤٤٥/١ و(أصول السرخسي) صـ ١٠٢ (دار الفكر) و(التجريد) ١٠١/١ (مكتبة محمودية).

(٢) (جامع أحاديث الأحكام) ١٩٨/١ (إدارة القرآن)

গ্রহণ করেছেন।[১] কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ أحناف এর নিকট تعديل الأركان কে ফরজ হিসেবে বৃদ্ধি করা যাবে না। কেননা, হাদীসটি خبر الواحد যা ثبوت-এর দিক দিয়ে ظني। অন্যদিকে কিতাবুল্লাহ ثبوت এর দিক দিয়ে قطعي এবং ركوع ও سجدة শব্দ দু'টি الخاص হওয়ার কারণে دلالت এর দিক দিয়েও قطعي।

আর এটা জানা কথা যে, ظني দলীল দিয়ে قطعي দলীল তথা الخاص এর উপর বৃদ্ধি করা نسخ এর শামিল, যা দুর্বল দলীল দিয়ে জায়েয নেই।[২] তাই এক্ষেত্রে উভয় দলীলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। আর এর পদ্ধতি হল কিতাবুল্লাহ-এর হুকুমের কারণে ركوع এবং سجدة ফরজ হবে। আর خبر الواحد এর কারণে تعديل الأركان ওয়াজিব হবে।[৩]

৩। খবরে মুতাওয়াতেরের الخاص + খবরে মশহুর-এর বিরোধ = এর হুকুম কিতাবুল্লাহ এর الخاص এর হুকুমের ন্যায়।

৪। খবরে ওয়াহেদের الخاص + খবরে ওয়াহেদের الخاص এর বিরোধ= বাড়ানো, কমানো এবং বর্জন করা যাবে।

৫। খবরে ওয়াহেদের الخاص + কিয়াসের বিরোধ=উভয়ের মাঝে সমন্বয়-সাধন করা সম্ভব হলে সমন্বয়-সাধন করা হবে, অন্যথায় খবরে ওয়াহেদকে গ্রহণ করা হবে আর কিয়াসকে বর্জন করা হবে।[৪]

৬। الخاص এর সাথে العام এর تعارض = العام এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২য় কারণ

قرينة পাওয়া গেলে

الخاص এর উপর تصرف করার দ্বিতীয় কারণ হল করিনা পাওয়া যাওয়া। যে সকল কারণে শব্দের হাকীকি অর্থ বর্জন করা হয় সবগুলো কারণ এখানেও প্রযোজ্য হবে। এই কারণগুলো المجاز এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

---

(١) (بدائع الصنائع) ٣٩٨/١ و(الفصول في الأصول) ٤٨٧/١ و(مختلف الرواية) ٤٣٥/١ (مكتبة محمودية)

(٢) (بدائع الصنائع) ٣٩٨/١ (مكتبة زكريا)

٣. (أصول السرخسي) صـ١٠٢ و (كشف الأسرار على البزدوي) صـ١٢٦-١٢٧.

٤. (كشف الأسرار على البزدوي) ٥٥٨/٢ - ٥٥٩ انظره لزاما فيه فوائد فوائد. و (فتح الغفار) صـ٢٧٧.

التمرين على حكم الخاص (الخاص এর হুকুমের অনুশীলনী)

(١) المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.(البقرة : ٢٢٨)

مقابله: قياس اللغة (وهو تفسير القرء بالطهر)

(٢) قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم.(الأحزاب : ٥٠)

مقابله: قياس عقد النكاح بالعقود المالية.

(٣) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره.(البقرة : ٢٣٠)

مقابله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. (خبر الواحد) (الترمذي : ١١٠٢)

(٤) فاغسلوا وجوهكم. (المائدة : ٦)

مقابله: حديث شرط النية. (وهو خبر الواحد)(البخاري: ١)

(٥) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.(النور : ٢)

مقابله: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. (وهو خبر الواحد)

(مسلم : ١٦٩٠)

(٦) وليطوفوا بالبيت العتيق.(الحج : ٢٩)

مقابله: الطواف بالبيت صلوة. (وهو خبر الواحد)(النسائي : ٢٩-٢٢)

العام : ব্যাপক শব্দ

العام এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

العام শব্দটি العموم মাসদার বা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত اسم الفاعل এর ছীগাহ। যার আভিধানিক অর্থ হলো:- ব্যাপক, ব্যাপৃত। যেমন, আরবরা বলে, عمهم الصلاح و العدل (কল্যাণ ও ন্যায়পরায়ণতা তাদেরকে ব্যাপৃত করে নিলো)। আবার অতি উঁচু খেজুর গাছকেও نخلة عميمة বলা হয়। العام শব্দ যেহেতু তার সকল أفراد বা সদস্যকে শামিল করে নেয়, তাই তাকে العام বলা হয়।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ছদরুশ শরীয়াহ আল্লামা উবায়দুল্লাহ মাসঊদ রাহ. التوضيح নামক কিতাবে العام এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

العام هوكل لفظ وضع لاستغراق جميع الأفراد.[২]

অর্থ: "العام প্রত্যেক এমন শব্দকে বলে যাকে সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

(১) পূর্বে الخاص এর আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোনো একটি শব্দ الخاص হওয়ার জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক, একটি হলো وحدة اللفظ আর অপরটি হলো- وحدة المعنى। এই শর্ত দু'টির মধ্যে প্রথম শর্তটি যদি ছুটে যায়, অর্থাৎ وحدة اللفظ পাওয়া না যায়, তাহলে শব্দটি হয়ত تثنية কিংবা جمع কিংবা العام এ পরিণত হবে। দু'টি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করলে تثنية, বহুসংখ্যক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করলে جمع আর সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করলে العام বলে গণ্য হবে। যেমন, رجل শব্দটি الخاص , رجلان শব্দটি تثنية , رجال শব্দটি الجمع এবং الرجال শব্দটি العام।

---

(١) (أصول السرخسي) صـ٩٩ (دار الفكر)

(٢) (التوضيح على التنقيح) ٥٦/١ (دار الكتب العلمية). وهذا مفهوم التعريف لا لفظه.

(২) العام এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় উসূলবিদদের মাঝে একটি মৌলিক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব أصول البزدوي তে العامএর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

هو كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.(١)

অর্থ: "العام প্রত্যেক এমন শব্দকে বলে, যা শাব্দিকভাবে অথবা অর্থগতভাবে একদল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

أصول السرخسي ও تقويم الأدلة এর মধ্যে العام কে একইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

আবার উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব التوضيح এর মধ্যে العام এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

اللفظ إن لكثير وضع وضعا واحدا و الكثير غير محصور فعام إن استغرق جميع ما يصلح له وإلا فجمع منكر و نحوه.(٢)

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় العام হওয়ার জন্য শব্দের উপযোগী সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা শর্ত করা হয়েছে। যদি সমস্ত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহলে তাকে الجمع المنكر বলা হয়েছে।

جمع ، الميزان في أصول الفقه، التلويح على التوضيح ، أصول الجصاص العام সহ উসূলে ফিকহের আরো অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাবে التحرير ও الجوامع কে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ العام হওয়ার জন্য সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা শর্ত করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. فتح الغفار এ উভয় সংজ্ঞা উল্লেখ করে দ্বিতীয় সংজ্ঞাকে মুহাক্কিক উসূলবীদদের মত বলে ব্যক্ত করেছেন।(৩) আল্লামা তাফতাযানি রাহ. التلويح এর মধ্যে এবং ইবনে আবিদীন শামি রাহ. نسمات الأسحار এর মধ্যে একই মত উল্লেখ করেছেন।(৪)

---

(١) (أصول البزدوي مع الكشف) ٥٦/١ (دار الكتب العلمية)
(٢) (التوضيح على التنقيح) ٥٦/١ (دار الكتب العلمية)
(٣) (فتح الغفار) صـ١٠٤ (مكتبة إسلامية)
(٤) (التلويح على التوضيح) ٥٧/١ (دار الكتب العلمية) و(نسمات الأسحار) صـ٦٨ (إدارة القرآن) انظر أيضا: (المناهج الأصولية) صـ٤٠١ ـ ٤٠٥ (مؤسسة الرسالة)

সুতরাং উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিন্নতার কারণে مشركون ও مسلمون তথা সকল বহুবচনের শব্দ প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী العام আর দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী العام নয়, বরং جمع তথা বহুবচনের শব্দ বলে গণ্য হবে। এবং তাতে جمع এর হুকুম প্রয়োগ হবে, العام এর হুকুম নয়।[1] আর جمع শব্দ কতজন সদস্যকে ধারণ করবে সে হিসেবে তা المشترك । কেননা, جمع যদি قلة হয় তাহলে তা ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সদস্য, আর যদি كثرة হয় তা হলে ৩ থেকে ১০-এর উর্ধ্বে অনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে বুঝাবে নির্দিষ্ট কোন সদস্যকে নয়।

العام এবং الجمع, التثنية এর মধ্যে পার্থক্য

মুহাক্কিক উসূলবীদদের সংজ্ঞার আলোকে আমরা জানতে পারলাম যে, الجمع এবং العام এক নয়। "بذل النظر في الأصول" নামক কিতাবে আল্লামা আস্‌মান্দি (রাহ.) বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এর মূল ইবারত উল্লেখ করা হলো -

> فإنه (أي لفظ التثنية و الجمع) يفيد الاشتراك في أصل الشمول، ولا يقال إنه عام. بل يسمى تثنية و جمعا. فإن قال : بأنه تثنية و جمع و عام أيضا، قلنا : أهل اللغة فصلوا بين التثنية و الجمع و العام بالاسم، فيجب الفصل بين معانيها والاختلاف بينها على ما هو قضية الأصل.[2]

> অর্থ: "تثنية এবং جمع একাধিক সদস্যকে শামিল করার ব্যাপারে এক (কেননা, تثنية দু'টি সদস্যকে, আর جمع দুয়ের অধিক সদস্যকে বুঝায়) তাই বলে তাকে العام বলা হবে না, বরং تثنية এবং جمع ই বলা হবে।"

العام এবং الخاص النوعي ও الخاص الجنسي এর মধ্যে পার্থক্য

العام তার উপযোগী সকল সদস্যকে ধারণ করে, চাই তা একসাথে হোক কিংবা

---

(১) (أنظر لمعرفة أحكام الجموع) أقل الجمع عند الأصوليين.

(২) (بذل النظر في الأصول) صــ١٢٦

ক্রমান্বয়ে হোক। যেমন- الإنسان শব্দটি পৃথিবীর সকল মানুষকেই বুঝায়। অন্যদিকে الخاص النوعي ও الخاص الجنسي তার উপযোগী সকল সদস্যকে ধারণ করতে পারে না। বরং الفرد المبهم বা অনির্দিষ্টভাবে একটি মাত্র সদস্যকে ধারণ করে। যেমন- إنسان শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে পৃথিবীর যে কোনো একজন মানুষকে বুঝায় মাত্র, একাধিক মানুষকে নয়।

ألفاظ العموم (العام নির্দেশক শব্দাবলী)

العام নির্দেশক অনেক শব্দাবলী রয়েছে। নিম্নে কিছু প্রসিদ্ধ শব্দ উল্লেখ করা হলো।

(١) الأسماء المؤكدة :

نحو كل ، جميع ، عامة ، كافة ، قاطبة ، سائر .

الأمثلة :

(١)كل نفس ذائقة الموت .(آل عمران:١٨٥)

(٢)و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيرا.(سبأ:٢٨)

(٣)ادخلوا في السلم كافة.(البقرة:٢٠٨)

(٤)أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله و إن فسدت فسد سائر عمله .(الترغيب والترهيب:١\١٨٩)

(٥)قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.(الأعراف:١٥٨)

(٦)كل قرض جر منفعة فهو ربا.(مسند الحارث:٤٣٧)

(٢) الأسماء الموصولة :

نحو: من ، ما ، الذي ، الذان ، الذين ، التي ، التان ، اللائي ، اللواتي.

الأمثلة :

(١) و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم .(آل عمران:٧٣)

(٢) ما عندكم ينفد و ما عند الله باق.(النحل:٩٦)

(٣) و الذين يرمون المحصنات .(النور:٤)

(٤) اللذان يأتيانها منكم فآذوهما .(النساء:١٦)

(٥) إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات.(الكهف:١٠٧)

(٦) السلطان ولي من لا ولي له .(ترمذي:١١٠٢)

(٣) أسماء الشرط و الاستفهام :

نحو من ، ما ، متى ، أين ، حيث ، أينما ، أيان ، أي .

الأمثلة :

(١) و من يعمل مثقال ذرة خيرا يره .(الزلزال :٨)

(٢) و ما تفعلوا من خير يعلمه الله . (البقرة:١٩٧)

(٣) و من أضل ممن يدعو من دون الله .(الأحقاف:٥)

(٤) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. (البقرة:٢٤٥)

(٥) من أحي أرضا ميتة و هي له .(ترمذي:١٣٧٩)

(٦) متى نصر الله .((البقرة:٢١٤)

(٧) أينما تكونوا يدرككم الموت.(النساء:٧٨)

(٨) و اقتلوهم حيث ثقفتموهم. (البقرة:١٩١)

(٩) و ما يشعرون أيان يبعثون .(النحل: ٢١)

(١٠) ليبلوكم أيكم أحسن عملا .(الملك:٢)

(١١) أيما إهاب دبغ فقد طهر.(مسلم:٣٦٦)

(٤) المعرف بـ "ال" للجنس أو الاستغراق :

الأمثلة :

(١) إن الإنسان لفي خسر. (العصر:٢)

(٢) السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما . (المائدة:٣٨)

(٣) المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . (البقرة:٢٢٨)

(٤) للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون .(النساء:٧)

(٥) أهلك من كان قبلكم الدينارُ و الدرهمُ.(الترغيب والترهيب:١٦٤\٤)

(٦) الرجل خير من المرأة .

(٥) المعرف بالإضافة :

الأمثلة :

(١) و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.(النحل:١٨)

(٢) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم .(التوبة:١٠٣)

(٣) يوصيكم الله في أولادكم .(النساء:١١)

(٦) النكرة تحت النفي أو النهي :

الأمثلة :

(١) لا عاصم اليوم من أمر الله .(هود:٤٣)

(٢) لا إله إلا الله .

(٣) لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك.(القصاص:٤٦)

(٤) وما أرسلنا من قبلك من رسول.(الأنبياء:٢٥)

(٥) وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.(نوح:٢٦)

(٦) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا.(التوبة:٨٤)

(٧) لا يسخر قوم من قوم .(الحجرات:١١)

(٨) ما لكم من إله غيره .(الأعراف:٥٩)

(٧) النكرة الموصوفة بالصفة العامة :

الأمثلة :

(١) و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم . (البقرة:٢٢١)

(٢) قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. (البقرة:٢٦٣)

التمرين على تعريف العام (العام এর অনুশীলন)

নিচের নুসূসসমূহ থেকে العام খোজে বের করো।

(١) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه.(بخاري:٦٠١٨و مسلم:٤٧)

(٢) المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده.(مسلم:١٤)

(٣) لا إكراه في الدين.((البقرة:٢٥٦)

(٤) الحمد لله رب العالمين.(الفاتحة:١)

(٥) كل من عليها فان.(الرحمن:٢٦)

(٦) و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.(الأنعام:١٢١)

(٧) إن الله على كل شيء قدير. (البقرة:٢٠)

(٨) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ○

(٩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(١٠) لا وصية لوارث (أبو داوٗد : ٢٨٧٠)

দিক নির্দেশনা : কুরআন, সুন্নাহ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন থেকে বিভিন্ন শব্দ নিয়ে প্রচুর ইজরা করতে হবে। এবং কোন প্রকারের عام তা বের করতে হবে।

العام এর প্রকার ও হুকুম

আমরা ইতিপূর্বে العام এর সংজ্ঞা থেকে জানতে পেরেছি যে, العام হলো ঐ সমস্ত শব্দ যা তার উপযোগী সকল أفراد বা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কিন্তু কখনো কখনো এমন হয় যে, العام এর কোনো কোনো فرد বা সদস্যকে বাক্যের হুকুম থেকে বাদ দেয়া হয়। যাকে পরিভাষায় التخصيص বলে।

এই التخصيص হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে العام কে মৌলিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) العام غير المخصوص منه البعض.

(২) العام المخصوص منه البعض.

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার العام এর পরিচয়, প্রকার, উদাহরণ, হুকুম ও হুকুমের প্রায়োগিকরূপ উল্লেখ করা হলো।

এক: العام غير المخصوص منه البعض (অর্থাৎ এমন العام যার থেকে কোনো সদস্যকে বাদ দেয়া হয়নি)। এই প্রকারের العام আবার দুই ধরনের :

(ا) عام أريد به العموم قطعا.

(ب) عام مطلق.

(ا) عام أريد به العموم قطعا

যে العام কে تخصيص করার কোনো দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তার সাথে এমন কোনো قرينة বা নির্দেশক সংযুক্ত হয়েছে, যার কারণে تخصيص এর ন্যূনতম সম্ভাবনাও দূর হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের العام কে عام أريد به العموم قطعا বলে। আবার একে العام المفسر ও বলা হয়।[1]

---

(١) (أثر اللغة في اختلاف المجتهدين) صـ٣٦١ (دار السلام) و(الموجز في أصول الفقه) صـ١٢٢ (المكتبة التهانوية)

এই প্রকার العام এর উদাহরণ

(١) وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.(هود:٦)

(٢) والله على كل شيء قدير. (البقرة:٢٨٤)

(٣) والله بكل شيء عليم.((البقرة:٢٨٢)

(٤) و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.(ابراهيم:٤)

(٥) فسجد الملائكة كلهم أجمعون.(الحجر:٣٠)

(٦) إن الله يغفر الذنوب جميعا.(الزمر:٥٣)

(٧) قل إن الأمر كله لله.(آل عمران:١٥٤)

(٨) و من في الأرض جميعا.(المائدة:١٧)

(٩) وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيرا.(سبأ:٢٨)

(١٠) يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.(الأعراف:١٥٨)

(١١) و ما جعل عليكم في الدين من حرج.(الحج:٧٨)

(١٢) قاتلوا المشركين كافة.(التوبة:٣٦)

(١٣) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.(الأحزاب:٤٩)

(١٤) قل ما أسألكم عليه من أجر.(ص:٨٦)

(١٥) وإن من شيء إلا يسبح بحمده.(الإسراء:٤٤)

(ب) عام ظاهر বা عام مطلق

যে العام কে تخصيص করার মত কোনো দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু تخصيص হতে পারে, এধরনের ক্ষীণ সম্ভাবনাকে দূরকারী কোন قرينة বা নির্দেশকও নেই। এই ধরনের العام কেعام مطلق বা عام ظاهرবলে। কুরআন ও সুন্নাহে এই প্রকার العام এর পরিমাণই বেশি।[1]

---

[1] (المناهج الأصولية) صـ٤١٩ (مؤسسة الرسالة)

এই প্রকার العام এর উদাহরণ

(١) استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.(دار قطني:١\٣١٤)

(٢) يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم.(المائدة:٩٥)

(٣) و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. (المائدة:٩٥)

(٤) أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم. (المائدة:٩٦)

(٥) و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. (المائدة:٩٦)

(٦) و على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.(الأنعام:١٤٦)

(٧) و يحرم عليهم الخبائث.(الأعراف:١٥٧)

(٨) يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول.(الأنفال:١)

(٩) و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.(الطلاق:٤)

العام غير المخصوص منه البعض-এর উভয় প্রকারের হুকুম

এই প্রকার العام এর হুকুমের দু'টি মৌলিক দিক রয়েছে।

(ক) প্রথম দিক হলো دلالة এর দিক। অর্থাৎ العام শব্দটি তার সকল সদস্যকে কিভাবে বুঝায়? قطعا বা অকাট্যভাবে, নাকি ظنا বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে?

প্রথম প্রকার العام তথা العام المفسر তার সকল সদস্যকে قطعا বা অকাট্যভাবে বুঝায়, এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য উসূলবিদদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই।

দ্বিতীয় প্রকার العام তথা العام الظاهر তার সকল সদস্যকে অকাট্যভাবে বুঝাবে কি না? এ ব্যাপারে উসূলবিদদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফি উসূলবিদদের নিকট এই শ্রেণির العام তার সকল সদস্যকে অকাট্যভাবে বুঝায়।[1] অর্থাৎ এই শ্রেণির العام হলো قطعي الدلالة। যদিও এর قطعيت প্রথম শ্রেণির العام এর

(١) (أصول السرخسي) صـ١٠٥ (دار الفكر) و (المنار مع نور الأنوار) صـ٦٧

القطعي بمعنى কে قطعيت এর তুলনায় কম। প্রথম শ্রেণির العام এর قطعيت কে القطعي بمعنى الأخص বা বিশেষ শ্রেণির قطعي, আর দ্বিতীয় শ্রেণির العام এর قطعيت কে القطعي بمعنى الأعم বা সাধারণ শ্রেণির قطعي বলা হয়।[1]

মোটকথা, এই উভয় শ্রেণির العام হলো قطعي الدلالة। অর্থাৎ অকাট্যভাবে সকল সদস্যবোধক শব্দ।

(খ) العام এর হুকুমের দ্বিতীয় দিক হলো, العام শব্দের মধ্যে কোনো ধরনের تصرف বা হস্তক্ষেপ করা যাবে কি না ? এখানে تصرف বা হস্তক্ষেপ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, العام কে تخصيص করা যাবে কি না?

العام এর হুকুমের এই দিকটি যথাযতভাবে বুঝতে হলে الخاص এর হুকুমের ২য় দিকটির প্রতি পুনরায় দৃষ্টি দিতে হবে। যেহেতু الخاص এবং العام উভয়টি قطعي الدلالة তাই শক্তির বিবেচনায় উভয়টি সমান। সুতরাং الخاص এর উপর تصرف করার জন্য যে সকল শর্তাবলী রয়েছে, العام এর উপর تصرف এর জন্যও সে সকল শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর العام যেহেতু قطعي সুতরাং এর উপর تصرف করতে হলে قطعي দলীল আবশ্যক। ظني দলীলের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর উপর কোনো ধরনের تصرف করা যাবে না। বরং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হলে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, আর সম্ভব না হলে ظني দলীল বাদ পড়ে যাবে।

العام এবং অন্যান্য দলীলের পারস্পরিক বিরোধ ও তার হুকুম

العام ও অন্যান্য দলীলের পারস্পরিক বিরোধের বিভিন্ন সুরত রয়েছে। নিচে প্রত্যেকটি সুরত ও তার হুকুম উল্লেখ করা হলো।

(১) কিতাবুল্লাহর العام + কিতাবুল্লাহর الخاص

যদি কিতাবুল্লাহর العام এর সাথে কিতাবুল্লাহর الخاص এর تعارض বা বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে বিষয়টির চারটি অবস্থা হতে পারে। নিম্নে প্রত্যেকটির অবস্থা এবং তার হুকুম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

---

[1] (الناهج الأصولية) صـ و (قمر الأقمار مع نور الأنوار) صـ٦٧

প্রথম অবস্থা

العام বিশিষ্ট আয়াতটি আগে অবতীর্ণ হয়েছে এবং উক্ত আয়াতের উপর আমল করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে الخاص বিশিষ্ট ভিন্ন আরেকটি আয়াত তার বিপরীত হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

এ অবস্থার হুকুম হলো: الخاص বিশিষ্ট আয়াতটি العام বিশিষ্ট আয়াতের জন্য ناسخ الجزء অর্থাৎ কিছু অংশকে রহিতকারী হবে।[১]

যেমন: আল্লাহ তায়ালার বাণী:

> والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. (النور : ٤)
>
> অর্থ: "যারা সতী নারীদের উপর যিনার অভিযোগ করবে অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করো।"

বর্ণিত আয়াতে কারীমায় المحصنات শব্দটি লক্ষণীয়। এর অর্থ হলো, সতী-সাধ্বী নারী। শব্দটি العام। সুতরাং তা সকল সতী-সাধ্বী নারীকে অন্তর্ভুক্ত করবে, চাই সে নারী নিজের স্ত্রী হোক কিংবা অন্য কোনো মহিলা। কিন্তু পরবর্তীতে স্বীয় স্ত্রীর উপর যিনার অভিযোগ আরোপ করলে এবং অন্য কোনো সাক্ষী না পেলে এ অবস্থায় নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়। আর তা হলো لِعَانٌ এর বিধান। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

> والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. (النور : ٦)
>
> অর্থ: যে সকল পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীদের উপর যিনার অভিযোগ করবে, কিন্তু নিজেরা ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী না পাবে.........।"

বর্ণিত আয়াতে কারীমা নিজের স্ত্রীদের ব্যাপারে الخاص আর পূর্বোক্ত আয়াতটি العام যা নিজের স্ত্রী ও অন্যান্য সকল মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যেহেতু নিজের স্ত্রীদের সম্পর্কে الخاص আয়াতটি العام বিশিষ্ট আয়াতের পরে অবতীর্ণ

---

(١) (الفصول في الأصول) مع اختلاف في الترتيب: ١ ٧٥ (دار الكتب العلمية)

হয়েছে, তাই الخاص বিশিষ্ট আয়াতটি العام বিশিষ্ট আয়াতের জন্য ناسخ الجزء বা কিছু অংশকে রহিতকারী হবে। অর্থাৎ এখন المحصنات শব্দটি দ্বারা শুধু অন্য নারীরা উদ্দেশ্য হবে, নিজের স্ত্রীগণ নয়।[১]

এ অবস্থার আরো উদাহরণ:

(١) أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. (النساء : ٢٤)
معارض هذه الآية : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث و رباع.
(النساء :٣)

২য় অবস্থা

প্রথমে الخاص বিশিষ্ট আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং হুকুম স্থির হওয়ার পর العام বিশিষ্ট আয়াত বিপরীত হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

এ অবস্থার হুকুম হলো: العام বিশিষ্ট আয়াতটি الخاص বিশিষ্ট আয়াতের জন্য ناسخ তথা রহিতকারী হবে।[২] যেমন: আল্লাহ তায়ালার বাণী: فإما مَنًّا بعد و إما فداء (محمد : ٤) উক্ত আয়াতটি বদরের যুদ্ধে যে সকল কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিলো, তাদের সম্পর্কে নাযিল হয় এবং এতে মুক্তিপণ ছাড়া কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিয়ে দেয়ার অবকাশ দেয়া হয়। সুতরাং এই আয়াতটি বদরের যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে الخاص। কিন্তু পরবর্তীতে ভিন্ন হুকুম নিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়:

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. (التوبة: ٥)

অর্থ: "সকল মুশরিককে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানে।"

এখানে المشركين শব্দটি العام। যা সমস্ত মুশরিককে অন্তর্ভুক্ত করে, চাই সে যে মুশরিকই হোক না কেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ২য় আয়াতটি ১ম আয়াতের হুকুমকে রহিতকারী হবে। ১ম আয়াতের হুকুম ছিলো মুক্তি দিয়ে দেওয়া আর ২য় আয়াতের হুকুম হলো হত্যা করা।

---

(١) (الفصول في الأصول) ٢٠٩/١ (دار الكتب العلمية)
(٢) (المرجع السابق) ٢١٠/١ (دار الكتب العلمية)

৩য় অবস্থা

العام বিশিষ্ট আয়াত এবং الخاص বিশিষ্ট আয়াত যখন একই সম্বোধনে এবং একই সাথে অবতীর্ণ হয়।

এ অবস্থার হুকুম হলো: الخاص বিশিষ্ট আয়াতটি العام বিশিষ্ট আয়াতকে تخصيص করে দিবে। تخصيص সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা العام المخصوص منه البعض -এর পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير.(المائدة: ٣)

অতঃপর একটু পরে একই সম্বোধনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم . (المائدة: ٣)

প্রথমোক্ত আয়াতে কারীমায় মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত ইত্যাদি বিষয়কে সকলের জন্য عام ভাবে হারাম করা হয়েছে। চাই সে নিরুপায় অবস্থায় হোক বা স্বাভাবিক অবস্থায় হোক।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে কারীমায় নিরুপায় অবস্থায় আয়াতে বর্ণিত হারাম বিষয়গুলোকে যতটুকু না হলে জীবন বাঁচে না এতটুকু যদি গ্রহণ করে, তাহলে তার ব্যাপারে অনুমতির কথা বর্ণিত হয়েছে। এবং উভয় আয়াতই একই সময়ে এবং একই সম্বোধনে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই ২য় আয়াতটি প্রথম العام বিশিষ্ট আয়াতের জন্য تخصيص কারী হবে।

তখন আয়াতের মর্ম হবে, নিরুপায় ব্যক্তি ছাড়া সকলের জন্য মৃতপ্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত ইত্যাদি বিষয়গুলো হারাম, অর্থাৎ হুকুমের শুরুতেই নিরুপায় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে হুকুম দেয়া হয়েছে। আর একেই পরিভাষায় تخصيص বলে।

৪র্থ অবস্থা

العام বিশিষ্ট আয়াত এবং الخاص বিশিষ্ট আয়াত কোনোটিরই অবতরণের সময় জানা নেই। অর্থাৎ কোন্ আয়াতটি আগে অবতীর্ণ হয়েছে আর কোন্ আয়াতটি পরে অবতীর্ণ হয়েছে, এ ব্যাপারে তারিখ জানা নেই।

এ অবস্থার হুকুম হলো: الخاص অথবা العام যে কোনো একটিকে ترجيح দেয়ার মতো কোনো দলীল পাওয়া গেলে راجح এর উপর আমল করতে হবে, مرجوح বাদ পড়ে যাবে। আর ترجيح দেয়ার মতো কোনো দলীল যদি পাওয়া না যায়, তাহলে উভয়টিই বাদ পড়ে যাবে।

কেননা, মূলনীতি রয়েছে إذا تعارض تساقط। তাছাড়া সমশক্তিসম্পন্ন দু'টি বিষয়ের কোনো একটিকে বিনা দলীলে ترجيح দেয়া বৈধ নয়।[1]

(২) কিতাবুল্লাহর العام +الخبر المشهور বা الخبر المتواتر এর- تعارض বা বিরোধ।

এর হুকুম কিতাবুল্লাহর العام এর সাথে কিতাবুল্লাহর الخاص এর تعارض বা বিরোধ হলে যে হুকুম তার অনুরূপ। কেননা, হানাফি উসূলবিদদের নিকট الخبر المشهور এবং الخبر المتواتر উভয়টি قطعي। সুতরাং কিতাবুল্লাহর العام ও الخاص এর মাঝে تعارض বা বিরোধের সূরতগুলো পুনরায় দেখে নেয়া দরকার।

নিম্নে কিতাবুল্লাহর العام এর সাথে الخبر المتواتر এবং الخبر المشهور এর تعارض বা বিরোধের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

(১) و لكم نصف ما ترك أزواجكم. (النساء : ١٢)

معارضه : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.(مسلم:١٦١٤)

(২) فانكحوا ما طاب لكم من النساء. (النساء : ٣)

معارضه : لا تنكح المرأة على عمتها.(مسلم:١٤٠٨)

(৩) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين.(البقرة:١٨٠)

معارضه : لا وصية لوارث.(أبو داود: ٢٨٧٠)

(৪) أنفقوا من طيبات ما كسبتم. (البقرة:٢٦٧)

معارضه : مقادير الزكاة

---

[1] (المناهج الأصولية) صـ٤٣٩ (مؤسسة الرسالة)

(৩) কিতাবুল্লাহর العام+الخبر الواحد বা قياس এর বিরোধ।

এ অবস্থার হুকুম হলো, কিতাবুল্লাহর العام এর উপর কোনো ধরনের تصرف বা হস্তক্ষেপ তথা تخصيص করা যাবে না। বরং العام এবং الخبر الواحد বা القياس এর মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করা আবশ্যক। আর যদি সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব না হয় তাহলে কিতাবুল্লাহর العام কে ঠিক রেখে الخبر الواحد বা قياس কে বাদ দেয়া হবে। এবং এক্ষেত্রে الخبر الواحد হাদীস الشاذ বলে গণ্য হবে[১]

কেননা, কিতাবুল্লাহর العام হলো قطعي আর الخبر الواحد এবং قياس হলো ظني। আর এটা জানা কথা যে, ظني দলীলের মাধ্যমে قطعي দলীলের মধ্যে কোনো ধরনের تصرف করা যায় না।[২]

উদাহরণঃ

(১) السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. (المائدة:٣٨)
معارضه : قياس السرقة على الغصب.

(٢) و لا تزر وازرة وزر أخرى.(الفاطر : ١٨)

معارضه : إن الميت يعذب ببكاء الحي. (مسلم : ٩٣٠)

ولد الزنا شر الثلاثة.(أبو داود : ٣٩٦٣)

(৪) الخبر المتواتر ও الخبر المشهور এর العام +الخبر المشهور ও الخبر المتواتر এর الخاص এর تعارض বা বিরোধ।

এর হুকুম হলো, ১নং تعارض এর হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ تصرف করা জায়েয আছে।

(৫) الخبر المتواتر ও الخبر المشهور এর العام + الخبر الواحد ও قياس এর تعارض বা বিরোধ। এর হুকুম ৩নং تعارض এর হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ تصرف করা জায়েয নেই, সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হলে সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। অন্যথায় الخبر الواحد ও কিয়াসকে বর্জন করা হবে।

١.(الفصول في الأصول) صـ٧٤ـ٧٥ أنظر أيضا:صـ١٠٨ـ ١٠٩

٢. مصادر التشريع الإسلامي) صـ ٥٤٧ و (أصول الشاشي) صـ ٨ (نادية القرآن) و (الفصول في الأصول) ٧٦/١ (دار الكتب العلمية)

(৬) الخاص এর الخبر الواحد + العام এর الخبر الواحد এর تعارض বা বিরোধ। এর হুকুম ১নং تعارض এর হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ تصرف তথা تخصيص করা জায়েয আছে।

(৭) القياس এর الخبر الواحد + العام এর تعارض বা বিরোধ। এর হুকুম ৩নং تعارض এর হুকুমের মত, الخبر الواحد এর উপর تصرف করা জায়েয নেই, সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হলে সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। অন্যথায় কিয়াসকে বর্জন করা হবে।

العام المخصوص منه البعض

এই প্রকার العام -এর হুকুম

عام خص عنه البعض (অর্থাৎ এমন العام যার থেকে কিছু সদস্যকে تخصيص তথা বাদ দেয়া হয়েছে।) এই প্রকার العام এর হুকুম হলো, এটি ظني الدلالة। সুতরাং অন্যান্য ظني দলীলের মাধ্যমে তা تخصيص করা জায়েয আছে।[1] এই প্রকারের العام এর হুকুম সম্পর্কে শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রাহ. লিখেছেন:

> و الصحيح عندي : أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله تعالى في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجبا قطعا و يقينا[2]

مسألة تخصيص العام (العام কে تخصيص করার আলোচনা)

নিম্নে تخصيص এর পরিচয়, শর্তাবলী এবং مخصص এর প্রকার উল্লেখ করা হলো।

---

১. (الفصول في الأصول) ١/٨٨ وصـ٩٣-٩٤

২. (أصول السرخسي) صـ١١٤ (دار الفكر)

التخصيص এর পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ:

تخصيص শব্দটি باب التفعيل এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার আভিধানিক অর্থ হলো, সীমাবদ্ধ করা বা সীমিত করা। যেহেতু এখানে العام কে তার عموميت তথা ব্যাপকতাকে বাদ দিয়ে কিছুটা সীমিত বা সীমাবদ্ধ করা হয়, তাই একে التخصيص বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

দরসে নেযামির প্রসিদ্ধ পাঠ্যকিতাব نور الأنوار এ মোল্লা জিয়ন (রহ.) تخصيص এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

هو قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول[১]

অর্থাৎ "تخصيص হলো সংযুক্ত ও স্বতন্ত্র বাক্যের মাধ্যমে العام কে তার কিছু সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা।"

نسمات الأسحار ও إفاضة الأنوار এই কিতাবদ্বয়ের মধ্যেও একইভাবে تخصيص এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

আবার كشف الأسرار এ تخصيص এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে কিছুটা ভিন্নভাবে।[২] وهو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن

> অর্থাৎ "تخصيص হলো সংযুক্ত ও স্বত্রন্ত্র দলীলের মাধ্যমে العام কে তার কিছু সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

উভয় সংজ্ঞার মূল বক্তব্য একই তবে প্রথম সংজ্ঞায় একটি অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে, যা ২য় সংজ্ঞায় নেই। আর তা হলো, প্রথম সংজ্ঞায় مخصص টি বাক্য হওয়া শর্ত, আর ২য় সংজ্ঞায় مخصص টি বাক্য হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং প্রথম

---

١. (نور الأنوار في شرح المنار) صـ٨١ (المكتبة الإسلامية)

(٢)(كشف الأسرار) ١\٤٤٨ دار الكتب العلمية

সংজ্ঞানুসারে عقل - حس ও عرف এর মাধ্যমে যে تخصيص হয়, তাকে التخصيص الاصطلاحي বলা হবে না। যেহেতু এগুলো বাক্য নয়। কিন্তু ২য় সংজ্ঞার আলোকে -عقل، حس ও عرف এর মাধ্যমে تخصيص হলে তাকে التخصيص الاصطلاحي বলা হবে। কেননা, ২য় সংজ্ঞায় مخصص টি বাক্য হওয়াকে শর্ত করা হয়নি। উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিন্নতার কারণে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এর কারণ হলো, عقل - حس ও عرف এর মাধ্যমে تخصيص করার পর العام এর قطعية এর মধ্যে কোনো ধরনের প্রভাব পড়ে না। বরং তা পূর্বের ন্যায় قطعي থাকে। অথচ تخصيص এর পর العام সাধারণত ظني হয়ে যাওয়ার কথা। যেহেতু عقل এর দ্বারা تخصيص করলে ظني হয় না, তাই অনেক উসূলবিদগণ مخصص টা كلام তথা বাক্য হওয়ার শর্ত করেছে। কেননা, تخصيص এর স্বভাবই হলো العام কে ظني করে দেয়া।

شرائط التخصيص (تخصيص এর শর্তাবলী)

العام কে প্রথমবার تخصيص করতে হলে হানাফি উসূলবিদগণের নিকট কিছু শর্ত পাওয়া আবশ্যক। যদি এসকল শর্তের মধ্য হতে কোনো একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে তা التخصيص الاصطلاحي তথা পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে تخصيص হিসেবে গণ্য হবে না।

নিম্নে শর্তগুলো উল্লেখ করা হলো

১. **أن يكون المخصص مستقلا عن جملة العام :** অর্থাৎ مخصص টি العام বিশিষ্ট বাক্য থেকে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য হতে হবে। যদি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য না হয়, তাহলে তা تخصيص বলে গণ্য হবে না। বরং তখন তাকে قصر বলা হবে। আর এজন্যই الصفة - الاستثناء - الشرط এবং الغاية ইত্যাদির দ্বারা تخصيص করা যায় না। কারণ এগুলো কোনো مستقل বাক্য নয়। বরং পূর্বের বাক্যের-ই একটি অংশ মাত্র।

২. **أن يكون المخصص مقارنا في الزمن لتشريع العام:** অর্থাৎ সময়ের ক্ষেত্রে العام এবং مخصص একই সময়ের হতে হবে। যদি ভিন্ন সময়ের হয় অর্থাৎ العام শব্দ দিয়ে বিধান আসার পর পরবর্তীতে مخصص এর মাধ্যমে নতুন বিধান দেয়া হয়,তাহলে তা تخصيص বলে গণ্য হবে না। বরং তাকে نسخ جزئي তথা العام এর কিছু অংশ রহিত হয়েছে বলা হবে।

৩. **أن يكون المخصص كلاما :** অর্থাৎ مخصص টি كلام বা বাক্য হতে হবে। এর আলোচনা تخصيص এর সংজ্ঞার বিশ্লেষণে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৪. **أن يكون المخصص مساويا في القوة :** অর্থাৎ مخصص টি শক্তির দিক দিয়ে العام এর সমপর্যায়ের হতে হবে। যদি العام এর সমপর্যায়ের না হয় তাহলে এর দ্বারা تخصيص করা বৈধ নয়। আর এ জন্যেই الخبر الواحد ও القياس এর মাধ্যমে العام غير المخصوص عنه البعض কে تخصيص করা যায় না।

تخصيص এবং نسخ এর মধ্যে পার্থক্য

হানাফি উসূলবিদদের নিকট تخصيص ও نسخ এর মাঝে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। তবে এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো:

تخصيص বলা হয়, এ কথা বর্ণনা করা যে, العام এর কিছু أفراد বা সদস্য শুরু থেকেই العام এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অর্থাৎ العام শব্দ দিয়ে যে হুকুম দেয়া হয়েছে تخصيص এর কারণে উক্ত সদস্যগুলো শুরু থেকেই العام এর হুকুম থেকে বাদ পড়েছে। এমন নয় যে, প্রথমে العام এর হুকুমের অধীনে ছিলো, পরবর্তীতে تخصيص এর মাধ্যমে বাদ দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে نسخ হলো, এ কথা বর্ণনা করা যে, বাদ দেয়া أفراد বা সদস্যগুলো প্রথমে العام এর অধীনে ছিলো, পরবর্তীতে العام এর হুকুম থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম نسخ কে تخصيص বলে ব্যক্ত করে থাকেন। এটি حقيقةً নয়, বরং مجازًا। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (রহ.) বলেন:

لا فرق بين النسخ و التخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم و التخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم.[١]

المخصصات এর বিবরণ

المخصصات বলা হয়, ঐ সকল দলীলকে, যার মাধ্যমে العام এর تخصيص করা হয়।

المخصصات মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত:

(১) المخصصات القطعية

(২) المخصصات الظنية

(১) المخصصات القطعية

المخصصات القطعية মোট ৮ প্রকার:

(১) القرآن الكريم

(২) الحديث المتواتر

---

(١) (الفصول في الأصول) ٨٢/١

(৩) الحديث المشهور

(8) الإجماع المتواتر

(৫) الإجماع المشهور

(৬) العقل

(৭) الحس

(৮) العرف و العادة[1]

উপরিউক্ত ৮ প্রকার المخصصات হলো قطعي। তাই এই প্রকারের المخصصات দ্বারা কিতাবুল্লাহ, الحديث المتواتر ও الحديث المشهور এর العام কে تخصيص করা যাবে। তবে প্রথম ৫ প্রকারের মাধ্যমে تخصيص হলে العام শব্দ ظني হয়ে যায়। আর অবশিষ্ট ৩ প্রকারের মাধ্যমে تخصيص হলে العام শব্দ ظني হয় না, বরং পূর্বের ন্যায় قطعي থাকে।

নিম্নে এই সকল المخصصات দ্বারা تخصيص এর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

تخصيص القرآن بالقرآن

(١) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة.(النور:٢)

مخصصه : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. (النساء :٢٥)

(٢) حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير ... الآية.(المائدة:٣)

مخصصه : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. (المائدة:٣)

(٣) حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم وأخواتكم ... و أحل لكم ما وراء ذلكم. (النساء :٢٣)

مخصصه : و لا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء. (النساء :٢٢)

---

(١) الموجز: ١٢٩ مكتبة تهانوية

تخصيص القرآن بالسنة الثابتة (المتواترة و المشهورة)

(١) و لكم نصف ما ترك أزواجكم. (النساء : ١٢)

معارضه : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.(مسلم:١٦١٤)

(٢) فانكحوا ما طاب لكم من النساء. (النساء : ٣)

معارضه : لا تنكح المرأة على عمتها.(مسلم:١٤٠٨)

(٣) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين.(البقرة:١٨٠)

معارضه : لا وصية لوارث.(أبو داود: ٢٨٧٠)

(٤) أنفقوا من طيبات ما كسبتم. (البقرة:٢٦٧)

معارضه : مقادير الزكاة

تخصيص القرآن بالإجماع

(١) الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة. (النور:٢)

مخصصه : إجماع الأمة على أن العبد يجلد خمسين.

تخصيص القرآن بالعقل

(١) يأيها الناس اتقوا ربكم. (النساء :١)

مخصصه : العقل و هو أن المجانين غير مخاطبين في هذه الآية.

تخصيص القرآن بالحس

(١) و أوتيت من كل شيء و لها عرش عظيم.(النمل:٢٣)

مخصصه : الحس على أنه لم تؤت من ملك سليمان شيئا.

المخصصات الظنية

المخصصات الظنية সমূহ নিম্নরূপ:

(১) الخبر الواحد

(২) القياس

(৩) الإجماع الأحادي

(৪) فعل الرسول ﷺ

(৫) تقرير الرسول ﷺ

(৬) قول الصحابي رضي الله عنه

(৭) فعل الصحابي رضي الله عنه

(৮) تقرير الصحابي رضي الله عنه[1]

হুকুম

উপরিউক্ত مخصص সমূহের হুকুম হলো, এগুলোর দ্বারা العام القطعي কে تخصيص করা যাবে না। বরং যে সকল العام - ظني কেবল সে সকল العام কে تخصيص করা যাবে।

تخصيص এর সর্বশেষ সীমা :

تخصيص এর সর্বশেষ সীমা কত হবে এ ব্যাপারে উসূলবিদদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মতানুসারে العام এর অধীনে সর্বনিম্ন এক সদস্য অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত تخصيص করা বৈধ আছে। আল্লামা আলাউদ্দীন হিসনী রহ. إفاضة الأنوار এ লিখেছেন,

والمختار أن منتهى التخصيص واحد مطلقا وعليه الجمهور.

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামি রহ. نسمات الأسحار এ ইবনুল হুমাম রহ. এর মত উল্লেখ করে বলেন:

وقال في التحرير: وقيل:واحد وهو مختار الحنفية.

---

(১) الموجز: ١٢٩ مكتبة تهانوية

المشترك : একাধিক অর্থবোধক শব্দ

المشترك -এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

المشترك শব্দটি الاشتراك মাসদার থেকে গঠিত اسم الظرف-এর সীগাহ্।[১] যার আভিধানিক অর্থ হল, যৌথ। المشترك শব্দ যেহেতু একাধিক অর্থকে ধারণ করে তাই একে المشترك বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

"أصول الشاشي" কিতাবে المشترك- এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে,

ما وضع لمعنيين أو لمعانٍ مختلفة الحقائق[٢]

অর্থ ": المشترك এমন শব্দকে বলে যাকে দুই বা ততোধিক হাকীকত বিশিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

পূর্বে الخاص-এর আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, الخاص হওয়ার জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক, একটি হল وحدة اللفظ, আর অন্যটি হল وحدة المعنى। এই শর্ত দু'টির মধ্যে দ্বিতীয় শর্তটি যদি ছুটে যায় অর্থাৎ وحدة المعنى না পাওয়া যায় তখন শব্দটি المشترك বলে গণ্য হবে। অবশ্য এই বিষয়টি শব্দের গঠনগত অর্থের সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ যে সকল শব্দ গঠনগতভাবে দুই বা ততোধিক অর্থ বা সত্তাকে নির্দেশ করে সে সকল শব্দ হল المشترك। আর যদি গঠনগতভাবে একাধিক অর্থকে নির্দেশ না করে বরং ব্যবহারিকভাবে একাধিক অর্থকে নির্দেশ করে তাহলে তা المشترك হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তা المجاز বা الكناية বলে গণ্য হবে।

যেমন: عين শব্দটি। এর হাকীকি বা গঠনগত অর্থ একাধিক। যথাঃ- চোখ, ঝর্ণা, স্বর্ণ, গোয়েন্দা ইত্যাদি।[১]

এই প্রত্যেকটি অর্থই সত্তাগতভাবে ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট। সে হিসেবে عين শব্দটি المشترك।

---

(١) (قمر الأقمار لنور الأنوار) صـ٨٣ (المكتبة الإسلامية) و (فتح الغفار) صـ ١٣٤

(٢) (أصول الشاشي) صـ١٢ (نادية القرآن). انظر أيضا للبسط و التفصيل (أصول السرخسي) و (كشف الأسرار على البزدوي)

(١) (القاموس المحيط) صـ١١٦٨-١١٦٩ (دار الحديث)

المشترك-এর প্রকার

المشترك মূলত দুই প্রকার

১. المشترك اللفظي (প্রকৃত المشترك)

যে المشترك কে গঠনের সূচনাতেই এমন একাধিক হাকীকত বিশিষ্ট অর্থ বা সত্তার জন্য গঠন করা হয়েছে যাদের মাঝে অর্থ কেন্দ্রিক কোন সম্পর্ক নেই, বরং প্রত্যেকটি বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাকে المشترك اللفظي বলে।[১] যেমন: عين শব্দটি এবং ঐ সমস্ত নাম যে গুলোকে একাধিক ব্যক্তি বা স্থানের জন্য রাখা হয়েছে। যেমন: "যায়েদ" নামের একাধিক ব্যক্তি, "মির্জাপুর" নামের একাধিক স্থান। প্রত্যেক ভাষায় এই শ্রেণির المشترك-এর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

২. المشترك المعنوي (অর্থগত المشترك)

যে المشترك-এর একাধিক অর্থ বা সত্তার মাঝে অর্থকেন্দ্রিক কোন সম্পর্ক থাকে, তাকে المشترك المعنوي বলে।[২] যেমন: قرء শব্দটি। এই শব্দটির অর্থ হল, এমন সময় যে সময়ে কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই অর্থটি حيض এবং طهر উভয়ের মাঝে পাওয়া যায়। কেননা, প্রতি মাসেই এ দু'টি বিষয় মহিলাদের জীবনে পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং বুঝা গেল حيض এবং طهر এ অর্থকেন্দ্রিক সম্পর্ক রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে قرء শব্দটি المشترك المعنوي। অনুরূপ السيارة শব্দটি কাফিলা এবং গাড়ির অর্থে المشترك المعنوي।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উসূলবিদগণ المشترك কে আরো কয়েক প্রকারে ভাগ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য عبد الوهاب طويلة কৃত أثر اللغة في اختلاف المجتهدين দেখা যেতে পারে।

---

(١) (أثر اللغة في اختلاف المجتهدين) صـ٨٨ (دار السلام).

(٢)(المرجع السابق) صـ٨٨

التمرين على التعريف (المشترك এর অনুশীলনী)

নিচের শব্দাবলী থেকে المشترك খোঁজে বের কর এবং কোন কোন অর্থে المشترك বলো।

(١) و الليل إذا عسعس.(التكوير:١٧)

(٢) كذا في فتح القدير،و في الكافي.

(٣) جاء في النكت.

(٤) ذكر ابن عابدين هذه المسألة عن المحيط.

(٥) صليت المغرب في بيت المكرم.

(٦) اشتريت فتح الغفار بمئة تاكا.

(٧) حفظت المختصر.

(٨) إقرأ كتاب السيرة النبوية.

(٩) حقق هذه المسألة من حاشية الطحطاوي.

(١٠) هل رأيت كتاب المبسوط.

(١١) উত্তরে যাওয়ার পূর্বে একটু চিন্তাভাবনা কর।

(١٢) তোমার কোন মত নেই।

(١٣) কিশোরসমগ্র একটি ভাল কিশোর সাহিত্য বই।

(١٤) সে আমার কাছে বিশ ডলার পায়

(١٥) الجارية - المشتري - اليد - المولى - المثل - السنة - الساعة - راح - الاستجمار - الصريم - الدرهم .

أسباب الاشتراك (শব্দ المشترك হওয়ার কারণ)

المشترك শব্দটির মূলধাতু হল: شرك যার অর্থ হল অংশস্থাপন করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে شرك যেমন অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হীত কাজ, অনুরূপ ভাষার মধ্যেও الاشتراك একটি নিন্দনীয় ও গর্হীত বিষয়। গর্হীত ও নিন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে মানুষের মাঝে ধীরে ধীরে شرك এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, অনুরূপভাবে ভাষার মধ্যেও الاشتراك-এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মানুষের আসল যেমন তাওহীদবাদী, একত্ববাদী এবং এক সত্তামুখী হওয়া, অনুরূপ ভাষার আসলও তাওহীদবাদী তথা এক অর্থমুখী হওয়া। অর্থাৎ একটি শব্দ একটি মাত্র অর্থ বা সত্তাকেই নির্দেশ করবে। একাধিক অর্থ বা সত্তাকে নয়।

ভাষার মধ্যে الاشتراك সৃষ্টি হওয়ার কয়েকটি মৌলিক কারণ

১. اختلاف القبائل في وضع الألفاظ للمعاني (এলাকা বা গোত্রের ভিন্নতা)

যে সকল কারণে শব্দ مشترك হয় তার অন্যতম কারণ হল এলাকা বা গোত্রের ভিন্নতা। অর্থাৎ কখনো কখনো এমন হয় যে কোন একটি গোত্র কোন একটি শব্দকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করেছে, আবার অন্য আরেকটি গোত্র অজ্ঞাতসারে হুবহু এই শব্দটিকে ভিন্ন আরেকটি অর্থের জন্য গঠন করেছে। এবং পরবর্তিতে শব্দটির ব্যবহার এই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়েই অব্যাহত রয়েছে। আর এভাবেই শব্দটি পরবর্তী লোকদের নিকট المشترك-এ পরিণত হয়েছে।

২. استعمال اللفظ في المعنى المجازي (শব্দের مجاز বা রূপক ব্যবহার)

কখনো এমন হয় যে, কোন একটি শব্দকে একটি মাত্র অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে এবং পরবর্তিতে তার مجاز বা রূপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। এবং এমন এক সময় এসেছে যখন মানুষ শব্দটির হাকীকি বা মূল অর্থ কোনটি তা ভুলে গিয়েছে, এবং এক পর্যায়ে উভয় অর্থকেই হাকীকি বা মূল অর্থ হিসেবে গণ্য করা শুরু করেছে। এভাবেই শব্দটি المشترك-এ পরিণত হয়েছে।

৩. التوسعة في معنى اللفظ (অর্থের ব্যাপকতা)

অর্থাৎ কখনো কখনো কোন শব্দের এমন ব্যাপক বা বিস্তৃত অর্থ থাকে, যা বিভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তখন উক্ত শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যবহার হতে থাকে। এক পর্যায়ে সময়ের আবর্তনে শব্দটি তার মূল অর্থকে হারিয়ে ফেলে। এবং লোকেরা ভিন্ন হাকীকতবিশিষ্ট একাধিক অর্থকে শব্দটির হাকীকি অর্থ মনে করতে থাকে। এভাবে শব্দটি المشترك-এ পরিণত হয়। একে المشترك المعنوي ও বলা হয়। যেমন- قرء শব্দটি।

৪. استعمال اللفظ في المصطلحات المختلفة (শব্দের পারিভাষিক ব্যবহার)

অর্থাৎ কখনো কখনো শব্দকে তার আভিধানিক অর্থের গণ্ডিকে অতিক্রম করে নতুন এক পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়, এবং একপর্যায়ে পারিভাষিক অর্থটি আভিধানিক অর্থের ন্যায় সমানভাবে চলতে থাকে। পরবর্তীতে মানুষ শব্দটির এই আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থকে শব্দটির দু'টি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অর্থ হিসেবে মনে করা শুরু করে। এভাবে শব্দটি দুই অর্থে المشترك-এ পরিণত হয়।

المشترك-এর হুকুম

এক: পূর্বের অলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, شرك একটি মহা অপরাধ। شرك এর সাথে বান্দার কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত شرك থেকে পবিত্র না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমলের অযোগ্য। অনুরূপভাবে المشترك শব্দটিও যতক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে الاشتراك দূর না হবে অর্থাৎ المشترك এর কোন একটি দিক প্রাধান্য না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমল মওকুফ থাকবে। অর্থাৎ দলীল ব্যতীত কোনো একটি অর্থকে নির্ধারণ করে তা আয়াতের অর্থ হিসেবে বিশ্বাস করা যাবে না। এবং এক্ষেত্রে কোনো একটিকে তারজীহ দেয়ার জন্য قرينة খোঁজা আবশ্যক।[١]

---

(١) (المنار مع نور الأنوار) صـ٨٤ (المكتبة الإسلامية)، انظر أيضا: (تقويم الأدلة) صـ١٠٤ (قديمى كتبخانه)، و (نسمات الأسحار) صـ٨٦ (إدارة القرآن).

দুই: المشترك শব্দের কোন একটি অর্থ নির্ধারণ হয়ে গেলে তার বাকি অর্থগুলো বাদ পড়ে যাবে। অর্থাৎ عموم المشترك জায়েয নেই।[২]

এই মূলনীতির আলোকে হানাফি উসূলবিদগণ বলেন, المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء আয়াতে কারীমায় قروء শব্দের অর্থ حيض ধরার কারণে طهر অর্থ বাদ পড়ে যাবে।

المشترك শব্দের কোন একটি অর্থ নির্ধারণ করার পদ্ধতি

المشترك শব্দের কোন একটি অর্থ নির্ধারণ করার মৌলিক পদ্ধতি দু'টি

এক: الترجيح بالدليل القطعي (অকাট্য দলীলের মাধ্যমে কোনো একটি অর্থ নির্ধারণ) এর পদ্ধতি হলো, হয়ত متكلم নিজেই স্পষ্টভাবে কোনো একটি অর্থকে নির্ধারণ করে দিবে অথবা متكلم এর পক্ষ থেকে বাক্যের ভেতরে কিংবা বাহিরে এমন কোনো قرينة পাওয়া যাবে, যা অকাট্যভাবে কোনো একটি অর্থকে নির্দেশ করে। তখন المشترك শব্দটি المفسر এ পরিণত হবে। এবং তাতে তখন المفسر এর হুকুম প্রয়োগ হবে।[১] যেমন– কেউ বলল, له علي عشرة دراهم من نقد بخارا অর্থ– সে আমার কাছে দশ দিরহাম পায়, বুখারার। এই স্বীকারোক্তিতে دراهم শব্দটি مشترك। কেননা, درهم শব্দটি بخارا এর রৌপ্যমুদ্রা এবং سمرقند এর রৌপ্যমুদ্রা উভয়টির জন্য স্বতন্ত্রভাবে গঠন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির মানও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু পরবর্তীতে متكلم নিজেই من نقد بخارا বলে বুখারার দিরহামকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ফলে دراهم এখন مفسر এ পরিণত হয়েছে। المفسر এর হুকুম المفسر এর আলোচনায় বিস্তারিত বর্ণিত হবে, সেখানে দ্রষ্টব্য।

দুই: الترجيح بالدليل الظني (ظني দলীল এর মাধ্যমে কোনো একটি অর্থ নির্ধারণ) : অর্থাৎ متكلم এর পক্ষ থেকে যদি কোনো একটি অর্থ নির্ধারণ না হয়, তখন مخاطب বিভিন্ন করিনার মাধ্যমে কোন একটি অর্থকে নির্ধারণ করে। তখন শব্দটি المؤول এ পরিণত হয় এবং তাতে المؤول এর হুকুম প্রয়োগ হয়। আর

---

(٢) (نسمات الأسحار) صـ٨٦ (إدارة القرآن) و (أصول الشاشي) صـ١٢-١٣ (نادية القرآن)

(١) (فصول الحواشي)صـ٩١ (مكتبة الحرم). انظر أيضا: (كشف الأسرار على البزدوي) صـ٦٨

المؤول এর হুকুম হল, এটি দালালতের দিক দিয়ে ظني। অর্থাৎ المؤول শব্দ ظني الدلالة। এর মাধ্যমে আমল করা আবশ্যক। তবে ভুল হওয়ারও ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ المشترك শব্দের কোন একটি অর্থ تأويل এর মাধ্যমে নির্ধারণের পর একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, এটাই বক্তার উদ্দেশ্য।

قرائن المشترك (مشترك শব্দের تأويل এর মাধ্যম)

المشترك শব্দকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে تأويل করে এর কোন একটি অর্থকে নির্ধারণ করা হয়। এদেরকে قرائن المشترك বলা হয়।[১] নিচে কয়েকটি করিনা উল্লেখ করা হল:

১. শব্দের سياق ও سباق তথা বাক্যের পূর্বাপর দেখে।

২. التأمل في الصيغة তথা শব্দের অর্থের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে।

৩.خبر الواحد এর মাধ্যমে।

৪. عرف তথা প্রচলনের মাধ্যমে।

৫. النظر إلى علة الحكم و مقاصد الشريعة তথা হুকুমের ইল্লত ও হিকমতের মাধ্যমে।[২]

المشترك শব্দের تأويل এর কয়েকটি প্রায়োগিক রূপ

উদাহরণ এক: যেমন– আল্লাহ তাআলা বলেন, المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.(البقرة: ٢٢٨)। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় قروء শব্দটি حيض এবং طهر এর অর্থে المشترك। এখন যেকোন একটি অর্থকে নির্ধারণ করে আয়াতের উপর আমল করা আবশ্যক। উভয় অর্থকে একসাথে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ হানাফি মাযহাবে عموم المشترك জায়েয নেই। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দেখতে হবে قطعي কোন দলীলের মাধ্যমে এর কোন একটি অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় কি না? যদি সম্ভব হয় তাহলে المفسر এ পরিণত হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন قطعي দলীল নেই। বরং خبر الواحد হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ রা. কে লক্ষ্য করে বলেন:**

---

(١) (نسمات الأسحار) صـ٨٧ و (فتح الغفار) صـ١٣٦

(٢) (أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين) صـ٩٣ (دار السلام)

دعي صلاتك أيام أقراءك. [1] (ابن ماجه : ٦٢٤و مسند أحمد : ٢٥٢٨١)

অর্থ- "হে ফাতেমা, তুমি قروء এর দিনগুলোতে নামাজ ছেড়ে দাও।"

এই হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যাচ্ছে قروء শব্দের অর্থ হল حيض। কেননা, মহিলাদের নামাজ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম حيض অবস্থায়, طهر অবস্থায় নয়। হাদীসটি خبر الواحد হওয়ার কারণে قروء শব্দটি المؤول এ পরিণত হয়েছে।

قروء শব্দকে حيض দিয়ে تأويل করার দ্বিতীয় করিনা হল, আয়াতের ثلاثة শব্দটি। কারণ ثلاثة শব্দটি خاص। এই خاص কে ঠিক রাখা আবশ্যক। خاص এর অর্থ তখনই ঠিক থাকবে যখন قروء এর অর্থ حيض ধরা হবে। [2]

উদাহরণ দুই: (المائدة:٩٥).فجزاء مثل ما قتل من النعم। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় مثل শব্দটি مثل صوري এবং مثل معنوي উভয় অর্থে المشترك। কেননা, مثل শব্দটি একই সাথে উভয় অর্থকে নির্দেশ করে। সুতরাং এখন যে কোনো একটি অর্থ নির্ধারণ করে আয়াতের উপর আমল করতে হবে। কারণ, হানাফি উসূলবিদগণের নিকট عموم المشترك তথা المشترك শব্দের উভয় অর্থ একসাথে গ্রহণ করা জায়েয নেই। এ ক্ষেত্রে হানাফি ফকীহগণ مثل معنوي তথা অর্থগতভাবে অনুরূপ হওয়াকে গ্রহণ করেছেন, যা মূল্যের মাধ্যমে নিরূপিত হবে। এবং এ ক্ষেত্রে مثل صوري বাদ পড়ে যাবে।

উদাহরণ তিন: কেউ যদি এভাবে স্বীকার করে যে, সে আমার নিকট দশ দিরহাম পায়। তাহলে সে অঞ্চলের অধিক প্রচলিত দিরহাম প্রদান আবশ্যক হবে। এখানে عرف এর মাধ্যমে المشترك এর এক অর্থ নির্ধারণ হয়েছে।

---

(١) رواه أحمد و ابن ماجه و الدارقطني. كما في (أثر اللغة) صـ١٠٣

(٢) (أصول الشاشي) صـ٦ و(أصول السرخسي) صـ١٠١ (دار الفكر).

التمرين على الحكم (হুকুমের অনুশীলনী)

(١) فتيمموا صعيدا طيبا. (النساء:٤٣)

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : إذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. (متفق عليه).

(٣) أتموا الحج و العمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.(البقرة :١٩٦)

(٤) و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.(الإسراء:٣٣)

(٥) و لا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء. (النساء:٢٢)

(٦) إذا أوصى لموالي بني فلان كان لهم موال من أعلى و موال من أسفل.

(٧) أنت علي بمثل أمي.

(٨) إذا أطلق الثمن فى البيع.

(٩) لا يضار كاتب و لا شهيد. (البقرة :٢٨٢)

(انظر لمعالجة هذه المشتركة "أثر اللغة في اختلاف المجتهدين" صـ٩٧-١٣٩)

باب الأمر : আদেশের অধ্যায়

الأمر এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

الأمر শব্দটি বাবে نصر এর হাসেল বিহী মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ হল, আদেশ। আরবি ভাষায় একে "افعل" قول القائل لغيره বলে। অর্থাৎ অন্যকে এ কথা বলা যে, “কর”।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

উসূলবিদগণ أمر কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এর মধ্যে ইমাম আবু বকর জাস্সাস (রহ.) (মৃত্যু:৩৭০ হি.) এর সংজ্ঞাটি অনেকটা সর্বাঙ্গীন ও বাস্তবমুখী। তিনি বলেন:

قول القائل لمن دونه : "افعل" إذا أراد به الإيجاب .

> “ বক্তা তার চেয়ে নিম্নস্তরের অর্থ্যাৎ অধিনস্ত কাউকে এ কথা বলা যে, افعل। অর্থাৎ ‘কর’, যখন এর দ্বারা সে কাজটি আবশ্যক করার ইচ্ছা পোষণ করে।”[২]

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

পূর্বে আমরা خاص এর আলোচনায় خاص এর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তা ছিল মূলত مادة তথা মূলধাতু হিসেবে خاص এর প্রকার। এই অধ্যায়ে صيغة তথা শব্দ কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে خاص এর প্রকারের আলোচনা শুরু হয়েছে। শব্দ কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে خاص অনেক প্রকার। কিন্তু উসূলবিদগণ এগুলোর মধ্যে থেকে দুই প্রকারের আলোচনাই করে থাকেন। কেননা এই দুই প্রকারের সাথে শরয়ি বিধিবিধানের সম্পৃক্ততা বেশি।[৩]

---

(١) (أصول الشاشي) صـ- ٣٣ (نادية القرآن) و(أصول السرخسي) صـ ٩

(٢) (أصول الجصّاص) ١\ ٢٨٠ (دار الكتب العلمية)

(٣) (نورالأنوار مع اختلاف يسير) : ٢٤ المكتبة الإسلامية

আর এ জন্যই কোন কোন উসূলবিদ أمر এবং نهي দিয়েই কিতাবের আলোচনা শুরু করেছেন। যেমন: ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেন:

(فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي ؛ لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ؛ و يتميز الحلال من الحرام) [১]

"সর্বপ্রথম যে বিষয় দিয়ে আলোচনা শুরু করা অগ্রগন্যতার দাবি রাখে তা হল أمر ও نهي "

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমর হওয়ার দুটি শর্ত পাওয়া যায়।

১. مأمور তথা আদিষ্টব্যক্তির উপর آمر তথা আদেশকারীর ولاية তথা কর্তৃত্ব থাকা। অর্থাৎ ولاية الأمر على المأمور। কেননা, যদি ولاية তথা কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে এটি أمر হবে না বরং التماس (অনুরোধ) বলে বিবেচিত হবে[২]। আর যদি مأمور এর ولاية থাকে آمر এর উপর, তাহলে এটি دعاء ও السؤال বলে বিবেচিত হবে। যেমন: বান্দা আল্লাহর কাছে أمر শব্দ যোগে যা কিছু বলে, সব দোয়া বলে বিবেচিত হবে। কেননা,আল্লাহর উপর বান্দার ولاية নেই বরং আল্লাহর পূর্ণ ولاية রয়েছে বান্দার উপর। অবশ্য ولاية না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ أمر বা আদেশ করে, তাহলে তা আদব বা শিষ্টাচার বর্জিত আচরণ কিংবা অনাধিকার চর্চা বলে বিবেচিত হয়। এর দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় না।

২. ولاية থাকার পর কাজটিকে وجوبًا তথা আবশ্যকতার ভিত্তিতে চাইতে হবে। যদি আবশ্যকতার ভিত্তিতে চাওয়া না হয় তাহলে সেটা أمر হবে না, বরং ندب কিংবা অন্য কোন অর্থ বলে বিবেচিত হবে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.(النور:٣٣) এখানে أمر টি ندب অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

উপরের শর্তদুটিকে একসাথে এভাবে বলা যায় :

١. ولاية الأمر على المأمور

٢. وطلب الفعل على سبيل الإيجاب

---

(١) (أصول السرخسي) صـ ٨ (مقدمة المؤلف)

(٢) (نور الأنوار) صـ ٢٥

বিঃদ্রঃ উল্লেখ্য যে , প্রতিটি أمر এর সীগাহ গঠনগতভাবে কেবলমাত্র وجوب এর অর্থই প্রদান করে। অর্থাৎ وجوب এর অর্থ প্রদানের জন্যই এই সীগাকে গঠন করা হয়েছে। তবে এই وجوب এর অর্থ প্রদানের জন্য متكلم এর মাঝে উপরিউক্ত দুটি শর্ত থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তা وجوب এর অর্থ প্রদান করবেনা। তার অর্থ এই নয় যে আমর গঠনগতভাবে এ দুটি বিষয়কে ও বুঝায়।

সারকথা হল, এই দুটি বিষয় আমরের গঠনগত অর্থ নয় বরং আমরকে তার গঠনগত অর্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিমের জন্য শর্ত। অধিকাংশ উসূলবিদগণ আমরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই দুটি বিষয়কে উল্লেখ করে সংজ্ঞা দিয়েছেন। অথচ আরবি ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি বিষয়ের প্রয়োজন পড়েনা। এর কারণ হল উসূলবিদগণের যেহেতু আমরের হাকীকি অর্থ তথা وجوب-ই মূল উদ্দেশ্য আর তা উপরিউক্ত দুই শর্ত ছাড়া পাওয়া যায় না তাই এই দুই শর্ত উল্লেখসহ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় সংজ্ঞার মাঝে মৌলিক কোন বৈপরিত্য নেই।

صيَغ الأمر (আমরের শব্দাবলী)

১. علم الصرف এ যে শব্দগুলো আমরের সীগাহ হিসেবে বিবেচিত এখানেও তা আমরের সীগাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে উপরিউক্ত দুটি শর্ত থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ طلب الفعل على سبيل এবং ولاية الآمر على المأمور الإيجاب। সে হিসেবে أمر حاضر، أمر غائب، أمر متكلم এবং مجهول، معروف সবই এর মধ্যে শামিল।[1]

যেমন :

١. أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة. (البقرة :٤٣).

٢. لِينفق ذو سعة من سعته. (الطلاق: ٧).

٣. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.(النحل:٤٣).

٤. يآ أيها الذين أمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.(النساء:٥٩).

٥. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. (مسلم:٤٩).

২. ঐ সকল শব্দসমূহ যেগুলো সরাসরি أمر নয় কিন্তু أمر এর অর্থ প্রদান করে। এদেরকে اسم الفعل بمعنى الأمر বলে। যেমন: نزال অর্থ হল :انزل, حيّ অর্থ হল: إيتِ , هات অর্থ হল أعط। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . (البقرة :١١١

৩. ঐ সকল مصدر যেগুলো أمر এর স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন, আল্লহ তাআলা বলেন:

إذا لقيتم الذين كفروا فضربَ الرقاب .(محمد : ٤).

বাক্যটির মূলরূপ হল:فاضربوا الرقاب ..... । এক্ষেত্রে فاضربوا শব্দকে বাদ দিয়ে স্বীয় মাসদারকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

---

(١) (نور الأنوار) صـ ٢٥

বি:দ্র: অনেক কিতাবে صيغ الأمر এর আলোচনায় আরো কিছু প্রকারকে উল্লেখ করা হয়। যেমন: ঐ সকল শব্দ যেগুলো (مادة)তথা মূলধাতুর বিচারে وجوب এর অর্থ দেয়। যেমন:إلزام، فرض ، وجوب ، كتب،حق ، ইত্যাদি। এবং ঐ সমস্ত الجملة الخبريةকে ও উল্লেখ করা হয় যেগুলো থেকে وجوب পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত সঠিক নয়। মূলত صيغ الأمر কেবল সেগুলোই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে[১]। তবে হ্যাঁ এ সকল শব্দ থেকেও وجوب এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমনিভাবে صيغ الأمر থেকেও পাওয়া যায়। তার অর্থ এই নয় যে এগুলোও صيغ الأمر। কেননা, مادةً থেকে যেখানে وجوب পাওয়া যায় তা মূলত মাদ্দাহর কারণে সীগার কারণে নয়। অথচ আমর হল সীগার নাম মাদ্দাহর নাম নয়। আবার যেখানে الجملة الخبرية থেকে وجوب পাওয়া যায় তা হাকীকিভাবে নয়, বরং মাজাযিভাবে। অথচ এখানে হাকীকি অর্থই আলোচ্য বিষয় মাজাযি অর্থ নয়। অবশ্য আমর বলতে যদি وجوب উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে যত পদ্ধতিতে وجوب পাওয়া যাবে তাই আমর বলে বিবেচিত হবে। সে হিসেবে উপরের দুই প্রকারও صيغ الأمر এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। أحكام এর অধ্যায়ে فرض ও واجب এর আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

---

(١) (الطريق إلى البلاغة) صـ ٤٣, و (الموجز) صـ ٣٧

موجب / دلالة الأمر (আমরের নির্দেশনা)

أمر এর دلالة তথা নির্দেশনা নিয়ে উসূলবিদদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ উসূলের কিতাবগুলোতে উল্লেখ আছে। হানাফি উসূলবিদদের সর্বসম্মত অভিমত হল أمر যদি مطلق হয় অর্থাৎ قرينة মুক্ত হয় তাহলে তা وجوب তথা আবশ্যকতাকে নির্দেশ করবে।[1] উসূলবিদগণ এটাকে الأمر المطلق للوجوب বলে ব্যক্ত করেন। এবং এটাই আমরের হাকীকি তথা প্রকৃত অর্থ। আর এ জন্যই أمر খাসের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য أمر -وجوب ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যা মূলত أمر এর হাকীকি অর্থ নয়। বরং মাজাযি অর্থ। আর এটা জানা কথা মাজাযি অর্থ গ্রহণ করার জন্য قرينة আবশ্যক। আর قرينة না থাকলে الأصل في الكلام الحقيقةُ এই মূলনীতির ভিত্তিতে হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা হবে। যেমন: وليطوفوا بالبيت العتيق, أقيمواالصلاة হাকীকত ও মাজাযের অধ্যায়ের হাকীকি অর্থ বর্জনের যত قرينة সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

নিম্নে أمر এর কয়েকটি মাজাযি ব্যবহার দেখানো হল

১. الدعاء ও السؤال (দোয়া ও প্রার্থনা) অর্থে:

যেমন: আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা اهدنا الصراط المستقيم এখানে اهد- أمر এর সীগাহ। এক্ষেত্রে হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা, যার ولاية নেই সে পূর্ণ ولاية রয়েছে এমন কোন সত্তাকে কখনো আদেশ করতে পারে না, دعاء বা প্রার্থনা করতে পারে মাত্র। ভিখারীর ন্যায় চাইতে পারে মাত্র, আদেশ করতে পারে না। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার সমস্ত أمر এর সীগার মাধ্যমে তলব دعاء এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

---

[1] (أصول الجصاص) ٢٨١/١ (دار الكتب العلمية) , (نور الأنوار) صـ

২. الالتماس (অনুরোধের অর্থে):

যেমন; সমবয়সের কিংবা সমমর্যাদার কোন ব্যক্তিকে কেউ বলল: أعطني هذا। তাহলে এক্ষেত্রে আমরের মূল তথা হাকীকি অর্থ বর্জিত হবে। কেননা, যেখানে ولاية তথা কর্তৃত্ব নেই সেখানে আদেশ করা যায় না, বরং অনুরোধ করা যায় মাত্র।

৩. الإرشاد (কল্যাণকর বিষয়ের উপদেশ প্রদান অর্থে)

যেমন; আল্লাহ তাআলার বাণী:

إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .(البقرة:٢٨٢)

আয়াতে কারীমায় فاكتبوا শব্দটি صيغة الأمر। কিন্তু এখানে أمر এর হাকীকি অর্থ আবশ্যকতা উদ্দেশ্য নয়। বরং বাকী লেনদেনে করণীয় কী সেই উপদেশ প্রদান উদ্দেশ্য। কেননা, সকল বাকী লেনদেনে যদি লিখে রাখা আবশ্যক হয় তাহলে মানুষের লেনদেন অনেক সংকীর্ণ হয়ে তা কষ্টসাধ্য বিষয়ে পরিণত হবে।

৪. الندب (উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান অর্থে)

যেমন: আল্লাহর বাণী: (النور:٣٣) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا. (তাদের সাথে কিতাবি চুক্তি কর, যদি তাদের মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও)। এখানেও فكاتبوا - صيغة الأمر সম্পর্কে একই কথা। ندب ও إرشادএর মাঝে পার্থক্য হল, ندب এর কল্যাণ পরকালীন আর إرشاد এর কল্যাণ দুনিয়াবি।

৫. الإباحة (বৈধতা প্রকাশের জন্য)

যেমন: আল্লাহর বাণী:

(الجمعة:١٠).فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض (যখন সালাত আদায় হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়)। আয়াতে কারীমায় فانتشروا শব্দটি صيغة الأمر। কিন্তু أمر এর হাকীকি অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং রিযিকের অণ্বেষণে যমিনে ছড়িয়ে পড়ার বৈধতা ও অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কেননা, জুমার নামাজের কারণে তা সাময়িক নিষিদ্ধ ছিল। নামাজ শেষ হওয়ার পর পুনরায় তা বৈধতায় ফিরিয়ে আনাই আমরের উদ্দেশ্য।

৬. الإذن (অনুমতি প্রদান অর্থে)

যেমন: কেউ এসে দরজায় নক করে বলল: প্রবেশ করতে পারি? তখন এর উত্তরে বলা হলأُدْخل (প্রবেশ করুন)। এখানে أُدْخل যদিও صيغة الأمر কিন্তু আদেশ উদ্দেশ্য নয় বরং অনুমতি প্রদানই উদ্দেশ্য।[1]

৭. الاعتبار (শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার অর্থে)

যেমন; আল্লাহ তাআলার বাণী: (الأنعام:٩٩) .انظروا إلى ثمره إذا أثمر (যখন তাতে ফল ধরে তখন তোমরা তার ফল অবলোকন কর)।[2] আয়াতে কারীমার انظروا শব্দটি صيغة الأمر। কিন্তু এখানেও أمر এর হাকীকি অর্থ তথা وجوب বা আবশ্যকতা উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহর কুদরত অবলোকনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই হলো উদ্দেশ্য।

৮. التأديب (আদব শিক্ষা দানের জন্য)

যেমন: একজন ছোট শিশু খাবারের পাত্রে এদিক সেদিক হাত দেওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বলেন:

يا غلام! سَمِّ الله و كل مما يليك.(البخاري:٥٣٧٦ و مسلم: ٢٠٢٢).

৯. الامتنان (অনুগ্রহ প্রকাশ অর্থে)

যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: (المائدة:٨٨).كلوا مما رزقكم الله (খাও আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে)। এখানেও একই কথা। كلوا শব্দটি صيغة الأمر। কিন্তু এখানে তার হাকীকি অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং রিযিক ভক্ষণের কথা বলে আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা তার অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কেননা, মানুষ তার মানবীয় প্রয়োজন এমনিতেই পূরণ করবে। এর জন্য আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া مما رزقكم الله অংশ থেকেও এই বিষয়টি বুঝা যায়।

---

(١) (جواهر البلاغة) صـ

(٢) (المناهج الأصولية) صـ ٥٥٠ (مؤسسة الرسالة)

১০. الإكرام (সম্মান প্রদর্শন অর্থে)

যেমন: আল্লাহর বাণী: (الحجر:٤٦) ادخلوها بسلام آمنين. (তোমরা তাতে শান্তি ও নিরাপদে প্রবেশ কর)।

১১. التعجب (বিস্ময় প্রকাশ অর্থে)

যেমন:(الإسراء:٤٨) انظر كيف ضربوا لك الأمثال. (লক্ষ্য করুন ! কিভাবে তারা আপনার উপমা পেশ করে)

১২. التوبيخ (ভর্ৎসনা অর্থে):

যেমন, আল্লাহ তায়ালার বাণী: (آل عمران:١١٩) قل موتوا بغيظكم.

১৩. التعجيز (অক্ষমতা প্রমাণ করা):

যেমন, আল্লাহ তায়ালার বাণী: (البقرة :٢٣) فأتوا بسورة من مثله.

১৪. التهديد (ধমক প্রদান): যেমন: আল্লাহ তায়ালার বাণী : اعملوا ما شئتم.(حم السجدة:٤٠)

১৫. التفويض (ন্যস্তকরণ): যেমন : আল্লাহ তায়ালার বাণী: فاقض ما أنت قاضٍ.(طه:٧٢)

১৬. التحضيض (উদ্বুদ্ধ করণ)

যেমন : আল্লাহ তায়ালার বাণী: (البقرة: ١٥٢) فاذكروني أذكركم.

১৭. التمني (আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ অর্থে)

যেমন; কবি রাতকে সম্বোধন করে বলছেন:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ + بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثلِ.

[হে দীর্ঘ রজনী ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত হও, অবশ্য ভোরের আলোও তোমার চেয়ে উত্তম কিছু নয়]

এখানে انجلِ শব্দটি صيغة الأمر। কিন্তু এর হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা, রাত আদেশ নিষেধের পাত্র নয়। বরং কবি এখানে রাত শেষ হয়ে ভোরের আকাঙ্ক্ষা করছে মাত্র। অর্থাৎ এখানে أمر এর সীগাহ تمني তথা আকাঙ্ক্ষা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।[1]

১৮. **التسخير (বিকৃতি করণ)**: যেমন, আল্লাহ তায়ালার বাণী: كونوا قردة خاسئين. (البقرة:٦٥)

১৭. **الإهانة (লাঞ্ছনা ও অপমান করণ)**: ذق إنك أنت العزيز الكريم.(الدخان:٤٩)

১৯. **التكوين (অস্তীত্বহীন জিনিসকে অস্তিত্বে আনা)**: كن فيكون. (البقرة:١١٧)

২০. **الإخبار (সংবাদ প্রদান)** : إذا لم تستحيى فاصنع ما شئت.(البخاري:٣٤٨٤)

---

(١) (الطريق إلى البلاغة) صـ ٤٠ , و (المناهج الأصولية) صـ ٥٥٠

تكرار الأمر (أمر পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করে কিনা?)

কোন একটি কাজ একাধিক বার করাকে تكرار বা পুনরাবৃত্তি বলে। أمر এই পুনরাবৃত্তিকে চায় কিনা, নাকি কাজটি একবার সম্পাদন করাই যথেষ্ট? যেমন: শিক্ষক তার ছাত্রকে বলল: "أعطني كوبًا من الماء" (আমাকে এক গ্লাস পানি দাও)। এখন ছাত্রকে কি এই হুকুম বার বার পালন করতে হবে, না একবার পালন করলেই যথেষ্ট? অনুরূপভাবে أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة আয়াতে কারীমার ব্যাপারে একই কথা। অর্থাৎ জীবনে একবার নামাজ পড়া এবং একবার যাকাত দেওয়াই যথেষ্ট, নাকি সারা জীবন এই হুকুম পালন করতে হবে? এটা শুধু أمر এর ক্ষেত্রে নয় বরং أمر ছাড়াও অন্যান্য যে সকল উপায়ে হুকুম পালন আবশ্যক হয় (যেমন: مادة ও الجملة الخبرية এর মাধ্যমে) সেগুলোর ব্যাপারে একই কথা। অর্থাৎ আবশ্যকীয় হুকুমটি একবার পালন করাই যথেষ্ট নাকি বারবার পালন করতে হবে? সে হিসেবে শরীয়তের সমস্ত করণীয় বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। তাই এ বিষয়টি অত্যন্ত ভালভাবে বুঝতে হবে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। أمر পুনরাবৃত্তি চায় কিনা ? এ ব্যাপারে ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেন:

> الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار و لا تحتمله. (١)
>
> "আমাদের ইমামগণের বিশুদ্ধ মত হল, أمر পুনরাবৃত্তি চায় না এমন কি সম্ভাবনাও রাখেনা।"

এই মূলনীতির উপর আপত্তি ও তার জবাব

আমাদের উপরিউক্ত মূলনীতির উপর দুটি আপত্তি আরোপিত হয়। নিচে উভয় আপত্তি ও তার জবাব উল্লেখ করা হল।

---

(١) (أصول السرخسي) صـ ١٥ (دار الفكر)

প্রথম আপত্তি:

আমরা দেখতে পাই শরীয়তের অনেক বিধিবিধান পুনরাবৃত্তি হয়। যেমন: নামাজ, রোযা, যাকাত ইত্যাদি। অথচ এগুলো أمر এর দ্বারা প্রমাণিত। أمر যদি পুনরাবৃত্তি না চায় তাহলে এ সকল ইবাদত পুনরাবৃত্তি হয় কিভাবে?

জবাব: আল্লামা হাফিযুদ্দীন নাসাফি (রহ) এই আপত্তির জবাবে বলেন:

وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر

"যে সকল ইবাদত পুনরাবৃত্তি হয় তা মূলত সবব (এখানে সবব দ্বারা ইল্লত উদ্দেশ্যে) এর কারণে أمر এর কারণে নয়।"[১]

আর এটা জানা কথা علة তার معلول কে আবশ্যক করে। অর্থাৎ যেখানেই علة পাওয়া যাবে সেখানেই معلول পাওয়া যাবে। যেমন: নামাজের ইল্লত وقتতথা সময়। অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজের জন্য সে নামাজের وقت ই হল তার علة। সুতরাং যখন যেই নামাজের وقت আসবে তখন সেই নামাজ আবশ্যক হবে। আবার রোযার ইল্লত হল রমযান মাস সুতরাং যখনই রমযান মাস আসবে তখনই রোযা আবশ্যক হবে। আবার যখনই নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে তখনই যাকাত আবশ্যক হবে। অপরদিকে হজ্ব জীবনে মাত্র একবার ফরজ। কেননা, হজ্বের ইল্লত হল বায়তুল্লাহ। আর বায়তুল্লাহর যেহেতু তাকরার নেই সে জন্য হজ্বের ও তাকরার নেই।[২] সুতরাং বুঝা গেল أمر এর কারণে ইবাদতসমূহ পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এমনটি নয়। বরং ইল্লত পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে ইবাদতসমূহ পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। অবশ্য ইবাদত ও অন্যান্য বিধান সমূহের ইল্লত নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। উসূলে ফিকহের গভীর জ্ঞান ছাড়া এটি সম্ভব নয়। الأحكام الوضعية এর পরিচ্ছেদে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বি: দ্র: এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্যণীয় তা হল, মূলত যতবারই علة আসে ততবারই حُكمًا (অদৃশ্যভাবে) أمر ও আসে। যেমন: রোযার আয়াতে আল্লাহ

---

(١) (المنار مع نور الأنوار) صـ ٣١ (أشرفي بك ديبو)

(٢) (نور الأنوار) صـ ٣١

তায়ালা বলেন:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه.(البقرة:١٨٥)

"যে-ই এ মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে।"

সুতরাং যতবারই রমযান মাস আসবে ততবারই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অদৃশ্যভাবে এই হুকুম আসতে থাকবে যে, فليصمه। সে হিসেবে মূলত প্রতি বছরই নতুন নতুন أمر তথা الأوامر المتجددة এর কারণে হুকুম পুনরাবৃত্তি হচ্ছে[1]। শুধুমাত্র একবার أمر এর কারণে বারবার হুকুম আবশ্যক হচ্ছে এমনটি নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি:

যদি কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, طلقي نفسك (তুমি নিজেকে তালাক দাও)। এক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের মত হল, এক তালাকে রজঈ পতিত হবে। আর যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাকে মুগাল্লাযা পতিত হবে। এখন এই আপত্তি হয় যে, طلقي শব্দটি صيغة الأمر। আর আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি أمر এর সীগাহ তাকরারকে চায় না এমনকি সম্ভাবনাও রাখেনা। অথচ উপরিউক্ত মাসআলায় দেখা যাচ্ছে তিন তালাকের নিয়ত করলে তা কার্যকর হচ্ছে। সুতরাং বুঝা গেল أمر এর সীগাহ তাকরারকে না চাইলেও তাকরারের সম্ভাবনা রাখে। আর সম্ভাবনা রাখে বলেই এখানে নিয়ত কার্যকর হচ্ছে। مُوْجَب (চাহিদা, আবশ্যকীয় বিষয়) বলা হয় যা শব্দ বা বাক্য থেকে নিয়ত ছাড়া সাব্যস্ত হয়। আর محتمل (সম্ভাব্য বিষয়) বলা হয় যা শব্দ বা বাক্য থেকে নিয়তের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়[2]।

আপত্তির জবাব:

এই আপত্তির জবাবে ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেন:

ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل, ولا يكون مُوْجِبًا للكل إلا بدليلٍ.[3]

---

(١) (نور الأنوار مع اختلاف يسير : ٣٠ المكتبة الإسلامية

(٢) (قمر الأقمار مع نور الأنوار) صـ (أشرفي بك ديبو)

(٣) (أصول السرخسي) صـ ١٥ (دار الفكر)

"কিন্তু কোন কাজের আদেশ প্রদান সেই কাজের جنس তথা জাতের নূন্যতম অংশ চায় আর পুরো জিনসের সম্ভাবনা রাখে। সম্পূর্ণ জিনসকে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দলীল না পাওয়া যাবে।"

এখানে দলীল দ্বারা নিয়ত উদ্দেশ্য।[১] অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিয়তের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। ২য় আপত্তির জবাব ভালোভাবে বুঝতে হলে একটি মৌলিক বিষয় সঠিকভাবে বুঝতে হবে। তা হল, أمر এর মূল উৎস হল مصدر তথা ক্রিয়ামূল। সে হিসেবে মাসদারের বৈশিষ্ট্যাবলী أمر এর মধ্যে পাওয়া যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর আমরা জানি সমস্ত মাসদার اسم الجنس তথা কর্মের জাতিসত্তাকে বুঝায়।[২] অর্থাৎ তা কর্মের জাতকে বুঝায়, বস্তু বা সত্তার জাতকে নয়। যেমন: النصرة (সাহায্য করা)। এটি সাহায্য করা নামক কর্মের জাতকে বুঝায়। এক্ষেত্রে কর্মের বার বা সংখ্যার কোন ধরনের নির্দেশনা এতে নেই। কিন্তু যেহেতু নূন্যতম একবার ছাড়া এই সকল فعل অস্তিত্বে আসতে পারে না তাই নিরুপায় হয়ে একবার ধরা আবশ্যক হয়।[৩]

এই একবারকেই সারাখসি (রহ.) أدنى ما يكون বলে এবং নাসাফি (রহ.) أقل جنسه বলে ব্যক্ত করেছেন। এই নূন্যতম অংশকে আবার فرد حقيقي বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যদিও أفعال এর فرد তথা সদস্য হয় না বরং مرة তথা বার হয়। যেমন: فعل তথা কাজের ক্ষেত্রে বলা হয় কতবার করেছেন। কয়টি করেছেন এটি فعل এর ক্ষেত্রে বলা হয় না বরং مفعول এর ক্ষেত্রে বলা হয়। সুতরাং যত জায়গায় فرد শব্দ আসবে এর দ্বারা مرة বুঝতে হবে। সুতরাং মাসদার থেকে তৈরি যে কোন শব্দের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয় থাকবে। সে হিসেবে أمر এর ক্ষেত্রেও তা বিবেচিত হবে এবং أمر দিয়ে যখন কোন হুকুম দেওয়া হবে তখন সে তার নূন্যতম فرد কে বুঝাবে। আর তা হল একবার। অন্যদিকে أمر যেহেতু اسم الجنس থেকে

---

(١) (كشف الأسرار شرح البزدوى) ٨٥/١

(٢) (أصول الشاشي) صـ انظر مع الفصول صـ ٢٠٨

(٣) (فتح الغفار شرح المنار) صـ ٤٤ (مكتبة إسلامية)

গঠিত আর اسم الجنس যেহেতু তার সমস্ত أفراد (তথা مرات) এর সম্ভাবনা রাখে। আর এটা সংখ্যাগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। বরং সকল أفراد মিলে কেমন যেন একটি فرد এ পরিণত হয়েছে। আর একে فرد حكمي বা فرد اعتباري বলে। সুতরাং বুঝা গেল أمر সর্বদা توحد তথা এককতা চায় যেমনিভাবে مصدر এককতাকে চায়।

তবে এই এককতা দুই প্রকার:

১. হাকীকি,

২. হুকমি।

হাকীকি فرد হল موجب, আর হুকমি فرد হল এর محتمل। যদি নিয়ত না থাকে তাহলে প্রথমটি আর যদি নিয়ত থাকে তাহলে দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত হবে। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য নীচে কয়েকটি فعل এর فرد حقيقي এবং فرد حكمي দেখানো হল।

الفرد الحكمي	الفرد الحقيقي	المصادر
সমস্ত গমন।	একবার যাওয়া।	الذهاب
সমস্ত বার প্রহার।	একবার প্রহার।	الضرب
সমস্ত বার রোযা রাখা।	একবার রোযা রাখা।	الصوم
সমস্ত বার নামাজ পড়া।	একবার নামাজ পড়া।	الصلاة
সমস্ত বার ধরা।	একবার ধরা।	الأخذ

সুতরাং যেহেতু فرد حقيقي এবং فرد حكمي ছাড়া توحد তথা এককতা পাওয়া যায় না তাই মাসদার এবং মাসদার থেকে সৃষ্ট সকল শব্দ কেবল এই দুটিকে ধারণ করবে। তবে فرد حقيقي কে موجبًا এবং فرد حكمي কে محتملاً হিসেবে ধারণ করে। أمر এর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। এই মূলনীতির আলোকে হানাফি ইমামগণ বলেন, طلقي نفسك এর فرد حقيقي হল একবার তালাক। আর উপরের

নিয়মানুসারে فرد حكمي হওয়ার কথা ছিল জীবনের সমস্ত তালাক। কিন্তু তালাকের فرد حكمي নির্দিষ্ট তা হল তিনটি। কেননা, শরীয়তে তিনের বেশি কোন তালাক নেই। তাই তিন- ই এর فرد حكمي। আর এটা একমাত্র তালাক শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যান্য فعل এর ক্ষেত্রে জীবনের শেষ মূহুর্ত না আসা পর্যন্ত فرد حكمي জানা সম্ভব নয়। আর এজন্যই তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক সংঘটিত হয়। দুই তালাকের নিয়ত করলে দুই তালাক সংঘটিত হয় না। কেননা, ২ সংখ্যাটা فرد حقيقي নয় আবার فرد حكمي ও নয়।[১] মূলত উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক পতিত হয়। أمر তাকরারের সম্ভাবনা রাখে এজন্য নয়। যদি সম্ভাবনা রাখত তাহলে দুই তালাকের নিয়ত করলে এক্ষেত্রে ও তা প্রযোজ্য হত। অথচ আমরা এমনটি বলি না। উল্লেখ্য যে, এটি স্বাধীন মহিলার ক্ষেত্রে। আর মহিলা যদি দাসী হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দুই তালাকই হবে তার ক্ষেত্রে فرد حكمي। তখন দুই এর নিয়ত করলে দুই তালাকই পতিত হবে।[২]

---

(١) (نور الأنوار) صـ ٣٠
(٢) (نور الأنوار) صـ ٣٠

أقسام الوجوب (وجوب এর প্রকার)

مُوجَبُ الأمر এর পরিচ্ছেদে আমরা জানতে পেরেছি যে, أمر যখন مطلق হয় তখন তা وجوب তথা আবশ্যকতাকে বুঝায়। এই পরিচ্ছেদে আমরা وجوب এর প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করবো। নীচে প্রথমে ছক আকারে وجوب এর সকল প্রকার উল্লেখ করা হল। অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় ও হুকুম উল্লেখ করা হল।
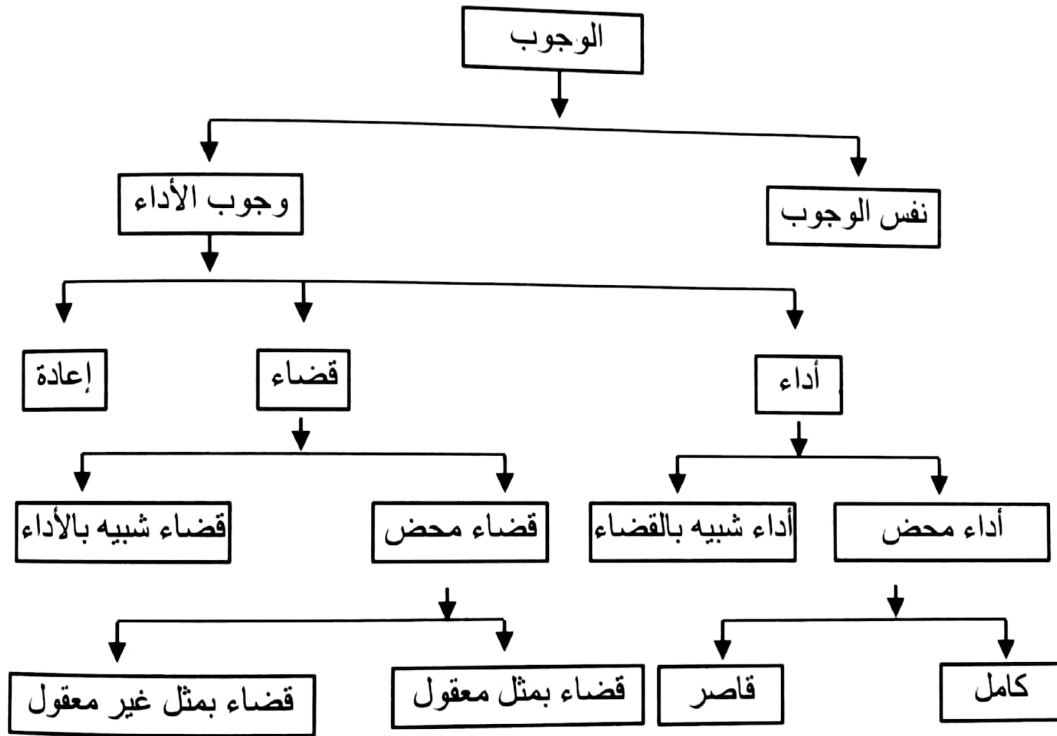
نفس الوجوب এর পরিচয়:

কোন একটি কাজের সত্তা কারো দায়িত্বে আবশ্যক হলে তাকে نفس الوجوب বা সত্তাগত আবশ্যকতা বলে। যেমন: নামাজের وقت আসার সাথে সাথে নামাযের সত্তাগত আবশ্যকতা বান্দার যিম্মায় চলে আসে। نفس الوجوب সাব্যস্ত হয় প্রত্যেক হুকুমের ইল্লতের মাধ্যমে।[১] সে হিসেবে প্রত্যেক হুকুমের ইল্লত সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নিচে কয়েকটি হুকুমের ইল্লত উল্লেখ করা হল।

الأحكام	العلة
فرضية الصلاة	الوقت
فرضية الصوم	شهر رمضان
فرضية الزكاة	نصاب المال
فرضية الحج	بيت الله
وجوب صدقة الفطر	الرأس
وجوب المهر	عقد النكاح
وجوب ثمن المبيع	عقد البيع

نفس الوجوب এর হুকুম

১. نفس الوجوب সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি مأمور به কে আদায় করা হয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা আবশ্যক নয়। বরং সর্বশেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বের অবকাশ রয়েছে। অবশ্য এটা ঐ সকল مأمور به এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো مطلق عن الوقت হবে এবং مقيد بالوقت এর মধ্যে সময়টা যার জন্য ظرف হবে। আর যে সকল مأموربه , مقيد بالوقت এবং সময়টা তার জন্য معيار সেক্ষেত্রে বিলম্বের অবকাশ নেই। কেননা, এক্ষেত্রে نفس الوجوب ও وجوب الأداء এর মাঝে কোন সময় নেই। যেমন: রমযানের রোযা।

---

[১] (الموجز في أصول الفقه) صـ ٩٥ (المكتبة التهانوية)

২. نفس الوجوب সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে مأموربه আদায় করার দ্বারা مأموربه আদায় হবে না। বরং نفس الوجوب এর পর তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে। যেমন: সময় আসার পূর্বেই কেউ নামাজ আদায় করে নিল। نصاب পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করে ফেলল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে তাকে সময় আসার পর পুনরায় নামাজ পড়তে হবে এবং نصاب পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. نفس الوجوب সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি প্রাকৃতিক কোন সমস্যা দেখা দেয়, যেমন: হায়েয, নেফায, পাগল হয়ে যাওয়া, তাহলে وجوب الأداء মাফ হয়ে যায়।

وجوب الأداء (সম্পাদন বা আদায়ের আবশ্যকতা)

কোন একটি কাজ দায়িত্বে আবশ্যক হওয়ার পর তা আদায় করা বা সম্পাদন করা আবশ্যক হয়। এই আদায় বা সম্পাদনের আবশ্যকতাকে وجوب الأداء বলে।[1]

যেমন: وقت তথা সময়ের কারণে নামাজ আবশ্যক হওয়ার পর বাস্তবে সে নামাজ আদায় করার আবশ্যকতা। وجوب الأداء সাব্যস্ত হয় আদেশসূচক সম্বোধনের মাধ্যমে। যেমন: নামাযের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশসূচক সম্বোধন হল, أقيموا الصلاة। আবার যাকাতের ক্ষেত্রে آتوا الزكاة।[2]

وجوب الأداء এর হুকুম

১. وجوب الأداء সাব্যস্ত হওয়ার পর তা সম্পাদন তথা আদায় করা আবশ্যক, বিনা ওযরে আদায় না করার কোন সুযোগ নেই।

২. وجوب الأداء এর মৌলিক দুই প্রকার أداء ও قضاء এর আলোচনায় অন্যান্য হুকুম সর্ম্পকে আলোচনা করা হবে।

৩. وجوب الأداء সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বান্দার قدرة তথা সামর্থ থাকা আবশ্যক।[3]

---

(١) (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ٢/٢٣٤ (مكتبة زكريا)
(٢) (الموجز) صـ ٩٦
(٣) (أصول السرخسي) صـ ٥٢ (دار الفكر)

القدرة : শক্তি /সামর্থ্য

وجوب الأداء এর হুকুম থেকে জানতে পেরেছি যে, وجوب الأداء সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একটি মৌলিক শর্ত হল বান্দার قدرة তথা সামর্থ্য থাকা। এবং এই সামর্থের অনুপাতেই বান্দার উপর শরীয়তের বিধি-বিধান আরোপ হয়। অক্ষম বা অপারগ ব্যক্তির উপর শরীয়ত কোন বিধান আরোপ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.(البقرة : ٢٨٦) (সাধ্যের বাহিরে কাউকে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দেননা।) শরীয়তের সমস্ত مأموربه এর সাথে قدرة এর সম্পর্ক রয়েছে। এবং قدرة এর ভিন্নতার কারণে مأموربه এর হুকুম ও ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং কোন্ مأموربه কোন্ ধরনের قدرة দ্বারা সাব্যস্ত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবগতি থাকা খুবই জরুরি।

নিচে قدرة এর পরিচয়, প্রকার ও হুকুম বর্ণনা করা হল।

وجوب الأداء সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে قدرة কে শর্ত করা হয়েছে তা হল, سلامة الأسباب এবং صحة الجوارح অর্থাৎ مأموربه সম্পাদনের মাধ্যমগুলো ঠিক থাকা এবং বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা অর্থাৎ সুস্থ থাকা।[1] যেমন: وضوء এর ক্ষেত্রে পানি পাওয়া যাওয়া এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া। এর কোন একটি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করতে হবে। দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষেত্রে সুস্থ হওয়া। আর যদি অসুস্থ হয় তাহলে বসে নামায আদায় করবে। যাকাতের ক্ষেত্রে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। হজ্বের ক্ষেত্রে زاد ও راحلة (পাথেয় ও বাহন)এর মালিক হওয়া।[2] অনুরূপভাবে অন্যান্য مأموربه এর ক্ষেত্রে একই কথা।

---

(١) "نور الأنوار" صـ٤٨
(٢) "نور الأنوار" صـ٤٨

قدرة এর প্রকার: قدرة মূলত ২ প্রকার:

(১) القدرة الممكنة (সামান্য/ নূন্যতম قدرة)

(২) القدرة الميسّرة (পূর্ণ / প্রশস্ত قدرة)

(১) القدرة المُمَكِّنةُ:

مأموربه আদায় করতে নূন্যতম যে পরিমান قدرة প্রয়োজন হয় তাকে القدرة الممكنة বলে।[১] যেমন:

১. ফজরের দু'ই রাকাত নামাজ পড়তে নূন্যতম যতটুকু সময়ের প্রয়োজন এবং যতটুকু শারীরীক সুস্থতা প্রয়োজন ততটুকু সময় ও সুস্থতাকে المقدرة الممكنة বলা হয়।

২. যতটুকু সুস্থতা থাকলে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতে পারবে ততটুকু সুস্থতা রোযার জন্য القدرة الممكنة।

৩. যতটুকু زاد ও راحلة থাকলে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে ও হজ্বের আমলগুলো সম্পাদন করতে সক্ষম হবে ততটুকু زاد ও راحلة হজ্বের জন্য القدرة الممكنة।

৪. ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের পর এক মুহুর্তের জন্য হলেও যদি কেউ নেসাবের মালিক হয় তাহলে সেটা صدقة الفطر এর জন্য القدرة الممكنة। অনুরূপভাবে তাকবিরে তাশরিক, মহর, কুরবানি ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কথা। অধিকাংশ শারীরিক ইবাদত القدرة الممكنة এর ভিত্তিতে আবশ্যক হয়।[২]

হুকুম:

১. القدرة الممكنة এর ভিত্তিতে যে مأموربه আদায় করা আবশ্যক হবে তা একবার সাব্যস্ত হওয়ার পর আর মাফ হবে না যদিও ঐ قدرة বাকী না থাকে।[৩] অবশ্য এই قدرة থাকা না থাকার বিষয়টি শেষ সময় অনুযায়ী বিবেচিত হবে। অর্থাৎ শেষ সময়ে قدرة থাকলে قدرة আছে বলে বিবেচিত হবে আর না থাকলে নেই বলে বিবেচিত হবে।

---

(١) (نور الأنوار) صـ ٤٨

(٢) (نور الأنوار) صـ٤٨

(٣)(أصول السرخسي) صـ ٥٣

২. সম্পূর্ণ মাল ধ্বংস হয়ে গেলেও مامور به মাফ হবে না। মৃত্যুর পূর্বে হয়তো অসিয়ত করে যাবে অন্যথায় গোনাহগার হবে। যেমন: হজ্জ।

৩. مامور به আদায় করা আবশ্যক হওয়ার জন্য القدرة الممكنة বাস্তবেই থাকা শর্ত নয় বরং সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট।[١] যেমন: যোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতে কার্যত যতটুকু সময়ের প্রয়োজন তা বাস্তবেই পাওয়া যাওয়া আবশ্যক নয়। বরং তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলার মত সময় পেলেও যোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ আবশ্যক হবে। অতঃপর অলৌকিকভাবে যদি সময় বেড়ে যায় তাহলে সে সময় নামাজ পূর্ণ করবে আর নয়তো পরে কাযা করবে। যেমনটি ঘটেছিল হযরত সুলায়মান (আ.) এর ক্ষেত্রে।[٢] সুতরাং এই মূলনীতির আলোকে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষ যদি নামাযের সর্বশেষ সময়ে যখন শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমা বলা যায় সে সময় প্রাপ্ত বয়স্ক হয় কিংবা কোন ঋতুমতী মহিলা ঋতু থেকে পবিত্র হয় তাহলে সে ওয়াক্তের নামাজ তার উপর আবশ্যক হবে।[٣] অবশ্য এক্ষেত্রে আদায়ের পূর্ণ সময় যেহেতু সে পায়নি তাই পরবর্তীতে কাযা পড়তে হবে। আর এর জন্য সে গুনাহগার হবে না। তবে হজ্বের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ হজ্ব القدرة الممكنة দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে قدرة এর সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট নয় বরং বাস্তবেই এই قدرة থাকতে হবে। কেননা, এতে বিরাট حرج তথা অসুবিধা রয়েছে যা বান্দার জন্য সীমাহীন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।[٤]

القدرة المُيَسِّرَةُ (পূর্ণ / সহজি قدرة)

যে قدرة আদিষ্ট বিধান তথা مامور به কে আদায় করা তুলনামূলক সহজ করে দেয় তাকে القدرة الميسرة বা সহজি قدرة বলে। যেমন: নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর পূর্ণ একবছর অতিবাহিত হলে বান্দার উপর যাকাত আদায় আবশ্যক

---

(١) (المنار مع نور الأنوار) صـ ٤٨
(٢) (أصول السرخسي) صـ ٥٣
(٣) (أصول السرخسي) صـ ٥٣
(٤) (نور الأنوار) صـ ٤٩

হয়। নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার দ্বারাই যাকাত প্রদানের ন্যূনতম সামর্থ্য তথা القدرة الممكنة অর্জন হয়ে গিয়েছে। অতঃপর শরীয়ত একবছর পূর্ণ হলে আদায় আবশ্যক করেছে। এতে করে مأموربه আদায় করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তাই যাকাত প্রদানের আবশ্যকতা القدرة الميسرة দ্বারা সাব্যস্ত। অনুরূপভাবে عشر , خراج ও كفارة এর আবশ্যকতা القدرة الميسرة দ্বারা সাব্যস্ত। অধিকাংশ ইবাদতে মালিয়া তথা আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে القدرة الميسرة কে শর্ত করা হয়েছে।[১] তবে কিছু আর্থিক ইবাদত এমন রয়েছে যার ক্ষেত্রে القدرة الممكنة কে শর্ত করা হয়েছে। যেমন: সদকায়ে ফিতর।

القدرة الميسرة এর হুকুম

القدرة الميسرة দ্বারা সাব্যস্ত مأموربه এর وجوبية তথা আদায় আবশ্যকতা বাকী থাকবে যদি قدرة বাকী থাকে। আর যদি قدرة বান্দার হস্তক্ষেপ ছাড়া শেষ হয়ে যায়। যেমন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চুরি ইত্যাদি তাহলে مأموربه এর وجوبية তথা আদায়ের আবশ্যকতা মাফ হয়ে যাবে। কেননা, যা সহজতার ভিত্তিতে واجب হয়েছে তা যদি বাকী থাকা শর্ত না হয় তাহলে مأموربه আদায় করা কঠিনতায় পরিণত হবে। যা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা বলি বছর পূর্তির পর যদি যাকাতের নেসাব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নষ্ট হওয়া অংশের যাকাত মাফ হয়ে যাবে। আর যদি সম্পূর্ণ নেসাব ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ যাকাত মাফ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে عشر ও خراج এর ক্ষেত্রে একই বিধান।[২] আবার কারো উপর কাফ্‌ফারা আবশ্যক হওয়ার পর যদি মাল ধ্বংস হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে রোযার মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় করতে পারবে।[৩]

---

(١) (قمر الأقمار مع نور الأنوار) صـ ٤٩

(٢) (نور الأنوار) صـ

(٣) (أصول البزدوي مع الكشف) صـ ٣٠٤-٣٠٦ (دار الكتب العلمية) و(تقويم الأدلة) صـ ٨٩ (قديمي كتب خانة)

أقسام وجوب الأداء

পূর্বের এক পরিচ্ছেদে আমরা وجوب الأداء এর পরিচয় জানতে পেরেছি। এই পরিচ্ছেদে وجوب الأداء এর প্রকার সম্পর্কে জানবো। উল্লেখ্য যে এখানে الأداء শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আদায় করা বা সম্পাদন করা।

وجوب الأداء মৌলিকভাবে তিন প্রকার:[1]

(১) الأداء (২) القضاء (৩) الإعادة

(১)الأداء এর পরিচয়:

الأداء শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, আদায় করা বা সম্পাদন করা। পরিভাষায় أداء বলা হয় مأموربه এর عين তথা সত্তা আদায় করা।[২] অর্থাৎ হুবহু مأموربه আদায় করা। যেমন: নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা, চুরি করা বস্তুর সত্তা ফেরত দেওয়া। অর্থাৎ যা চুরি করেছে তাই ফেরৎ দেওয়া। নির্ধারিত সময়ে নামাজ ঐ নামাজের সত্তা। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সে নামজের সত্তা শেষ হয়ে যায়। তখন তার مثل বা অনুরূপ কিছু আদায় করতে হয় যাকে قضاء বলে। অনুরূপভাবে রমযান মাসে রোযা রাখা রমযানের রোযার সত্তা। রমযান অতিবাহিত হয়ে গেলে তার সত্তা নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ঐ সকল مأموربه যেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ। যেমন: النذر المعين

---

(١) (كشف الأسرار على البزدوي)٢٠٣/١ (دار الكتب العلمية)

(٢) (تقويم الأدلة) صـ ٨٧ (قديمي كتب خانة)

الأداء এর প্রকার: নিচে أداء এর প্রকারসমূহ ছক আকারে উদাহরণ সহ দেখানো হল।

الأداء[1]

أداء شبيه بالقضاء	أداء محض		
	القاصر	الكامل	
فعل اللاحق بعد فراغ الإمام (حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة)	الصلاة منفردًا	الصلاة مع الجماعة	في حقوق الله تعالى
إمهار عبد غيره و تسليمه بعد الشراء	رده مشغولاً بالجناية	رد عين المغصوب	في حقوق العباد

أداء محض

যে أداء - قضاء এর সাথে কোন ধরনের সাদৃশ্য রাখেনা, না সময় শেষ হওয়ার দিক থেকে আর না مأموربه শুরু করার অবস্থার দিক থেকে।[2] অর্থাৎ যে مأموربه কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করা হবে এবং যেভাবে শুরু করা হয়েছে সে ভাবেই আদায় করা হবে তাকে أداء محض বলে।

الكامل এর পরিচয়:

وهو أن يؤدي بكل أوصافه أي:المشروعة من الواجبات والسنن والمندوبات[3]

"শরীয়ত কোন مأموربه কে যত গুণাবলীসহ প্রণয়ন করেছে সকল গুণাবলীসহ আদায় করাকে أداء محض كامل বলে।"

যেমন: জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, ওযু সহ তওয়াফ করা, তাদীলে আরকানের সাথে নামাজ আদায় করা, চুরিকরা বস্তুতে কোন ধরনের ত্রুটি সৃষ্টি না করে তার সত্তা মালিককে ফেরৎ দেওয়া ইত্যাদি।

---

(١) (نسمات الأسحار) صـ ٣٨ (إدارة القرآن) و(نور الأنوار) صـ ٣٦ , و(فتح الغفار) صـ ٥٣ (مكتبة إسلامية)
(٢) (نور الأنوار) صـ ٣٦
(٣) (فتح الغفار) صـ ٥٣ (مكتبة الإسلامية) , و(نسمات الأسحار) صـ ٣٨

القاصر এর পরিচয়

وهو أن يخل بشيء من المكملات[1]

অর্থাৎ "কোন مأمور به কে শরীয়ত যে সকল গুণাবলীসহ প্রণয়ন করেছে এর কোন একটি ছুটে গেলে তাকে أداء محض قاصر বলে।"

যেমন: একাকী নামাজ আদায় করা। চুরি করা বস্তুতে ত্রুটি সৃষ্টি করে মালিককে ফেরৎ দেওয়া।

أداء شبيه بالقضاء

যে مأمور به কে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা হয় কিন্তু যে গুণাবলীর সাথে শুরু করা হয়েছে, তা বহাল থাকেনা বরং পরিবর্তন হয়ে যায়। তাকে أداء شبيه بالقضاء বলে। যেমন: মুসাফির লাহেক মুক্তাদি ইমামের নামাজ শেষ হওয়ার পর বাকী নামাজ পূর্ণ করা। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করার কারণে أداء বলে গণ্য হবে। আর যেহেতু শুরু করেছেন ইমামের সাথে আর শেষ করেছেন একাকী সে হিসেবে কাযার সাথে সাদৃশ্য। আর ইকামতের নিয়তের কারণে কিংবা নিজের এলাকায় প্রবেশের কারণে তার দুই রাকাত ফরজ পরিবর্তিত হয়ে চার রাকাতে পরিণত হয় না। বরং যেমনিভাবে সফরের কাযা নামাজ হজরে আদায় করলে দুই রাকাতই আদায় করতে হয়। এক্ষেত্রেও তাকে দু রাকাতই আদায় করতে হবে।

হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ হল, যেমন: কেউ অন্যের গোলামকে মহর ধার্য করে বিয়ে করল, পরবর্তীতে তার নিকট থেকে এ গোলাম ক্রয় করে মহর পরিশোধ করল। এক্ষেত্রে যেহেতু একই গোলাম আদায় করেছে, সে হিসেবে حقيقة সত্তা এক হওয়ার কারণে أداء বলে গণ্য হবে এবং মহিলা তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু মহর ধার্যের সময় যেহেতু গোলামটি অন্যের মালিকানাধীন ছিল পরবর্তীতে স্বামী ক্রয়ের মাধ্যমে তার মালিক হয়েছে সে হিসেবে কেমন যেন ঐ গোলাম আদায় না করে ভিন্ন গোলাম আদায় করেছে। কেননা, মালিকানা পরিবর্তন হওয়া حكمًا (আইনের দৃষ্টিতে) সত্তা পরিবর্তনের মত। এর দলীল হল হযরত বারিরাহ (রা:) এর

---

[1] (فتح الغفار) صـ ٥٣ (مكتبة الإسلامية)

সাথে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘটনা।[১] আর এ জন্যই মহিলার কাছে গোলাম হস্তান্তরের পূর্বে স্বামী যদি আযাদ করে দেয় তাহলে তা কার্যকর হবে আর স্ত্রী যদি আযাদ করে তাহলে কার্যকর হবে না।

২.القضاء এর পরিচয়

القضاء শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, কথা বা কর্মের মাধ্যমে কোন বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করা ও চূড়ান্ত করা।[২] قضاء এর মধ্যে যেহেতু مامور به টি মাফ হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পাদন করাই নিশ্চিত ও চূড়ান্ত হয়ে যায় তাই তাকে قضاء বলে। পরিভাষায় قضاء বলা হয়, مامور به এর عين তথা সত্তা আদায় না করে তার مثل বা অনুরূপ কিছু আদায় করা[৩]। যেমন: নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় না করে পরে আদায় করা, চুরি করা বস্তুর সত্তা ফেরৎ না দিয়ে তার অনুরূপ কিছু ফেরৎ দেওয়া। নির্ধারিত সময়ের নামাজ আদায় না করলে তার সত্তা শেষ হয়ে যায়, তখন তার مثل তথা অনুরূপ কিছু আদায় করলে তাকে قضاء বলে। মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাযা হয়ে থাকে। এক: সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ যে জিনিসটি আদায় করার তা আদায় না করে অন্য কোন বস্তু আদায় করা। যেমন: চুরিকৃত কলমের বিনিময়ে টাকা দেওয়া। দুই: সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ কোন কাজকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে অন্য সময়ে আদায় করা। যেমন: নামাজ নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে অন্য সময় আদায় করা।

وجوب القضاء তথা قضاء আবশ্যক হওয়ার দলীল

যে সকল مامور به সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণত সে সকল مامور به এর সাথে قضاء এর সম্পর্ক। অর্থাৎ مامور به কে যদি তার সুনির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে قضاء আদায় করার প্রশ্ন আসে। আবার مامور به যদি কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা আদায় করা আবশ্যক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যদি সুনির্দিষ্ট বস্তুটি আদায় করতে না পারে, তাহলে সে ক্ষেত্রেও قضاء

---

(١) البخاري:٤٥٦

(٢) (معجم مفردات ألفاظ القرآن صـ٤٥٣ (دار الكتب العلمية)

(٣) (تقويم الأدلة) صـ٧٨ (قديمي كتب خانه)

এর প্রশ্ন আসে। আবার مأمور به যদি কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু হয় এবং সুনির্দিষ্ট সময়েও আদায় করা আবশ্যক হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও উভয় দিক দিয়ে قضاء আদায় করার প্রশ্ন আসে। এখন জানার বিষয় হল কোন কোন مأمور به এর أداء সম্পন্ন করতে না পারলেও قضاء হলেও সম্পন্ন করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবিদীন শামি (র:) বলেন:

ما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص. وقد قالوا بذلك في الوقوف بعرفة ورمي الجمار وتكبيرات التشريق وتعديل الأركان , فإنها لا تقضى لعدم النص.[১]

অর্থাৎ "যে সকল مأمور به এর مثل তথা সাদৃশ্য নেই সে সকল مأمور به এর قضاء আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নস আবশ্যক। যেমন: ওকুফে আরাফা, কঙ্কর নিক্ষেপ, তাকবীরে তাশরীক, তাদীলে আরকান ইত্যাদি। নতুন নস না থাকার কারণে এগুলোর قضاء আদায় করা যাবে না।"

অনুরূপভাবে মোল্লা জিয়ন (র:) বলেন:

أن ما لا يعقل شرعا لا يكون له قضاء وخلف عند الفوات. والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر غير معقولة. لأنه إتلاف الحيوان فينبغي أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها[২]

যেহেতু قضاء এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে تسليم مثل الواجب অর্থাৎ আবশ্যকীয় বিষয়ের অনুরূপ কিছু সমর্পণ করা। সুতরাং যার مثل নেই তার قضاء ও নেই। এখন প্রশ্ন হল, কোন কোন্ مأمور به এর مثل নেই। যে সকল مأمور به খেলাফে কিয়াস বা غير معقول বা غير مدرك بالعقل নস দ্বারা সাব্যস্ত সেগুলোর কোনটার مثل নেই। যেমন: ওকুফে আরাফা, কঙ্ককর নিক্ষেপ, তাকবীরে তাশরীক, কুরবানি ইত্যাদি। এই শ্রেণির مأمور به তার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে قضاء আদায় করা যাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন নস পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে وجوب القضاء এর জন্য নতুন নস আবশ্যক। আর যে সকল مأمور به নসসে

---

[١] (نسمات الأسحار شرح إفاضة الأنوار) صـ ٤١ (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

[٢] (نور الأنوار) صـ ٤٠

মাকুলের দ্বারা সাব্যস্ত সেগুলোকে যথা সময়ে আদায় করতে না পারলে قضاء হলেও আদায় করতে হবে যেহেতু বান্দার পক্ষ থেকে এর مثل দেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে নতুন নসের কোন প্রয়োজন নেই বরং যে দলীলের কারণে أداء ওয়াজিব হয়েছে সেই একই দলীলের মাধ্যমে قضاء ও ওয়াজিব হবে।[১]

বিঃদ্রঃ মূলনীতি অনুযায়ী কুরবানির দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে ক্রয়কৃত কুরবানির পশুটি সদকা করা কিংবা ক্রয় না করে থাকলে মধ্যম পর্যায়ের একটি বকরির মূল্য সদকা করা জায়েয না হওয়ার কথা। কেননা, কুরবানির বিধানটি যুক্তির উর্ধ্বের দলীল দিয়ে প্রমাণিত। অথচ আমরা এটিকে ওয়াজিব বলি। এর কারণ যেমনটি বলেছেন মোল্লা জিয়ন (র.): وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء

القضاء এর প্রকার: নিচে قضاء এর প্রকারসমূহ ছক আকারে উদাহরণসহ দেখানো হল।

القضاء
- قضاء محض
- قضاء شبيه بالأداء

قضاء محض

	بمثل معقول	بمثل غير معقول
في حقوق الله تعالى	الصوم للصوم	الفدية له
في حقوق العباد	ضمان المغصوب بالمثل (وهو السابق) أو بالقيمة	ضمان النفس والأطراف بالمال

قضاء شبيه بالأداء
قضاء تكبيرات العيد في الركوع
أداء القيمة فيما تزوج على عبد بغير عينه.

(١) (نور الأنوار) صـ
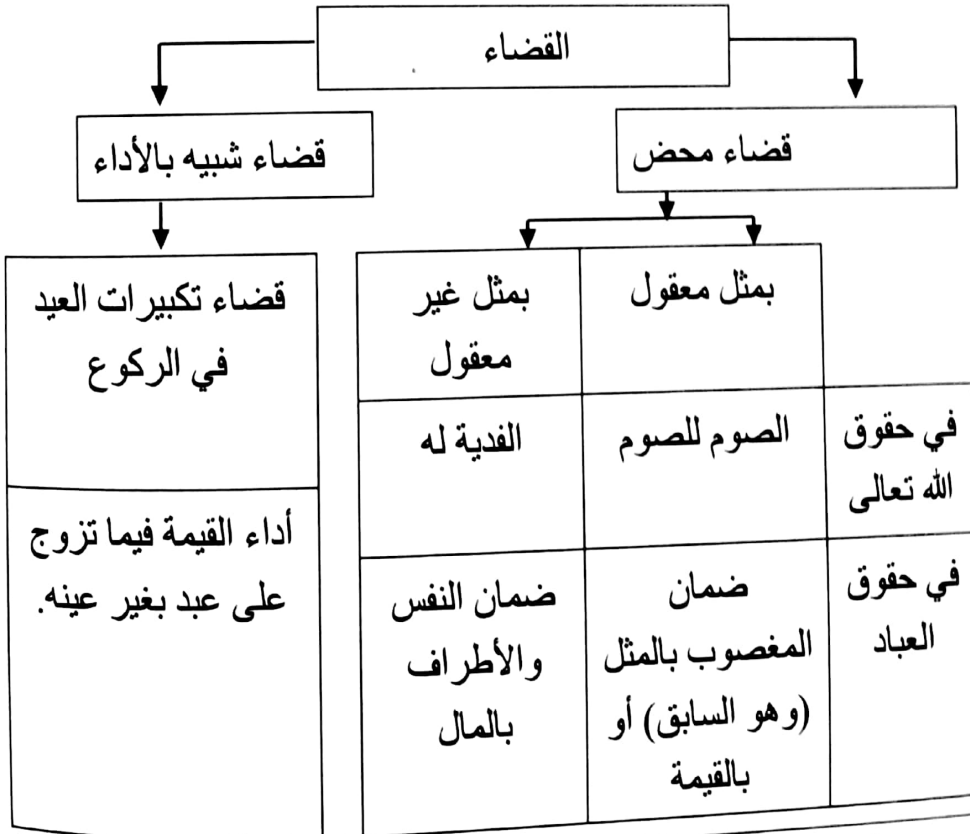
قضاء محض

যে قضاء - أداء এর সাথে কোন ধরনের সাদৃশ্য রাখেনা। না حقيقةً না حكمًا অর্থাৎ না বাস্তবিকভাবে না বাহ্যিকভাবে।

قضاء بمثل معقول

যে قضاء এর مثل তথা সাদৃশ্যতা مدرك بالعقل অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত বা বিবেকগ্রাহ্য তাকে قضاء بمثل معقول বলে।

قضاء بمثل غير معقول

যে قضاء এর مثل যুক্তির উর্ধ্বে তথা যুক্তি দিয়ে বুঝা যায় না। যেমন: রোযার জন্য ফিদিয়া। এক্ষেত্রে নতুন নস আবশ্যক।

قضاء شبيه بالأداء : যে قضاء – أداء এর সাথে সাদৃশ্য রাখে তাকে قضاء شبيه بالأداء।

أداء এবং قضاء এর কিছু যৌথ বিধান: আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশি (রহ.) (মৃত্যু:৭৫৪ঈসায়ি) বলেন:

> الأصل في هذا الباب هو الأداء كاملاً كان أو ناقصًا , وإنما يصار إلى القضاء عند تعذر الأداء.[١]
>
> "أداء এবং قضاء এর ক্ষেত্রে أداء টাই মূল। চাই তা কামিল হোক বা নাকিস হোক। আর قضاء এর দিকে তখনই যাওয়া হবে যখন أداء অসম্ভব হবে।"

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয়।

(ক) কেউ যদি কারো নিকট কিছু আমানত রাখে তাহলে হুবহু ঐ আমানতের বস্তুটি মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমানতের বস্তুটি রেখে দিয়ে তার অনুরূপ অন্য একটি বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া জায়েয নয়। কেননা, এক্ষেত্রে أداء সম্ভব তাই قضاء এর দিকে যাওয়া যাবে না।

---

(١) أصول الشاشي: ١\٣٣٣ دار ابن حزم

(খ) কেউ যদি কারো নিকট থেকে কোন কিছু চুরি করে তাহলে হুবহু চুরিকৃত বস্তুটিই মূল মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদিও বস্তুর মধ্যে কোন ক্রটি সৃষ্টি হোক না কেন।

(গ) সূর্য রক্তিমবর্ণ ধারণ করলেও আসরের নামাজ আদায় করতে হবে যদিও ক্রটিপূর্ণভাবে আদায় হোক। কেননা, এক্ষেত্রে أداء সম্ভব যদিও ক্রটিপূর্ণভাবে। সুতরাং قضاء এর দিকে যাওয়া যাবে না।

(٣) وجوب الإعادة

আভিধানিক অর্থ

الإعادة শব্দটি বাবে إفعال এর মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ হল, পুনরাবৃত্তি করা। অর্থাৎ কোন কাজ পুনরায় করাকে إعادة বলে।

পারিভাষিক অর্থ

আল্লামা সমরকন্দি (র:) إعادة এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

إتيان بمثل فعل الأول على صفة الكمال.[١]

অর্থ: "প্রথম কাজটির অনুরূপ আরেকটি কাজ সম্পাদন করা পূর্ণতার সাথে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

১ম বিষয়:

কখনো কখনো এমন হয় যে, কোন একটি কাজ ক্রটিপূর্ণভাবে আদায় করার কারণে সে কাজটি পুনরায় ক্রটিমুক্তভাবে সম্পাদন করতে হয় এবং ক্রটিটি বড় ধরনের। যেমন: নামাজের মধ্যে কোন ওয়াজিব ছুটে যাওয়া কিংবা মাকরূহে তাহরীমীর সাথে নামাজ আদায় হওয়া। আবার যেমন: অযু ছাড়া ফরজ তওয়াফ করা ইত্যাদি। এ ধরনের ক্রটির কারণে মূল কাজটি বাতিল বলে গণ্য হয় না কিন্তু মূল কাজটি বড় ধরনের ক্রটিপূর্ণ হয়। তখন কাজটিকে পুনরায় ক্রটিমুক্তভাবে পূর্ণতার সাথে আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়। একেই إعادة বলে।

---

(١) ميزان الأصول: ٦٤ تحقيق:د. زكي عبد البر

২য় বিষয়:

২য় বিষয় হল, إعادة কি مطلق عن الوقت নাকি مقيد بالوقت ? অর্থাৎ إعادة আবশ্যক হওয়ার জন্য أداء এর সময় বাকি থাকা আবশ্যক নাকি أداء এর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও إعادة আবশ্যক থাকে ? এ ব্যাপারে উসূলবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলে إعادة এর জন্য أداء এর সময় বাকি থাকা শর্ত আবার কারো কারো নিকট مأمور به এর নির্ধারিত সময় বাকি থাকা إعادة এর জন্য শর্ত নয়। বরং যখনই পুনরায় আদায় করা হবে তখনই তা إعادة বলে গণ্য হবে। সুতরাং তাদের নিকট নির্ধারিত সময় চলে গেলেও إعادة আবশ্যক। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামি (র:) দ্বিতীয় মতটিকে তারজীহ দিয়েছেন। অর্থাৎ, إعادة এর জন্য নির্ধারিত সময় বাকি থাকা আবশ্যক নয়। সুতরাং নির্ধারিত সময়ের পরও إعادة এর আবশ্যকতা বাকি থাকে।[১] সুতরাং নির্ধারিত সময়ের ভিতরে যদি কেউ إعادة করতে নাও পারে তাহলে নির্ধারিত সময়ের পরে হলেও إعادة করা আবশ্যক। যদিও নির্ধারিত সময়ের ভিতরে إعادة করা উত্তম।

سبب وجوب الإعادة (যে কারণে إعادة আবশ্যক হয়)

إعادة আবশ্যক হওয়ার জন্য মৌলিক কারণ দুটি।

১. مأمور به এর কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে।

২. مأمور به এর সাথে কোন مكروه تحريمي যুক্ত হলে।

বি: দ্র: উপরোক্ত মূলনীতি কায়দায়ে কুল্লিয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। সুতরাং ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাব থেকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না জেনে শুধু এই মূলনীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাল্লাতের কারণ হবে।

---

(١) (رد المحتار) ٢/٨٦٣١ (رشيديه)

تقسيم المأمور به (আদিষ্ট বিষয়ের প্রকারভেদ)

আদিষ্ট বিষয়কে به مأمور বলে। যেমন: الصلاة, الزكاة , الصوم, الحج ইত্যাদি। এই المأمور به কে মৌলিকভাবে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে। নীচে প্রত্যেকটি ভাগ এবং তার প্রকার ও হুকুম উল্লেখ করা হল।
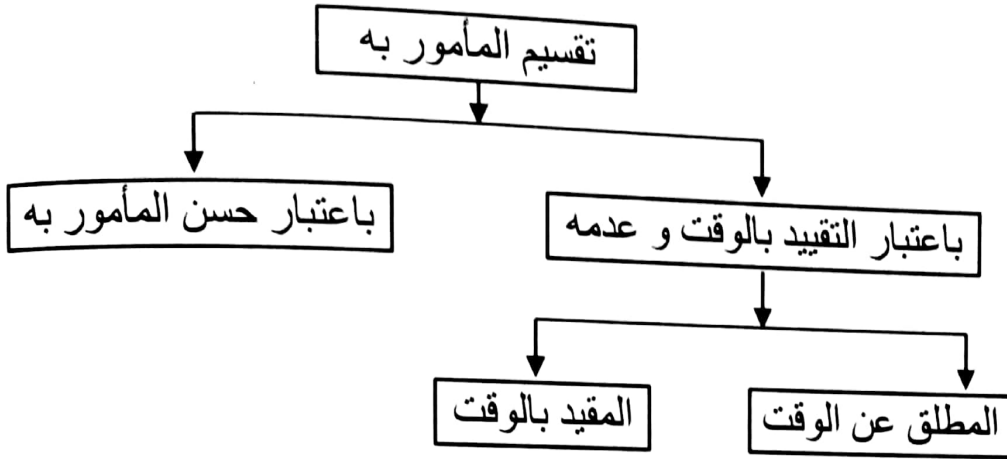
مأمور به المطلق عن الوقت : নির্দিষ্ট সময় মুক্ত مأمور به

যে সকল مأمور به এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন সময় উল্লেখ নেই বরং শুধুমাত্র আদায়ের আদেশ করা হয়েছে এদেরকে المأمور به المطلق عن الوقت বলে। যেমন:

قضاء الفوائت, قضاء رمضان, العشر, الكفارات, النذر المطلق, الحج, الزكاة

এই শ্রেণির مأمور به এর মৌলিক হুকুম:

১. ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন:

ووجوبه على التراخي أي: جاز التأخير ما لم يغلب على ظنه فواته. [1]

অর্থ: "এটি বিলম্বের অবকাশের সাথে আবশ্যক। অর্থাৎ ছুটে যাওয়ার প্রবল ধারণা না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয আছে।"

২. আব্দুল আজীজ বুখারি (রহ.) বলেন:

فيجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنه بأمارةٍ أنه إذا أخر يفوت المأمور به

(١) (فتح الغفار) صــ ٧٩

"বিলম্ব করলে ছুটে যাবে কোন আলামতের মাধ্যমে এ ধারণা প্রবল না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয আছে।"[১]

৩. তবে বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আদায় করাই উত্তম।[২]

৪. যখনই আদায় করবে أداء বলে গণ্য হবে। বিলম্বের কারণে قضاء বলা হবে না।

৫. ছুটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনার পূর্বে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হবে না।[৩]

৬. বছর পূর্তি এবং আদায় করার সামর্থ থাকার পর যদি নেসাব ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ضمان তথা জরিমানা আসবে না।[৪]

মূলনীতির উপর আপত্তি ও তার জবাব

المأمور به المطلق عن الوقت এর হুকুম থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ছুটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা না আসার পূর্ব পর্যন্ত আদিষ্ট বিষয়কে বিলম্ব করতে পারবে। কিন্তু الزكاة এবং الحج এর ক্ষেত্রে বলা হয় বিনা ওজরে বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে। ফিক্‌হের ভাষায় একে كراهة التحريم তথা মাকরূহে তাহরীমি বলা হয়েছে।[৫] অথচ الزكاة এবং الحج এর জন্য এমন কোন সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি যার মধ্যে আদায় করা আবশ্যক। অর্থাৎ এ দুটি ইবাদত المأمور به المطلق عن الوقت এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং المأمور به المطلق যদি فورية তথা তাৎক্ষণিকতাকে না চাইত তাহলে এখানে গুনাহ হচ্ছে কেন ? সুতরাং বুঝা গেল এটি فورية তথা তাৎক্ষণিকতাকে চায়। অথচ আপনাদের বক্তব্য হল, فورية তথা তাৎক্ষণিকতাকে চায় না।

জবাবঃ এর জবাবে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন:

قلتُ : الصحيح المعتمد فيهما الفورية لا لأنها مقتضى مطلق الأمر , و إنما هو من دليل خارج , وهو في الزكاة أنها لدفع حاجة الفقير وهي معجّلة , فمتى لم

---

(١) (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي) صـ ٣٧٤

(٢) (نور الأنوار) صـ

(٣) (كشف الأسرار) ٣٧٥/١

(٤) (رد المحتار) ٢٢٧/٣

(٥) (رد المحتار) ٢٢٨/٣ (مكتبة رشيدية)

تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام . و في الحج الاحتياط لأن الموت في سنة غير نادر فتأخير بعد التمكن تعريض له على الفوات فلا يجوز. (١)

অর্থ: "আমার মতে যাকাত ও হজ্বের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হল, فورية তথা তাৎক্ষণিকতা। আর এটা এজন্য নয় যে الأمر المطلق তাৎক্ষণিকতাকে চায়। বরং এটা ভিন্ন দলীলের কারণে।"

ফাতহুল ক্বাদীরের সূত্রে ইবনে আবিদীন শামি (রহ.) বলেন :

أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لايقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب, فيجوز للمكلف كل منهما , لكن الأمر هنا معه قرينة الفور . (٢)

বি:দ্র:

১. যাকাত ও হজ্বের ক্ষেত্রে আরো কিছু কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে যা ফিকহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। আর এগুলো মূলত ভিন্ন দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত। সুতরাং এর কারণে মূলনীতির উপর আপত্তি আরোপিত হবে না।

২. যাকাতের ক্ষেত্রে বিনা ওযরে বিলম্ব করলে গুনাহ হওয়ার যে মত উল্লেখ করা হল, আল্লামা আব্দুল কাদির রাফী (রহ.) এর বিরোধীতা করেন এবং দলীল খণ্ডন করে গুনাহ না হওয়ার মত প্রকাশ করেন।(৩)

---

(١) (فتح الغفار) صـ ٨٠

(٢) (رد المحتارمع الدر المختار) ٢٢٨/٣ (مكتبة رشيدية)

(٣) (تقريرات الرافعى على در المحتار) ٢٢٨/٣ (مكتبة رشيدية)

المأمور به المطلق এর প্রকার:
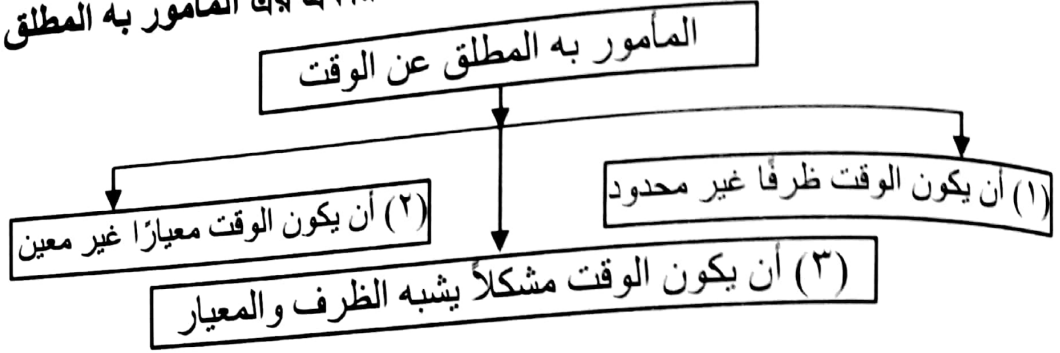
নিচে প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদাহরণ ও হুকুম বর্ণনা করা হল:

(১) أن يكون الوقت ظرفًا غير محدودٍ: ظرف বলা হয় যার মোট সময়ের পরিমান বেশি আর مأموربه আদায় করতে সময় লাগে কম। যেমন: কাযা নামাজের সময়। মাকরূহ সময় ছাড়া সর্বদাই আদায় করা যাবে। কেননা, যখন মুতলাকভাবে ওয়াজিব হয়েছে তখন كامل ভাবে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং ناقص সময়ে আদায় করা যাবে না।

(২) أن يكون الوقت معيارًا: معيار বলা হয় যার মোট সময়ের পরিমান ও مأموربه আদায়ের সময়ের পরিমান সমান। যেমন: কাযা রোযার সময়। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা আবশ্যক। কেননা, এখানে একাধিক مأمور به আদায়ের অবকাশ রয়েছে। কাযার জন্য বিশেষ কোন দিন নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারণ হবে না। বরং সে সময় অন্য যেকোন রোযা আদায় করতে চাইলে আদায় করতে পারবে।[১]

(৩) أن يكون الوقت مشكلاً: যেমন: হজ্বের সময়। এটা এক দিক দিয়ে ظرف এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। কেননা, হজ্ব আদায়ের সময় তার মোট সময়ের চেয়ে অনেক কম। যেমন: নামাযের ক্ষেত্রে। আর নামাযের সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে নফলের নিয়তের দ্বারা আদায় হবে না। আবার যেহেতু ঐ সময়ে কেবল একটি মাত্র হজ্বই আদায় করা যায় তাই معيار এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন: রোযার ক্ষেত্রে। তাই রোযার সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে মুতলাক নিয়তের দ্বারাই আদায় হয়ে যাবে।[২]

---

(١)"أصول الشاشي" صـ٣٩

(٢)"نور الأنوار" صـ٥٩

المأمور به المقيد بالوقت

যে সকল مأمور به কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করা আবশ্যক তাকে المأمور به المقيد بالوقت বলে। যেমন: الصلاة , الصوم , صدقة الفطر , الأضحية , النذر المقيد

المقيد بالوقت এর মৌলিক হুকুম:

১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় করা আবশ্যক শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া বিলম্ব করা নাজায়েয তথা হারাম।(১)

২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় না হলে তা قضاء বলে গণ্য হবে। এবং সেক্ষেত্রে قضاء এর বিধি-বিধান প্রয়োগ হবে।

المقيد بالوقت এর প্রকার:

وقت তথা সময়ের গুণাবলীর ভিন্নতার কারণে المأمور به المقيد بالوقت কে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। কেননা, সময়ের ভিন্নতার বিষয়টি مأمور به এর মধ্যে প্রভাব ফেলে।
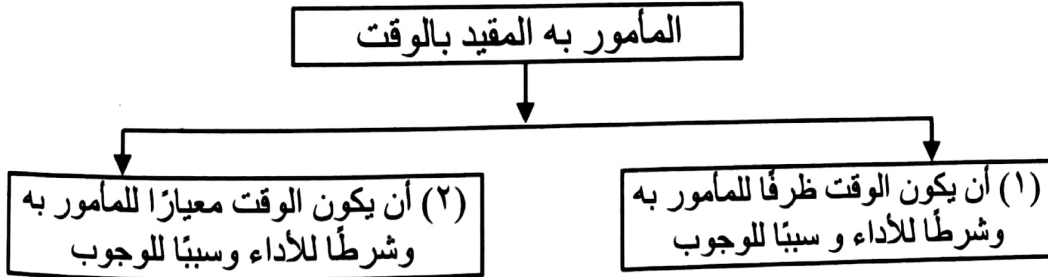
নিচে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় ও হুকুম উল্লেখ করা হল:

(১) أن يكون الوقت ظرفًا للمأموربه وشرطًا للأداء و سببًا للوجوب (مأموربه এর জন্য সময়টি ظرف তথা পাত্র হবে, আদায়ের জন্য শর্ত হবে এবং ওয়াজিব হওয়ার কারণ হবে): এখানে ظرف বলতে সময়ের প্রশস্ততাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ مأموربه আদায় করতে নূন্যতম যতটুকু সময়ের প্রয়োজন এখানে সময়ের পরিমাণ আরো বেশি। যেমন :

---

(١) "تقويم الأدلة" ص٢٩ (قديمي كتب خانة)

নামাজের সময়। প্রত্যেক ওয়াক্তেই নামাজ আদায় করতে নূন্যতম যতটুকু সময় প্রয়োজন তার তুলনায় সময়ের পরিমাণ অনেক বেশি। [১]

হুকুমঃ

১. ماموربه আদায় করার জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করা আবশ্যক নয়।

২. সময়ের পূর্বে ماموربه আদায় করার দ্বারা আদায় হবে না। আবার নির্ধারিত সময়ের পর আদায় করলে তা কাযা বলে গণ্য হবে। [২]

৩. নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত ماموربه ওয়জিব হওয়া তার সমশ্রেণীর অন্য কোন কিছু ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন : যোহরের সময় কেউ অন্য নফলের মান্নত করলে সে মান্নত আদায় করা আবশ্যক হবে। [২]

৪. নির্ধারিত সময়ে ماموربه কে বাদ দিয়ে অন্য কিছু আদায় করলে তাও সহীহ হবে। [৩] যদিও নির্ধারিত সময়ে ماموربه আদায় না করার কারণে গুনাহগার হবে।

৫. সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ত না করলে ماموربه আদায় হবে না। যদিও সময় একেবারেই সংকীর্ণ হোক না কেন। যেমনঃ এভাবে নিয়ত করতে হবে যে, আমি যোহরের ফরজ নামাজের নিয়ত করছি। শুধু নামাজের কিংবা শুধু যোহরের নিয়ত করলে আদায় হবে না। [৪] কেননা, সে সময়ে বিভিন্ন ধরনের নামাজ আদায়ের অবকাশ রয়েছে। তাই নিয়তের মাধ্যমে নির্ধারণ করা আবশ্যক অর্থাৎ যেখানেই একাধিক বিষয়ের অবকাশ রয়েছে সেখানেই নিয়্যত আবশ্যক হবে।

৬. সম্পূর্ণ সময়ের মধ্যে থেকে মৌখিকভাবে কোন একটি সময় নির্ধারণ করে নিলে ও নির্ধারিত হবে না। বরং বাস্তবে আদায়ের মাধ্যমেই তা নির্ধারিত হবে। যেমনঃ কেউ বলল, আমি যোহরের প্রথম ওয়াক্তে যোহর পড়ব। এভাবে বলার কারণে প্রথম ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়ে যাবে না। বরং সম্পূর্ণ সময় শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময়

---

(١) (أصول الشاشي) صـ ٣٨ (نادية القرآن)
(٢) (نور الأنوار) صـ ٥٢ (أسرفي بك دبيو)
(٣) (أصول الشاشي) صـ ٣٨
(٤) (نور الأنوار) صـ ٥٥ ، و(أصول الشاشي) صـ ٣٨

আদায় করতে পারবে। মৌখিকভাবে নির্ধারিত সময়ের পরে আদায় করার কারণে তা কাযা বলে গণ্য হবে না।[১] বরং তা আদা বলেই গণ্য হবে।

(২) **أن يكون الوقت معيارًا للمأموربه وشرطًا للأداء وسببًا للوجوب** (مأموربه এর জন্য সময়টি معيار হবে, আদায়ের জন্য শর্ত হবে এবং ওয়াজিব হওয়ার কারণ হবে)। প্রথম প্রকারের সময়ের গুণাবলী ও ২য় প্রকারের গুণাবলী একই তবে একটি মৌলিক ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তা হল, প্রথম প্রকারে সময় হল مأموربه এর জন্য ظرف আর দ্বিতীয় প্রকারে সময় হল مأموربه এর জন্য معيار। معيار বলতে সময়ের অপ্রশস্ততাকে বুঝায়। অর্থাৎ مأموربه তার সম্পূর্ণ সময়কে ব্যাপৃত করে নেয়। মোট সময়ের পরিমাণ مأموربه আদায়ের সময়ের চেয়ে বেশি হয় না। যেমন: রোযার সময়।[২]

হুকুম:

مأموربه এর সময় শরীয়ত নির্ধারণ করলে

১. এই শ্রেণির مأموربه এর জন্য নির্ধারিত সময়ে مأموربه এর সমশ্রেণীর অন্য কোন কিছুই আবশ্যক হবে না। এবং অন্য ওয়াজিব আদায় করলেও তা কার্যকর হবে না। এটা ঐ সময় যখন مأموربه এর নির্দিষ্ট সময়টি শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়।[৩] আর এ জন্যই রমযান মাসে কোন সুস্থ মুকিম ব্যক্তি যদি অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়তে রোযা রাখে তাহলে এর দ্বারা রমযানের রোযাই আদায় হবে অন্য যে রোযার নিয়ত করেছে তা আদায় হবে না।[৪] অনুরূপভাবে রমযান মাসে যদি অন্য কোন কোন নফল রোযার মান্নত করে তাহলে তার উপর তা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ এ মান্নত সহীহ হবে না।[৫] কেননা, এ সময় শরীয়ত কর্তৃক সুনির্ধারিত, তাই এটি শরীয়তের হক, যা বান্দা পরিবর্তনের অধিকার রাখেনা।

---

(١) (نور الأنوار) صـ ٥٥
(٢) أصول البزدوي مع زيادة صـ١٦١ دار السراج
(٣) (أصول الشاشي) صـ ٣٨ (نادية القرآن)
(٤) (أصول الشاشي) صـ ٣٨ (نادية القرآن)
(٥) (أحسن الحواشي على أصول الشاشي) صـ ٣٨ رقم الحاشية (٨)

২. সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা আবশ্যক নয়। যেমন: এভাবে নিয়ত করা যে, আমি রমযানের রোযার নিয়ত করলাম। বরং শুধু রোযার নিয়ত করাই যথেষ্ট। এবং এতটুকু নিয়ত করা আবশ্যক। কেননা, নিয়ত রোযার সত্তাগত অংশ। যা ছাড়া রোযা অস্তিত্বে আসে না।[১]

৩. রোযার صفة তথা গুণের ক্ষেত্রে যদি ভুল করে তাতেও কোন সমস্যা নেই। যেমন: কেউ বলল, আমি রমযানের নফল কিংবা সুন্নত রোযার নিয়ত করলাম। এতে ফরজ রোযাই আদায় হবে সুন্নত বা নফল আদায় হবে না।[২]

مأموربه এর সময় বান্দা নির্ধারণ করলে

১. مأموربه এর সময় যদি বান্দা কর্তৃক নির্ধারিত হয়, যেমন: কেউ মান্নত করল, আমি আগামী সোমবার রোযা রাখব। তাহলে সোমবার রোযা রাখা আবশ্যক হবে। কিন্তু এ আবশ্যকতার কারণে অন্যান্য আবশ্যক রোযা যেমন: কাযা রোযা, কাফ্ফারার রোযা ইত্যাদির প্রতিবন্ধক হবে না। সুতরাং সে যদি সোমবার কাযা কিংবা কাফ্ফারার রোযার নিয়ত করে তাহলে তা কার্যকর হবে এবং কাযা ও কাফ্ফারার রোযাই আদায় হবে মান্নতের রোযা আদায় হবে না। তবে নফল রোযা এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ সোমবার সে যদি নফল রোযার নিয়ত করে তাহলে নফল রোযা আদায় হবে না বরং মান্নতের রোযাই আদায় হবে। এর কারণ হল শরীয়ত কাযা ও কাফ্ফারার রোযাকে مطلق রেখেছেন অর্থাৎ বছরের যে কোন সময় এর আদায় ক্ষেত্র। এখন মান্নতের কারণে যদি বলা হয় ঐ দিন (আলোচ্য ক্ষেত্রে সোমবার) মান্নতই আদায় হবে অন্য কোন ওয়াজিব আদায় হবে না তাহলে শরীয়ত কর্তৃক مطلق কে مقيد করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচ শরীয়ত কর্তৃক مطلق কে مقيد করার অধিকার বান্দার নেই। কেননা, এটা নিছক শরীয়তের হক। আর শরীয়তের হক বান্দার কর্মের কারণে পরিবর্তন হয় না।[৩] কিন্তু নফল যেহেতু বান্দার বিষয় তাই এতে বান্দার কর্ম প্রভাব ফেলবে। সে জন্য নফল রোযা مطلق হওয়া সত্ত্বেও এই মান্নতের কারণে مقيد হয়ে যাবে।

---

(১) (تقويم الأدلة) صـ ٧٣, و(أصول الشاشي) صـ ٣٩

(٢) (الموجز) صـ ٩٢ (المكتبة التهانوية)

(٣) (أصول الشاشي) صـ ٣٩

(২) এক্ষেত্রে যেহেতু একাধিক ওয়াজিব আদায়ের অবকাশ রয়েছে তাই এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা আবশ্যক।[1] যেমন: এভাবে বলতে হবে যে, আমি মান্নতের রোযার নিয়ত করলাম।

تقسيم المأمور به باعتبار الحسن

(ভাল/ উত্তম হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে مامور به এর ভাগ)

যে মহান আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের এক মাত্র স্রষ্টা, প্রতিটি বিষয়ের কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সম্যক অবগত। প্রতিটি বিষয়ের ভবিষ্যৎ তার নিকট আমাদের বর্তমানের চেয়েও সুস্পষ্ট। তিনি এমন এক সত্তা যিনি স্থান ও কালের গণ্ডির উর্ধ্বে। সকল কিছুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি অবগত। তিনি প্রজ্ঞাময় তিনি কল্যাণের আধার। তিনিই একমাত্র নিশ্চিত জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ নিহিত আর কিসে মানুষের ক্ষতি। মানব মস্তিষ্কের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে হয়ত সে তার কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে যথাযথ অবগতি লাভ করতে সক্ষম হবে না। হয়ত সে তার জন্য কল্যাণকর বিষয়কে মনে করবে ক্ষতিকর আর ক্ষতিকর বিষয়কে মনে করবে কল্যাণকর। যে জন্য মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয়কে আবশ্যক করে দিয়েছেন আর অকল্যাণকর বিষয়কে নিষেধ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলার হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবীই হল তার আদিষ্ট বিষয়ে রয়েছে মানব জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ আর নিষিদ্ধ বিষয়ে রয়েছে সীমাহীন ক্ষতি। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনি বিধানাবলীর ক্ষেত্রে প্রশান্তি লাভের জন্য খুবই জরুরি। এ জন্যই অনেক উলামায়ে কেরাম এর জন্য স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। একে علم الأسرار والحكم ও বলা হয়। কিন্তু উসূলবিদগণ مامور به এর উত্তম ও ভাল হওয়ার ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করেন যার প্রভাব রয়েছে হুকুমের উপর। আর তা হল حسن তথা উত্তমতা সত্তাগত বহিরাগত, সত্তাগত হলে এর বিধান আর বহিরাগত হলে এর বিধানের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

নিচে প্রত্যেক প্রকার ও তার হুকুম উল্লেখ করা হল।

১. حسن لعينه

২. حسن لغيره

---

(١) (أصول الشاشي) صـ ٣٩

المأمور به الحسن لعينه (যে সকল مأمور به সত্তাগতভাবে উত্তম)

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, সকল مأمور به এর মাঝে কল্যাণ ও উত্তমতা রয়েছে। অবশ্য এই উত্তমতা কখনো مأمور به এর সত্তার মাঝে বিদ্যমান থাকে আবার কখনো সত্তার বাহিরে। অর্থাৎ مأمور به সত্তাগতভাবে উত্তম নয় কিংবা উত্তম অনুত্তম উভয় বিবেচনায় সমান কিন্তু অন্য কারণে এটা উত্তম হয়েছে। প্রথমোক্ত مأمور به কে حسن لعينه আর ২য় টিকে حسن لغيره বলে।

নিচে حسن لعينه এর প্রকার ও হুকুম উল্লেখ করা হল।
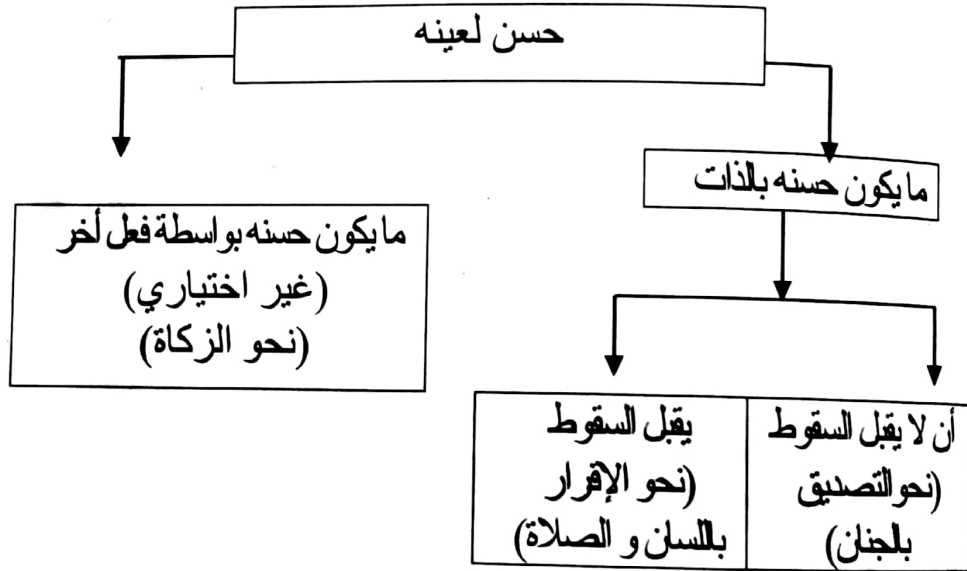
أن لا يقبل السقوط (১)

যেমন: আন্তরিকভাবে ঈমান আনা। এই শ্রেণির مأموربه একবার আবশ্যক হওয়ার পর আদায় করা ছাড়া দায়িত্ব থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন। যেমন: আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ঈমান। নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে হবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও আন্তরিকভাবে ঈমান বর্জনের কোন সুযোগ নেই। কেননা, হৃদয়ের উপর কারো কোন বাধ্য বাধকতা চলেনা।

أن يقبل السقوط (২)

যেমন: মৌখিকভাবে ঈমান আনা, নামায, রোযা ইত্যাদি। এই শ্রেণির مأموربه আবশ্যক হওয়ার পর তা আদায় করা কিংবা আদেশদাতার মাফ করার দ্বারা দায়িত্ব

থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয় যে, ওয়াক্তের সূচনাতে নামাজ আবশ্যক হওয়ার পর ওয়াক্তের ভিতরে আদায়ের মাধ্যমে কিংবা ওয়াক্তের ভিতর পাগল হয়ে যাওয়া অথবা হায়েজ নেফাস ইত্যাদির কারণে مأموربه মাফ হয়ে যায়। কেননা, এই সকল অবস্থায় শরীয়ত তার থেকে مأموربه কে মাফ করে দিয়েছে। কিন্তু যদি সময় সংকীর্ণ হয় কিংবা কাপড় না থাকে তাহলে مأموربه মাফ হবে না। যেহেতু শরীয়ত এগুলোকে মাফ হওয়ার কারণ হিসেবে ধর্তব্য করেনি।[১]

(৩) ما يكون حسنه بواسطة فعل أخر غير اختياري

যেমন: الزكاة , الصوم ইত্যাদি। এই শ্রেণির مأموربه টা حسن لعينه হলেও حسن لغيره এর সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, زكاة এর মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে মাল কমে যায় কিন্তু গরীবের প্রয়োজন পূরণার্থে زكاة কে আবশ্যক করা হয়েছে। আর দরিদ্রের দারিদ্রতা এমন বিষয় যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। যেমনিভাবে ধনীর ধনাঢ্যতা সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। সে হিসেবে واسطة টা যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাই এটিকে না থাকার মতই বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং এটি حسن لعينه এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে مأموربه আদায় করার দ্বারা غير তথা واسطة আদায় হয়ে যায়। স্বতন্ত্রভাবে আদায় করার প্রয়োজন হয় না।

حسن لغيره : যে সকল مأموربه সত্তাগতভাবে উত্তম নয় কিংবা উত্তম অনুত্তমের বিবেচনায় সমান কিন্তু ভিন্ন কোন কারণে তা উত্তম হয়েছে তাকে حسن لغيره বলে। যেমন: صلاة الجنازة , السعي إلى الجمعة , الجهاد في سبيل الله ইত্যাদি। জানাযার নামাজ সত্তাগতভাবে উত্তম নয় কেননা, এখানে মায়েতকে সামনে রেখে দাঁড়ানো হয় যা মূর্তি পূজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু এতে যেহেতু দুআ রয়েছে আর একজন মুসলমানের জন্য দোয়া করা হল এর মূল উদ্দেশ্য সে হিসেবে তা উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে জিহাদের বিষয়টি। কেননা, এতে

---

(١) (أصول الشاشي) صـ٤٠ (نادية القرآن)

সত্তাগতভাবে কল্যাণ নেই। কেননা, এর কারণে বহু আল্লাহর বান্দা নিহত ও হতাহত হয়। বাড়ি-ঘর বিরান হয়। অর্থ-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু কুফরের ন্যায় নিকৃষ্ট বিষয়কে উৎপাটন করা এবং আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য এটি কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রকার ও হুকুম ঃ

হুকুম:
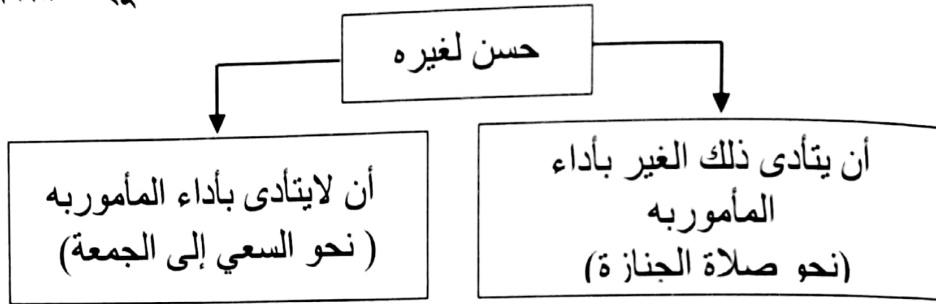
(১) যে কারণে مأموربه ওয়াজিব হয়েছে তা যদি না থাকে (অর্থাৎ বান্দার উপর তা আবশ্যক না হয়) তাহলে مأموربه এর আবশ্যকতা বাকি থাকবে না। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বলা হয়:

ক. যার উপর জুমা আবশ্যক নয় তার উপর সায়ী ও আবশ্যক নয়।

খ. যার উপর নামাজ ফরজ নয় তার উপর অযু ও ফরজ নয়।

গ. যদি جناية তথা অপরাধ না থাকে তাহলে শরয়ি শাস্তি ও থাকবে না।

ঘ. যদি দুনিয়াতে কোন কুফরি শক্তি না থাকে তাহলে জিহাদের আবশ্যকতাও বাকি থাকবে না।

(২) যে কারণে مأموربه ওয়জিব হয়েছে مأموربه আদায় করা সত্ত্বেও যদি তা আদায় না হয় তাহলে مأموربه পুনরায় আদায় করতে হবে। এই মুলনীতির ভিত্তিতে বলা হয়:

ক. কেউ সায়ী করে জুমার মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পর জোরপূর্বক কেউ যদি তাকে মসজিদ থেকে বের করে দূরে কোথাও নিয়ে যায় তাহলে পুনরায় তাকে সায়ী করে জুমার মসজিদে যেতে হবে।

খ. অযু করার পর সালাত আদায়ের পূর্বে যদি কোন কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুনরায় অযু করতে হবে।

গ. জিহাদ করার পরও যদি কুফরীর আধিপত্য শেষ না হয় তাহলে পুনরায় জিহাদ করতে হবে।

ঘ. নিয়ত করার পর যদি সালাত আদায় করা না হয় বরং অন্য কোন কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে পুনরায় নিয়ত করতে হবে।

৩. **مأموربه** আদায় করতে গিয়ে যদি হিতে বিপরীত হওয়ার তথা উদ্দেশ্য

উল্টে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে তাহলে مأمور به আদায় করা জায়েয হবেনা। যেমন- জিহাদের উদ্দেশ্য হল কুফরের শক্তি খর্ব করা ও আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা। এখন জিহাদ করলে যদি প্রবল ধারনা হয় যে, কুফরের আধিপত্য বেড়ে যাবে এবং বিদ্যমান শক্তি খর্ব হবে তাহলে জিহাদ না জায়েয হয়ে যাবে।

তখন অমুসলিমদের সাথে সন্ধি করে বসবাস করতে হবে। এবং দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই মর্মে ইমাম সারাখসি রহঃ বলেন-

لأن حقيقه الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شركتهم[১]

যেমন: ঔষুধ সেবন করা হয় সুস্থতার জন্য এখন যদি এমন হয় যে ঔষধ সেবন করলে অসুস্থতা বেড়ে যায়, তাহলে ঔষধ সেবন বন্ধ করা আবশ্যক।

ما لا يتم الواجب إلا به (যা ব্যতীত مأموربه আদায় করা সম্ভব নয়)

অনেক সময় مأموربه আদায় করা অন্য আরেকটি বিষয়ের উপর মাওকুফ থাকে যাকে مقدمات الواجب বা ما لا يتم الواجب إلا به বলা হয়। যেমন: সালাতের

(١) شرح السير الكبير : ١٣٣/١

জন্য অযু, যাকাতের জন্য নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া, হজ্বের জন্য বায়তুল্লাহে গমন, করজ পরিশোধের জন্য অর্থ উপার্জন, যুদ্ধের জন্য আধুনিক অস্ত্রসস্ত্র তৈরি ইত্যাদি। এ ব্যাপারে উসূলবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। জমহুর উসূলবিদদের মত হল: অন্য বিষয়টি যদি সম্ভবপর হয় এবং مأمور به এর وجوبيت সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত না হয়, তাহলে مأمور به যে দলীলের মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে সেই বিষয়টি একই দলীল দ্বারা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হবে। আরো সহজ ভাষায় বললে نفس الوجوب ও وجوب الأداء সাব্যস্ত হওয়ার পর وجوب الأداء সম্পাদন করা যার উপর মাওকুফ থাকে তা যদি সাধ্যের ভিতরে হয় তাহলে مأمور به এর আবশ্যকতার কারণে সেটাও আবশ্যক বলে গণ্য হবে। যেমন: যাকাত একটি مأمور به। নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার উপর তা নির্ভরশীল। কিন্তু নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া যেহেতু نفس الوجوب এর سبب অর্থাৎ علة সুতরাং যাকাতের আদেশের কারণে নেসাব পরিমাণ মাল উপার্জন করা আবশ্যক নয়। আবার যাকাত وجوب الأداء হওয়ার পর যথাযথভাবে আদায় করা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সে সকল বিষয় আবশ্যক হবে যাকাত আদায় আবশ্যক হওয়ার মাধ্যমেই। যেমন: যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা অনুরূপভাবে হজ্ব ও অন্যান্য مأمور به এর ব্যাপারে একই কথা। এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ:

১. কেউ বলল নামাজ পড়। তাহলে এই নামাজের হুকুমের কারণে তার উপর ওযু করাও আবশ্যক।

২. কুরআন সুন্নাহ অনুসরণ করা আবশ্যক। এখন যদি কেউ নিজে নিজে কুরআন সুন্নাহ না বুঝে, তাহলে যে বুঝে তাকে অনুসরণ করা আবশ্যক। একে التقليد বলা হয়। এই মূলনীতিতেই যারা মুজতাহিদ নয় তাদের জন্য অন্য মুজতাহিদকে অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ ধরনের ওয়াজীবকে الواجب لغيره বলে।

৩. কারো উপর হজ্ব ফরজ হলে হজ্বে যাওয়ার জন্য যতধরনের রাষ্ট্রের নিয়াম-কানুন রয়েছে তা অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন-ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদি। কেননা, এগুলো ছাড়া বর্তমানে হজ্জ সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

بـاب الـنـهـي

النهي এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

النهي শব্দটি باب ضرب এর একটি মাসদার(ক্রিয়ামূল)। যার আভিধানিক অর্থ হল নিষেধ করা। এখানে النهي শব্দটি হাসেল বিল মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ: নিষেধ বা নিষেধাজ্ঞা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

قول القائل لمن دونه "لا تفعل" إذا أراد به التحريم

অর্থ: বক্তা তার অধিনস্থ কাউকে এ কথা বলা যে "করোনা", যখন এর দ্বারা নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য হয়।

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

النهي আমরের ন্যায় الخاص باعتبار الصيغة এর প্রকার। উপরের সংজ্ঞা থেকে نهي হওয়ার জন্য দুটি শর্ত পাওয়া যায়।

১. ولاية الناهي على المنهي অর্থাৎ নিষেধকারীর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা থাকতে হবে নিষেধকৃত ব্যক্তির উপর।

২. إرادة المنع অর্থাৎ বারণ করা বা নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এই দুই শর্তের কোন একটি শর্ত ছুটে গেলে نهي তার হাকীকি তথা মূল অর্থে বহাল থাকবে না।

صيغ النهي: نهي এর শব্দাবলী

১. علم الصرف এ আমরা نهي এর যতগুলো صيغة পড়েছি, সবগুলোই أصول الفقه এর মধ্যে নাহীর সীগাহ বলে গণ্য হবে। তবে উপরিউক্ত শর্তদুটি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ولاية الناهي على المنهي এবং طلب ترك الفعل على سبيل الإيجاب।

সে হিসেবে نهي حاضر, نهي غائب, نهي متكلم এবং معروف, مجهول সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন:

১. ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا.(التوبة:٨٤)

২. ولا تقربوا الزنا.(الإسراء:٣٢)

৩. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا.(المائدة:٢)

বি: দ্র: কোন কোন কিতাবে صيغ النهي এর আলোচনায় আরো কিছু শব্দ উল্লেখ করা হয়। যেমন: ঐ সকল শব্দ যেগুলো مادةً (তথা মূলধাতুর বিচারে) التحريم এর অর্থ দেয়।

যেমন: ذروا, ليس لك, منع, نهي, حرام, لا يحل, لا يجوز ইত্যাদি এবং ঐ সকল الجملة الفعلية যেগুলো تحريم এর ফায়দা দেয়। এটি সঠিক নয়। মূলত صيغ النهي সেগুলোই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ এ সকল শব্দের মাধ্যমেও تحريم এর অর্থ পাওয়া যায় যেমনিভাবে صيغ النهي থেকে পাওয়া যায়। তার অর্থ এই নয় যে, এগুলোও صيغ النهي। أحكام এর অধ্যায়ে الحرام ও المكروه التحريمي এর আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

موجب/ دلالة النهي (নাহীর নির্দেশনা)

ইমাম সারাখসি (র:) লিখেছেন:

موجب النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه.[1]

অর্থ: "শরয়ি পরিভাষায় نهي এর দাবী হল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে আবশ্যকভাবে বিরত থাকা।"

আরো সহজভাবে বললে: موجب النهي المطلق التحريمُ অর্থাৎ نهي যদি مطلق হয় তথা করিনামুক্ত হয় তাহলে এটি حرمة কে নির্দেশ করবে এবং এটাই نهي এর হাকীকি তথা মূল অর্থ। আর এ জন্যই নাহী خاص এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য نهي এর শব্দ تحريم ছাড়াও আরো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় যা نهي এর হাকীকি অর্থ নয় বরং তার মাজাযি বা রূপক অর্থ। আর এটা জানা কথা, মাজাযি অর্থ গ্রহণ করার জন্য قرينة আবশ্যক। সুতরাং যদি قرينة না থাকে তাহলে الأصل في الكلام الحقيقة এই মূলনীতির ভিত্তিতে হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা হবে। حقيقة ও مجاز এর অধ্যায়ে হাকীকি অর্থ বর্জনের যত قرينة আলোচনা করা হয়েছে এখানেও তা পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য হবে।

নিচে নাহীর কিছু মাজাযি ব্যবহার দেখানো হল

১. السؤال এবং الدعاء এর অর্থে:

যেমন: আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা,

ربنا لا تزغ قلوبنا.(آل عمران:٨)

এখানে لا تزغ নাহীর সীগাহ। এখানে তার হাকীকি তথা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা, যার ولاية তথা কর্তৃত্ব নেই সে যার পূর্ণ ولاية আছে তাকে নিষেধ করতে পারে না। বরং প্রার্থনা করতে পারে মাত্র।

২. الالتماس তথা অনুরোধের অর্থে:

যেমন: হারুন (আলাইহিস সালাম) তার সহোদর ভাই মুসা (আলাইহিস সালাম) কে সম্বোধন করে (আল কুরআনের ভাষায়) বলেছেন:

يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.(طه:٩٤)

---

(١) (أصول السرخسي) صـ٦٣ (دار الفكر)

এখানে পরস্পর সমবয়সী হওয়ার কারণে একে অপরকে নিষেধ করতে পারে না। অনুরোধ করতে পারে মাত্র। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে, لا تذهب তাহলে অনুরোধের অর্থেই হবে।

৩. التمني তথা আকাঙ্ক্ষার অর্থে:

যেমন: রাতকে লক্ষ্য করে এক কবির সম্বোধন-

يا ليل طل يا نوم زل + يا صبح قف لا تطلعي

এখানে لا تطلعي শব্দটি نهي এর সীগাহ। এখানে نهي এর حقيقي অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা, প্রভাত কখনো আদেশ কিংবা নিষেধের পাত্র হতে পারেনা। এখানে রাত দীর্ঘ হওয়ার তামান্নাই করা হয়েছে মাত্র।

৪. التهديد তথা ধমকের অর্থে:

যেমন: মনিব তার গোলামের উপর রাগান্বিত হয়ে বলল: لا تطع أمري এখানে لا تطع শব্দটি নাহীর সীগাহ। কিন্তু এর হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা, গোলামের কাজই হল মনীবের আনুগত্য। সুতরাং আনুগত্য করতে নিষেধ করার অর্থই হল ধমক প্রদান।

৫.التأييس তথা নৈরাশ করে দেওয়ার অর্থে:

যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী (জাহান্নামীদের সম্বোধন করে) لا تعتذروا اليوم. (التحريم:٧)

৬.الاستئناس তথা সান্ত্বনা দেওয়ার অর্থে:

যেমন: হযরত আবু বকর (রাযি.) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্বোধন (কুরআনের ভাষায়): لا تحزن إن الله معنا.(التوبة:٤٠) (চিন্তা করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)।

৭. الإرشاد তথা দিক নির্দেশনার অর্থে:

যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী

لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.(المائدة:١٠١)

অর্থ: "এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করো না যেগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলে তোমাদেরকে কষ্ট দিবে/ তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে।"

هل يقتضي النهي الفور والتكرار

(نهي কি তাৎক্ষণিকতা ও পুনরাবৃত্তিকে চায়?)

أمر এর আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, আমর فورية এবং تكرار তথা তাৎক্ষণিকতা ও পুনরাবৃত্তি কোনটিকেই চায়না। কিন্তু নাহীর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ نهي তাৎক্ষণিকতা ও পুনরাবৃত্তি উভয়টিকে চায়। কেননা, নাহীর চাহিদা হল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। আর এটা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাৎক্ষণিকভাবে সেটা থেকে বিরত থাকবে এবং সর্বদা বিরত থাকবে। তাছাড়াও নিষিদ্ধ বিষয়ে যেহেতু অকল্যাণ রয়েছে আর সে অকল্যাণ থেকে বাঁচা আবশ্যক। আর এটা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তাৎক্ষণিকভাবে এবং সর্বদা সেটা থেকে বিরত না থাকা হয়।

أنواع المنهي عنه وأحكامها (নিষিদ্ধ বস্তুর প্রকার ও হুকুম)

নিচে منهي عنه এর প্রকার ও তার হুকুম বর্ণনা করা হল।
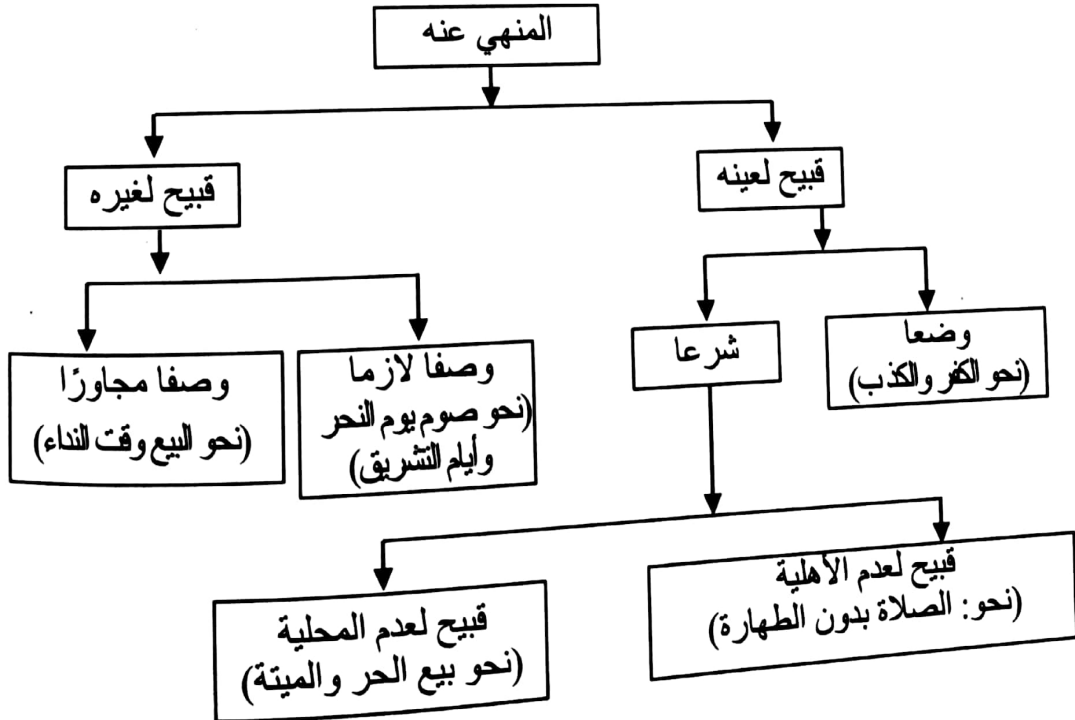
মহান আল্লাহ তাআলা বড় প্রজ্ঞাময় এবং পরিণামজ্ঞানী। তিনি তার বান্দাদেরকে যত জিনিসের নিষেধ করেছেন নিঃসন্দেহে তাতে মানুষের ক্ষতি রয়েছে এবং তা বান্দাদের জন্য অকল্যাণকর যাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় قبح বলে।

এই قبح তথা অকল্যাণ কখনো কখনো সত্তাগত হয় আবার কখনো সত্তাবহির্গত কোন কারণে হয়। এই সত্তাগত ও বহির্গত দৃষ্টিকোণ থেকে উসূলবিদগণ منهي عنه কে মৌলিকভাবে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

١. قبيح لعينه

٢. قبيح لغيره

قبيح لعينه (সত্তাগতভাবে মন্দ)

যে منهي عنه এর জাত তথা সত্তার মাঝে অকল্যাণ রয়েছে তাকে قبيح لعينه বলে। যেমন: অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে অস্বীকার করা, মিথ্যা কথা বলা , চুরি করা , যিনা করা, মদ পান করা, অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা, স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করা ইত্যাদি।

قبيح لعينه এর প্রকার

উসূলবিদগণ قبيح لعينه কে আবার দুইভাগে ভাগ করেছেন।

১. وضعا তথা গঠনগতভাবে قبيح।

২. شرعا তথা শরীয়তের দৃষ্টিতে قبيح।

قبيح لعينه وضعا

শরীয়তের দৃষ্টি ছাড়াই শুধুমাত্র সুস্থ আকল ও বিবেকের দৃষ্টিতে যে منهي عنه সত্তাগতভাবে খারাপ তাকে قبيح لعينه وضعا বলে। যেমন: কুফর, শিরক, মিথ্যা, যিনা, হত্যা ইত্যাদি।

متى يكون المنهي عنه قبيحا لعينه وضعا

منهي عنه যদি الأفعال الحسية হয়, তাহলে সেটা قبيح لعينه وضعا বলে গণ্য হবে। যেমন: কুফর, শিরক, হত্যা, মিথ্যা, যিনা, মদ পান ইত্যাদি।

الأفعال الحسية বলা হয় ঐ সকল فعل কে শরীয়ত আগমনের পরও যার সত্তার মাঝে কোন ধরনের পরিবর্তন আসেনি। যেমন: উপরিউক্ত বিষয়গুলো। অর্থাৎ শরীয়ত আসার পূর্বে এগুলোর যে মর্ম বোঝা হত শরীয়ত আগমনের পরও একই মর্ম বোঝা হয়। শরীয়ত এর মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করেনি। যেমনটি করেছে الأفعال الشرعية এর মধ্যে।

قبيح لعينه شرعا

যে সকল منهي عنه শরীয়ত তার বিশেষ প্রজ্ঞার কারণে নিষিদ্ধ করেছে যা সাধারণ আকল ও বিবেক বুঝতে সক্ষম নয় বরং তা বৈধ মনে করে, সে সকল منهي عنه কে قبيح لعينه شرعا বলে। যেমন: বিনা পবিত্রতায় সালাত আদায় করা, স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করা।

منهي عنه কখন قبيح لعينه شرعا হয়

منهي عنه যদি الأفعال الشرعية হয় এবং তার শর্ত (ঐ সকল শর্ত যার উপর রুকন নির্ভরশীল) ও রুকনের কারণে নিষিদ্ধ হয় তাহলে قبيح لعينه شرعا বলে। যেমন: মৃত প্রাণী বিক্রি করা, পবিত্রতা ব্যতীত সালাত আদায় করা। অন্য ভাষায় বললে, শরীয়ত যাদেরকে أهلية এবং যে সকল বিষয়কে محلية হওয়া থেকে বের করে দিয়েছে সে সকল বিষয়ের মাধ্যমে الأفعال الشرعية সংঘটিত হলে তা قبيح لعينه شرعا বলে গণ্য হবে।

قبيح لعينه এর হুকুম

ইমাম সারাখসি (র:) বলেন:

إنه غير مشروع أصلا , لأن المشروع لا يخلو عن حكمة وبدون الأهلية والمحلية لا تصور لذلك فيعلم به أنه غير مشروع أصلا[১]

২. ইমাম আবু যায়েদ দাবুসি (র:) বলেন:

وحكم القسمين الأولين أنهما حرامان غير مشروعين أصلا.[২]

(١) (أصول السرخسي) صـ ٦٤ (دار الفكر)

(٢) (تقويم الأدلة) صـ ٥٣ (قديمي كتب خانه)

অর্থ: "প্রথম দুই প্রকার (অর্থাৎ قبيح لعينه وضعا وشرعا) এর হুকুম হল, উভয় প্রকারই হারাম এবং সম্পূর্ণরূপে অবৈধ।"

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে, قبيح لعينه শ্রেণির منهي عنه টা أصلا ও وصفا তথা সত্তাগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে নিষিদ্ধ। ফুকাহায়ে কেরাম একে হারাম ও বাতিল বলে ব্যক্ত করেন। এই শ্রেণির কাজের মাধ্যমে শরীয়তসম্মত কোন কিছুই অস্তিত্বে আসেনা। যেমন: কেউ যদি মৃত প্রাণী বিক্রি করে তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই কোন কিছুর মালিক হবে না। কেমন যেন ক্রয় বিক্রয় সংঘটিতই হয়নি।

قبيح لغيره

যে সকল منهي عنه সত্তাগতভাবে মন্দ নয় বরং ভিন্ন কোন কারণে মন্দ সাব্যস্ত হয়েছে তাকে قبيح لغيره বলে। যেমন: শর্ত করে ক্রয় বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয় মন্দ নয়। কিন্তু শর্তের কারণে তা মন্দ হয়েছে।

قبيح لغيره দুই প্রকার:

১. قبيح لغيره وصفا لازما

২. قبيح لغيره وصفا مجاورا

قبيح لغيره وصفا لازما

যে منهي عنه এর মন্দত্ব منهي عنه এর সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে কখনো আলাদা হয়না। যেমন: ঈদের দিন রোযা রাখা। শর্ত করে ক্রয় বিক্রয় করা, অজ্ঞাত জিনিস বিক্রি করা ইত্যাদি।

منهي عنه কখন قبيح لغيره وصفا لازما হয়?

منهي عنه টা যদি الأفعال الشرعية হয় এবং ركن ও شرط الركن এর মাঝে সমস্যার কারণে নিষেধ করা হয়নি বরং এমন কোন وصف এর কারণে নিষেধ করা হয়, যা منهي عنه থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না।

শর্তগুলো একসাথে নিম্নরূপ

১.منهي عنه টা الأفعال الشرعية হওয়া।

২. ركن ও شرط الركن এর মাঝে সমস্যার কারণে নিষেধ না হওয়া।

৩. وصف টা লাযেম হওয়া।

قبيح لغيره وصفا لازما এর হুকুম

১. أصلا তথা সত্তাগতভাবে বৈধ কিন্তু وصفا তথা গুণগতভাবে অবৈধ। উসূলবিদগণ একে فاسد বলে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ أفعال شرعية হওয়ার কারণে أصلا বৈধ। আর نهي তথা নিষেধাজ্ঞার কারণে وصفا অবৈধ। সুতরাং যতক্ষণ উভয় দিককে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় দিককে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর যখন উভয়টিকে একত্রিত করা সম্ভব না হয় তখন نهي এর দিকটাই প্রাধান্য পাবে। তখন তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন: মুশরিক বা মাহরাম নারীদেরকে বিবাহ করা। এখানে أصل এবং وصف এক স্থানে জমা করা সম্ভব নয় যেহেতু উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। এই শ্রেণির منهي عنه মূলত قبيح لعينه شرعا এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম সারাখসি (র:) বলেন:

موجب مطلق النهي فيها تقرير المشروع مشروعا وجعل أداء العبد إذا باشرها فاسدا إلا بدليل.[১]

ইমাম আবু যায়েদ দাবুসি (র:) বলেন:

وكذلك تحريم البيع والأفعال الشرعية دليل على بقائها مشروعة لأن الحرمة صفة لما سماه الشرع فينبغي أن يكون المسمى متصورا ليمكن إثبات الوصف له فإنه لا يثبت بدون الموصوف.[২]

---

(١) (أصول السخسي) صـ ٦٥ (دار الفكر)
(٢) (تقويم الأدلة) صـ ٥٧ (قديمي كتب خانه)

قبيح لغيره وصفا مجاورا

যে منهي عنه এর قبح তথা মন্দত্ব তার সত্তার কারণে নয় বরং এমন একটি وصف বা গুণের কারণে যা منهي عنه এর সাথে সর্বদা লেগে থাকে না। বরং কোন কোন সুরতে তা منهي عنه থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। যেমন: জুমার নামাজের আযানের পর ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য কাজ কর্ম নিষিদ্ধ হওয়া। কারণ ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য কাজ কর্ম জুমার নামজে গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু এমনভাবে ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ রয়েছে যা জুমার নামাজে গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যেমন: যানবাহনে ক্রয় বিক্রয় করা যে যানবাহন জামে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। সুতরাং বুঝা গেল এক্ষেত্রে قبح তথা মন্দত্ব منهي عنه এর কোন وصف لازمي এর কারণে নয়।

منهي عنه কখন قبيح لغيره وصفا مجاورا হয়?

১. منهي عنه যখন الأفعال الشرعيه হয়।

২. যে কারণে নিষিদ্ধ তা منهي عنه এর সাথে সর্বদা লেগে থাকে না। বরং কখনো কখনো আলাদা হতে পারে।

قبيح لغيره وصفا مجاورا এর হুকুম

১. ইমাম সারাখসি (র:) বলেন,

إنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهي من قِبَل أن القبح لما كان باعتبار فعل سوى الصلاة والبيع والوطئ لم يكن مؤثرا في المشروع لا أصلا ولا وصفا....وهنا يكون مطيعا في الصلاة وإن كان عاصيا في شغل ملك الغير بنفسه.[1]

২. ইবনে আবিদীন শামি (র:) বলেন:

وإن كان مجاورا يقتضي كراهته عندنا.[2]

---

[1] (أصول الشاشي) صـ٦٥ (دار الفكر)
[2] (نسمات الأسحار) صـ٦٧ (إدارة القرآن)

৩. যে কারণে منهي عنه নিষিদ্ধ হয়েছে সে কারণ যখন থাকবে না তখন তা জায়েব বলে পরিগণিত হবে। যেমন: যানবাহনে চড়ে জামে মসজিদে যাওয়ার সময় ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ। কেননা, এখানে ক্রয় বিক্রয় জুমার নামাজে গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না। অনুরূপভাবে নিম্নলিখিত নুসূসসমূহের ব্যাপারে একই কথা।

تلقي الجلب، بيع الحاضر للبادي ، السوم على سوم الغير، والخطبة على خطبة الغير، الاحتكار، الطهارة بماء مغصوب، الوقوف بعرفات على جمل مغصوب، الخلع بأكثر من المهر الذي تزوجها، استمتاع الرجل بزوجته في حالة الحيض.

قبيح لغيره وصفا এবং قبيح لغيره مجاورا এর মধ্যে পার্থক্য

قبيح لغيره وصفا مجاورا	قبيح لغيره وصفا لازما
১. منهي عنه এর সাথে সর্বদা লেগে থাকে না বরং কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয়।	১. যে কারণে منهي عنه টা قبيح হয়েছে তা منهي عنه এর সাথে সর্বদা লেগে থাকে, কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না।
২. হস্তগত না করলেও চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায়।	২. হস্তগত না করা পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ হয় না।
৩. চুক্তি ভঙ্গ করা ওয়াজিব নয়।	৩. চুক্তি فسخ তথা ভঙ্গ করা ওয়াজিব।
৪. চুক্তিকে مكروه বলে ব্যক্ত করা হয়।	৪. চুক্তিকে فاسد বলে ব্যক্ত করা হয়।

التقسيم الثاني:تقسيم اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد
দ্বিতীয় ভাগ : শর্তযুক্ত ও শর্তমুক্ত হওয়ার দিক থেকে শব্দের প্রকার

উসূলবিদগণ আরবি শব্দসমূহকে قيد যুক্ত হওয়া ও قيد মুক্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।
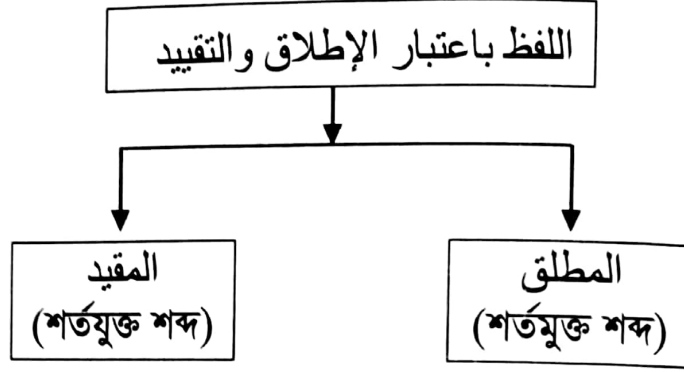
নিচে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয়, প্রকার ও হুকুম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হল:

المطلق ও المقيد এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ :

المطلق শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: মুক্ত, আযাদ। আর المقيد শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: যুক্ত, বন্দি, আবদ্ধ। যেমন: বলা হয়, أطلق الأسير: সে বন্দিকে মুক্ত করল।[١] قَيَّدَه (সে তার পায়ে বেড়ি পড়াল)[٢] অর্থাৎ তাকে আটক করল, বন্দি করল।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় **المطلق** বলা হয় এমন শব্দকে যা قيد থেকে মুক্ত। অর্থাৎ قيد মুক্ত শব্দকে المطلق বলে।[٣] যেমন: رجل , عين, المسلمون ইত্যাদি।

আর مقيد বলা হয় قيد যুক্ত শব্দকে।[٤] যেমন: رجل عالم, عين جارية, المسلمون الصالحون ইত্যাদি।

---

(١) (القاموس المحيط) صـ ١٠١٤ (دار الحديث). (المعجم الوسيط) صـ٥٦٣ (زكريا)
(٢) (المعجم الوسيط) صـ ٧٦٩ (زكريا)
(٣) (فواتح الرحموت) صـ٣٨١/١ (قديمي كتب خانه)
(٤) (المرجع السابق) صـ٣٨١/١

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

প্রতিটি শব্দের আসল তথা স্বাভাবিক ও মূল অবস্থা হল مطلق তথা قيد মুক্ত হওয়া। সুতরাং সকল শব্দ এই গুণে গুণান্বিত হতে পারে চাই তা خاص হোক বা عام হোক কিংবা مشترك। যেমন: خاص শব্দ যখন قيد মুক্ত হবে তখন তা الخاص المطلق বলে গণ্য হবে। আবার عام শব্দ যখন قيد মুক্ত হবে, তখন তা العام المطلق বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে مشترك শব্দ যখন قيد মুক্ত হবে, তখন তা المشترك المطلق বলে গণ্য হবে। একইভাবে প্রতিটি শব্দ আবার قيد এর গুণে গুণান্বিত হতে পারে, চাই তা خاص হোক অথবা عام হোক কিংবা مشترك। যেমন: خاص শব্দ যখন قيد যুক্ত হবে তখন তা الخاص المقيد এ পরিণত হবে। আবার عام শব্দ যখন قيد যুক্ত হবে তখন তা العام المقيد এ পরিণত হবে। অনুরূপভাবে مشترك শব্দ যখন قيد যুক্ত হবে তখন তা المشترك المقيد এ পরিণত হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল مطلق ও مقيد শুধুমাত্র خاص এর প্রকার নয়। বরং যে কোন শব্দ এই দু'গুণে গুণান্বিত হতে পারে। এ সম্পর্কে বাহরুল উলূম আল্লামা আব্দুল আলি লাখনাবি (র:) (মৃত্যু ১২২৫ হি:) বলেন:

فالأولى أن يراد بالمطلق ما لا يكون فيه قيد وإن كان عاما وبالمقيد ما فيه قيد فلا يضر كونه عاما.[১]

বি: দ্র: একটি শব্দ যতটুকু অংশে مقيد কেবল ততটুকু অংশেই তা مقيد বলে বিবেচিত হবে। অন্য অংশে আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। অর্থাৎ সে অংশে তা مطلق হিসেবে গণ্য হবে।[২] সহজে এভাবে বলা যায় المقيد مقيد في قيده ومطلق في غيره। যেমন: কেউ বলল إن أكلت لحما مشويا فامرأتي طالق অর্থাৎ আমি যদি ভুনা গোস্ত খাই তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। অত:পর সে যদি পোড়া গোস্ত খায় তাহলে তার স্ত্রী তালাক হবে না। আর যদি ভুনা গোস্ত খায় তাহলে তালাক হয়ে যাবে, চাই তা যে কোন গোস্ত হোক না কেন। কেননা, لحم শব্দটি ভুনা হওয়া না

---

(١) (فواتح الرحموت) صـ ٣٨١/١ (قديمي كتب خانه). انظر ايضا (حاشية الشيخ عليم الدين على فصول الحواشي لأصول الشاشي) صـ ٥٦ (مكتبة الحرم).

(٢) (المناهج الأصولية) صـ٥٢٥ (الوجيز في أصول الفقه) صـ ٢٨٤ .(المناهج الأصولية) صـ ٥٢١

হওয়ার বিবেচনায় مقيد কিন্তু কোন প্রাণীর গোস্ত এই বিবেচনায় তা مطلق। সুতরাং গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট কিংবা মহিষ যে প্রাণীরই গোস্ত খেয়ে থাক না কেন স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

المطلق ও العام এর মধ্যে পার্থক্য:[১]

المطلق	العام
যে কোন শব্দ قيد মুক্ত হলেই তাকে المطلق বলে। সকল সদস্যকে ধারণ করল কি করলনা তা লক্ষ্যণীয় নয়।	(১) العام শব্দ তার সকল সদস্যকে ধারণ করে।
المطلق এর عمومية হলো তার وصف এর মধ্যে।	(২) العام এর عمومية হলো তার أفراد এর মধ্যে।
যে কোন المطلق শব্দ العام হতে পারেনা। যেমন: رجل	(৩) যে কোন العام শব্দ مطلق হতে পারে। যেমন: الرجال
المطلق এর تقييد হয়।	(৪) العام এর تخصيص হয়।

ألفاظ القيود (শব্দ যেভাবে مقيد হয়)

একটি শব্দ বিভিন্নভাবে مقيد হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হল।[২]

১. صفة এর মাধ্যমে। যেমন: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة.(النساء:٩٢)

২. شرط এর মাধ্যমে। যেমন: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إن لم يكن لكم ولد. (النساء:١٢)

৩. حال এর মাধ্যমে। যেমন: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. (مسلم:٢٦)

---

(١) (تسهيل الحسامي) صـ٨٢(زمزم)

(٢) (الموجز في أصول الفقه) صـ١١٥ عن (الفواتح) (والتوضيح)

৪. زمان এর মাধ্যমে। যেমন: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.(البخاري:١٩٠١ و مسلم:٧٦٠)

৫. مكان এর মাধ্যমে। যেমন: ومن دخلهِ كان آمنا.(آل عمران:٩٧)

৬. عدد এর মাধ্যমে। যেমন: فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.(النور:٢)

৭. ظرف এর মাধ্যমে। যেমন: من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء:١٢)

৮. حرف এর মাধ্যমে। যেমন: الحمد لله رب العلمين. وأيديكم إلى المرافق, (المائدة:٦)

৯. الإضافة এর মাধ্যমে। যেমন: حرمت عليكم أمهاتكم. (النساء:٢٣)

التمرين على المطلق والمقيد

নিচের বাক্যগুলো থেকে مطلق ও مقيد বের করো।

(١) أحل الله البيع وحرم الربا. (البقرة : ٢٧٥)

(٢) إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . (البقرة : ٦٨)

(٣) المؤمن القوي خير وأحبُّ إلىٰ الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير

(٤) لا وصية لوارث.

(٥) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.......دما مسفوحا. (الأنعام " ١٤٥)

(٦) اليد العليا خير من اليد السفلى. البخاري : ١٤٢٩ و مسلم : ١٠٣٣)

(٧) فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. . (البقرة : ١٩٨)

(٨) ولا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.

(٩) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. (البقرة : ١٨٧)

(١٠) ثم أتموا الصيام إلى الليل. (البقرة : ١٨٧)

(١١) لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل،ولكن الفجر المستطير في الأفق. (ترمذي : ٧٠٦)

(١٢) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. (البقرة : ١٨٦)

(١٣) من كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده في النار. (بخاري : ١٠٨ ومسلم " ٢)

(١٤) من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. (ترمذى : ٣٩١)

(١٥) من تعلم علما مما يُبْتَغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. (أبوداؤد : ٣٦٦٤)

(١٦) يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. (التحريم : ٨)

(١٧) المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. (البقرة : ٢٢٨)

(١٨) لا تمش في الأرض مرحا. (الإسواء : ٣٧)

(١٩) من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. (الترغيب والترهيب ٣٤٠/٢)

أحكام المطلق والمقيد (مطلق ও مقيد এর হুকুম)

(১) المطلق يجري على إطلاقه والمقيد يجري على تقييده[১]

"শর্তমুক্ত শব্দ প্রয়োগ হবে শর্তমুক্তভাবে আর শর্তযুক্ত শব্দ প্রয়োগ হবে শর্তযুক্তভাবে।"

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (র:) (মৃত্যু: ৩৭০হি:) বলেন:

> إن كل حكم حكم الله تعالى به ونص عليه مطلقا أو مقيدا بصفة فهو محمول على ما ورد لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان منه. ولا يجري على المذكور الواجب غير المذكور مما ليس في صفته المشروطة.[٢]

> অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যত বিধান দিয়েছেন তা হয়ত শর্তমুক্ত কিংবা কোন গুনের মাধ্যমে শর্তযুক্ত করেছেন তা সেভাবেই কার্যকর হবে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কোন ধরনের সংযোজন বা বিয়োজন বৈধ নয়। আর শর্তমুক্ত বিষয়ের বিধান শর্তযুক্ত বিষয়ে প্রয়োগ হবে না।"

উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন:

(১) কসমের কাফ্‌ফারা মুমিন কিংবা কাফির যে কোন দাসের মাধ্যমে আদায় করলে আদায় হবে। কেননা, কসমের কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে দাস শব্দটি مطلق তথা নি:শর্তভাবে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: لا يؤاخذكم الله باللغو.......... أو كسوتهم أو تحرير رقبة. (المائدة:٨٩)

সুতরাং এ ক্ষেত্রে মুমিন হওয়ার শর্ত করা বৈধ হবে না।

(২) কোন নারীকে বিবাহ করার সাথে সাথে তার মা স্বামীর জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে। চাই স্ত্রীর সাথে সহবাস হোক বা না হোক। কেননা, আয়াতে

---

(١) (تنقيح الأصول مع التلويح) صـ ١١٥/١ (دار الكتب العلمية)

(٢) (الفصول في الأصول) صـ ١٨٤/١ (دار الكتب العلمية)

কারীমায় স্ত্রীদের মা তথা শ্বাশুড়ী শব্দটি مطلق তথা শর্তমুক্তভাবে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: (النساء:٢٣) وأمهات نسائكم. এতে সহবাসের কোন قيد নেই। সুতরাং এতে সহবাসের শর্ত করা বৈধ হবে না।

(৩) রমযান মাসে কেউ যদি সফর কিংবা অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে না পারে তাহলে রমযানের পর যে কোন সময় তা কাযা করতে পারবে। চাই তা ধারাবাহিকভাবে হোক কিংবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হোক। কেননা, আয়াতে কারীমায় কাযার দিনগুলো مطلق ভাবে তথা শর্তমুক্তভাবে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:(البقرة : ١٨٤) ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

সুতরাং এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার শর্ত করা বৈধ হবে না।

(৪) ইমাম আবু হানীফা (র:) [মৃত্যু: ১৫০ হি:] বলেন: কেউ যদি রোযার মাধ্যমে যিহারের কাফ্ফারা আদায় করা শুরু করে অত:পর মাঝখানে কোনদিন দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তাহলে পূর্বের রোযা বাদ হয়ে যাবে। নতুন করে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। কেননা, রোযার মাধ্যমে যিহারের কাফ্ফারা আদায়ের হুকুমটি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে হওয়ার দ্বারা مقيد।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ......فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.(المجادلة:٣-٤)

সুতরাং এক্ষেত্রে সহবাসের শর্তকে বাদ দেয়া বৈধ হবে না।

(৫) অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা (র:) বলেন: কেউ যদি অর্ধেক দাস আযাদের পর সহবাস করে ফেলে, অত:পর বাকি অর্ধেক সহবাসের পর আদায় করে তাহলেও যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা, দাসের মাধ্যমে যিহারের কাফ্ফারা আদায়ের হুকুমটি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. (المجادلة:٣-٤)

(৬) ইমাম আবু হানীফা (র:) আরো বলেন: কেউ যদি ফকির-মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে যিহারের কাফ্ফারা আদায় শুরু করে। অত:পর কিছু ফকির-মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়ানোর পর স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তাহলে তার কাফ্ফারা নষ্ট হবে না। বরং বাকি ফকির-মিসকিনদের খাবার খাওয়ালেই কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায়ের হুকুমটি مطلق ভাবে তথা শর্তহীন ভাবে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. অর্থ : সুতরাং খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায়ের হুকুমকে স্ত্রী সহবাসের পূর্বে হওয়ার শর্ত করা বৈধ হবে না।[1]

(৭) কারো আপন ছেলে যদি বিবাহ করে, তাহলে তার পুত্রবধূ চিরস্থায়ীভাবে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। চাই তার ছেলে স্ত্রী সহবাস করুক বা না করুক। কেননা,পুত্রবধু হারাম হওয়ার হুকুমটি مطلق ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:(النساء:٢٣).وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم..... সুতরাং এক্ষেত্রে সহবাসের قيد করা বৈধ হবে না।[2]

(৮) যিহারের কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে কেউ যদি দাস আদায়ে সক্ষম হয়। তাহলে রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় সহীহ হবে না। অনরূপভাবে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমেও সহীহ হবে না। একইভাবে যদি দাস আযাদে সক্ষম না হয় তবে দুই মাস রোযা রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে রোযার মাধ্যমেই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা, আয়াতে কারীমায় রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায়ের বিষয়টিকে দাস আযাদ করতে সক্ষম না হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায়ের বিষয়টিকে রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী:

---

(١) (تقويم الأدلة) صـ ١٤٧ (قديمي كتب خانه)
(٢) (أثر اللغة) صـ ٤٠٢ (دار السلام)

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودن لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا...فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. (المجادلة:٣-٤)

সুতরাং এক্ষেত্রে সক্ষমতার قيد কে বাদ দেয়া বৈধ হবে না।

التمرين على الحكم (অনুশীলনী)

পূর্বোক্ত মূলনীতির আলোকে নিম্নোক্ত নুসূস থেকে مطلق ও مقيد এর হুকুম বের কর।

١. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.(البقرة:٢٨٢)

٢. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.(مسند أحمد:٢٠٦٩٥)

٣. ....وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. (النساء:٢٣)

٤. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.(المزمل:٢٠)

٥. أحل الله البيع وحرم الربا. (البقرة:٢٧٥)

٦. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (البقرة:٢٣٤)

(٢) المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل

"مطلق শব্দ তার পূর্ণাঙ্গ সদস্যের দিকে ফিরবে"

বিশ্লেষণ: الكمال বা পূর্ণাঙ্গতা দুই ধরনের।

এক: জাত বা সত্তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা। যাকে الكمال في الذات বলে।

দুই: সিফাত বা গুণের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা। যাকে الكمال في الصفة বলে।

আলোচ্য মূলনীতিতে প্রথম প্রকার তথা الكمال في الذات উদ্দেশ্য।[১] অর্থাৎ কোন একটি শব্দ مطلق ভাবে ব্যবহৃত হলে তা তার সত্তাগতভাবে পূর্ণ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সুতরাং সত্তাগতভাবে যে সদস্যটি অপূর্ণ তথা ত্রুটিযুক্ত হবে مطلق শব্দ সে সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন

১. কসম কিংবা যিহারের কাফ্‌ফারা কেউ যদি অন্ধ বা বিকলাঙ্গ দাসের মাধ্যমে আদায় করে, তাহলে কাফ্‌ফারা আদায় হবেনা। কিন্তু যদি কাফির দাসের মাধ্যমে আদায় করে, তাহলে আদায় হবে। কেননা, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হওয়া গোলামের সত্তাগত ত্রুটি। আর কাফির হওয়া সত্তাগত ত্রুটি নয়। বরং গুণগত ত্রুটি।

২. কেউ যদি গোলাম আযাদের মান্নত করে অত:পর সে উম্মে ওয়ালাদ কিংবা মুদাব্বার গোলাম আযাদ করে তাহলে তার মান্নত আদায় হবে না। কিন্তু যদি মুকাতাব গোলাম আযাদ করে তাহলে মান্নত আদায় হবে। কেননা, উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার গোলামের মাঝে পূর্ণ দাসত্ব নেই। কিন্তু মুকাতাবের মাঝে পূর্ণ দাসত্ব রয়েছে।

৩. হারিয়ে যাওয়া মাল, সমুদ্রে ডুবে যাওয়া মাল, চুরি হয়ে যাওয়া মাল, জোরপূর্বক জবর দখল করা মাল যা উদ্ধার করার মত কোন দলীল নাই ইত্যাদির উপর যাকাত আসবে না। কেননা, এতে পূর্ণ মালিকানা নেই। আর পূর্ণ মালিকানা অর্জন হয় দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে।

এক: ملك الرقبة বা সত্তার মালিকানা তথা মূল মালিকানা স্বত্ব।

দুই: ملك اليد তথা হস্তগত মালিকানা তথা দখল মালিকানা।

---

(١) (نور الأنوار) صـ٧٩ و(أحسن الحواشي) صـ٢٦ رقم الحاشية (٩)

৪. কেউ যদি কাউকে যাকাতের মাল দিয়ে বলে, এগুলো তুমি ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু বিক্রি করতে পারবে না, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, এখানে تمليك المنفعة পাওয়া যায়। কিন্তু تمليك الذات পাওয়া যায় না। সে হিসেবে এখানে পূর্ণ মালিক বানানো পাওয়া যাচ্ছে না। আর যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার জন্য পূর্ণ মালিক বানানো শর্ত।

৫. কেউ যদি কাফন চুরি করে, তাহলে তার হাত কাটা হবেনা। কেননা, কাফন চুরির মধ্যে পূর্ণ চুরির অর্থ পাওয়া যায় না। তবে কেউ যদি পকেট মারে তাহলে হাত কাটা হবে। কেননা, এতে চুরির পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়।[১]

৬. কেউ যদি সমকামিতা করে, তাহলে তার উপর যিনার শাস্তি প্রয়োগ হবে না। কেননা, সমকামিতায় যিনার পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না।

৭. কেউ যদি জাফরানের পানি কিংবা এমন পানি দিয়ে অযু করে যার সাথে পবিত্র কিছু মিশ্রিত হয়ে তার রং, গন্ধ কিংবা স্বাদ কিংবা সবগুলো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তাহলেও অযু হয়ে যাবে। কেননা, এগুলো সত্তাগতভাবে পরিপূর্ণ পানি। কারণ পানির মূল সত্তা হল الرقة ও السيلان তথা তরলতা ও প্রবাহমানতা। সুতরাং যতক্ষণ এই দুটো জিনিস পাওয়া যাবে ততক্ষণ তা পানি বলেই গণ্য হবে। অবশ্য নাপাক জিনিস মিশ্রিত হলে এর হুকুম ভিন্ন হবে, তরলতা ও প্রবাহমানতা থাকা সত্ত্বেও। কেননা, নাপাক বস্তু দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না।

৮. কেউ যদি পাথরে কিংবা এমন মাটিতে তায়াম্মুম করে যাতে কোন ধুলো-বালি নেই, তাহলেও তায়াম্মুম সহীহ হবে।

৯. কেউ যদি বলে আমি যদি কোন ফরজ নামাজ তরক করি তাহলে এক মাস রোযা রাখবো। অত:পর সে জানাযা নামাজ তরক করল। তাহলে তার উপর রোযা আবশ্যক হবে না। কেননা, জানাযা নামাজ কামেল বা পূর্ণাঙ্গ নামাজ নয়।[২]

১০. কেউ যদি বলে আল্লাহর কসম আমি তোমার নিকট কোন কিছু বিক্রি করবোনা। অতঃপর তার নিকট ফাসেদভাবে কোন কিছু বিক্রিয় করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

---

(١) (تقويم الأدلة) صـ ١٢٨

(٢) (تقويم الأدلة) صـ١٢٨

(٣) المطلق ينصرف إلى المتعارف[১]

"المطلق শব্দ তার প্রচলিত অর্থের দিকে ফিরবে।"

বিশ্লেষণ

একটি শব্দ আভিধানিকভাবে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে অনেক সময় দেখা যায় তা সংযোজিত বা বিয়োজিত অর্থে কিংবা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় এবং তা সমাজে এমনভাবে প্রচলিত হয় যে, শব্দটি ব্যবহার করলে ঐ প্রচলিত অর্থই বোধগম্য হয়। আভিধানিক অর্থটি বোধগম্য হয় না। এমতাবস্থায় শব্দটি তার প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার হবে আভিধানিক অর্থে নয়। আর এখানে প্রচলিত অর্থ বলতে বক্তার কথা বলার সময় প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য। যাকে العرف الجاري বলে। পরবর্তীতে সৃষ্ট নতুন عرف তথা প্রচলন উদ্দেশ্য নয়। যাকে العرف الطاري বলে। আর এ জন্যই উসূলবিদগণ বলেন: العرف قاض على اللغة অর্থাৎ শব্দের প্রচলিত অর্থ তার আভিধানিক অর্থের উপর প্রাধান্য পাবে। অন্যভাবে বললে, শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্জন হবে প্রচলিত অর্থের কারণে।

এ মর্মে ইমাম আবু বকর জাস্সাস (র:)(মৃত্যু: ৩৭০ হি:) বলেন:

وقد خاطبنا الله تعالى بالمتعارف من مخاطباتنا فيما بيننا بقوله "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه" (الفصول في الأصول جـ١ صـ٢٩٧)

অন্য এক জায়গায় বলেন:

وأما بعد استقرار أمر الصلاة والصوم وسائر ألفاظ الشرع على المعاني المتعارفة المعهودة لها فإنه متى أطلق منها شيء فهو منصرف إلى ما استقرت معاني هذه الأسماء عليه [٢]

অর্থ: "নামাজ, রোযা ও সকল শরয়ি শব্দাবলী তার প্রচলিত ও নির্ধারিত অর্থে স্থির হওয়ার পর যদি এর কোন একটিকে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা এ সকল শব্দ যে অর্থে প্রচলিত ও স্থিরকৃত সে অর্থের দিকেই ফিরবে।"

---

(١) (أحكام القرآن للجصاص) ٣٩/١ (المرجع السابق) ١٠٢/١ و(كشف الأسرار علي البزدوي) ١٥٠/٢(دار الكتب العلمية) و(بدائع الصنائع) ٦٣/١ (دار الحديث)

(٢) (الفصول في الأصول) ١٨٧/١(دار الكتب العلمية)

উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন

১. কেউ যদি উৎপাদিত ফসলের নির্ধারিত অংশের বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেয় তাহলে ভাড়া চুক্তিটি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। আর যদি সাধারণভাবে ভাড়া দেয় (অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল না অন্য কোন ফসল একথা উল্লেখ না করে) কিংবা অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে ভাড়া দেয় তাহলে ভাড়া চুক্তি সহীহ হবে। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে,

نهى رسول الله صلى عن كراء الأرض.(مسلم:١٥٣٦)

অর্থ: "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিন ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন।"

আলোচ্য হাদীসে كراء الأرض তথা জমিন ভাড়া প্রদানের বিষয়টি مطلق ভাবে এসেছে। এ হিসেবে যে কোন পদ্ধতিতে ভাড়া দেয়া এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ার কথা। চাই তা উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে হোক কিংবা অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে জমিন ভাড়া দেয়ার প্রচলন ছিল মূলত উৎপাদিত ফসলের নির্ধারিত অংশের বিনিময়ে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে كراء الأرض দ্বারা কেবল বিশেষ প্রচলিত সূরতই উদ্দেশ্য হবে।

২. কুরআনুল কারীম দ্বারা যে রিবা নিষিদ্ধ হয়েছে তা মূলত ربا الدين। আর হাদীস শরীফের মাধ্যমে যে রিবা নিষিদ্ধ হয়েছে তা হল ربا الفضل । কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন: أحل الله البيع وحرم الربا.(البقرة:٢٧٥) অর্থ: আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর রিবাকে হারাম করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় الربا শব্দটি مطلق । সে হিসেবে ربا الفضل ও ربا الدين উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে রিবা প্রচলিত ছিল, তা হল ربا الدين।[1] সুতরাং আলোচ্য আয়াতে الربا দ্বারা ربا الدين ই উদ্দেশ্য। আর ربا الفضل এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে হাদীসের মধ্যে।

---

[1] (المناهج الأصولية) صـ ١٢٦

৩. কেউ যদি শুধুমাত্র দেরহাম শব্দ উল্লেখ করে লেনদেন করে তাহলে সমাজে প্রচলিত দিরহাম দিয়েই মূল্য পরিশোধ করতে হবে।[১] বর্তমানে ডলারের মাধ্যম লেনদেনের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রয়োগ হবে।

৪. কেউ যদি কসম করে বলে, আমি ডিম খাবোনা অত:পর চড়ুই পাখির ডিম খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবেনা।[২] কেননা, প্রচলনে ডিম বলতে হাঁস-মুরগীর ডিমকেই বুঝায়। বর্তমানে কোয়েল পাখির ডিমের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রয়োগ হবে।

৫. কেউ যদি সাধারণভাবে ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থাৎ নগদ না বাকি কিছুই উল্লেখ না করে তাহলে লেনদেনটি নগদ বলেই গণ্য হবে। অবশ্য কোন এলাকায় যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকি লেনদেনের বহুল প্রচলন থাকে তাহলে বাকি কথা উল্লেখ না করলেও লেনদেনটি বাকি বলে গণ্য হবে।[৩]

৬. কেউ যদি মূল্য উল্লেখ করা ছাড়াই লেনদেন করে তাহলে বাজারে প্রচলিত মূল্যই ধর্তব্য হবে।

৭. কেউ যদি বলে আমি "আহলে হাদীস" তাহলে বর্তমানে এর অর্থ হল সে নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করে না। অন্য দিকে সালাফের যুগে আহলে হাদীস বলতে মুহাদ্দিসগণকে বুঝানো হত। যারা হাদীস বর্ণনা, যাচাই বাছাই ও হাদীস সংকলনের কাজ করতেন। এদের মধ্যে অনেকেই মাযহাব প্রণেতা আবার অনেকে নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

---

(١) (تقويم الأدلة) صـ ١٢٧
(٢) (تقويم الأدلة) صـ ١٢٧
(٣) (درر الحكام) ٥١/١

بحث تقييد المطلق (المطلق কে المقيد করার আলোচনা)

যে কোন শব্দের আসল হলো المطلق হওয়া। বিনা দলীলে مطلق কে مقيد করা জায়েয নয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত কোন قيد না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত مطلق কে مطلق অর্থেই ধরতে হবে।

নিম্নে تقييد এর পরিচয়, শর্ত تقييد ও تخصيص এর মধ্যে পার্থক্য এবং যে সকল দলীলের মাধ্যমে تقييد করা যায় তা স্ববিস্তারে আলোচনা করা হল।

পরিচয়

تقييد শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বন্দি করা, আবদ্ধ করা, কয়েদ করা। যে কোন বিষয়কে قيد এর মাধ্যমে শর্তযুক্ত করলে তাকে تقييد বলে।

تقييد ও تخصيص এর মধ্যে পার্থক্য[1]

تخصيص	تقييد
(১) تخصيص হলো العام শব্দ আভিধানিকভাবে যে অর্থকে ধারণ করে, তার মধ্যে সংকোচন করা এবং এ কথা বর্ণনা করা যে, العام শব্দ শুরু থেকেই এই সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেনি।	تقييد হলো المطلق শব্দ যে বিষয়ে চুপ, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। এবং একথা বর্ণনা করা যে المطلق শব্দ শুরু থেকেই শর্তযুক্ত ছিল।
(২) تخصيص এরপর العام এর অবশিষ্ট সদস্যের উপর আমল করা যায়।	تقييد এর পর المطلق এর উপর আমল করা যায় না।
(৩) تخصيص এর জন্য مخصص টি স্বতন্ত্র অর্থপূর্ণ বাক্য হতে হয়।	تقييد এর জন্য এটি শর্ত নয়, বরং مفرد শব্দের মাধ্যমেও تقييد হতে পারে।
(৪) تخصيص এর পর العام যন্নি হয়ে যায়।	تقييد এর পর المطلق এর আমল বাতিল হয়ে যায়।

(١) (المناهج الأصولية) صـ٤٤٧

شرائط التقييد (تقييد এর শর্তসমূহ)

১. উভয় দলীল সমশক্তি সম্পন্ন হতে হবে।

২. অবতরণের সময় এক হতে হবে কিংবা জানা থাকতে পারবেনা। কেননা, অবতরণের সময় ভিন্ন হলে তা نسخ বলে গণ্য হবে।

৩. উভয় নসের ইল্লত ও হুকুম এক হতে হবে।

৪. تقييد হবে হুকুমের মধ্যে ইল্লতের মধ্যে নয়।

৫. مقيد নস দিয়ে مطلق নসকে مقيد করা ছাড়া উভয়ের মধ্যে সমতা বিধানের কোন পথ না থাকা।

৬. কয়েদের সাথে এমন কোন কিছু উল্লেখ না থাকা যা থেকে বুঝা যায় যে কয়েদটি এ কারণেই এসেছে।

৭. এমন কোন দলীল না থাকা যা تقييد এর প্রতিবন্ধক।[১]

المقيدات বা যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে تقييد করা হয়

١. بالنص

٢. بالإجماع

٣. بالعلة

٤. بدلالة الحال

٥. بالقياس

---

(١) (أثر اللغة في اختلاف المجتهدين) صـ ٤١١ (دار السلام)

تقييدالمطلق بالنص

একটি নসের মধ্যে কোন একটি হুকুম যদি مطلق ভাবে বর্ণিত হয় আবার অন্য নসে مقيد ভাবে বর্ণিত হয়, তাহলে এর অনেকগুলো অবস্থা ও সূরত হতে পারে। নিচে প্রত্যেকটি অবস্থা ও তার সূরতগুলো হুকুমসহ উল্লেখ করা হল:

১ম অবস্থা

উভয় নস সমশক্তি সম্পন্ন ও অবতরণের সময় এক কিংবা জানা নেই। এর চারটি অবস্থা হতে পারে।

ক: ইল্লত ও হুকুম এক এবং إطلاق ও تقييد হুকুমের মধ্যে।

হুকুম: এই অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে مطلق কেمقيد এর অর্থে ধরা হবে।[1] একে উসূলবিদদের পরিভাষায় حمل المطلق على المقيد বলে।

এই মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন

(১) কেউ যদি স্বেচ্ছায় রমযানে দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তাহলে কাফ্ফারা হিসেবে ধারাবাহিক দুইমাস রোযা রাখা আবশ্যক। যদি ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় তাহলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। বরং ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে তারপর থেকে নতুনভাবে রোযা শুরু করতে হবে। কেননা, হাদীস শরীফে এক বর্ণনায় এসেছে, এক গ্রাম্য সাহাবী দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিষয়টি অবহিত করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন:صم شهرين : অর্থ: দুই মাস রোযা রাখ।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে صم شهرين متتابعين : অর্থ ধারাহিক দুই মাস রোযা রাখ। উভয় হাদীসের ইল্লত ও হুকুম এক, বর্ণনার সময় জানা নেই এবং إطلاق ও تقييد এসেছে হুকুমের মধ্যে। সুতরাং এক্ষেত্রে مطلق কে مقيد এর অর্থে ধরা আবশ্যক।[2]

---

(١) (كشف الأسرارعلي البزدوي) ٤١٨/٢ (شرح المنار) ١٠٣٦/٢
(٢) (كشف الأسرار على البزدوي) ٤٢١/٢

(২) কোন মহিলা তিন তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বসলেই পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হবে না। বরং ২য় স্বামীর সাথে সহবাস হওয়া শর্ত এবং সহবাসের পর তালাক দিতে হবে এবং ইদ্দতও পালন করতে হবে। অন্যথায় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবেনা। কেননা, কুরআনুল কারিমে শুধু বিবাহের মাধ্যমে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার বর্ণনা থাকলেও খবরে মাশহুর হাদীসে অবশিষ্ট বিষয়গুলোর শর্ত পাওয়া যায়। যেমন: হযরত রিফাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟......لا! حتى تذوقي من عسيلته و يذوق هو من عسيلتك (بخاري:٢٦٣٩ و مسلم:١٤٣٣)

খ: ইল্লত ও হুকুম এক এবং إطلاق ও تقييد ইল্লতের মধ্যে।

হুকুম: হানাফি উসূলবিদদের নিকট এই অবস্থায় مطلق কে مقيد এর অর্থে ধরা যাবেনা। বরং প্রত্যেক নস আপন অবস্থায় থাকবে। কেননা, একই হুকুমের একাধিক ইল্লত থাকতে পারে। কিন্তু একই ইল্লতের হুকুম একাধিক হতে পারে না। আল্লামা আব্দুল আজীজ বুখারি (র:) বলেন:

إنما لا يحمل المطلق على المقيد عندنا إذا وجد القيد والإطلاق في سبب الحكم.......فأما إذا وردا في شيء واحد من حكم السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد, وهذا لأن الحكم الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا ومقيدا[١]

অন্য এক জায়গায় বলেন:

وأما إذا كان من باب الأسباب والشروط فإنه لا يحمل المطلق على المقيد ولكن يعمل بهما لعدم التنافي[٢]

ইমাম নাসাফি (র:) বলেন:

لا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة إلا أن يكونا في حكم واحد

(١) (المرجع السابق) ٢/٢

(٢) (المنار مع شرحه) ١٠٣٥/٢-١٠٣٦وايضا (فتح الغفار) صـ ٣٧٤ و(التحرير مع التيسير) ٣٧١/١

এই মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন

১. অধীনস্থ গোলাম মুসলিম-অমুসলিম সকলের সদকাতুল ফিতির আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, হাদীস শরীফে এক বর্ণনায় এসেছে: أدوا عن كل حر وعبد.(أبو داود:١٦٦٠)

আবার অপর এক বর্ণনায় এসেছে: أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين.

উভয় নস সমশক্তি সম্পন্ন যেহেতু উভয়টি খবরুল ওয়াহিদ। আবার অবতরণের সময় জানা নেই। এবং ইল্লত ও হুকুম এক। কিন্তু إطلاق ও تقييد এসেছে ইল্লতের মধ্যে। সুতরাং প্রত্যেক নসকে আপন অবস্থায় রাখা আবশ্যক। তাই গোলাম মুসলমান হোক কিংবা কাফির হোক সদকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক।[১]

অবশ্য এই সূরতে مطلق কে مقيد করার যদি ভিন্ন কোন নস থাকে তাহলে مطلق কে مقيد করা যাবে। এ জন্য হানাফি ফকীহগণ বলেন: سائمة তথা মুক্তভাবে বিচরণশীল পশুর উপরই যাকাত আসবে গৃহপালিত পশুর উপর যাকাত আসবে না। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এক বর্ণনায় এসেছে: في خمس من الإبل زكاة.(نصب الراية:٣٦٢\٢) " প্রতি পাঁচ উটে যাকাত আবশ্যক"।

আবার অপর এক বর্ণনায় এসেছে: في خمس من الإبل السائمة زكاة.(دارقطني: ١٩٨٣) : মুক্তভাবে বিচরণশীল প্রতি পাঁচ উটে যাকাত আবশ্যক হবে। উভয় নস সমশক্তি সম্পন্ন এবং ইল্লত ও হুকুম এক, এবং إطلاق ও تقييد এসেছে ইল্লতের মধ্যে। সে হিসেবে مطلق কে مقيد এর অর্থে ধরা বৈধ হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে: ليس في العوامل والحوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة. (نصب الراية:٣٦٠\٢)

মূলত এই নসের মাধ্যমে পূর্বের مطلق নসকে مقيد করা হয়েছে।[২] অনুরূপভাবে হানাফি ফকীহগণ বলেন: ফাসেকের স্বাক্ষী প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. (البقرة:٢٨٢)

---

(١) (أصول البزدوي مع الكشف) ٤٢٩/٢ (دار الكتب العلمية)

(٢) (كشف الأسرار) ٤٢٧/٢ و(شرح المنار) ١٠٤٤/٢ و(أصول الجصاص) ١٧٦/١-١٧٧

অর্থ : "তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে দুই জনের সাক্ষ্য গ্রহণ কর।" সে হিসেবে যে কোন দুইজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। সাক্ষীগণ চাই ফাসেক হোক কিংবা আদেল হোক।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন: (الطلاق:٢) واشهدوا ذوي عدل منكم. অর্থ: তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন আদেল সাক্ষী রাখ। প্রথম আয়াতে কারীমায় সাক্ষীদেরকে مطلق রাখা হয়েছে। আর ২য় আয়াতে কারীমায় সাক্ষীদেরকে আদেল হওয়ার قيد দেয়া হয়েছে। উভয় আয়াতের ইল্লত ও হুকুম এক এবং অবতরণের সময় জানা নেই। কিন্তু إطلاق ও تقييد এসেছে ইল্লতের মধ্যে। সে হিসেবে প্রত্যেক নস আপন অবস্থায় রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ সাক্ষী আদেল হোক বা ফাসেক হোক সকলের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। অথচ হানাফি ফকীহগণ বলেন ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ হল অপর এক আয়াতে এসেছে.

يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبإ فتبينوا. (الحجرات : ٦)

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ কোন ফাসেক যদি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তা যাচাই কর।" মূলত ফকীহগণ এই আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের مطلق নসকে مقيد করেছেন।[1]

গ: ইল্লত ও হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

ঘ: ইল্লত এক হুকুম ভিন্ন।

ঙ: ইল্লত ভিন্ন হুকুম এক।

হুকুম: হানাফি উসূলবিদদের নিকট উপরিউক্ত তিন সূরতে مطلق কে مقيد এর অর্থে ধরা জায়েয নয়। বরং প্রত্যেক নস আপন অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ مطلق কে مطلق অবস্থায় এবং مقيد কে مقيد অবস্থায় রাখা আবশ্যক।[(২)]

---

(١) (شرح المنار) ١٠٤٥/٢

(٢) (كشف الأسرار علي البزدوي) ٤١٨/٢ و(تقويم الأدلة) صـ ١٤٧

এই মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন

১. কেউ যদি ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করে তাহলে মুমিন গোলাম আযাদ করা আবশ্যক। কাফির গোলাম আযাদ করলে কাফ্ফারা আদায় হবেনা। কেননা, এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة.(النساء:٩٢) অর্থ : "যে কেউ ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করল তার উপর একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা আবশ্যক।"

এই আয়াতে رقبة শব্দটি مقيد। আবার এক আয়াতে যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলেন:

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (المجادلة : ٣)

অর্থ: যারা স্বীয় স্ত্রীর সাথে যিহার করবে অত:পর তা ভঙ্গ করবে তাহলে তার উপর আবশ্যক হল একজন গোলাম আযাদ করা। এই আয়াতে কারীমায় رقبة শব্দটি مطلق এবং উভয় আয়াতের ইল্লত ভিন্ন। কেননা, প্রথম আয়াতের ইল্লত হলো ভুলবশত হত্যাকাণ্ড আর দ্বিতীয় আয়াতের ইল্লত হল যিহার। সুতরাং এক্ষেত্রে مطلق নসকে مقيد এর অর্থে ধরা জায়েয হবেনা।

নিম্নে বর্ণিত নসসমূহের ক্ষেত্রে একই কথা।

١. يأيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.(المائدة:٦)

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. (المائدة:٣٨)

٢. يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة........ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من االغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. (المائدة:٦)

২য় অবস্থাঃ উভয় নস সমশক্তি সম্পন্ন কিন্তু অবতরণের সময় ভিন্ন ভিন্ন।

কঃ ইল্লত ও হুকুম এক এবং إطلاق ও تقييد হুকুমের মধ্যে

হুকুমঃ হানাফি উসূলবিদদের নিকট এই অবস্থায় পরের নসটি পূর্বের নসের مطلق কে نسخ তথা রহিত করবে।[১]

এই মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেনঃ রব্বুল মাল (পুঁজি বিনিয়োগকারী) যদি মুদারিবকে (ব্যবসা পরিচালনাকারীকে) নিঃশর্তভাবে পুঁজি দিয়ে থাকে তাহলে মুদারিব যে কোন এলাকায় যে কোন পণ্যের ব্যবসা করতে পারবে। অতঃপর কিছুদিন পর রব্বুল মাল যদি নির্দিষ্ট কোন এলাকায় নির্দিষ্ট কোন পণ্যের ব্যবসা করতে বলে তাহলে মুদারিব ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট পণ্য ছাড়া অন্য এলাকায় ও অন্য পণ্যের ব্যবসা করতে পারবে না। কেননা, পূর্বের مطلق মুদারাবা পরবর্তী শর্তের কারণে منسوخ হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় ফুকাহায়ে কেরাম এই ধরনের نسخ কে تقييد বলেই উল্লেখ করে থাকেন।

বিঃ দ্রঃ تقييد ও نسخ এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। যেমনিভাবে تخصيص ও نسخ এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে تخصيص ও نسخ এর মধ্যে পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

খঃ ইল্লত ও হুকুম এক এবং إطلاق ও تقييد ইল্লতের মধ্যে।

গঃ ইল্লত ও হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

ঘঃ ইল্লত এক হুকুম ভিন্ন।

ঙঃ হুকুম এক ইল্লত ভিন্ন।

হুকুমঃ এর হুকুম পূর্বের হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক নস তার আপন অবস্থায় থাকবে।

৩য় অবস্থাঃ উভয় নস সমশক্তি সম্পন্ন নয় এবং অবতরণের সময় এক কিংবা জানা নেই।

---

(١) (فواتح الرحموت) ٣٨٣/١ (قديمي كتب خانه).(فتح الغفار) صـ ٢٤٤ (التحرير مع التيسير) ٣٧٣/١

হুকুম: হানাফি উসূলবিদদের নিকট এই অবস্থায় مطلق কে مقيد এর অর্থে ধরা হবে না। বরং উভয় নসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যদি সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হয় তাহলে তুলনামূলক দুর্বল নসটি معلول বা شاذ বলে গণ্য হবে। সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ হলো শক্তিশালী নস দিয়ে যে স্তরের বিধান প্রমাণিত হবে তুলনামূলক দুর্বল নস দিয়ে সে স্তরের বিধান সাব্যস্ত করা যাবেনা বরং তার নীচের স্তরের বিধান সাব্যস্ত করতে হবে।

হুকুমের ব্যাখ্যা

হানাফি মাযহাবের এই মূলনীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও খুবই ব্যাপক। বহু উসূলী কাওয়ায়েদের মধ্যে এর প্রভাব রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই العموم, الخصوص ও الإطلاق – التقييد এর উসূলগুলো তৈরী হয়েছে। এবং হানাফি মাযহাবের সমস্ত ইমামগণ এব্যাপারে একমত। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে তাওয়াতুরের সাথে এই মূলনীতিটি বর্ণিত। তাছাড়া হানাফি মাযহাবের উসূলে হাদীসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যার মাধ্যমে হাদীস যাচাই বাছাই করা হয়। এই মূলনীতির কারণে বহু ফুরুয়ী মাসায়েলের মধ্যে হানাফি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের (বিশেষ করে শাফেয়ি মাযহাবের) মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এমনকি হানাফি মাযহাবের উপর যত আপত্তি তার বেশিরভাগই এই মূলনীতির কারণে সৃষ্ট। তাই এই আসল তথা মূলনীতিটি দলীল ও যুক্তির আলোকে আয়ত্ব করা খুবই জরুরি। এর জন্য বিশেষ করে দুটি কিতাব দেখা যেতে পারে।

এক. الفصول في الأصول যা হানাফি মাযহাবের উসূলুল ফিকহের মুদ্রিত সবচেয়ে প্রাচীনতম কিতাব। এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বহুবার এই মূলনীতিটি বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশেষ করে تخصيص القرآن بخبر الواحد এই বহছটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় কিতাবটি হল, " دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية" এই কিতাবের লেখক হানাফি মাযহাবের প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বহু কিতাব মন্থন করে এই কিতাবে বহু মণিমুক্তা জমা করে হানাফি মাযহাবের

অনুসারীদের উপর অপ্রতিদানযোগ্য ইহসান করেছেন। আল্লাহ পাক লেখককে তার শান অনুযায়ী প্রতিদান দান করুন। আমিন। তবে বিশেষ করে এই কিতাবের ২৮৯ পৃ: থেকে ৩১১ পৃ: পর্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এ মর্মে ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (র:) বলেন:

كل ما ثبت من طريق يوجب العلم فغير جائز تركه بما لا يوجب العلم , وهو أصل صحيح تستمر عليه مسائلهم.[١]

একই মর্মে অন্য এক স্থানে বলেন:

ولا يقبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصا أو منسوخا حتى يجيى ذلك مجيئا ظاهرا يعرفه الناس ويعملون به. فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول. لأن مثلها لا يكون وهما. وأما إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام أو كان ينقص سنة مجمعا عليها أو يخالف شيئا من ظاهر القرآن حمل معناه على أحسن وجوهه أو أشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فإن لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ.[٢]

একই মর্মে ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (র:) বলেন:

الكتاب ثابت بيقين فلا يترك بما فيه شبهة ويستوي في ذلك الخاص والعام حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا , ولا يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ بخبر الواحد وإن كان نصا.[٣]

উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন

ক. অযুতে কেবল তিন অঙ্গ ধৌত করা ও এক অঙ্গ মাসেহ করা ফরজ। নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ পড়া, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা ফরজ নয়। কেননা, উপরিউক্ত বিষয়গুলো খবরে ওয়াহিদ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত,

---

(١) الفصول فى الأصول ٨١/١

(٢) (الفصول في الأصول ٧٨/١-٧٥)

(٣) (أصول البزدوي) صـ ١٧٣

যা হলো ظني। অপরদিকে তিন অঙ্গ ধৌত করা ও এক অঙ্গ মাসেহ করা কিতাবুল্লাহের মাধ্যমে প্রমাণিত যা হল قطعي। সুতরাং قطعي দলীলকে ظني দলীলের মাধ্যমে مقيد করা বৈধ নয়। বরং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। সে হিসেবে কিতাবুল্লাহের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলো হবে ফরজ আর খবরে ওয়াহিদ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলো হবে সুন্নাত।[١]

নিচের নসসমূহে একই মূলনীতি প্রয়োগ হবে।

١. الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.(النور :٢)

الحديث: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام.(مسلم : ١٦٩٠)

٢. الآية: وليطوفوا بالبيت العتيق. (الحج: ٢٩)

الحديث: الطواف بالبيت صلاة.(ترمذي:٩٦٠)

٣. الآية: اركعوا واسجدوا.(الحج: ٧٧)

الحديث: قم فصل فإنك لم تصل.(ترمذي : ٣٠٢)

٤. الآية: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. (المزمل: ٢٠)

الحديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. (البخاري:٧٥٦)

٥. الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .(النساء: ٢٣)

الحديث:لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان.

(الصحيح لابن حبان: ٤٢٢٦)

বি: দ্র; অবশ্য কোন খবরে ওয়াহিদের ক্ষেত্রে যদি تلقي السلف পাওয়া যায় তাহলে তার মাধ্যমে مطلق কে مقيد করা যায়।[٢] অনুরূপভাবে কিতাবুল্লাহের عام কে تخصيص করা যায় এবং কিতাবুল্লাহের উপর বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ এ ধরনের খবরে ওয়াহিদ قطعية এর মর্যাদা লাভ করে। আর قطعي দলীলের মাধ্যমে যা কিছু

---

(١) (نور الأنوار) صـ (أصول الشاشي) صـ
(٢) (الفصول في الأصول) صـ (أحكام القرآن للجصاص) ١٧٤/١

করা যায় এর মাধ্যমেও তা করা যায়। এমনকি সনদের বিবেচনায় ضعيف হাদীসের ক্ষেত্রেও যদি تلقي পাওয়া যায়, তাহলে তা قطعية এর মর্যাদা লাভ করে।

খ: ইল্লত ও হুকুম এক। إطلاق ও تقييد এসেছে ইল্লতের মধ্যে।

গ: ইল্লত ও হুকুম ভিন্ন।

ঘ: ইল্লত এক হুকুম ভিন্ন।

ঙ: হুকুম এক ইল্লত ভিন্ন।

হুকুম: এর হুকুম পূর্বের ন্যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক নস আপন অবস্থায় থাকবে।

৪র্থ অবস্থা: উভয় নস সমশক্তি সম্পন্ন নয় এবং অবতরণের সময় ও ভিন্ন ভিন্ন।

ক: ইল্লত ও হুকুম এক এবং إطلاق ও تقييد এসেছে হুকুমের মধ্যে।

হুকুম: দুর্বল নসটি আগে হলে তা منسوخ হয়ে যাবে। আর যদি দুর্বল নস পরে হয়, তাহলে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। আর সম্ভব না হলে তুলনামূলক দুর্বল নসটি মালুল বা শায বলে গণ্য হবে।

খ. ইল্লত ও হুকুম এক এবং إطلاق ও تقييد এসেছে ইল্লতের মধ্যে।

গ. ইল্লত ও হুকুম ভিন্ন।

ঘ. ইল্লত এক হুকুম ভিন্ন।

ঙ. হুকুম এক ইল্লত ভিন্ন।

হুকুম: উপরিউক্ত চার সূরতের হুকুম পূর্বের ন্যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক নস আপন অবস্থায় থাকবে।

تقييد المطلق بالإجماع

الإجماع এর মাধ্যমেও কিতাবুল্লাহের مطلق কে مقيد করা যায়। কেননা, কিতাবুল্লাহের ন্যায় الإجماع ও قطعي। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما আলোচ্য আয়াতে কারীমায় مطلق ভাবে হাত কাটার হুকুম দেয়া হয়েছে, ডান হাত না বাম হাত তা নির্ধারণ করা হয়নি। সে হিসেবে ডান কিংবা বাম যে কোন হাত কাটার দ্বারা হুকুম পালন হওয়ার কথা। কিন্তু ইজমার মাধ্যমে ডান হাত নির্ধারিত হয়েছে।[১] সুতরাং বাম হাত কাটা জায়েয হবেনা।

تقييد المطلق بالعلة

কখনো এমন হয় যে, একটি শব্দ আভিধানিকভাবে সকল গুণাবলীর সদস্যকে শামিল করে। কিন্তু ঐ শব্দ দিয়ে যে হুকুম দেয়া হয়েছে علة যুক্ত হবার কারণে হুকুমটি علة কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি শব্দ শাব্দিকভাবে مطلق হলেও علة এর কারণে مقيد হয়ে যায়। যেমন: হাদীস শরীফে এসেছে:

أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.

(مسلم: ١٥١٧)

অর্থ: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পণ্য বাজারে পৌঁছার পূর্বে রাস্তা থেকে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"

আলোচ্য হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাজারে আসার পূর্বেই রাস্তা থেকে পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা مطلق হওয়ার কারণে সকল সূরতই এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ার কথা, চাই শহরবাসী খাদ্য সংকটে থাক বা না থাক এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে ধোকা দেক বা না দেক। কিন্তু হানাফি ফকীহগণ বলেন হাদীসের এই নিষেধাজ্ঞাটি معلول بالعلة অর্থাৎ কারণযুক্ত[২] এবং এই কারণটি পাওয়া গেলেই নিষেধাজ্ঞার হুকুমটি বর্তাবে অন্যথায় নয়। আর তা হল, শহরবাসী খাদ্য সংকটে থাকা কিংবা ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্যের

---

(١) (بدائع الصنائع) ٤٠/٦

(٢) (تكملة فتح الملهم) صـ انظر لحل الأحاديث (تكملة فتح الملهم) صـ

ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া। সুতরাং এই علة এর কারণে হাদীসের مطلق হুকুমটি مقيد হয়ে গেল।

নিম্নে একই শ্রেণির আরো কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

١. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.(ابن ماجه : ٢٢٢٨).

٢. قال رسول الله ﷺ: لا تناجشوا.(أبو داود: ٣٤٣٨)

٣. نهى رسول الله ﷺ عن الاحتكار.(..........)

٤. أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد.(بخاري:٢١٦٠)

٥. قال رسول الله ﷺ : لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن ......(مسلم: ١٥٩١)

تقييد المطلق بدلالة الحال

কখনো কখনো স্থান, কাল বা ব্যক্তির অবস্থার প্রেক্ষিতে مطلق শব্দ مقيد হয়ে যায়। যেমন: কেউ খেতে বসে খাদেমকে বলল মাছ আনতে। মাছ শব্দটি مطلق হওয়ার কারণে যেকোন ধরনের মাছকে শামিল করে চাই তা কাঁচা মাছ হোক কিংবা রান্না করা মাছ হোক। কিন্তু ব্যক্তির অবস্থা (খেতে বসা) مطلق মাছকে مقيد করে ফেলেছে। সুতরাং এখন রান্না করা মাছই আনতে হবে কাঁচা মাছ আনা যাবেনা। এই মূলনীতির আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন: কাউকে সাধারণভাবে অর্থাৎ মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ না করে যদি উকিল নিয়োগ করে কোন কিছু ক্রয়ের জন্য তাহলে তার জন্য বস্তুটি তার সমমূল্যে কিংবা কিছু বেশি মূল্যে ক্রয়ের অনুমতি আছে। কিন্তু অতিরিক্ত বেশি মূল্যে ক্রয়ের অনুমতি নেই।

تقييد المطلق بالقياس

এর হুকুম খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে مطلق কে مقيد করার হুকুমের মতই। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, খবরে ওয়াহিদের কোন مطلق কে ও قياس এর মাধ্যমে مقيد করা জায়েয নয়। বরং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হলে সামঞ্জস্য করতে হবে। অন্যথায় قياس বর্জিত হবে।

بحث إطلاق المقيد

দলীল ছাড়া যেমনিভাবে مطلق কে مقيد করা জায়েয নয় অনুরূপভাবে দলীল ছাড়া مقيد কে ও مطلق করা জায়েয নয়।

যে সকল কারণে مقيد কে مطلق করা যায় তা নিচে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হল:

১. **إن كان القيد اتفاقيا لا احترازيا (কয়েদটি যদি শর্তযুক্ত করার জন্য নয় বরং অবস্থার কারণে আসে):** যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وربائبكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.(النساء : ٢٣)

"আর তোমাদের জন্য হারাম করা হল তোমাদের রবিবা (সৎ মেয়ে) যারা তোমাদের বাড়িতে রয়েছে, তোমাদের ঐ সকল স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমাদের সহবাস হয়েছে।"

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় রবিবার সাথে اللاتي في حجوركم বলে যে কয়েদ আনা হয়েছে, তা মূলত শর্তযুক্ত করার জন্য নয়, বরং সাধারণ অবস্থা বর্ণনার জন্য, অর্থাৎ সাধারণত ঐ সকল মেয়েরা তোমাদের ঘরেই বসবাস করে। সুতরাং তোমাদের ঘরে বসবাস না করলেও তারা হারাম হবে। এর দলীল হল আয়াতের পরবর্তী অংশ। যেখানে বলা হয়েছে, فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 'আর যদি তোমরা তাদের সাথে (অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে) সহবাস না করে থাক তাহলে কোন সমস্যা নেই।' অর্থাৎ এই আয়াতে রবিবা হালাল হওয়ার জন্য শুধুমাত্র স্ত্রীদের সাথে সহবাস না হওয়ার কয়েদ করা হয়েছে। ঘরে না থাকার কয়েদ করা হয়নি। সুতরাং বুঝা গেল ঘরে বসবাস না করলেও রবিবা হারাম হবে যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা হয়।

২. **إذا خرج القيد مخرجا للغالب (কয়েদটি যদি প্রচলনের কারণে আসে) :** যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (البقرة : ٢٨٣)

"যদি তোমরা সফরে থাক আর কোন লেখক না পাও তাহলে হস্তগত বন্ধক রাখ।"

আলোচ্য আয়াতে বন্ধকের হুকুমটি এসেছে সফররত অবস্থায়। অথচ সফরে না থাকলেও একই হুকুম প্রয়োগ হবে। সফরের কয়েদটি এসেছে প্রচলনের কারণে, বাদ দেয়ার জন্য নয়। অর্থাৎ সাধারণত সফরের সময়ই লেখক পাওয়া না গেলে বন্ধকের বিষয়টি হয়ে থাকে। এজন্য ইবনে হাজার (র:) বলেন:

وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب[১]

৩. **إذا كان القيد للتشنيع والتوبيخ (কয়েদটি যখন ভর্ৎসনা কিংবা নিন্দা ও তিরস্কারের জন্য আসে):** যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة (آل عمران: ١٣٠)

অর্থ: "তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়োনা।"

এখানে চক্রবৃদ্ধি কয়েদটি নিন্দার জন্য এসেছে কয়েদের জন্য নয়। সুতরাং চক্রবৃদ্ধিহারে না হলেও সুদ হারাম। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (الإسراء :٣١)

অর্থাৎ: "দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তাদের হত্যা করোনা।"

আলোচ্য আয়াতে "দারিদ্রতার ভয়" শব্দটি কয়েদের জন্য নয় বরং নিন্দার জন্য এসেছে। সুতরাং দারিদ্রতার ভয় ছাড়াও যদি সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়, তাহলেও তা হারাম হবে।[২]

---

(١) (فتح الباري) ١٧٤/٥

(٢) (الفصول في الأصول) ١٥٧/١ (دار الكتب العلمية)

التمرين العام الفقهي على الإطلاق والتقييد

(ফুকাহায়ে কেরাম إطلاق ও تقييد এর মাধ্যমে যেভাবে ইসতিদলাল করেন তার কিছু নমূনা)

(١) غير جائز حمل الخبر الذي فيه التخيير مطلقا على الخبر المذكور فيه فاتحة الكتاب على ما ادعيت لإمكان استعمالهما من غير تخصيص، بل الواجب أن نقول: التخيير المذكور في الخبر المطلق حكمه ثابت في الخبر المقيد بذكر فاتحة الكتاب .فيكون التخيير عاما في فاتحة الكتاب وغيرها(أحكام القرآن للجصاص(صـ ٢٨/١)

(٢) كلفظ الطاعة نفسها جاز أن يراد بها جميع الطاعات على اختلافها إذا ورد الأمر بها مطلقا نحو قوله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول"(المرجع السابق صـ ١٣١/١)

(٣) وقد روي في حديث ابن عمر عن النبي ﷺ إطلاق الانتفاع من غير تخصيص منه لوجه دون وجه (المرجع السابق صـ ١٦٦/١)

(٤) و"الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع". والدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها وصوفها , وذلك يقتضي إباحة الجميع من الميتة والحي. وقال تعالى : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين" فعم الجميع بالإباحة من غير فصل بين المذكّى منه وبين الميتة.[١] بل فيها الإباحة على الإطلاق -فاقتضى ذلك إباحة الانتفاع بها بما عليها من الشعر الصوف

(٥) وأفاد أن من نوى بصيامه تطوعا أجزأه لورود الأمر مطلقا بفعل الصوم غير مخصوص بصفة ولا مقيد بشرط. فاقتصر جوازه على أي وجه صامه (المرجع السابق صـ ٢٧٨/١)

(٦) وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق (شرح مختصر الطحاوي صـ ٢٢٦/١)

---

(١) (المرجع السابق) (١٧١/١)

التقسيم الثالث : تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال
তৃতীয় ভাগ : ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের প্রকার

উসূলবিদগণ আরবি শব্দাবলীকে গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন কয়েক প্রকারে ভাগ করেছেন, একইভাবে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কয়েক প্রকারে ভাগ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদগণ ৪ প্রকারে ভাগ করেছেন। আবার কোন কোন উসূলবিদ আরবি শব্দাবলীকে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৬ প্রকারে ভাগ করেছেন।
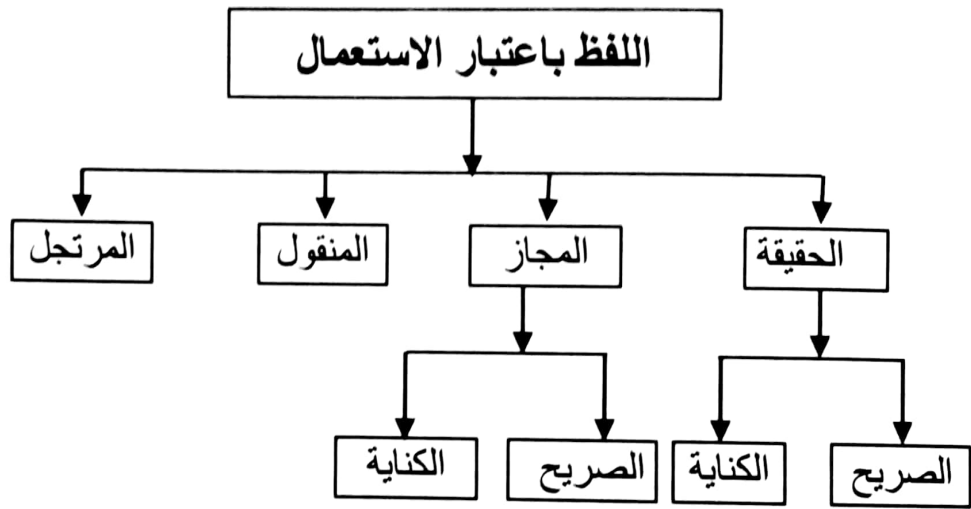
নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয়, হুকুম ও হুকুমের প্রায়োগিক রূপ উল্লেখ করা হল।

الحقيقة : প্রকৃত শব্দ / প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত শব্দ

الحقيقة এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

الحقيقة শব্দটি الحق মাসদার বা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত اسم فاعل এর ছীগাহ বা শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল: সত্য, বাস্তব, স্বরূপ, সাব্যস্ত, প্রকৃত ইত্যাদি।[১] এখানে শব্দটি যেহেতু তার মূল তথা গঠনগত অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে তাই একে الحقيقة বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

দরসে নেযামীর উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ পাঠ্য কিতাব "أصول الشاشي" তে الحقيقة এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে:

كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له[٢]

> " প্রত্যেক এমন শব্দ যাকে ভাষা প্রণেতা কোন বিষয়ের জন্য গঠন করেছেন তাকে ঐ বিষয়ের হাকীকত বলে।"

ইমাম হাফিযুদ্দীন নাসাফি (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ উসূলে ফিকহের সংক্ষিপ্ত কিতাব "المنار" এ الحقيقة এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:

أما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له [٣]

> " হাকীকত প্রত্যেক এমন শব্দের নাম যার মাধ্যমে শব্দের গঠনগত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়।"

সদরুশ শরীয়া (রহ.) "التنقيح" তে الحقيقة এর সংজ্ঞা দেন এভাবে:

إن استعمل فيما وضع له فاللفظ حقيقة[١]

---

(١) (فتح الغفار) صـ ١٤٤

(٢) (أصول الشاشي) ٢٠٩\١ دار ابن حزم

(٣) (المنار مع نور الأنوار) ٩٤ المكتبة الإسلامية

" শব্দ যদি তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে উক্ত শব্দকে الحقيقة বলে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর মাঝে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও একটি মৌলিক বিষয়ে সবগুলো এক ও অভিন্ন। তা হল, শব্দের মূল বা গঠনগত অর্থই শব্দের হাকীকি অর্থ। এবং শব্দটি যখন ঐ অর্থে ব্যবহৃত হবে তখন তাকে حقيقة বলা হবে। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, অনেক উসূলবিদগণ বলেন: কোন শব্দ যদি গঠন হওয়ার পর ব্যবহার না হয় তাহলে তাকে حقيقة বা مجاز কিছুই বলা যাবে না। যেমনিভাবে اسم متمكن কে ব্যবহারের পূর্বে معرب বা مبني কোন গুণেই গুণান্বিত করা যায় না। কেননা, শব্দকে এই সকল নামে তখনই নামকরণ করা হয় যখন শব্দটি ব্যবহার হয়। বিষয়টি খুবই তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক। কিন্তু বাস্তব সম্মত নয়। কেননা, এমন কোন শব্দ নেই যা গঠন হয়েছে অথচ ব্যবহার হয়নি। এজন্যই অনেক উসূলবিদগণ হাকীকতের সংজ্ঞায় এই বিষয়টি উল্লেখ করেননি। সংজ্ঞার মধ্যে "لفظ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে এ ধারণা হয় যে, حقيقة শুধু শব্দেরই প্রকার। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। বরং তা শব্দ এবং বাক্য উভয়ের প্রকার।[২]

প্রকার

واضع বা গঠনকারী হিসেবে حقيقة মোট ৩ প্রকার :
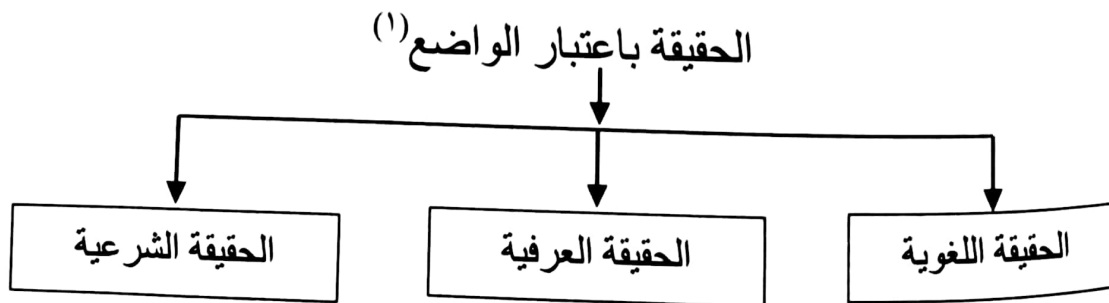
(١) (التوضيح) ١/١٣٣ دار الكتب العلمية
(٢) الموجز مع المزيد عليه : ١٥٣-١٥٤

নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয়, উদাহরণ ও হুকুম উল্লেখ করা হল:

الحقيقة اللغوية (আভিধানিক শব্দ)

যে শব্দের واضع বা গঠনকারী ভাষাবিদগণ এবং শব্দটি ঐ গঠনগত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তাকে الحقيقة اللغوية বলে। যেমন: الأسد - সিংহ, الشجرة -গাছ, القلم- কলম, الذهاب- যাওয়া, ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দই যেকোন ভাষার মূল এবং তুলনামূলক বেশি।

الحقيقة العرفية (পারিভাষিক শব্দ)

যে শব্দের واضع বা গঠনকারী عرف এবং শব্দটি ঐ গঠনগত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তাকে الحقيقة العرفية বলে। যেমন: المجاز، الحقيقة، الحرف، الفعل، الاسم ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। প্রত্যেক ফন বা শাস্ত্রের পরিভাষা সব এ প্রকার হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত। যে কোন ভাষায় এই শ্রেণির হাকীকত ও কম নয়।

الحقيقة الشرعية (শরয়ি পারিভাষিক শব্দ)

যে শব্দের واضع বা গঠনকারী শরীয়ত এবং শব্দটি ঐ গঠনগত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তাকে الحقيقة الشرعية বলে। যেমন : الصلاة , الزكاة , الحج , الصوم ইত্যাদি।

শব্দের হাকীকি অর্থ জানার উপায়

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, শব্দের মূল অর্থ নির্ণয়েই যদি ভুল হয় তাহলে বক্তার কথার মর্ম উদ্ধারে ভুল হতে বাধ্য। তাই সর্বপ্রথম করণীয় হল শব্দের গঠনগত অর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া। ২য় পর্যায়ে দেখতে হবে শব্দটি কি তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে না ভিন্নার্থে। আর এটা জানা কথা শব্দ তার গঠনগত অর্থে ব্যবহার হওয়াই ভাষার মূল। যদি ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে قرينة আবশ্যক হবে। الحقيقة اللغوية, الحقيقة العرفية এবং الحقيقة الشرعية এই প্রত্যেকটি حقيقة তখনই জানা যাবে যখন ঐ শব্দের واضع বা গঠনকারী থেকে এর গঠনগত অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। বিভিন্ন উসূলবিদগণ বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন:

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ উসূলে ফিকহের কিতাবে বলেন:

ولا تنال الحقيقة إلا بالسماع[١]

"أصول البزدوي" এর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আব্দুল আজীজ বুখারি (রহ.) "كشف الأسرار" এ উপরোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যায় বলেন:

> أي: لا يمكن أن يستعمل اللفظ في موضوعه إلا بالسماع من أهل اللغة إنه موضوع فيه , وحاصله أن استعمال اللفظ في مفهومه الحقيقي لغير الواضع موقوف على السماع بالاتفاق.[٢]
>
> "শব্দকে তার গঠনগত অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয় যে পর্যন্ত না অভিধানবিদদের থেকে এ কথা নিশ্চিত ভাবে জানা যাবে যে, শব্দটি অমুক অর্থের জন্য গঠিত। মোট কথা হল শব্দকে তার হাকীকি অর্থে ব্যবহারের বিষয়টি শব্দ গঠনকারী ব্যতীত ভিন্ন ব্যক্তির জন্য তা শব্দ গঠনকারী থেকে শ্রবণের উপর নির্ভরশীল।"

শায়খ হাফিযুদ্দীন নাসাফিসহ অনেক উসূলবিদগণ এই মতই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, শব্দের হাকীকি বা মূল গঠনগত অর্থ জানতে হলে গঠনকারী থেকেই জানতে হবে। কিংবা গঠনকারী থেকে যারা শ্রবণ করেছেন তাদের নিকট থেকে। কিংবা গঠনকারী থেকে যারা শুনে কিংবা গঠনকারী থেকে যারা শুনেছেন তাদের থেকে শুনে সংকলন করেছেন ভাষার সেই সকল নির্ভরযোগ্য অভিধানের সহযোগিতায়। অনুরূপভাবে الحقيقة الشرعية এবং الحقيقة العرفية এর বিষয়টিও।

নিচে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ অভিধানের নাম উল্লেখ করা হল:

١. مقاييس اللغة ـ لأحمد ابن فارس

٢. لسان العرب- لابن منظور

٣. أساس البلاغة- للزمخشري

---

(١) (أصول البزدوي) : ١٠٣ (دار السراج)

٤. معجم مفردات ألفاظ القرآن-للراغب الأصفهاني

٥. تاج العروس- لمرتضى الزبيدي

٦. القاموس المحيط- للفيروزابادي

٧. مجمع بحار الأنوار- للطاهر فتني

٨. مجاز القرآن – لأبي عبيدة

٩. غريب الحديث – لأبي عبيد

١٠. الصحاح - للجوهري

١١. جمهرة اللغة – لابن دريد

١٢. المحيط في اللغة

একটি গুরুত্বপূর্ণ তামবীহ

এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে হয় তা হল, কুরআন ও হাদীসের কোন শব্দের মূল অর্থ এবং তার ব্যবহারিক অর্থ নির্ণয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। যে কোন অভিধান দিয়ে কুরআন ও হাদীসের মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করা নিতান্তই ভুল। কেননা, এতে করে افتراء على الله এবং افتراء على الرسول অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া হবে, যা তাঁরা বলেননি। আল্লাহ তাআলা এ থেকে আমাদের পানাহ দিন। আমিন। এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস বিষয়ক নির্ভরযোগ্য অভিধানের সহযোগিতা নিতে হবে এবং নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। কিন্তু দু:খজনক হলেও এ ব্যাপারে আজ আমাদের যারপরনাই অবহেলা ও শিথিলতা। যে কোন অভিধান দিয়েই কুরআন- হাদীসের অনুবাদ ও তাফসীর শুরু করে দেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। কুরআন-হাদীসের অর্থ নির্ণয়কারী কয়েকটি অভিধান।

কুরআন-হাদীস বিষয়ক কয়েকটি অভিধানের নাম:

(١) معجم مفردات ألفاظ القرآن- للراغب الأصفهاني

(٢) مقاييس اللغة –لأحمد ابن فارس

(٣) مجمع بحار الأنوار-للطاهر فتني

(٤) النهاية في غريب الحديث – لابن الأثير

(٥) الفائق في اللغة - للزمخشري

(٦) غريب الحديث – لأبي عبيد

(٧) مجاز القرأن – لأبي عبيدة

নিম্নে কিছু শব্দের হাকীকি ও মাজাযি অর্থ দেখানো হল:

الألفاظ العربية	المعني الحقيقي	المعني المجازي	علاقة	القرينة
الملامسة	اللمس باليد من الجانبين	الجماع/البضاع		
الأب	الوالد	الأجداد وإن علوا		
الأم	الوالدة	الجدات وإن علون		
الابن	ابن الصلب	ابن الابن وإن سفلوا		
اليد	من الأنملة إلى الإبط	من الأنملة إلى الرسغ		
الأسد	الهيكل المعروف	الرجل الشجاع		
الأعمى	ذاهب الباصرة	رجل ضال		
الجماع	اجتماع الاثنين أو أكثر	إدخال الذكر في فرج المرأة		

الألفاظ العربية	المعني الحقيقي	المعني المجازي	علاقة	القرينة
الوقاع	وقوع أحد على أخر	إدخال الذكر في فرج المرأة		
الصاع	مكيال معروف	ما يدخل في هذا المكيال		
اعملوا ما شئتم	وجوب العمل بمشيئتهم	التهديد		

التمرين على التعريف

(নিচের শব্দাবলীর হাকীকি অর্থ বের কর এবং কোন প্রকারের হাকীকত বল।)

أصول الشاشي، جامعة المعارف الإسلامية، الحمد، ل، الذهاب، النصرة، الأكل، لا ، الدين، الاسم، الفعل، الحقيقة، الخاص، مكة، المدينة، الخمر ، النبيذ، القرآن، الحديث، السجدة، الركوع، الطواف، الفرض، السعي، النخلة، التمرة، الربا، البيع، أهل الرأي، أهل الحديث.

হুকুম:

(১) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি শব্দের হাকীকি অর্থই গ্রহণ করতে হবে যে পর্যন্ত না মাজাযি অর্থ গ্রহণের দলীল পাওয়া যায়।

ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (র:) الحقيقة এর হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

حكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما.[১]

"যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সেই গঠনগত অর্থটিই শব্দটির জন্য সাব্যস্ত হবে। চাই তা أمر বা نهي কিংবা خاص বা عام হোক।"

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (র:) বলেন:

> إن كان (اللفظ) حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز.[২]
>
> অর্থ: "শব্দ যদি এক অর্থে প্রকৃত এবং অপর অর্থে রূপক হয় তাহলে শব্দটির প্রকৃত অর্থই ধর্তব্য হবে যে পর্যন্ত না রূপকের দলীল পাওয়া যায়।"

(২) প্রতিটি শব্দের হাকীকতে লুগাবিয়্যাই গ্রহণ করতে হবে যে পর্যন্ত না হাকীকতে উরফিয়্যা বা শরয়িয়্যাহ এর দলীল পাওয়া যায়।

---

١) " أصول البزدوي " ١٠٣

٢) (أصول الجصاص) ٢٠٤/١

ইমাম নববি (রঃ) বলেনঃ

الحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح

"الحديث-এর আভিধানিক অর্থই ধর্তব্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত حقيقة شرعية কিংবা حقيقة عرفية না পাওয়া যাবে।"[১]

ইমাম নববি (রঃ) এর ভাষ্য মতে ভাষার আসল হল الحقيقة اللغوية (শব্দের আভিধানিক অর্থ)। الحقيقة الشرعية কিংবা الحقيقة العرفية এর অর্থ গ্রহণ করতে হলে قرينة আবশ্যক হবে।

ইমাম কাশ্মিরি (রঃ) ও فيض الباري এর মুকাদ্দামায় একই মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেনঃ

لا ينبغي أن يحمل الحديث على مصطلحات الفنون بل يجري على صرافة اللغة.[٢]

অর্থঃ "হাদীসকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ধরা সমীচিন নয়। বরং তা ভাষার স্বাভাবিক গতিতে চলবে।"

(৩) যে সকল ক্ষেত্রে حقيقة شرعية বা حقيقة عرفية রয়েছে সেক্ষেত্রে حقيقة لغوية গ্রহণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ যে সকল শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হয় (চাই তা সামাজিক, শাস্ত্রীয় কিংবা শরয়ি পরিভাষা হোক) সে সকল শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। যদি এমনটি করা হয় তাহলে এটি শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা হবে। অবশ্য যদি কোন দলীল পাওয়া যায় তাহলে ভিন্ন কথা। যেমনঃ الصلاة শব্দটি এটি একটি শরয়ি পরিভাষা। এটি একটি বিশেষ ইবাদাতকে বুঝায়। সুতরাং শব্দটি যেখানে ব্যবহার হবে এই পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহার হবে। কেউ যদি তার আভিধানিক অর্থ "দোয়া" গ্রহণ করে তাহলে বিকৃতি সাধন হবে। الحج، الصوم، الزكاة ইত্যাদি পরিভাষার ক্ষেত্রে একই কথা।

(৪) পরিভাষা প্রণেতা থেকেই শব্দের পারিভাষিক অর্থ জানতে হবে। নিজের থেকে কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। এক পরিভাষাকে অন্য পরিভাষায় ব্যবহার বৈধ

---

(١) (شرح مسلم ٢١٢/١ (ط هند)

(٢) فيض الباري: ٧\١

নয়। যেমন: اهل الحديث এটি একটি পরিভাষা যা রিজাল শাস্ত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো। কিন্তু বর্তমানে এই পরিভাষাটি মাযহাব অস্বীকারকারীদের হাদীস অনুসরণের নামে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অথচ পূর্বের আহলুল হাদীসগণকে বিভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করতে দেখা যায়। যেমন: ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (রহ.) একজন উঁচু মানের আহলুল হাদীস তথা মুহাদ্দিস ছিলেন। একই সাথে তিনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। সুতরাং বুঝা গেল সালাফের যুগের আহলুল হাদীস এবং বর্তমান যুগের আহলুল হাদীস এক বিষয় নয়। এটি বর্তমানে পরিভাষার বিকৃত ব্যবহারের এক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

(৫) একইসাথে উদ্দেশ্যগতভাবে হাকীকি ও মাযাজী উভয় অর্থ গ্রহণ করা যাবেনা।

সদরুশ শারিয়া (র:) التوضيح তে বলেন:

لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز بالإرادة[١]

"উদ্দেশ্যগতভাবে এক সাথে হাকীকি ও মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়।"

(৬) হাকীকত যদি ব্যবহৃত হয় আর মাযাজও যদি সমাজে প্রচলিত থাকে তাহলে আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট হাকীকত অগ্রগণ্য আর ছহিবাইনের নিকট মাজায গৃহীত হবে।

সদরুশ শরীয়া (র:) আরো বলেন:

إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فالحقيقة أي: المعنى الحقيقي أولى عند أبي حنيفة (رحـ) والمجاز المتعارف عند الصاحبين.[٢]

" যদি শব্দের হাকীকি অর্থ ব্যবহৃত থাকে এবং ঐ শব্দের মাজাযি অর্থও বহুল প্রচলিত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র:) এর নিকট হাকীকি অর্থ উত্তম আর সাহেবাইন (র:) এর নিকট عموم المجاز উত্তম।"

---

(١) "التوضيح" ١٢٩/١

(٢) "التوضيح مع التنقيح" ١٤٠/١ دار الكتب العلمية

এই মূলনীতির আলোকে ইমাম আবু হানীফা (র:) বলেন: যদি কেউ এভাবে কসম করে যে, (والله لا آكل الحنطة) অর্থাৎ: আল্লাহর কসম আমি গম খাবো না। তাহলে সরাসরি গম খেলে কসম ভঙ্গ হবে। গম থেকে তৈরি অন্য কিছু খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা, الحنطة শব্দের হাকীকি অর্থ হল গম। গম থেকে তৈরী রুটি বা অন্য কিছু নয়। আর এখানে হাকীকি অর্থ গ্রহণ সম্ভব। আর ইমাম আবু হানীফা (র:) এর নিকট যতক্ষণ পযর্ন্ত হাকীকি অর্থ গ্রহণ সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা হবে না।[১]

আবার সাহেবাইন রহ. বলেন: গম এবং গম থেকে তৈরী যে কোন কিছু খেলেই কসম ভেঙ্গে যাবে। কেননা, عرف এর মধ্যে এ ধরনের কসমের দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য হয়। তাছাড়া عموم المجاز গ্রহণ করলে حقيقة টাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে বলে:

(والله لا أشرب من النهر)

উপরোক্ত মতানৈক্যের ক্ষেত্র

উপরোক্ত মতানৈক্য কেবল ঐ ক্ষেত্রে যখন কোন একটি শব্দ বললে عرفএর মধ্যে মানুষ এর হাকীকি অর্থ বুঝে আবার عموم المجازও বুঝে। যদি এমন হয় যে, কোন একটি শব্দ বললে মানুষ শুধু মাত্র মাজাযি অর্থই বুঝে হাকীকি অর্থ তাদের মাথায় আসেনা তবে এ ক্ষেত্রে সর্ব সম্মতিক্রমে মাজাযি অর্থই ধর্তব্য হবে। যার আলোচনা সামনে الحقيقة المهجورة তে আসছে। যেমন: কেউ বলল:

لا أضع قدمي في دار فلانٍ এক্ষেত্রে শুধু মাজাযি অর্থই ধর্তব্য হবে হাকীকি অর্থ নয়। কেননা, এ ধরনের কথার দ্বারা মানুষ হাকীকি অর্থ একেবারেই বুঝে না আর তা হল: সরাসরি খালি পা ঐ ব্যক্তির ঘরে রাখা। বরং এর দ্বারা عرفএ মানুষ শুধু এ কথা বুঝে যে, আমি অমুকের ঘরে প্রবেশ করব না। অনুরূপভাবে لا أزكي ، لا أصلي،لا أصوم، لا أحج ইত্যাদি শব্দ দ্বারাও কেবল মাজাযি অর্থই বুঝে আসে। তাই এ সকল ক্ষেত্রে مجازي অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে কোন ধরনের মতানৈক্য নেই। আরো সহজভাবে বললে, উপরোক্ত মতানৈক্য ঐ ক্ষেত্রে যখন عرف এর মধ্যে বললে মানুষ তার হাকীকি ও মাজাযি উভয় অর্থই বুঝে।

---

(١)(فصول الحواشي) صـ ١٠٩ (مكتبة الحرم ولاهور)

ما تترك به حقائق الألفاظ \ قرائن المجاز

(যে সকল কারণে শব্দের হাকীকি অর্থ বর্জন করা হয়)

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, শব্দের হাকীকি অর্থই তার মূল ও আসল অর্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় শব্দ তার মূল অর্থকেই নির্দেশ করবে। কিন্তু কখনো কখনো এমন হয় যে, শব্দের মূল অর্থকে বর্জন করা হয় এবং তার রূপক অর্থকে গ্রহণ করা হয়। যে সকল কারণে শব্দের হাকীকি অর্থ বর্জন করা হয় সেগুলোকে قرائن বলে।

যে সকল করিনা বা নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দের হাকীকি অর্থ বর্জন করা হয় তা মৌলিকভাবে দুই প্রকার।

القرائن (করিনা বা নির্দেশক)[১]

১. القرينة اللفظية

২. القرينة المعنوية

القرينة اللفظية (শাব্দিক কারিনা)

سياق الكلام و سباقه : বক্তব্যের পূর্বাপর

কখনো কখনো বাক্যের পূর্বে বা পরে এমন কথা থাকে যা বাক্যের হাকীকি অর্থ গ্রহণকে বাধা প্রদান করে। যেমন: আল্লাহ তায়ালার বাণী:

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.إنا أعتدنا للظالمين نارا.(الكهف :٢٩)

বর্ণিত আয়াতের প্রথমাংশের হাকীকি অর্থ হল বান্দাকে ঈমান ও কুফরী গ্রহণে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেওয়া। কিন্তু পরের আয়াতে আবার বলা হচ্ছে "আমি জালেমদের জন্য তৈরি করে রেখেছি আগুন।" সুতরাং এই আয়াত দিয়ে বুঝা যাচ্ছে পূর্বের আয়াতের হাকীকি অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং ধমক উদ্দেশ্য।

---

(١) الموجز مع اختلاف يسير : ١٥٧-١٥٩ (مكتبة تهانوية)

এর আরো কিছু উদাহরণ:

١. قال الحربي (الأمانَ الأمانَ) فقال المجاهد "الأمانَ الأمانَ" سترى ما تلقى غدا. لا يكون الحربي مأمونا.

٢. إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء وإنه ليقدم الداء على الدواء.(مسلم: ٣٣٢٠)

٣. إنما الصدقات للفقراء.(التوبة: ٦٠)...ومنهم من يلمزك في الصدقات. (التوبة: ٥٨)

٤. ولو قال: اشتر لي جارية لتخدمني، فاشترى العمياء أو الشلاء لايجوز.

٥. ولو قال: اشتر لي جارية حتى أطأها, فاشترى أخته من الرضاع لايكون عن الموكل.

٦. قال في "السير الكبير": إذا قال المسلم للحربي: انزل, فنزل كان آمنا. ولو قال: انزل إن كنت رجلا فنزل لايكون آمنا.

٧. إذا وصف رجل آخرَ بأنه عالم كبير إلا أنه لا يستطيع أن يقرأ العبارة.

يحمل على الذم لا على المدح.

٨. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج. (البخاري:٥٠٦٥ و مسلم : ١٤٠٠)

القرينة المعنوية (শব্দ বহিঃর্গত করিনা)

যে করিনার কারণে শব্দের হাকীকি অর্থ বর্জন করা হয় অথচ সে করিনা ঐ বাক্যের মধ্যে শাব্দিকভাবে নেই তাকে القرينة المعنوية বলে। القرينة المعنوية কয়েক প্রকার। নিম্নে প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ উল্লেখ করা হল।

১. التعذر (প্রকৃত অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হওয়া)

যে সকল ক্ষেত্রে শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয় সে সব ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থকে বর্জন করা হয়। প্রকৃত অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হওয়ার পর যদি রূপক অর্থ গ্রহণ সম্ভব হয় তাহলে রূপক অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক। আর যদি রূপক অর্থও গ্রহণ সম্ভব না হয় তাহলে শব্দটি لغو বা অর্থহীন হবে।

যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: يجعلون أصابعهم في آذانهم. (البقرة:١٩)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমায় أصابع শব্দটি লক্ষণীয়। إصبع শব্দের হাকীকি অর্থ হল সম্পূর্ণ আঙ্গুল। সুতরাং এ হিসেবে আয়াতে কারীমার অর্থ দাঁড়ায় (তারা তাদের কর্ণকুহরে স্বীয় আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দেয়)। অথচ কানের ভিতরে সম্পূর্ণ আঙ্গুল প্রবেশ করানো অসম্ভব। তাই এখানে إصبع শব্দের হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। এর রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আর তা হল: الأنملة বা আঙ্গুলের অগ্রভাগ।

এর আরো কিছু উদাহরণ

١. لا آكل من هذا القدر أي : ما في القدر

٢. تجري من تحتها الأنهار. (البقرة : ٢٥) أي : ما في الأنهار وهو الماء

٣. واخفض لهما جناح الذل.(الإسراء:٢٤) أي : التواضع والترحم

٤. واشتعل في قلبه نار الحسد أي شدة الحسد

٥. إذا هبت ريح الإيمان أي أثر الإيمان

২. العرف والعادة (সামাজিক প্রচলন ও ব্যবহার):

যে সকল কারণে শব্দের হাকীকি তথা প্রকৃত অর্থ বর্জন করা হয় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম কারণ হল عرف তথা প্রচলন বা মানুষের ব্যবহার। অর্থাৎ শব্দের আভিধানিক অর্থ এক কিন্তু মানুষের প্রচলনে তা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ঐ শব্দ দিয়ে কোন কথা বললে মানুষ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুঝেনা বরং প্রচলিত অর্থই বুঝে। এক্ষেত্রে শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা, ভাষার মূল উদ্দেশ্য হল মনের ভাব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা। এখানে যেহেতু عرف এর কারণে বক্তার উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে বুঝা যাচ্ছে তাই ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা, মানুষ সমাজে প্রচলিত অর্থেই কথা বলে। এক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ গ্রহণের জন্য করিনা (দলীল) লাগবে। এজন্যই বলা হয় (العرف قاض على اللغة) (সামাজিকভাবে প্রচলিত অর্থ শব্দের আভিধানিক অর্থের উপর অগ্রগণ্য) অবশ্য এ ক্ষেত্রে অনেকে একটি জটিলতম ভুল করে থাকেন। আর তা হল العرف الطارئ কে ভাষার উপর চাপিয়ে দেন। অর্থাৎ নতুন সৃষ্ট عرف এর মাধ্যমে ভাষার আভিধানিক অর্থকে বর্জন করেন, যা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কেননা, এতে বক্তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, কারণ নতুন عرف অনুযায়ী বক্তা কথা বলেননি বরং বক্তার কথা বলার সময়ে প্রচলিত عرف অনুযায়ী কথা বলেছেন। সুতরাং এ নতুন عرف দ্বারা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের হাকীকি অর্থ বর্জন করা যাবে না। সারকথা হল, যে عرف দ্বারা ভাষায় হাকীকি অর্থকে বর্জন করা হয় তা হল العرف الجاري। অর্থাৎ বক্তা যে عرف এ কথা বলেন সেই عرف। العرف الطارئ এর দ্বারা ভাষার হাকীকি অর্থ বর্জন করা বৈধ হবে না। বরং প্রত্যেকটিকে তার আপন ক্ষেত্রে রাখতে হবে। নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। যেমন: হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها উপরিউক্ত হাদীস শরীফে যে سنة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা আভিধানিক অর্থে, যার অর্থ রীতি, নিয়ম, কাজ ইত্যাদি। আবার ফিকহের কিতাবে আমরা দেখতে পাই فرض , واجب , سنة ইত্যাদি পরিভাষা যেখানে سنة কে বিভিন্ন শর্তের সাথে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বর্তমানে سنة শব্দটি বললে

পারিভাষিক সুন্নতই বোধগম্য হয়। সুতরাং হাদীসে ব্যবহৃত সুন্নত শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ধরা যাবে না। কেননা, এটি হল العرف الطارئ। যদি এমনটি ধরা হয় তাহলে নসের অপব্যাখ্যা হবে।

এ সম্পর্কে ইমাম নববি (রহ.) বলেন:

والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية و لا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح[১]

"হাদীসকে আভিধানিক (حقيقة لغوية) অর্থেই ধরা হবে যে পর্যন্ত সেখানে حقيقة شرعية কিংবা حقيقة عرفية পাওয়া না যায়। পরবর্তীদের নিকট যে সকল পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে সেই অর্থে ধরা জায়েয নয়।"

ইমাম কাশ্মিরি (রহ.) ও একই মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন:

لا ينبغي أن يحمل الحديث على مصطلحات الفنون بل يجري على صرافة اللغة[২]

"হাদীসকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ধরা সমীচিন নয়। বরং তা ভাষার স্বাভাবিক গতিতে চলবে।"

এর কিছু উদাহরণ:

١. لو نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى وأن يضرب بثوبه حطيم الكعبة يلزمه الحج.

٢. حلف لايشتري رأسا، فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث برأس العصفور والحمام.

٣. ولو حلف لا يأكل بيضا كان ذلك على المتعارف، فلايحنث بتناول بيض العصفور والحمام.

---

(١) (شرح مسلم) ٢١٢/١

(٢) (فيض الباري) ٧/١

৩. دلالة محل الكلام: (বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও ক্ষেত্র)

কখনো কখনো কথা বা বক্তব্যের ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপট এমন হয় যা শব্দের হাকীকি অর্থকে কবুল করে না। তখন হাকীকি অর্থ বর্জন করা হয়। যেমন: স্বাধীন মহিলাকে বিক্রি, হেবা, সদকা ইত্যাদি শব্দে বিবাহ দেওয়া। এখানে স্বাধীন হওয়া বিক্রি, হেবা ও সদকা ইত্যাদি বিষয় কবুল করে না। তাই এই শব্দাবলীর হাকীকি অর্থ বর্জন হয়ে ملك البضع তথা সতীত্বের মালিকানা অর্থাৎ বিবাহের অর্থে ধরা হবে। অথচ এই শব্দগুলোর হাকীকি অর্থ نقل ملك الرقبة অর্থাৎ সত্তার মালিকানা স্থানান্তর।

এর আরো কিছু উদাহরণ:

١. إذا قال أحد لعبده "هذا ابني" وهو أكبر منه سنا عتق عليه.

٢. ادخلوها بسلام آمين.(الحجر : ٤٦)

٣. ذق إنك أنت العزيز الكريم.(الدخان: ٤٩)

8. دلالة من قبل المتكلم : বক্তার অবস্থা

অর্থাৎ কখনো কখনো এমন হয় বক্তার অবস্থা বাক্যের হাকীকি অর্থ গ্রহণকে বাধা দেয়। যেমন: পিতা তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বলল: !مت অর্থাৎ তুই মরে যা। কিন্তু পিতৃত্বের অবস্থা এমন একটি অবস্থা যা সন্তানকে কখনো এমন কথা বলতে পারেনা। তাই এখানে হাকীকি অর্থ বর্জন হবে। এবং তার মাজাযি অর্থ ধমক বা কষ্ট প্রকাশ উদ্দেশ্য হবে। এর আরো কিছু উদাহরণ :

١. إذا وكّل بشراء اللحم، فإن كان مسافرا نزل على الطريق، فهو على المطبوخ أو على المشوي، وإن كان صاحب منزل، فهو على النيء.

٢. إذا قال: تعال، تغد معي، فقال: والله لا أتغدى، ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إليه، حتى لو تغدى بعد ذلك في منزله أو مع غيره في ذلك اليوم لايحنث.

٣. و إذا قامت المرأة تريد الخروج، فقال الزوج: إن خرجت فأنت كذا، كان الحكم مقصورا على الحال، حتى لو خرجت بعد ذلك لايحنث.

৫. أن يكون المعنى الحقيقي خلاف الواقع (শব্দের মূল অর্থ বাস্তবতার বিপরীত হওয়া)

কখনো কখনো এমন হয় যে, শব্দের হাকীকি অর্থ বাস্তবতার অনুকূলে হয় না তখন হাকীকি অর্থ বর্জন করে মাজাযি অর্থ গ্রহণ করতে হয়। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

و ينزل لكم من السماء رزقا.(المؤمن: ١٣)

এখানে রিজিক শব্দের হাকীকি অর্থ বাস্তবতার অনুকূলে নয়, কেননা, আসমান থেকে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রিজিক বর্ষণ করেন না বরং পানি বর্ষণ করেন। সে হিসেবে এখানে রিজিক দ্বারা পানি উদ্দেশ্য।

المجاز : রূপক শব্দ

المجاز এর পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ

المجاز শব্দটি المصدر الميمي (م যুক্ত মাসদার) যা الجواز মাসদার বা শব্দমূল থেকে اسم الفاعل এর অর্থে ব্যবহৃত। যার আভিধানিক অর্থ হল: অতিক্রান্ত।[১] এক্ষেত্রে শব্দ যেহেতু স্বীয় অর্থকে অতিক্রম করে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাই একে المجاز বলে। বাংলা ভাষায় একে রূপক বলে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (রহ.) أصول البزدوي তে المجاز এর সংজ্ঞা দেন এভাবে,

" والمجاز اسم لِمَا أريد به غير ما وضع له "

অর্থ: "المجاز বলা হয় এমন শব্দকে যার দ্বারা তার গঠনগত অর্থ ছাড়া ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।"

সদরুশ শরীয়া আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মাসউদ (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ উসূলের কিতাব "التنقيح" তে বলেন :

"وإن استعمل (أي: اللفظ) في غير لعلاقة بينهما فمجاز." [٢]

অর্থ: "শব্দ যদি (গঠনগত অর্থ ছাড়া) ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় উভয় অর্থের মাঝে কোন علاقة বা সম্পর্কের কারণে তাহলে শব্দটি المجاز।"

আল্লামা উবায়দুল্লাহ আসাদি (দা:বা) الموجز এ المجاز এর একটি সর্বাঙ্গীন সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বলেন:

---

(١) (كشف الأسرار) ٩٨/١

(٢) (التنقيح مع التوضيح) ١٣٢\١ دار الكتب العلمية

هو كل لفظ يستعمل في غير معناه الموضوع له لأجل مناسبة بين المعنى الموضوع له و بين المعنى المراد الغير الموضوع له بوجود قرينة تدل عليه[١]

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

বিশিষ্ট ভাষাবিদ হায়াৎ মামুদের ভাষায় : "ভাষা হল বহতা নদীর মত। নদীর যেমন কুল ভাঙ্গে ও গড়ে। অনুরূপভাবে ভাষায় শব্দের অর্থের মধ্যে কখনো সংকোচন, সম্প্রসারণ ও বর্জন হয়।" উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলে ও একটি মৌলিক বিষয়ে সবগুলো এক। আর তা হল, শব্দ যখন তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, গঠনগত অর্থ ও ভিন্ন অর্থের মাঝে কোন এক প্রকার সম্পর্ক থাকার কারণে, তখন ঐ শব্দটিকে المجاز বলে। المجاز এর সংজ্ঞার মধ্যে "لفظ" শব্দ দিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এতে এ ধারণা হয় যে, المجاز শুধু শব্দেরই প্রকার, বাক্যের নয়। বিষয়টি এমন নয়। বরং المجاز শব্দ বাক্য উভয়ের প্রকার।[২] যেমন : الجملة الخبرية কে الجملة الإنشائية এর অর্থে ব্যবহার। আবার إنشائية কে خبرية এর অর্থে ব্যবহার।

বি:দ্র: علم البلاغة এর মধ্যে علم البيان এর অধ্যায়েও الحقيقة এবং المجاز এর আলোচনা রয়েছে। সেখানে শব্দ বা বাক্য ভিন্নার্থে ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক: المجاز দুই: الاستعارة। কিন্তু أصول الفقه এর মধ্যে المجاز একটু ব্যাপকার্থে যা علم البيان এর المجاز ও الاستعارة উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

المجاز চিনার উপায়

শব্দের হাকীকি অর্থ যথাযথ ভাবে জানতে পারলে মাজাযি অর্থ চিনা সহজ। আর শব্দের হাকীকি অর্থ জানার পদ্ধতি الحقيقة এর আলোচনায় গত হয়েছে। তাছাড়া যে সকল অভিধানে শব্দের হাকীকি ও মাজাযি অর্থ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা

---

(١) الموجز: ١٥٤ مكتبة تهانوية

(٢) (الموجز) صـ١٥٤ , (التوضيح) ١٣٣/١ (الكشف) ٩٢/٢

হয়েছে সে সকল অভিধানের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জারুল্লাহ জামাখশারি (রহ.) এর أساس البلاغة ও আবু উবায়দাহ (রহ.) এর مجاز القران বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একটি তামবীহ!

শব্দের মাজাযি অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, আর তা হল, متكلم কথা বলাকালীন সময়ে শব্দের যে সকল মাজাযি অর্থ প্রচলিত ছিল কেবল সে সকল মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা যাবে যদি علاقةও قرينة থাকে। পরবর্তীতে সৃষ্ট মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা যাবেনা। কেননা, متكلم কথা বলার সময় শব্দের এই মাজাযি অর্থ বিদ্যমান ছিল না। তবে হ্যাঁ متكلم যদি তার সময়ে প্রচলিত মাজাযি অর্থ ছাড়া ভিন্ন মাজাযি অর্থে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে যথাযথ قرينة এর মাধ্যমে সেই মাজাযি অর্থ বুঝতে হবে। কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে বিষয়টিকে আরো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে, তা না হলে ভুল অর্থ গ্রহণের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

علاقة المجاز

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি শব্দ যখন তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন ঐ শব্দকে المجاز বলে। শব্দের এই হাকীকি অর্থ ছেড়ে মাজাযি অর্থে ব্যবহারের জন্য একটি মৌলিক শর্ত হল, হাকীকি এবং মাজাযি উভয় অর্থের মাঝে علاقة তথা সম্পর্ক থাকতে হবে। একে আবার اتصال ও مناسبة বলা হয়।

হাকীকি ও মাজাযি অর্থের মাঝে এই اتصال মৌলিকভাবে দুই প্রকার:

(١) الاتصال الصوري (বাহ্যিক সম্পর্ক)।

(٢) الاتصال المعنوي (আভ্যন্তরীণ/ অর্থগত সম্পর্ক)।

নিম্নে উভয় প্রকার اتصال এর পরিচয় ও প্রকার উদাহরণসহ উল্লেখ করা হল:

الاتصال الصوري (বাহ্যিক সম্পর্ক)

পরিচয়

الاتصال الصوري এর পরিচয় দিতে গিয়ে মোল্লা জিয়ন (রহ.) বলেন,

> و أراد بالصوري (أي: الاتصال الصوري) أن تكون صورة المعنى المجازي متصلاً بصورة المعنى الحقيقي بنوع مجاورة بأن يكون سببًا أو علةً أو شرطًا أو عكسها[1]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে علاقة হল علاقة المجاورة তথা পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থানের সম্পর্ক।

الاتصال الصوري এর প্রকার

উসূলবিদগণ আরবি ভাষার ব্যবহারশৈলী বিশ্লেষণ করে প্রায় ২৭ প্রকারের الاتصال الصوري পেয়েছেন। নিম্নে বহুল ব্যবহারিত কিছু প্রকার ও তার উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

---

(١) (نور الأنوار) صـ ١٠٤

(١) إطلاق السبب على المسبب : مثل :

١. فلان أكل دم أخيه (أي: ديته)

٢. و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي : نكحت(الأحزاب:٥٠)

٣. তার হাত খুব বড় অর্থাৎ দান

(٢) إطلاق المسبب على السبب : مثل :

١. وينزل لكم من السماء رزقًا : أي: مَطَرًا .(المؤمن:١٣)

٢. شربتُ الإثم:أي: الخمر .

٣. إنما يأكلون في بطونهم نارًا : أي: أكل أموال اليتيم .(النساء:١٠)

٤. اعتدي أي : طلقتك لأن الطلاق سبب العدة .

(٣) إطلاق الجزء على الكل مثل :

١. فتحرير رقبة أي : العبد الكامل . (النساء:٩٢)

٢. تبَّتْ يدآ أبي لهب أي: شخصه . (اللهب:١)

٣. ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي: جميع البدن. (بخاري:٥٧٨٧)

٤. كل شيء هالك إلا وجهه. أي : ذاته.(القصص:٨٨)

(٤) إطلاق الكل على الجزء:مثل:

١. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت- أي: أناملهم (البقرة:١٩)

(٥) المجاز باعتبار ما كان: مثل:

١. وآتوا اليتامى أموالهم: أي: البالغين.(النساء:٢)

(٦) المجاز باعتبار ما يكون. مثل:

١. إني أراني أعصر خمرًا أي: عنبًا . (يوسف:٣٦)

٢. من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه أي :محاربا كافرا. (بخاري:٤٣٢١ و مسلم:١٧٥١)

(٧) الاستعداد: (باعبار القوة) مثل:

١. السم مميت :أي: فيه قوة الإماتة.

(٨) إطلاق الحال وإرادة المحل. مثل:

١. و أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله , أي: في الجنة التي هي محل نزول الرحمة.(آل عمران:١٠٧)

٢. إن الأبرار لفي نعيم أي الجنة التي هي محل نزول النعمة.(الانفطار:١٣)

(٩) إطلاق المحل وإرادة الحال. مثل:

١. واسأل القرية :أي : أهل القرية.(يوسف:٨٢)

٢. يد الله أي: قدرته. (البقرة:٢٥)

٣. تجري من تحتها الأنهار أي: ماءها . (البقرة:٢٥)

٤. .... ولا الصاع بالصاعين أي : ما يحل في الصاع . (مجمع الزوائد:٤\١١٦)

٥. أو جاء أحد منكم من الغائط أي : التغوط أو البول أي: الحدث. (النساء:٤٣)

٦. خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ : أي: الصلاة التي محلها المسجد.(الأعراف:٣١)

(١٠) إطلاق اسم آلة الشيء عليه.

١. واجعل لي لسانَ صدقٍ في الآخرين. أي : ذكرًا حسنًا.(الشعراء:٨٤)

٢. قول القائل : عينه سيئة أي: نظره.

٣. قول القائل : يده مبسوطة أي: إنفاقه، يده مغلولة أي: إنفاقه .

٤. بلسان عربي مبين أي: اللغة لأن اللسان آلتها .(الشعراء:١٩٥)

٥. قالت فاطمة بنت قيس للنبيﷺ: قد خطبني أبو الجهم في جملة من خطبني فقال أما أبوالجهم فإنه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه أي: يضرب النساء والعصا آلته. (النسائي:٣٢٤٥)

٦. এসো কলম মেরামত করি, অর্থাৎ লেখা।

(١١) إطلاق الاسم باعتبار ظن المخاطب. مثل:

١. انظر إلى إلٰهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي : الذي زعمته إلها.(طه:٩٧)

٢. ذق إنك أنت العزيز الكريم[١] أي أنت تظن نفسك هكذا.(الدخان:٤٩)

---

(١) (أصول الجصاص) ٢٠٢/٢ (دار الكتب العلمية)

(١٢) إطلاق العام على الخاص: مثل:

١. إن إبراهيم كان أمة أي رجلا.(النحل:١٢٠)

(١٣) إطلاق الخاص على العام. مثل:

١. وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء.(النساء:٦٩)

(١٤) إطلاق المطلق على المقيد. مثل:

قول الشاعر:

فياليتنا نحيا جميعا وليتنا – إذا نحن متنا ضمنا كفنان

وياليتا كل اثنين بينهما ثوى – من الناس قبل اليوم أي قبل يوم القيامة

(١٥) إطلاق المقيد على المطلق. مثل:

قول الشاعر:

إذا مت كان الناس صنفان شامت – وآخر متن بالذي كنت أفعال

(انظر بقية "علاقات المجاز" في كشف الأسرار جـ٢ صـ١١١ -١١٥ قديمي كتب خانه)

الاتصال المعنوي

হাকীকি ও মাজাযি অর্থের মাঝে যদি مشابهة এর علاقة থাকে, তাহলে তাকে الاتصال المعنوي বলে। অর্থাৎ হাকীকি অর্থ বর্জন করে মাজাযি অর্থে ব্যবহারের জন্য যে علاقةআবশ্যক সেটি যদি تشبيه এর علاقة হয়, তাহলে তাকে الاتصال المعنوي বলে। বালাগাত শাস্ত্রের علم البيان এ একে الاستعارة বলে। সংক্ষেপে বললে علاقة المشابهة।

١. طلع البدر علينا. أي : رسول الله ﷺ : وجه الشبه الإنارة

٢. قول القائل لرجلٍ : هو ثعلب : وجه الشبه: المكر

٣. قول القائل: زيد أسد: وجه الشبه: الشجاعة

٤. قول القائل: زيد حمار: وجه الشبه: البلادة

مجاز في الأسباب الشرعية والعلل

(ব্যবহারিক জীবনে শরয়ি বিধানাবলীর ক্ষেত্রে مجاز এর ব্যবহার)

হানাফি মাযহাবের উসূলে ফিকহের প্রায় কিতাবে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। এমনকি কোন কোন কিতাবে علاقة বা الاتصال এর আলোচনায় শুধু এতটুকুই করা হয়। বাকী علاقة এর আলোচনা করা হয় না। বিষয়টি বাহ্যিকভাবে একটু জটিল মনে হলেও একটু গভীরভাবে নজর দিলে সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু পূর্বের আলোচনার যের টানতে হবে। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা অবগত হয়েছি যে, শব্দের হাকীকি অর্থকে বর্জন করে অনেক সময় মাজাযি অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হয় علاقة এর। এই علاقة সম্পর্কে পূর্বের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আরবি ভাষায় এই সকল علاقة এর রয়েছে বহুল ব্যবহার। আবার কুরআন-হাদীসও যেহেতু আরবি ভাষায়, সে হিসেবে কুরআন-হাদীসেও এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাই কুরআন-হাদীস থেকে অর্থ ও মর্ম উদ্ধারের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এটা হল ভাষাগত প্রয়োগের দিক এবং বক্তব্যের মর্ম উদ্ধারের দিক। এখন প্রশ্ন হল ভাষাগতভাবে ব্যবহৃত এই علاقة গুলো ব্যবহারিক জীবনে শরয়ি বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে কি না? যেমন: কেউ বলল: إن اشتريت عبدا فهو حر অত:পর এর দ্বারা নিয়ত করল: إن ملكت عبدا فهو حر এখানে شراء ও ملك এর সাথে علة ও معلول এর সম্পর্ক। এক্ষেত্রে شراء বলে ملك কিংবা ملك বলে شراء উদ্দেশ্য নিতে পারবে কিনা? অনুরূপভাবে কেউ বলল: وهبتُ نفسي لفلان অতঃপর এর দ্বারা নিয়ত করল نكحتُ نفسي فلانًا এখানে هبة এবং نكاح এর মাঝে سبب ও مسبب এর সম্পর্ক। এক্ষেত্রে هبة বলে نكاح কিংবা نكاح বলে هبة উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে কিনা ? অর্থাৎ পূর্বের পরিচ্ছেদে যত প্রকারের علاقة এর আলোচনা হয়েছে তা ব্যবহারিক জীবনে শরয়ি বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে প্রায় সকল হানাফি উসূলবিদদের বক্তব্য হল ব্যবহার করা যাবে। তবে যে ক্ষেত্রে মাজাযি অর্থ গ্রহণ করলে তুহমাত তথা

অপবাদের সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে قضاءً গ্রহণযোগ্য হবে না। ديانةً গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে قضاءً গ্রহণযোগ্য না হওয়ার অর্থ এই নয় যে استعارة সহীহ হয়নি, বরং এর কারণ হল তুহমতের সম্ভাবনা। তবে এক্ষেত্রে দুই প্রকারের علاقة এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। আর তা হল, سبب ও مسبب এর علاقة এবং علة ও معلول এর علاقة। কেননা, শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে علة ও سبب এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আর এজন্যই উসূলে ফিকহের কিতাবগুলো এই দুই ধরনের علاقة নিয়েই আলোচনা করা হয়। এ সম্পর্কে ইমাম সারাখসি (রহ.) বলেন:

لا خلاف بين العلماء أن صلاحية الاستعارة غير مختص بطريق اللغة، وأن الاتصال في المعاني والأحكام الشرعية يصلح للاستعارة.(١)

শরয়ি বিধি-বিধানের সাথে যেহেতু علة ও سبب এর সম্পর্ক বেশি তাই এই দুই প্রকার علاقة এর ক্ষেত্রে استعارة এর নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(১) علة ও معلول (তথা হুকুম) এর علاقة: এক্ষেত্রে উভয় দিক থেকে استعارة নেওয়া যাবে। অর্থাৎ علة বলে معلول এবং معلول বলে علة উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। যেমন: কেউ বলল; إن اشتريتُ عبدًا فهو حر উদ্দেশ্য নিল: إن ملكتُ عَبدًا فهو حر উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ে شراء ও ملك এর সম্পর্ক علة ও معلول এর সম্পর্ক। সুতরাং شراء বলে ملك আবার ملك বলে شراء উদ্দেশ্য নেওয়া জায়েয আছে।

(২) سبب ও مسبب (তথা হুকুম) এর علاقة : এক্ষেত্রে কেবল একদিক থেকে استعارة নেয়া যাবে। আর তা হল سبب বলে مسبب উদ্দেশ্য নেয়া। যেমন: কেউ বলল: أنت حر এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিল: أنت طالق এটা সহীহ হবে এবং এর দ্বারা তালাক পতিত হবে। উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ে حر এবং طلاق এর মাঝে سبب ও مسبب এর সম্পর্ক। এর বিপরীতে কেউ যদি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে: أنت طالق এবং এর দ্বারা সে নিয়ত করে أنت حر তাহলে তার এ নিয়ত قضاءً গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, مسبب বলে سبب উদ্দেশ্য নেওয়া জায়েয নেই।

---

(١) (أصول السرخسي) ١٤٠/١

قرائن المجاز

শব্দকে তার হাকীকি অর্থ ছেড়ে মাজাযি অর্থে ব্যবহারের জন্য متكلم যেমন: علاقة এর মুখাপেক্ষী অনুরূপভাবে শব্দের হাকীকি অর্থকে বর্জন করে মাজাযি অর্থ গ্রহণের জন্য مخاطب তথা শ্রোতা বা পাঠক قرينة এর মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ পর্যন্ত قرينة না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়।[১] যে সকল قرينة এর ভিত্তিতে حقيقي অর্থ বর্জন করে মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা হয় তার আলোচনা حقيقة এর মধ্যে করা হয়েছে। সেখানে শিরোনাম ছিল, "যে সকল কারণে হাকীকি অর্থ বর্জন করা হয়"। সেখানে দ্রষ্টব্য।

মাজাযের হুকুম

প্রথম

শব্দের হাকীকি তথা প্রকৃত অর্থ যেমন خاص কিংবা عام উভয়টিই হতে পারে অনুরূপভাবে শব্দের মাজাযি তথা রূপক অর্থও خاص কিংবা عام উভয়টিই হতে পারে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর মতে মাজায শব্দের শুধু خاص অর্থ গ্রহণ করা যাবে عام অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হানাফি ফকীহগণ বলেন: হাদীস শরীফে বিদ্যমান الصاع শব্দটির হাকীকি অর্থ হল: একটি নির্দিষ্ট পরিমাপক পাত্রের নাম। আর এর মাজাযি অর্থ হল উক্ত পাত্র দিয়ে যা কিছু মাপা হয়। হাদীসটি হল, لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين (مجمع الزوائد: ١١٦\٤) আলোচ্য হাদীস বিদ্যমান الصاع শব্দটির হাকীকি অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং মাজাযি অর্থ। এটা সর্বসম্মত অভিমত। আর এ জন্যই দুটি الصاع তথা পাত্রকে একটি الصاع এর বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয। হানাফি ফকীহগণ এক্ষেত্রে الصاع এর عام মাজাযি অর্থ গ্রহণ করেন। তাই الصاع দিয়ে যা কিছুই পরিমাপ করে বিক্রি করা হয় সব কিছুই আলোচ্য হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পরবে। চাই তা খাদ্য জাতীয় হোক যেমন: গম, যব, ইত্যাদি কিংবা অন্য কিছু হোক যেমন: চোনা, নুড়ি পাথর ইত্যাদি। কিন্তু ইমাম

---

(١) (أصول الجصاص ٢٠٣/١

শাফেঈ (রহ.) এর কোন কোন অনুসারী বলেন: মাজায এর عام অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।[1] সে হিসেবে তারা বলেন: الصاع এর خاص মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা হবে। আর তা হল শুধু খাদ্য জাতীয় জিনিস। সে হিসেবে কেবল মাত্র খাদ্য জাতীয় জিনিস আলোচ্য হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে। অন্যান্য জিনিস যেগুলো খাদ্য জাতীয় নয় সেগুলো এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

দ্বিতীয়

ভাষার মধ্যে আসল বা মূল হল হাকীকত। সুতরাং যে পর্যন্ত মাজাযের দলীল পাওয়া না যাবে সে পর্যন্ত হাকীকি অর্থই ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত হাকীকতের উপর আমল করা সম্ভব এবং মাজাযের ও কোন قرينة পাওয়া যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত হাকীকি অর্থই গ্রহণ করতে হবে। মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম বলেন: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته.... উল্লেখিত আয়াতে কারীমার মধ্যে بما عقدتم الأيمان দ্বারা ইয়ামিনে মুনআক্বিদাহ ধর্তব্য হবে। কেননা, ইয়ামিনে মুনআক্বিদাহই এর হাকীকি অর্থ। ইয়ামিনে মুনআক্বিদাহ বলা হয় ভবিষ্যতে কোন কিছু না করার ব্যপারে কসম করা। আবার এর মাজাযি অর্থ হল العزم যা ইয়ামিনে মুনআক্বিদা এবং গুমুস উভয়কে শামিল করে। আলোচ্য আয়াতে কারীমায় যেহেতু হাকীকি অর্থ নেওয়া সম্ভব এবং মাজাযের কোন قرينة ও নেই। তাই হাকীকি অর্থই গ্রহণ করতে হবে মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং ইয়ামিনে মুনআক্বিদারই কাফ্ফারা আসবে ইয়ামিনে গুমুসের নয়। ফুকাহায়ে কেরাম আরো বলেন : ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء এই আয়াতে কারীমায় نكاح শব্দটিকে وطي এর অর্থে ধরা হবে। কেননা, نكاح শব্দের হাকীকি অর্থ হল وطي আর মাজাযি অর্থ হল عقد। এক্ষেত্রে যেহেতু হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব এবং মাজাযি অর্থের কোন قرينة ও বিদ্যমান নেই তাই হাকীকি অর্থই গ্রহণ করা হবে। মাজাযি অর্থ নয়। সুতরাং পিতার موطوءة সকলেই হারাম, চাই তা হালাল পদ্ধতিতে হোক বা হারাম পদ্ধতিতে। একই বিধান দাসীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

---

(١) (أصول السرخسي) صـ ١٣٤

দ্বিতীয় হুকুমের আরো কিছু উদাহরণ

(١) لو حلف أحد "لا يأكل من هذه الشاة."

এক্ষেত্রে কেবল বকরীর দুধ পান করলে কসম ভঙ্গকারী হবে। বকরীর বিক্রিতমূল্য দিয়ে কিছু খেলে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, বকরীর দুধ হাকীকি অর্থের অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। সুতরাং এখানে মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা হবে না। নিচের উদাহরণগুলোর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

(٢) رأيت أسدًا

(٣) رأيت حمارًا

(٤) لقيتُ ثعلبًا

যে সব ক্ষেত্রে হাকীকি ও মাজাযি অর্থ একত্রিত করা বৈধ নয় বরং শুধু হাকীকি অর্থই গ্রহণ করতে হয় সে সকল উদাহরণও এখানে প্রযোজ্য হবে।

তৃতীয় হুকুম

যদি কোন শব্দ এমন হয় যে, তার হাকীকি অর্থের ব্যবহার রয়েছে আবার মাজাযি অর্থের ও ব্যবহার রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা রয়েছে।

প্রথম অবস্থা: হাকীকি অর্থের ব্যবহার বেশি এবং মাজাযি অর্থের ব্যবহার কম।

দ্বিতীয় অবস্থা: হাকীকি ও মাজাযি উভয় অর্থ সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত উভয় অবস্থার হুকুম হল সর্বসম্মতিক্রমে হাকীকি অর্থই ধর্তব্য হবে।

তৃতীয় অবস্থা:

মাজাযি অর্থের ব্যবহার হাকীকি অর্থের চেয়ে বেশি। ৩য় অবস্থার হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর নিকট হাকীকি অর্থই ধর্তব্য হবে মাজাযি অর্থ নয়। আবার সাহিবাইনের নিকট মাজাযি অর্থ ধর্তব্য হবে। মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতকে শক্তিশালী বলে মন্তব্য

করেছেন।[1] উপরোক্ত মতানৈক্যের ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত মাসায়েলের ক্ষেত্রে মত পার্থক্য দেখা দিবে।

(١) إذا حلف أحد لا يأكل من هذه الحنطة

(٢) إذا حلف أحد لا يشرب من الفرات

৪র্থ হুকুম

হাকীকি ও মাজাযি অর্থ একসাথে গ্রহণ করা প্রসঙ্গে:

হাকীকি ও মাজাযি অর্থ একসাথে গ্রহণ করার কয়েকটি সুরত হতে পারে। এর মধ্যে এক অবস্থায় জায়েয নেই বাকি অবস্থায় জায়েয।

১ম অবস্থা

একই অবস্থায় বা একই ক্ষেত্রে উদ্দিষ্টভাবে হাকীকি ও মাজাযি অর্থ একসাথে গ্রহণ করা। এ অবস্থায় হাকীকি ও মাজাযি অর্থকে একসাথে করা জায়েয নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মৌলিক দুটি কারণ এক সাথে পাওয়া গেলে হাকীকি ও মাজাযি অর্থ একসাথে গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এক: একই অবস্থায় বা একই ক্ষেত্রে হওয়া।

দুই: উদ্দিষ্টভাবে গ্রহণ করা। যেমনঃ

(١) قوله تعالى: ..... أولامستم النساء.(النساء:٤٣)

আলোচ্য আয়াতে الملامسة শব্দটি লক্ষণীয়। এর হাকীকি অর্থ হল, হাত দিয়ে স্পর্শ করা আর মাজাযি অর্থ হল সহবাস করা। এখানে সকলের ঐক্যমতে মাজাযি অর্থ নির্ধারিত। সুতরাং হাকীকি অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং মহিলাকে স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে এ কথা বলা যাবে না। যেমনটি ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন।

এই মূলনীতির আলোকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেনঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তির সন্তানদের জন্য ওসিয়ত করেন তাহলে উক্ত ওসিয়ত ঐ ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তানদের জন্যই প্রযোজ্য হবে। তার নাতি-পুতি তথা সন্তানদের সন্তানের জন্য

---

(١) (شرح المجلة ١/٣٧

প্রযোজ্য হবে না, কারণ এটা সন্তান শব্দের মাজাযি অর্থ। সুতরাং, তারা অসিয়তের আওতায় আসবে না। এই অবস্থার আরো কিছু উদাহরণ:

(٣) إذا استأنسوا على آبائهم لا يدخل أجدادهم في ذلك.

(٤) لو أن عربيًا لا ولاء عليه أوصى لمواليه وله معتقون و معتق المعتقين، فإن الوصية لمعتقه و ليس لمعتق المعتق شيء.

(٥) قال الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" . يكون الميراث للأولاد الصلبية لا لأولاد الأولاد. أي: الحفيد [١]

(٦) إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجور في حكم الوصية. [٢]

(٧) لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد حتى لو زنابها لا يحنث. [٣]

(٨) لا يلحق غير الخمر بالخمر في الحد. لأن الحقيقة أريدت بذلك النص فبطل المجاز. (الكشف ٧٢/٢)

২য় অবস্থা:

একই অবস্থা বা একই ক্ষেত্রে না হয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয় তাহলে উদ্দিষ্টভাবে হাকীকি এবং মাজাযি উভয় অর্থ গ্রহণ করা যাবে। যেমন: ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء.(النساء:٢٢) আলোচ্য আয়াতে نكاح শব্দটি লক্ষ্যণীয়। এর হাকীকি অর্থ হল الوطيُ আর মাজাযি অর্থ হল العقد। আয়াতের প্রথম تنكحوا দ্বারা نكاح এর মাজাযি অর্থ তথা عقد উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয় نكاح এর হাকীকি অর্থ الوطي উদ্দেশ্য।

---

(١) (ہمارے عائلی مسائل) ص ٣٥

(٢) (أصول الشاشي) ص١٥

(٣) (أصول الشاشي) ص ١٥

৩য় অবস্থা:

একই অবস্থায় বা একই ক্ষেত্রে, কিন্তু উদ্দেশ্যগত ভাবে নয় বরং عموم المجاز এর পদ্ধতিতে। عموم المجاز হল কোন শব্দের এমন মাজাযি অর্থ গ্রহণ করা যা ঐ শব্দের হাকীকি অর্থকেও শামিল করে। যেমন:

(١) من حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دخل ماشيًا أو راكبًا حافيًا كان أو منعلاً. و حقيقة وضع القدم فيها إذا كان حافيًا.

(٢) يوم يقدم فلان فامرأته كذا فقدم ليلاً أو نهارًا يقع الطلاق والاسم للنهار حقيقةً وللليل مجازًا

(٣) ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارًا يسكنها عاريةً أو بأجر يحنث كما لو دخل دارًا مملوكةً له.

(٤) إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها يحنث كما لو أكل عينها. (عند الصاحبين)

(٥) ولو حلف لا يشرب من الفرات فأخذ الماء من الفرات في كوزٍ فشربه يحنث كما لو كرع في الفرات. (جميع هذه المسائل مذكورة في "أصول السرخسي"صـ١٣٧)

الصريح : স্পষ্ট শব্দ

الصريح এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

الصريح শব্দটি الصَرَاحَة মাসদার (ক্রিয়ামূল) থেকে فعيل এর ওজনে গঠিত اسم الفاعل এর শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল : সুস্পষ্ট, সুপ্রকাশিত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমাম সারাখসি (রহ.) الصريح এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন:

هو كل لفظ مكشوف المعنى و المراد حقيقة كان أو مجازًا [١]

অর্থ: "صريح প্রত্যেক এমন শব্দকে বলে যার অর্থ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, চাই শব্দটি হাকীকত হোক কিংবা মাজায।"

আল্লামা হাফিয উদ্দীন আন নাসাফি (রহ.) صريح এর সংজ্ঞা দেন এভাবে

أما الصريح فما ظهر المرادُ به ظهورًا بينًا حقيقة كان أو مجازًا.[٢]

অর্থ: "صريح হল এমন শব্দ যার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।"

হাসকাফি (রহ.) বলেন:

ما لم يستعمل إلا فيه.[٣]

ইবনে আবিদিন শামি (রহ.) বলেন:

ما لم يستعمل إلا فيه غالبًا

অর্থ: "যে সকল শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থেই বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় ঐ অর্থে সেই শব্দটি صريح।"

---

(١) (أصول السرخسي) صـ١٤٧

(٢) (المنار مع فتح الغفار) صـ٢٢٣

(٣) (الدر المختار مع رد المحتار) ٤٤٣/٤

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন:

إن الصريح ما تبادر المراد به للغلبة [১]

অর্থ: "صريح হল ঐ শব্দ, বহুল ব্যবহারের কারণে যার উদ্দেশ্য বলা মাত্রই বোধগম্য হয়।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ (১)

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর মাঝে বাহ্যিকভাবে কিছুটা বিরোধ রয়েছে। যেমন: কোন কোন সংজ্ঞায় استعمال তথা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন সংজ্ঞায় مراد তথা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিছু সংজ্ঞায় ظهور المراد ও كشف المراد ও تبادر المراد এর কথা বলা হয়েছে। আবার কিছু সংজ্ঞায় وحدة الاستعمال ও غلبة الاستعمال এর কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় সংজ্ঞার সাথে কোন বিরোধ নেই। কেননা,, যারা استعمال কে কেন্দ্র করে সংজ্ঞা দিয়েছেন তারা হাকীকতের বিবেচনায় সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর যারা مراد কে কেন্দ্র করে সংজ্ঞা দিয়েছেন তারা ফলাফলের বিবেচনায় সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেননা,, যে শব্দের একটি অর্থই ব্যবহার হয় কিংবা একটি অর্থেই ব্যবহার প্রবল সে শব্দের উদ্দেশ্য অবশ্যই সুস্পষ্ট। সহজে এভাবে বলা যায় وحدة الاستعمال বা غلبة الاستعمال হলো ظهور المراد এর সবব। কিংবা ظهور المراد হলো وحدة الاستعمال বা غلبة الاستعمال এর নতিজা। এজন্য আল্লামা শালবী (রহ.) উভয়টির সমন্বয়ে সংজ্ঞা দিয়েছেন।

তিনি বলেন :

ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال [২]

অর্থাৎ "যে শব্দের প্রবল ব্যবহারের কারণে উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট তাই صريح।"

---

(١) (الموجز) صـ١٧٠

(١) حاشية الشلبي: ٣٩/٣

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ (৩)

أقسام الظهور ও الصريح এর মধ্যে পার্থক্য।

قال العلامة عليم الدين: فالحاصل أن اللفظ قد يكون خاصًا أو عامًا باعتبار الوضع و ذلك اللفظ بعينه يكون حقيقة أو مجازًا ثم ذلك اللفظ بعينه يكون صريحًا أو كناية باعتبار حصول الاستعمال للمعنى و عدمه ثم ذلك اللفظ بعينه يكون قسمًا من الأقسام الثمانية.[١]

وقال العلامة عليم الدين: الصريح لفظ يكون المراد به ظاهرًا ظهورًا بينًا تامًا سواء كان ظاهرًا أو نصًا أو مفسرًا أو محكمًا.[٢]

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ (৪)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট। আর তা হল, যে সকল শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট এবং বলা মাত্রই ঐ অর্থটি বোধগম্য হয় সে সকল শব্দকে صريح বলা হয়। সে হিসেবে أقسام الظهور এর সকল প্রকার صريح এর অন্তর্ভুক্ত।[৩] কেননা,, বলা মাত্রই এগুলোর অর্থ বুঝে আসে। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে الظاهر، النص المفسر এবং المحكم এগুলো صريح এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু এদের অর্থ সুস্পষ্ট। আর এটাই মুতাকাদ্দিমিন উসূলবিদদের মত। কিন্তু متأخرين উসূলবিদদের নিকট صريح বলা হয় ঐ সকল শব্দাবলীকে যা অধিক ব্যবহারের কারণে সুস্পষ্ট। আর এ কারণেই, مشترك শব্দের কোন একটি অর্থ যদি বহু প্রচলিত হয় তাহলে তাকে صريح বলা হবে। অনুরূপভাবে যদি حقيقة টা مهجورة হয় এবং مجاز এর বহুল প্রচলন থাকে তাহলে مجاز টি صريح হবে। আবার কোন শব্দ যদি এমন হয় যার একটি মাত্র অর্থ রয়েছে এবং সে এক অর্থেই ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটিও صريح। আবার الظاهر، النص، المفسر এবং المحكم যদি ব্যবহারে বহুল প্রচলিত হয় তাহলে এগুলোও صريح। আর যদি বহুল প্রচলিত

(١) (حاشية فصول الحواشي) صـ ١٢٩
(٢) (حاشية فصول الحواشي)صـ ١٢٩
(٣) (الموجز) صـ١٧٠

অনুরূপভাবে ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন

إن الصريح ما تبادر المراد به للغلبة.[১]

যদি صريح হয় তাহলে وحدة الاستعمال হলে যে হলে غلبة الاستعمال হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য ইবনে নুজাইম (রহ.) صريح বলেন :

الصريح في أصول الفقه : ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازًا. فإن لم يستعمل في غيره فأولى بالصراحة.[২]

ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) صريح কে محكم বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন:

المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا[৩]

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ (২)

কোন কোন সংজ্ঞায় وحدة الاستعمال এর কথা বলা হয়েছে। আবার কোন কোন সংজ্ঞায় غلبة الاستعمال এর কথা বলা হয়েছে। আল্লামা طحطاوي (রহ.), وحدة الاستعمال এর কথা যারা বলেন তাদের সংজ্ঞাকে খণ্ডন করে যারা غلبة الاستعمال এর কথা বলেন তাদের সংজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি الدر المختار এবং النهر الفائق এর বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন:

هما قاضيان بأن اللفظ لو استعمل في غير الطلاق ولو نادرًا يقدح في صراحته فيه مع أنهم نصوا على أن التركي يستعمل هذا اللفظ للطحال ولا يصدق قضاءً أنه أراده . بل يحكم عليه بالطلاق إلا أن يقال أن المراد بالحصر كثرة الاستعمال. فعلى هذا لو قال صريحه ما كثر استعماله فيه لكان أولى. و لفهم حكم ما إذا لم يستعمل إلا فيه بالأولى.[৪]

---

(١) الموجز: ١٧٠ مكتبة تهانوية

(٢) (البحر الرائق) ٣٦٧/٣

(٣) (أصول الجصاص) ٢٠٥/١

(٤) (طحطاوي على الدر) ١١٢/٢

না হয় তাহলে متأخرين এর নিকট এগুলো صريح নয়। আবার তারা এগুলোকে كناية ও বলেন না। সে হিসেবে এগুলোকে তৃতীয় আরেক ভাগে ভাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে যা صريح ও নয় আবার كناية ও নয়। অথচ এই ভাগ কেউ করেনি। এ ব্যাপারে ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন: "যদি এগুলোর হুকুম صريح কিংবা كناية এর মত হয় তাহলে استعمال তথা ব্যবহারের শর্ত করা অর্থহীন। সুতরাং অধিকাংশ মাশায়িখ (متأخرين) صريح এর ক্ষেত্রে استعمال তথা ব্যবহারের যে শর্ত করে থাকেন তা বর্জন করাই বাঞ্ছণীয়। আর এটাই মুতাকাদ্দিমিন উসূলবিদদের মত।" আবার আল্লামা আব্দুল আজীজ বুখারি (রহ.) متأخرين উসূলবিদদের মতকে أصح বলেছেন।[১] কেননা, ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই প্রকারের বিভাজন। যদি ব্যবহারের শর্ত না থাকে তাহলে এই تقسيم অর্থহীন হয়ে পড়বে। প্রকৃতার্থে এই উভয় প্রকারের মাঝে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। বরং আপেক্ষিক পার্থক্য মাত্র। সুতরাং এ ব্যাপারে প্রকৃত সমাধান সেটিই যা আল্লামা আব্দুল আলীম (রহ.) উল্লেখ করেছেন।

الصريح এর উদাহরণ

(১) সকল الحقيقة المستعملة শব্দ যার কোন مجاز متعارف নেই। (সাধারণত এই শ্রেণির صريح এর সংখ্যাই বেশি।)

(২) সকল المجاز المتعارف যার হাকীকতটা متعذرة কিংবা مهجورة।[২]

(৩) সকল المجاز যখন তার এমন قرينة থাকে। যার কারণে হাকীকি অর্থ নেয়া সম্ভব হয় না।

(৪) أقسام الظهور এর সকল প্রকার।[৩]

(৫) المشترك এর কোন একটি অর্থ যদি متعارف হয়ে যায়।

(৬) أقسام الخفاء এর অর্থ যদি কোন قرينة এর মাধ্যমে عرف এর মধ্যে متعارف হয়ে যায়।

---

(١) (كشف الأسرار) ١٠٢/١

(٢) (فواتح الرحموت) صـ ١٩٩

(٣) (الموجز) صـ , (حاشية العلامة عليم الدين) صـ ١٢٩

الصريح এর প্রকার

الصريح মৌলিকভাবে দুই প্রকার

১. الصريح المحض

২. الصريح مع الكناية

১. الصريح المحض

الصريح المحض বলা হয় ঐ সকল صريح শব্দাবলীকে যার গঠনগত অর্থ একটি এবং তা ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এবং ভিন্ন কোন অর্থের ক্ষীণ সম্ভাবনাও রাখেনা। যেমন: إنسان، رجل، إمرأة، فرش، شجرة ইত্যাদি।

২. الصريح مع الكناية

الصريح مع الكناية বলা হয় ঐ সকল শব্দাবলীকে যা নির্দিষ্ট কোন একটি অর্থে صريح কিন্তু ভিন্নার্থেরও ক্ষীণ সম্ভাবনা রাখে। যেমন: কোন শব্দের حقيقة متعذرة ও حقيقة مهجورة হল صريح আবার তার مجازمتعارف হল كناية। অর্থাৎ এ ধরনের শব্দ এক অর্থে صريح অন্য অর্থে كناية। যেমন : طلاق শব্দটি দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থে صريح। আর বন্দি থেকে মুক্তি দেওয়ার অর্থে كناية।

الصريح এর হুকুম (ব্যবহারিক জীবনে সরীহ শব্দের হুকুম)

(১) الصريح শব্দ স্বীয় অর্থকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাবে, একে যে ভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন। চাই খবরের পদ্ধতিতে (যেমন: طلقتك) কিংবা গুণবাচক শব্দে (যেমন: أنت طالق) কিংবা نداء বা আহ্বানের পদ্ধতিতে (যেমন:يا طالق)। এক্ষেত্রে শব্দই তার অর্থের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ صريح শব্দ দিয়ে কোন কিছু বললে বা হুকুম দিলে তা সরাসরি শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এবং অর্থকে শব্দের জন্য সাব্যস্ত করার জন্য ভিন্ন কোন قرينة এর প্রয়োজন নেই। সুতরাং কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে أنت طالق (অর্থাৎ তুমি তালাক) তাহলে সাথে সাথে তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে, চাই সে তালাক শব্দের কার্যকারিতার নিয়ত করুক বা না করুক। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার গোলামকে বলে أنت حر (অর্থাৎ তুমি আযাদ) তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে চাই আযাদ হওয়ার নিয়ত করুক বা না করুক। এমনকি ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, কেউ যদি হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলতে গিয়ে أنت طالق বলে ফেলে তাহলে ও قضاءً তালাক হয়ে যাবে।[১]

(২) صريح শব্দের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রভাব

যে সকল শব্দ صريح محض

(১) শব্দের উচ্চারণ করেছে قصداً এবং তার কার্যকারিতার إرادة করেছে। এক্ষেত্রে قضاءً ও ديانة কার্যকর হবে।

(২) শব্দের উচ্চারণ করেছে قصداً কিন্তু অকার্যকারিতার إرادة করেনি। এক্ষেত্রে قضاءً কার্যকর হবে ديانة কার্যকর হবে না।

(৩) শব্দের উচ্চারণ করেছে قصداً কিন্তু অকার্যকারিতার إرادة করেছে। একে আরবিতে هزل বলে। এক্ষেত্রে قضاءً কার্যকর হবে ديانة কার্যকর হবে না।

কিন্তু طلاق ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন দলীল থাকার কারণে এর হুকুম একটু ব্যতিক্রম। যেমন: কেউ যদি هزلاً তালাক দেয়। তাহলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে قضاءً তালাক হওয়ার কথা আর ديانة না হওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে قضاءً এবং ديانة উভয়ভাবে তালাক পতিত হবে। কেননা, হাদীস শরীফে কিছু বিষয়কে هزل

---

(١) (الدر المختار) ٤٣٥/٤ , (فتح الغفار)صـ ٢٢٤

(তথা হাসি ঠাট্টামূলক কথা যার কার্যকারিতার ইচ্ছা নেই।) এবং جد (বাস্তবিক কথা) কে বরাবর বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে هزلاً কথা বললেও একে جدًا ধরা হবে। আবার بيع ও شراء হল صريح শব্দ। সুতরাং নিয়মানুসারে কেউ যদি قصدًا এই শব্দ দিয়ে লেনদেন করে কিন্তু এর কার্যকারিতার إرادة না করে, তাহলে قضاءً কার্যকর হওয়ার কথা এবং ديانة কার্যকর না হওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে قضاءً এবং ديانة কোন ভাবেই কার্যকর হবে না। এর কারণ হল ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে تراضي তথা সন্তুষ্টি থাকা আবশ্যক যা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। هزل এর মধ্যে যেহেতু تراضي নেই তাই قضاءً ক্রয়-বিক্রয় সংঘঠিত হবে না। অর্থাৎ এটি بيع باطل বলে গণ্য হবে। এই মত অনেক উলামায়ে কেরাম ব্যক্ত করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন এভাবে মূল চুক্তি সংঘঠিত হবে ركن পাওয়া যাওয়ার কারণে। তবে তা ফাসিদ বলে গণ্য হবে تراضي না থাকার কারণে। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামি (রহ.) এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১] এবং এটিকে فاسد موقوف বলেছেন।

(৪) শব্দের উচ্চারণ خطأً। এক্ষেত্রে قضاءً কার্যকর হবে ديانة হবে না। بيع ও شراء এর ক্ষেত্রে এখানেও ব্যতিক্রম আর তা হল قضاءً ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। যেহেতু تراضي নেই। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে হুকুম স্বাভাবিক অর্থাৎ قضاءً তালাক সংঘটিত হবে, ديانة সংঘটিত হবে না।

(৫) শব্দের উচ্চারণ করেছে قصدًا। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়েছে ভিন্ন অর্থ যা এই শব্দের ক্ষীণ সম্ভাব্য অর্থও নয়। এক্ষেত্রে قضاءً ও ديانة কোন ভাবেই তার উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন: কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বলল আমি তাকে তালাক দিয়ে ভয় দেখিয়েছি তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

(৬) শব্দের উচ্চারণ করেছে قصدًا কিন্তু ঐ শব্দের صريح অর্থ উদ্দেশ্য না নিয়ে তার كناية অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে। এক্ষেত্রে قضاءً গ্রহণযোগ্য হবে না, কিন্তু ديانة গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন: কেউ তার স্ত্রীকে বলল: أنت طالق অতঃপর ديانة এর দ্বারা নিয়ত করল طلاق عن القيد অর্থাৎ বন্দী থেকে মুক্তি। তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

---

(١) (رد المحتار) ١٨/٧ (مكتبة رشيدية)

الكناية (প্রচ্ছন্ন শব্দ / অস্পষ্ট শব্দ)

الكناية এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

الكناية হলো كنى-يكني ফেয়েলের মাসদার যা বাবে ضرب থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো:[১] أن تتكلم بشيء و تريد به غيره : এক বিষয়ে কথা বলে অন্য বিষয় উদ্দেশ্য নেয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (রহ.) الكناية এর সংজ্ঞা দেন এভাবে:

والكناية هو ما استتر المراد به.[২]

অর্থ: "كناية এমন শব্দকে বলে যার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

নাসাফি (রহ.) كناية এর সংজ্ঞায় বলেন:

وأما الكناية فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازًا [৩]

অর্থ: "كناية বলা হয় ঐ শব্দকে যার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং قرينة ছাড়া উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। চাই শব্দটি حقيقة হোক কিংবা مجاز।"

ইমাম আবু যায়েদ দাবুসি (রহ.) تقويم الأدلة তে كناية এর সংজ্ঞা দেন এভাবে

كل كلام يحتمل وجوهًا كناية [৪]

ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) كناية কে متشابة বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি এর সংজ্ঞা দেন এভাবে:

---

(١) الصحاح:١٠١٣

(٢) (أصول البزدوي مع الكشف) ١٠٣/١

(٣) (المنار مع نور الأنوار) صـ ١٤٣

(٤) (تقويم الأدلة) صـ١٤٣

ما يحتمل وجهين أو أكثر [৫]

অর্থ: "প্রত্যেক এমন শব্দ যা দুই বা ততোধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে তাকে متشابة বলে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মাঝে বাহ্যিকভাবে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথমোক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে বলা হয়েছে, যে সকল শব্দের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট তাকে كناية বলে। আবার শেষোক্তদ্বয়ের মধ্যে বলা হয়েছে, যে সকল শব্দ একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে তাকে كناية বলে। প্রকৃতপক্ষে উভয় সংজ্ঞার মাঝে কোন বিরোধ নেই। বরং প্রথমোক্ত সংজ্ঞাদ্বয় শেষোক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ের ফলাফলের পর্যায়ের। কেননা, যে সকল শব্দ একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে المشترك، المشكل، المجمل ইত্যাদি كناية এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এটাই মুতাকাদ্দিমিন উসূলবিদদের মত। কিন্তু متأخرين উসূলবিদগণ استعمال তথা ব্যবহার শর্ত করেন। অর্থাৎ যে সকল শব্দাবলী ব্যবহারের কারণে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে সেটাই كناية। সুতরাং যে সকল শব্দ গঠনগতভাবে অস্পষ্ট সেগুলোকে كناية বলা হবে না। সে হিসেবে المشترك، المشكل، المجمل ইত্যাদি كناية হবে না যে পর্যন্ত না ব্যবহারিকভাবে অস্পষ্ট হয়। এক্ষেত্রেও আল্লামা আলিমুদ্দীন (রহ.)-এর বক্তব্য স্বরণ থাকলে কোন জটিলতা তৈরি হবে না।

كناية এর প্রকার ও হুকুম

كناية মৌলিকভাবে দুই প্রকার:

১. الكناية المحضة

২. الكناية مع الصريح

(১) الكناية المحضة

যে সকল শব্দ সমানভাবে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে তাকে الكناية المحضة বা প্রকৃত كناية বলা হয়। যেমন: المشترك শব্দ যদি তার একাধিক অর্থের সাথে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সকল যমীর ও كناية এর অন্তর্ভুক্ত।

---

(৫) (أصول الجصاص) ১/২০৫

হুকুম

এই প্রকারের كناية এর হুকুম হল قرينة ছাড়া কোন একটি অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে قرينة দুই প্রকার। নিয়ত এবং دلالة الحال তথা অবস্থা বা বক্তব্যের প্রেক্ষাপট। যেমন: কেউ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে: اذهبي إلى دارك এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়ত না করে তাহলে قضاءً এবং ديانةً তার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। আবার কেউ যদি مذاكرة الطلاق তথা তালাকের আলোচনার সময় এ কথা বলে কিন্তু তালাকের নিয়্যাত না থাকে তাহলে قضاءً তার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না, কিন্তু ديانةً গ্রহণযোগ্য হবে।

(২) الكناية مع الصريح

যে সকল শব্দ একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে কিন্তু এক অর্থে ব্যবহার বেশি অন্য অর্থে ব্যবহার নেই কিংবা একেবারে কম। তাহলে অধিক ব্যবহৃত অর্থে শব্দটি صريح এবং ক্ষীণভাবে ব্যবহৃত অর্থে কিংবা ব্যবহার নেই সে অর্থে শব্দটি كناية। এর হুকুম ও উদাহরণ الصريح مع الكناية এর আলোচনায় গত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

كناية এর ক্ষেত্র

একটি শব্দের বিভিন্ন স্থানে كناية হতে পারে। যেমন:

১. শব্দের মূল ধাতুতে كناية। অর্থাৎ শব্দের মূল অর্থ একাধিক। যেমন:

الحقيقة المهجورة، الألفاظ المشتركة، المجاز قبل أن يتعارف

২. শব্দের متعلق এ كناية : শব্দের মূল ধাতু صريح কিন্তু তার متعلق উল্লেখ নাই তাই তা একাধিক متعلق এর সম্ভাবনা রাখে। যেমন: কেউ বলল: أنت بتة তুমি ছিন্ন। কী থেকে ছিন্ন তা বলা হয়নি। দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে না কি সুযোগ সুবিধা থেকে। এ হিসেবে بتة শব্দটি كناية। তালাকের كناية শব্দবলি বেশিরভাগে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

৩. مفعول এর মধ্যে كناية : যেমন, কেউ বললো : "খেয়েছি" এখানে খেয়েছি শব্দটি সরীহ, কিন্তু কী খেয়েছি এ ব্যাপারে كناية।

৪. فاعل এর মধ্যে كناية : যেমন, কেউ বললো :"গিয়েছে" এখানে গিয়েছে শব্দটি সরীহ, কিন্তু কে গিয়েছে এ ব্যাপারে كناية।

৫. সকল ধাঁধাঁ كناية এর অন্তর্ভুক্ত।

মাজায এবং কেনায়ার মধ্যে পার্থক্য

উসূলবিদদের নিকট মাজায এবং কেনায়ার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই, বরং কেনায়া মাজাযেরই একটি প্রকার মাত্র। অন্যদিকে বালাগাতবিদদের নিকট মাজায এবং কেনায়া একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন।[١] উভয়ের মাঝে মৌলিকভাবে দুটি পার্থক্য রয়েছে যা বালাগাতের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়।

---

(١) (نسمات الأسحار) صـ ١٤٢

التقسيم الرابع : تقيسم اللفظ باعتبار ظهور المعنى
চতুর্থ ভাগ : স্পষ্টতা হিসেবে শব্দের প্রকার
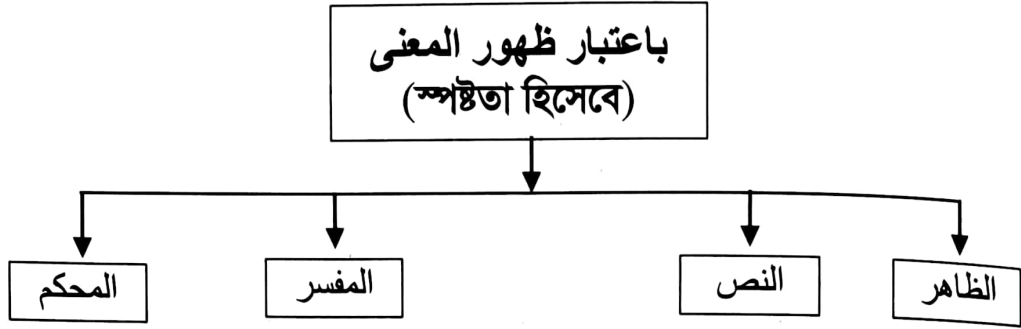
স্পষ্টতার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগের কারণ

যে কোন ইবারত বা বাক্য থেকে মর্ম উদ্ধারের জন্য সর্ব প্রথম করণীয় হল প্রতিটি শব্দের গঠনগত অর্থ নির্ণয় করা অতঃপর দেখতে হবে শব্দটি তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে নাকি ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? যদি শব্দটি গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে গঠনগত অর্থ অনুযায়ী,আর যদি ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে সেই ভিন্নার্থ অনুযায়ী বাক্যের মর্ম উদ্ধার করতে হবে। আমরা ইতিঃপূর্বে শব্দের গঠনগত অর্থ সম্পর্কে প্রথমভাগে আর ব্যবহৃত অর্থ সম্পর্কে তৃতীয় ভাগে অবগত হয়েছি। সুতরাং সে হিসেবে ভিন্ন কোন ভাগ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শব্দকে আরও দুটি ভাগে তথা চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে করা হয়েছে। যা উসূলে ফিকহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এখন প্রশ্ন হল শব্দকে এইভাগে কেন ভাগ করা হল? এ সম্পর্কে "المناهج الأصولية" নামক কিতাবে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(١) تحديد نطاق التأويل في النصوص الواضحة في ذاتها.

অর্থ: "স্পষ্ট নসসমূহের মধ্যে তাবীল তথা ব্যাখ্যার সীমা নির্ধারণ করা।"

অর্থাৎ কোন্ কোন্ নসের মধ্যে তাবীল করা যাবে আর কোন্ কোন্ নসের মধ্যে তাবীল করা যাবে না। আমরা সামনের আলোচনায় জানতে পারবো যে, الظاهر

এবং النص এর মধ্যে তাবীল করা যাবে দলীল সাপেক্ষে। কিন্তু المفسر এবং المحكم এর মধ্যে কোন ধরনের তাবীল করা যাবে না। যেহেতু তা স্পষ্টতায় সবার উর্ধ্বে।

(٢) تحديد أيّ النصوص الواضحة أولى بالعمل عند التعارض[1]

> অর্থ: "النصوص الواضحة (المحكم، المفسر، النص، الظاهر) সমূহের পারস্পরিক বিরোধের সময় কোনটি তারজীহ তথা প্রাধান্য পাবে তা নির্ধারণ করা।"

সামনের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারবো যে, النصوص الواضحة সমূহের মধ্যে যেটা তুলনামূলক বেশি স্পষ্ট তা তুলনামূলক কম স্পষ্টটির উপর তারজীহ পাবে। যেহেতু তুলনামূলক বেশি স্পষ্ট নসটি তুলনামূলক কম স্পষ্ট নসের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আর এটা জানা কথা বেশি শক্তিশালী কম শক্তিশালীর উপর প্রাধান্য পায়।

---

(١) (المناهج الأصولية) صـ ٦١

الظاهر : স্পষ্ট শব্দ/বাক্য

الظاهر এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

الظاهر শব্দটি الظهور মাসদার বা শব্দমূল থেকে গঠিত اسم الفاعل এর সিগাহ বা শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, বাহ্যিক। الظاهر এর মধ্যে অর্থ যেহেতু স্পষ্ট ও প্রকাশ্য তাই একে الظاهر বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (রহ.) الظاهر এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته .[১]

"الظاهر প্রত্যেক এমন বাক্যের নাম যার দ্বারা শুধু শব্দ দিয়েই শ্রোতার নিকট বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।"

ইমাম শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি (রহ.) الظاهر এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع مِن غير تأمل[২]

"প্রত্যেক এমন (শব্দ বা বাক্যকে) الظاهر বলে যার মাধ্যমে কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা ছাড়াই শুধু শুনার দ্বারাই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়।"

ডঃ ওহ্‌বাহ্ যুহাইলি الظاهر এর সংজ্ঞায় বলেন:

الظاهر: هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراد به للسامع بصيغته مِن غير توقف على قرينة خارجية أو تأمل سواء أ كان مسوقًا للمعنى المراد منه أم لا.[৩]

"ظاهر প্রত্যেক এমন শব্দ বা বাক্যকে বলে যার দ্বারা শ্রোতার নিকট উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় আভিধানিক ভাবেই। কোন ধরনের বহির্গত قرينة অথবা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই। চাই তা উদ্দিষ্ট অর্থ হোক বা না হোক।"

---

(١) "أصول البزدوي" صـ٩٩ (دار السراج)
(٢) "أصول السرخسي" ١\١٢٩ (دار الفكر)
(٣) "أصول الفقه الإسلامي" ٣١٧/١

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট। তা হল, যে সকল শব্দ বা বাক্য থেকে কোনরূপ চিন্তাভাবনা এবং কোন ধরনের বাহ্যিক قرينة ছাড়াই যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থের জন্য ঐ শব্দ বা বাক্যকে ظاهر বলে। চাই ঐ অর্থের জন্য শব্দ বা বাক্যটিকে মূখ্যভাবে আনা হোক বা না হোক। আর এটাই মুতাকাদ্দিম উসূলবিদদের মত। তাদের মতে ظاهر এর মধ্যে سوق তথা মূখ্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে আবার না ও থাকতে পারে। অন্যদিকে نص এর মধ্যে মূখ্য উদ্দেশ্য থাকতেই হবে এবং তার জন্য قرينة থাকা ও আবশ্যক।[১] শুধু سوق তথা মূখ্য উদ্দেশ্য থাকাই نص হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং سوق এর সাথে সাথে মূখ্য উদ্দেশ্য নির্দেশক খারিজী قرينة ও থাকতে হবে। যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী:

يا أيها الناس اتقوا ربكم.(النساء : ١)

অর্থ: "হে মানুষ তোমরা স্বীয় রবকে ভয় কর।"

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় سوق তথা মূখ্য উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হল রবকে ভয় করার হুকুম প্রদান। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের কোন قرينة নেই। তাই এটি سوق থাকা সত্ত্বেও ظاهر। আবার, أحل الله البيع وحرم الربا। এই আয়াতে سوق আছে আর তা হল البيع ও الربا এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা। এবং তার قرينة ও রয়েছে তা হল আয়াতের سياق তথা পূর্বালোচনা। যেখানে কাফির্‌রা بيع ও ربا কে এক বলে দাবি করেছে। তাই এই আয়াতটি بيان التفرقة এর ক্ষেত্রে نص। আবার, بيع হালাল হওয়া ও ربا হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি ظاهر। কেননা, শুধু শব্দ থেকেই এই অর্থটি বোধগম্য হয়। এবং এই ظاهر এ কোন ধরনের سوق তথা الغرض الأصلي নেই। বরং এটি الغرض التبعي বা গৌণ উদ্দেশ্য।

ظاهر এর প্রকার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দুই প্রকারের ظاهر পেলাম।

১. যার سوق তথা الغرض الأصلي রয়েছে।

২. যার سوق তথা الغرض الأصلي নেই।

এই দুই প্রকারের ظاهر এর মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে বেশি স্পষ্ট তাই বেশি শক্তিশালী।

---

(١) (قمر الأقمار) صـ ٨٦ رقم الحاشية صـ١٣

النص : সুস্পষ্ট শব্দ/বাক্য

النص এর পরিচয়

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমাম শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি (রহ.) النص এর সংজ্ঞায় লিখেছেন।

> ما يزداد وضوحًا بقرينة تقترن باللفظ مِن المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرًا بدون تلك القرينة.(١)

অর্থাৎ, "نص বলে ঐ বাক্যকে যার স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায় বক্তার পক্ষ থেকে শব্দের সাথে কোন করিনা যুক্ত হওয়ার কারণে, বাহ্যত এ করিনা ছাড়া বাক্যের মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা ঐ স্পষ্টতা আবশ্যক করতে পারে।"

আল্লামা নাসাফি (রহ.) النص এর সংজ্ঞায় লিখেছেন

> ما يزداد وضوحًا على الظاهر لمعنى مَن المتكلم لا في نفس الصيغة.(٢)
>
> অর্থাৎ, "نص বলে ঐ বাক্যকে যা স্পষ্টতায় ظاهر এর চেয়ে বেশি, বক্তার পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের কারণে যা সরাসরি শব্দের মধ্যে নেই।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

যে কোন কথার কোন না কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্যহীন কথা বলা নিরর্থক কাজ। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নিরর্থক কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কোরআন সুন্নাহের প্রত্যেকটি কথারও কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা, উদ্দেশহীন কথাকে لغو (অহেতুক কথা) বলা হয়। আর এটা সুনিশ্চিত যে কোরআন সুন্নাহে কোন لغو কথা থাকতে পারে না। তবে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা রয়েছে। কোনটা الغرض الأصلي তথা মূখ্য উদ্দেশ্য আবার কোনটা الغرض

---

(١) "أصول السرخسي" ١\١٢٩ (دار الفكر)
(٢) "المنار مع فتح الغفار" صـ ١٨٣ (مكتبة اسلامية كوئته)

التبعي তথা গৌণ উদ্দেশ্য। ظاهر এর আলোচনায় আমরা অবগত হয়েছি যে, الغرض التبعي ও الغرض الأصلي উভয়টার ক্ষেত্রেই বাক্যকে ظاهر বলা হয়। কিন্তু الغرض الأصلي এর স্বপক্ষে যদি কোন করিনা থাকে। (যেমন: বাক্যের سياق, سباق, سبب النزول, سبب الورود ইত্যাদি) তাহলে ঐ الغرض الأصلي এর জন্য বাক্যটিকে نص বলা হবে। শুধু سوق তথা العرض الأصلي থাকাই نص হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং তার সাথে সাথে করিনাও থাকতে হবে।[১] সেজন্য السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما আয়াতটি হাত কাটার ব্যাপারে ظاهر। যদিও الغرض الأصلي রয়েছে কিন্তু এর সমর্থনে কোন বহির্গত করিনা নেই। অন্যদিকে أحل الله البيع وحرم الربا আয়াতটি بيان التفرقة এর ব্যাপারে নস যেহেতু এর স্বপক্ষে করিনা আছে। তা হল আয়াতের পূর্বালোচনা, যেখানে কাফিররা দাবি করেছে ব্যবসা ও সুদ একই জিনিস। এর প্রতি উত্তরে আয়াতটি এসেছে তাই এই অর্থে আয়াতটি نص। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম নসের منشأ الظهور তথা স্পষ্টতার উৎস হল, القرينة المقترنة بالمعنى المقصود অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থের স্বপক্ষে কোন বাহ্যিক করিনা থাকা।

التمرين على التعريف (অনুশীলনী)

النصوص الشرعية	ظاهر	نص	القرينة
أحل الله البيع وحرم الربا (البقرة: ٢٧٥).	في بيان حل البيع وحرمة الربا.	في بيان التفرقة بين البيع والربا.	
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. (النساء :٣).	في بيان إباحة النكاح.	في بيان أقصى العدد في النكاح والاقتصار على الواحدة عند خوف الجور.	
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف	في بيان اختصاص نسب الولد بالأب.	في بيان وجوب النفقات والكسوة على الأب.	

(١) (كشف الأسرار) ٧٣/١

النصوص الشرعية	ظاهر	نص	القرينة
. (البقرة: ٢٣٣).			
فطَلِّقوهن لعدتهن. (الطلاق: ١).	في بيان أن لا يزيد على تطليقة واحدة.	في بيان مراعاة وقت السنة عند إرادة الإيقاع	
فاقطعوا أيديهما. (المائدة : ٣٨).	في بيان وجوب قطع يد السارق.		
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. (النور:٢).	في بيان وجوب جلد الزانية والزاني.		
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. (النساء: ٢٤).	في بيان حل جميع النساء خلا من ذكرت من قبل.	في بيان وجوب المهر.	
إنما الأعمال بالنيات. (بخاري: ١).	في بيان وجوب النية في جميع الأعمال.	في بيان الحث والترغيب على حسن النية في جميع الأعمال والإنكار على سوء النية.	
يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. (البقرة: ٢٢٢).	في بيان أن الحيض هي أذى. أي: قذر.	في بيان وجوب الاعتزال في المحيض.	
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك العصر. (بخاري:٥٧٩ و مسلم: ٦٠٨).	في بيان آخر وقت العصر.	في بيان حكم إدراك العصر.	
هو الطهور ماؤه والحل ميتته.(أبو داود : ٨٣).	في بيان حل الميتة.	في بيان طهارة ماء البحر.	

الظاهر ও النص এর হুকুম

১. الظاهر এবং النص সূত্রে যে মর্ম বোধগম্য হবে তা قطعي তথা অকাট্য। যদিও তা تأويل ও تخصيص এর সম্ভাবনা রাখে। কেননা, এটা দলীলবিহীন সম্ভাবনা। আর দলীলবিহীন সম্ভাবনা قطعية এর মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা। সুতরাং দলীল ছাড়া এই অর্থ বা মর্মের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না। তাই এর মাধ্যমে শরীয়তের সব ধরনের বিধি বিধান সাব্যস্ত হবে। যেমনঃ ফরয, হারাম, হুদুদ ও কেসাস ইত্যাদি।

২. বাক্যের মধ্যে ظاهر ই হল মূল। এবং বাক্য থেকে যা বুঝে আসে এটাই বক্তার উদ্দেশ্য। কেননা, সে তার মনের ভাব বুঝাবার জন্য এই বাক্যকে নির্বাচন করেছে। তবে যদি ভিন্ন কোন করিনার দ্বারা বুঝা যায় বক্তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু, তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, ভাষার উদ্দেশ্যই হল মনের ভাব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা।

৩. الظاهر এবং النص উভয়টা تأويل ও تخصيص এর সম্ভাবনা রাখে। যদিও তা দলীল বিহীন সম্ভাবনা। তবে النص এর মধ্যে এই সম্ভাবনা الظاهر এর তুলনায় কম। তাই উভয়ের মাঝে যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে النص কে ঠিক রাখা হবে, আর الظاهر কে تأويل করা হবে। কেননা, النص বক্তার উদ্দেশ্য নির্দেশের ক্ষেত্রে الظاهر এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

নিম্নে الظاهر ও النص এর বিরোধের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল

(১) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. (النساء: ٢٤)

"পূর্বোল্লিখিত নারীরা ছাড়া সমস্ত নারীদেরকে তোমাদের জন্য মালের বিনিময়ে (তথা মহরের বিনিময়ে) বিবাহ করা বৈধ করা হলো।"

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ভাষ্যমতে যে সকল নারীদেরকে বিবাহ করা হারাম তারা ব্যতীত সমস্ত নারীদেরকে বিবাহ করা হালাল তথা বৈধ, তাদের সংখ্যা যাই

হোক, একসাথে চারজন হতে পারে আবার চারের অধিকও হতে পারে। কেননা, আয়াতে কারীমায় ما আম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা তার অধিনস্ত সমস্ত فرد কে শামিল করে। অর্থাৎ চারের অধিক নারীকে একসাথে বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি ظاهر। কেননা, আয়াতটিকে মৌলিকভাবে এ উদ্দেশ্যের জন্য আনা হয়নি। বরং বিবাহ করতে হলে মহর আবশ্যক এ কথার জন্য আনা হয়েছে। তাই মহর আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি نص। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .(النساء:٣)

"যে সকল নারীদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে পার, দুই, তিন, অথবা চার জনকে।"

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

১. পছন্দমত যে কোন সংখ্যক নারীকে বিবাহ করা বৈধ হওয়া।

২. সর্বোচ্চ চারজনকে বিবাহ করা বৈধ হওয়া।

প্রথম বিষয়ে আয়াতটি ظاهر এবং ২য় বিষয়ে আয়াতটি نص। যেহেতু ২য় বিষয়টি বর্ণনা করা আয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য আর প্রথম বিষয়টি গৌণ উদ্দেশ্য। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে কারীমার نص এর বক্তব্য এবং ظاهر এর বক্তব্য অনুরূপভাবে পূর্বোক্ত আয়াতের ظاهر এর বক্তব্য পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ। কেননা, نص এর ভাষ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ চারজন নারীকে এক সাথে বিয়ে করতে পারবে। অন্য দিকে ظاهر এর ভাষ্যানুযায়ী চার এর অধিক সংখ্যক ও বিয়ে করা যাবে। সুতরাং نص যেহেতু বক্তার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বেশি সুস্পষ্ট তাই نص এর বক্তব্য প্রাধান্য পাবে। আর ظاهر এর বক্তব্যকে نص এর বক্তব্যের অনুকূলে ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ কথা বুঝতে হবে যে, বাক্যের বাহ্যিক বক্তব্য এখানে উদ্দেশ্য নয়।

(২) হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদয়ের সময় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি নামাজ পড়ার নিষিদ্ধ সময় বর্ণনার ব্যাপারে نص। আবার অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: من نام عن صلاة أو

نسيها فليصلها إذا ذكرها. (مسلم : ٦٨٠) : "যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়তে পারেনি, সে যেন নামাজ আদায় করে নেয়, যখনই তার স্বরণ হবে।" আলোচ্য হাদীসটি যথা সময়ে নামাজ পড়তে না পারলে কাযা করা আবশ্যক এ কথা বর্ণনার জন্য এসেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এটি نص। আর যে কোন সময় কাযা নামজ আদায় করা যাবে এ কথার ক্ষেত্রে ظاهر। সে হিসেবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ও কাযা নামাজ আদায় করা বৈধ হওয়ার কথা। কিন্তু পূর্বোক্ত হাদীসের نص এর ভাষ্যের সাথে এই হাদীসের ظاهر এর ভাষ্যের বিরোধ রয়েছে। সুতরাং نص এর ভাষ্য প্রাধান্য পাবে এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হবে। আর ظاهر এর ভাষ্য বর্জন করা হবে এবং একথা বলা হবে যে, এখানে ظاهر এর বক্তব্য উদ্দেশ্য নয়।

ظاهر এবং نص এর বিরোধের আরো কিছু উদাহরণ

١. روي عن النبي ﷺ: أنه نهى عن صوم يوم الفطر وأيام التشريق.(........)

معارضه: (١) فعدة من أيام أخر.(البقرة: ١٨٤).

(٢) وسبعة إذا رجعتم. (البقرة: ١٩٦).

(٣) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (البقرة: ١٩٦).

٢. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. (النساء:٢٣) . (نص في حرمة الجمع بين الأختين).

معارضه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. (النساء:٢٤) (ظاهر في إباحة نكاح المحصنات سواء كان جمعا أو تفريقا).

٣. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.(البقرة: ١٨٣) (نص في إيجاب الصوم . ظاهر في جميع المؤمنين سواء كان صبيا أو مجنونا أو مريضا أو مسافرا).

معارضه: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل أو يفيق. (الترمذي :١٤٢٣ و أبو داود : ٤٤٠٢).

المفسر : দ্ব্যর্থহীন অকাট্য শব্দ/ বাক্য

المفسر এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

المفسر শব্দটি التفسير মাসদার থেকে গঠিত اسم المفعول এর শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল: ব্যাখ্যা কৃত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশি (র:) المفسر এর সংজ্ঞায় বলেন:

> ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص.[১]

> "متكلم এর বর্ণনার মাধ্যমে যে সকল শব্দ থেকে উদ্দেশ্য এমনভাবে সুস্পষ্ট হয় যে, تأويل এবং تخصيص এর নূন্যতম সম্ভাবনাও বাকী থাকেনা তাকে المفسر বলে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

প্রতিটি ভাষারই স্বাভাবিক বর্ণনা বক্তার মনের ভাব ও উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য যথেষ্ট। এ জন্য উসূলবিদদের মত হল الأصل في الكلام الظاهرُ। অর্থাৎ ভাষার আসল হল শব্দ ও বাক্যের বাহ্যিক অর্থ। কেননা, শব্দ ও বাক্য মানুষের মনের ভাব ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করে। শব্দ ও বাক্য যে অর্থ ও মর্মকে নির্দেশ করে সেটাই বক্তার উদ্দেশ্য। মোট কথা শব্দ ও বাক্য হল বক্তার ভাব ও উদ্দেশ্যের বাহন। কিন্তু কখনো কখনো এমন হয় যে, শব্দ তার আপন অর্থকে নির্দেশ করা সত্ত্বেও ভিন্নার্থ গ্রহণ করার অহেতুক সম্ভাবনা থেকে যায়। তখন বক্তা তার উদ্দেশ্যকে সু-নিশ্চিত করতে এবং অহেতুক সম্ভাবনাকেও নির্মূল করতে ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, যদিও এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। তখন উক্ত শব্দ বা বাক্যটিকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় مفسر বলে।

---

(١) "أصول الشاشي" : ١\٢٤٦ (دار ابن حزم)

যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.(الحجر:٣٠) উপরের আয়াতে কারীমায় الملائكة শব্দটি লক্ষণীয়। শব্দটি عام। সে হিসেবে শব্দটি সমস্ত ফেরেশতাকুলকে শামিল করে নেয়। কেউ এর বাইরে নয়। কিন্তু এখানে একটি অহেতুক সম্ভাবনা হতে পারে যে, الملائكة শব্দের দ্বারা সমস্ত ফেরেশতা উদ্দেশ্য নয় বরং কিছু ফেরেশ্তা এই হুকুমের আওতার বাহিরে। যেহেতু বেশিরভাগ ফেরেশতা সিজদা করেছে সে হিসেবে হয়ত عام শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি একটি অহেতুক সম্ভাবনা, এর পশ্চাতে কোন দলীল নেই। আর দলীলবিহীন সন্দেহ- সম্ভাবনার কোন মূল্য নেই। কিন্তু এই অহেতুক সম্ভাবনাও যেন না থাকে সে জন্য আল্লাহ তাআলা كلهم শব্দ বলে পূর্বের ব্যাপকতাকে সুনিশ্চিত করেছেন। এখন আর অহেতুক সম্ভাবনারও কোন সুযোগ নেই। এভাবে عام শব্দ থেকে تخصيص এর সকল সম্ভাবনা দূর করার মাধ্যমে عام শব্দটি مفسر এ পরিণত হয়। একে المفسر من العام বলা হয়।

আবার কখনো কখনো الخاص শব্দ থেকে মাজাযের অহেতুক সম্ভাবনাকে দূর করার দ্বারা খাসশব্দ مفسر এ পরিণত হয়। যেমন: لا طائر يطير بجناحيه একে المفسر من الخاص বলা হয়।

আবার কখনো কখনো বক্তার নিকট শব্দের মাজাযি অর্থটাই উদ্দেশ্য হয় তখন হাকীকি অর্থকে বর্জন করে মাজাযি অর্থকে সুনিশ্চিত করেন। অবশ্য এটা ঐ সময় যখন শব্দটি হাকীকি ও মাজাযি উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। যেমন: কেউ বলল: رأيت أسدا يرمي। শব্দটি হাকীকি অর্থ হল সিংহ যা একটি চতুষ্পদ প্রাণী আবার সাহসী মানুষকেও সিংহ বলা হয় মাজাযি ভাবে। বাক্যে يرمي শব্দ যোগ করে হাকীকি অর্থকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হল। একে المفسر من المجاز বলে।

আবার শব্দটি কখনো كناية হয় যা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে তখন বক্তা যদি যে কোন একটি অর্থকে নির্ধারণ করে দেয় তাহলে শব্দটি مفسر এ পরিণত হয়। যাকে المفسر من الكناية বলা হয়।[1] অনুরূপভাবে المشترك শব্দের কোন একটি

---

(١) (تقويم الأدلة) صـ ١١٧ (قديمي كتب خانه)

অর্থ যদি متكلم এর পক্ষ থেকে নির্ধারণ হয় তখন ঐ مشترك শব্দটি مفسر এ পরিণত হয়। যাকে المفسر من المشترك বলে।

অনুরূপভাবে যে সকল শব্দাবলী أقسام الخفاء এর অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর خفاء বা অস্পষ্টতা যদি متكلم নিজেই এমনভাবে দূর করে যে, তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং ভিন্ন কোন অর্থের সম্ভাবনা না রাখে তাহলে এদেরকে যথাক্রমে المفسرمن الخفي ، المفسر من المشكل، المفسر من المجمل বলা হয়।

নীচে সকল مفسر গুলোকে এক সাথে উল্লেখ করা হল

١. المفسر من العام

٢. المفسر من الخاص

٣. المفسر من المشترك

٤. المفسر من الكناية

٥. المفسر من الخفي

٦. المفسر من المشكل

٧. المفسر من المجمل

٨. المفسر من المجاز

مفسر এর শর্তাবলী

একটি শব্দ مفسر হওয়ার জন্য নীচের শর্তাবলী পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

১. تفسير তথা ব্যাখ্যা متكلم এর পক্ষ থেকে হতে হবে। যদি متكلم এর পক্ষ থেকে না হয়ে مخاطب এর পক্ষ থেকে হয় তাহলে সেটা مؤول এ পরিণত হবে।

২. قطعي الثبوت ও قطعي الدلالة নসের تفسير করতে হলে قطعي الثبوت ও قطعي الدلالة নস আবশ্যক। যেমন: الظاهر ও النص এর তাফসীরকারী নসটি যদি উভয় দিক দিয়ে قطعي না হয় তাহলে এর দ্বারা تفسير হবে না বরং تأويل হবে।

৩. قطعي الثبوت ও ظني الدلالة নসের (যেমন: المجمل ، المشكل ، الخفي، الكناية، المشترك) তাফসীর করতে হলে قطعي الثبوت ও قطعي الدلالة নস আবশ্যক। যদি قطعي الثبوت নসের তাফসীর ظني الثبوت নসের মাধ্যমে করা হয় তাহলে সেটি হবে مؤول। فصول الحواشي নামক কিতাবে এসেছে:

(فصار مؤولا لا مفسرا) خبر الواحد جاز أن يلحق بالمجمل بيانا [1]

৪. ظني الثبوت ظني الدلالة নসের মাধ্যমে কোন تفسير করা যাবেনা। চাই قطعي الثبوت নসের হোক কিংবা قطعي الثبوت নসের। কারণ সে নিজেই অস্পষ্ট অন্যকে সুস্পষ্ট করবে কিভাবে?

৫. ظني الثبوت দলীলের - تفسير ظني الثبوت নসের মাধ্যমে করা যাবে।

---

(١) (فصول الحواشي) صـ ٧٤ (مكتبة الحرم)

تفسير ও تأويل এর মধ্যে পার্থক্য

تفسير	تأويل
১. تفسير বক্তার পক্ষ থেকে হওয়া আবশ্যক।	১. تأويل বক্তার পক্ষ থেকে হওয়া আবশ্যক নয়।
২. تفسير এর জন্য সর্বাবস্থায় قطعي الدلالة নস আবশ্যক।	২. تأويل এর জন্য আবশ্যক নয়।
৩. مفسر শব্দ দালালতের দিক দিয়ে قطعي।	৩. مؤول শব্দ দালালতের দিক দিয়ে ظني।

تنبيه هام

أصول الفقه এ تفسير এর আলোচনা আর علم التفسير এ تفسير এর আলোচনা সব দিক থেকে এক নয়। علم التفسير এর মধ্যে تفسير বলতে একটু ব্যাপক অর্থ বুঝায় যা تأويل কে ও শামিল করে। علم التفسير এ تفسير بالرأي এর কথা আলোচনা হয় অথচ أصول الفقه এ رأي এর মাধ্যমে কোন تفسير হতে পারে না। বরং তা تأويل বলে গণ্য হবে। علم التفسير এ অনেক الائتلاف ও الاستئناس কেও تفسير বলা হয়। অথচ أصول الفقه-এ এগুলোর কোন প্রভাব নেই।

ألفاظ التفسير

১. কিছু শব্দ এমন রয়েছে যা নিজেই সত্তাগতভাবে مفسر যাদেরকে المفسر لذاته বলা হয়।

যেমন : সংখ্যাবাচক শব্দাবলী।

২. كل , أجمع , أقطع , جميع , سائر , كافة ইত্যাদি শব্দাবলী যখন عام শব্দের পরে আসে।

৩. متكلم এর পক্ষ থেকে এমন কোন قرينة যুক্ত করা যার দ্বারা হাকীকি অর্থ নিশ্চিতরূপে বর্জন হয়।

৪. أي ،أن ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।

৫. কখনো عرف এর মাধ্যমে তাফসীর হয় যাকে المفسر بالعرف বলে।

التمرين على المفسر

(المفسر এর অনুশীলনী)

নিচের শব্দাবলী থেকে المفسر খুঁজে বের কর:

١. اهبطوا منها جميعًا.(البقرة: ٣٨).

٢. و أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي مِن الجبال بيوتًا.(النحل:٣٨).

٣. إني رسول الله إليكم جميعًا.(الأعراف:١٥٨).

٤. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.(النور:٢).

٥. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.(البقرة: ٤٣).

٦. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً.(آل عمران: ٩٧).

٧. خلق الإنسان هلوعًا. إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعًا.(المعارج:١٩-٢٠).

٨. القارعة .ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. (القارعة:١-٤).

٩. ولاطائر يطير بجناحيه.(الأنعام:٣٨).

١٠. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.(المائدة:٣٨).

١١. فما لكم عليهن مِن عدة تعتدونها.(الأحزاب:٤٩).

১২. ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার, এমপি, মন্ত্রী, মুফতি, মুহাদ্দিস, এ ধরনের সকল পরিভাষা مفسر بالعرف এর অন্তর্ভুক্ত।

١٣. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل. (التوبة : ٦٠)

المفسر এর হুকুম ও প্রয়োগ

১. দালালাতের দিক থেকে مفسر শব্দটি قطعي الدلالة (অকাট্য অর্থবোধক শব্দ)। এবং متكلم এর উদ্দেশ্য বুঝানোর ক্ষেত্রে তা সর্বোচ্চ সুস্পষ্ট। সুতরাং مفسر শব্দ যে অর্থকে নির্দেশ করবে তার ভিন্ন অর্থ বুঝার কিংবা অন্য অর্থ গ্রহণের কোন অবকাশ নেই। এবং এখানে تأويل এর কোন সুযোগ নেই। تأويل করা সম্পূর্ণরূপে তাহরীফ তথা বিকৃতি বলে গণ্য হবে। যেমন-

উদাহরণ (১): কাদিয়ানিরা কুরআনুল কারিমের আয়াত "خاتم النبيين" এর অনুবাদ করে নবীগণের আংটি বলে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী নন বরং নবীগণের আংটি। আংটি যেমন ব্যাক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনিভাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীগণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন মাত্র, তার অর্থ এই নয় যে তিনি শেষনবী। এটি একটি খোল্লামখোলা বিকৃতি। কেননা, "خاتم النبيين" শব্দটি مفسر। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে অদ্যবধি সকল সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেই এবং আরবি ভাষাভাষি সকলেই "শেষ নবী" অর্থই বুঝেছেন। সুতরাং নিজের পক্ষ থেকে مفسر শব্দের ব্যাখ্যা করা সুস্পস্ট বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।

উদাহরণ (২): হাদীস বিশেষজ্ঞ ও হাদীস পরখকারী শাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দিসগণকে "أهل الحديث" বলা হত। আর তাঁরাই ছিলেন হাদীস যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। যাঁরা নিজের জীবন এ শাস্ত্রেই বিলিয়ে দিয়েছেন। তখনকার মুহাদ্দিসগণের পরিমন্ডলে এটি ছিল একটি مفسر শব্দ। আহলুল হাদীস বললে সবাই বুঝত শাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দিসগণকে। উলূমুল হাদীসের বহু কিতাবে তাদের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আহলুল হাদীস শব্দটিকে তার পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার না করে ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহার করা বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। তাকলীদ ও মাযহাব বর্জনের অর্থে এই শব্দের ব্যবহার একটি নতুন ও বিকৃত ব্যবহার। কেননা, যে সকল মহাণ মুহাদ্দিসগণ এই শব্দ ব্যবহার করেছেন তাদের অনেকেই ছিলেন মাযহাবের প্রতিষ্টাতা কিংবা কোন মাযহাবের খাঁটি অনুসারী। যেমন, ইমামু আহলিল হাদীস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল(রঃ) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, ইমাম আবু হানীফা(রঃ) ছিলেন

হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা,ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ওহ্হাব(রঃ) ছিলেন মালেকি মাযহাবের অনুসারী, ইমাম মক্কী ইবনে ইব্রাহিম(রঃ) ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী। আসমাউর রিজালের কিতাবে মুহাদ্দিসগণের জীবনী পড়লে হাজার হাজার মুহাদ্দিগণকে পাওয়া যাবে যারা কোন না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এমনকি ইমাম ইবনে তাইমিয়া(রঃ) কে দেখতে পাই হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম আহলুল হাদীস শব্দটি একটি পরিভাষা যা শাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দিসগণকে বুঝানো হত, মাযহাব বর্জনকারীদের নয়।

২. مفسر এর সাথে الظاهر কিংবা النص এর বিরোধ দেখা দিলে এবং তাতবীক দেওয়া সম্ভব না হলে مفسر প্রাধান্য পাবে। الظاهر ও النص বাদ পড়ে যাবে।

المحكم
রহিত হওয়ার সম্ভাবনামুক্ত শব্দ

المحكم এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

المحكم শব্দটি الإحكام মাসদার থেকে গঠিত اسم المفعول এর সীগাহ্। যার আভিধানিক অর্থ হল: মজবুত, সুদৃঢ়। যেমন: বলা হয় أُحْكِمَ الأمرُ অর্থ: বিষয়টিকে মজবুত করা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবি (রহ.) المحكم এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

> إذا ازداد (المفسر) قوةً وأحكم المراد به عن احتمال النسخ و التبديل سمي محكمًا.[1]

> অর্থ: " المفسر এর শক্তি যখন বেড়ে যায় এবং তার উদ্দেশ্য نسخ ও تبديل (রহিত হওয়া ও পরিবর্তন হওয়া) এর সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন তাকে المحكم বলে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

উসূলবিদগণ المحكم কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আল্লামা আলাউদ্দীন বুখারি (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব كشف الأسرار -এ সংজ্ঞাগুলো উল্লেখ করেছেন। এবং উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব أصول الشاشي সহ অনেক কিতাবে এই সংজ্ঞাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার আলোকে المحكم হওয়ার জন্য মোট তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

১। অর্থ স্পষ্ট হওয়া।

২। مفسر হওয়া।

---

(١) "أصول البزدوي"صـ١٠١ (دار السراج)

৩। হুকুম নিশ্চিতভাবে স্থায়ী হওয়া। (অর্থাৎ نسخ এর সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া)।

কিন্তু উসূলবিদগণ المحكم এর উদাহরণ হিসেবে যে সকল আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেন তাতে ২য় শর্তটি পাওয়া যায় না। যেমন:

إن الله على كل شيء قدير.(البقرة:٢٠)

الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة.(مجمع الزوائد:١\١١١)

ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا.(النور:٤)

ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا.(الأحزاب:٥٣)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস কোনটিই পূর্বের সংজ্ঞানুযায়ী مفسر নয়। বরং ظاهر ও نص এর সাথে শুধুমাত্র হুকুমের আবাদিয়্যাত (স্থায়িত্ব) সংশ্লিষ্ট হয়েছে মাত্র। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে المحكم من الظاهر ও المحكم من النص বলা যায়। আবার কোন বাক্য مفسر হওয়ার পর এর সাথে যদি হুকুমের আবাদিয়্যাত (স্থায়িত্ব) সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তাকে المحكم من المفسر বলা যায়। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা المحكم কে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

١. المحكم من الظاهر

٢. المحكم من النص

٣. المحكم من المفسر

প্রথম দুই প্রকার محكم এর উদাহরণ অনেক। কিন্তু ৩য় প্রকারের محكم এর উদাহরণ একেবারে নাই বললেই চলে।

বি:দ্র: এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শব্দ বা বাক্যকে এই চার স্তরে ভাগ করার উদ্দেশ্য হল تعارض এর সময় ترجيح প্রদান। সে হিসেবে مفسر এবং محكم এর মাঝে تعارض হলে محكم প্রাধান্য পাবে। এটা কেবলমাত্র ৩য় প্রকার محكم তথা المحكم من المفسر এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাছাড়া উসূলবিদগণ مفسر এবং محكم এর যে تعارض এর কথা বলেন তা মূলত المحكم من النص ও نص এর تعارض। আর জানা কথা এক্ষেত্রে المحكم من النص শুধু النص এর উপর প্রাধান্য পাবে।

المحكم এর প্রকার

المحكم প্রথমত দুই প্রকার:

(১) المحكم لذاته

(২) المحكم لغيره

(১) المحكم لذاته (প্রকৃত বা সত্তাগত المحكم): المحكم لذاته বলা হয় ঐ محكم কে যার হুকুম আবাদী তথা স্থায়ী হওয়ার দলীল বা قرينة সরাসরি বাক্যের মাঝেই বিদ্যমান। চাই তা বাক্যের অর্থগত কারণে হোক কিংবা বাক্যের কোন শব্দের কারণে হোক। أصول الفقه এ এই শ্রেণির محكم ই উদ্দেশ্য।

এই শ্রেণির محكم আবার দুই প্রকার:

(ক) المحكم لمعنى النص (বাক্যের বিষয় বস্তুর কারণে محكم) : অর্থাৎ বাক্যের বিষয় বস্তু এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যা تأويل، تخصيص، نسخ ও تبديل এর কোন ধরনের সম্ভাবনা রাখে না। যেমন: আল্লাহ তাআলার গুণাবলী সম্বলিত আয়াতসমূহ, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান, ফিরিশতা, কিতাব, পরকাল ইত্যাদির প্রতি ঈমান বিষয়ক আয়াতসমূহ। উত্তম গুণাবলী অর্জন মন্দগুণাবলী বর্জন সম্পর্কিত আয়াত সমূহ। যেমন:

إن الله على كل شيء قدير.(البقرة:٢٠)

كان الله عليمًا حكيما.(النساء :١٧)

إن الله لا يظلم الناس شيئًا.(يونس:٤٤)

وبالوالدين إحسانًا.(البقرة:٨٣)

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .(النساء:٥٩)

(খ) المحكم لألفاظ النص : (বাক্যস্থ শব্দের কারণে محكم): অর্থাৎ কখনো কখনো বাক্যের সাথে এমন কিছু শব্দ সংযুক্ত হয় যার কারণে হুকুম স্থায়ী হয়। যেমন:

إلى أن تقوم الساعة، ما دامت السماوات والأرض، إلى يوم القيامة، أبدًا، حتى يأتي أمر الله.

নিচে এই শ্রেণির محكم এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

١. ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا.(النور:٤)

٢. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا.(الأحزاب:٥٣)

٣. الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة.(مجمع الزوائد:١\١١١)

٤. عن سبرة الجهنى (رضى) أن النبي ﷺ قال: يأيها الناس ! إني كنتُ قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. (مسلم , مسند أحمد، عن أثر الاختلاف صـ٢٧٨)

٥. لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لايضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله.(ابن ماجة: ١٠).

(২) **المحكم لغيره :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের মাধ্যমে কোরআন সুন্নাহের সকল বিধানে পরিবর্তন পরিবর্ধন সংযোজন বিয়োজনের সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শরীয়তের প্রমাণিত কোন বিধান রহিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা, শরীয়তের হুকুম রহিত ও পরিবর্তনের জন্য ওহী প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের মাধ্যমে ওহী চিরতরে বন্ধ হয়েছে গিয়েছে। তাই পরিবর্তন পরিবর্ধনের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআর সুন্নাহের সকল আয়াত ও হাদীস محكم হয়ে গিয়েছে। একেই المحكم لغيره বলে। المحكم এর অধ্যায়ে এই ধরনের محكم উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে প্রথম প্রকারের محكم ই উদ্দেশ্য।

المحكم এর হুকুম

১. المحكم এর সকল প্রকার হলো المحكم من المفسر، المحكم من النص، المحكم من الظاهر) (অকাট্য শব্দ / বাক্য)। তবে এর মধ্যে المحكم من المفسر অকাট্যতার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ। যাকে قطعي بالمعنى الأخص বলে।

২. এই তিন প্রকার محكم এর মাঝে যদি পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে المحكم من المفسر বাকী দুটির উপর প্রাধান্য পাবে। আবার المحكم من النص প্রথমটি অর্থাৎ المحكم من الظاهر এর উপর প্রাধান্য পাবে।

৩. المحكم من المفسر যদি শুধু مفسر এর সাথে বিরোধ হয় তাহলে المحكم من المفسر প্রাধান্য পাবে। আবার المحكم من النص যদি শুধু নসের সাথে বিরোধ হয় তাহলে المحكم من النص প্রাধান্য পাবে। অনুরূপভাবে المحكم من الظاهر যদি শুধু ظاهر এর সাথে বিরোধ হয় তাহলে المحكم من الظاهر প্রাধান্য পাবে।

التقسيم الخامس : تقسيم اللفظ باعتبار خفاء المعنى

পঞ্চম ভাগ : অস্পষ্টতার দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের প্রকার

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের সবচেয়ে সহজ ও সুন্দরতম মাধ্যম। ভাষার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য বিশেষ বিশেষ ভাব ও অর্থকে ধারণ করে আছে। বক্তা যখন কথা বলে তখন সে ঐ সকল শব্দ ও বাক্যকেই নির্বাচন করে যা তার মনের ভাবকে ধারণ করে আছে। সে হিসেবে প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেননা, অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না। কেউ ব্যাক্ত করলেও শ্রোতা তা বুঝতে পারে না। তখন বক্তার কথা বলার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। আর এ জন্যই সকল ভাষার আসল তথা মূল হল স্পষ্ট হওয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাষার মধ্যে এমন কিছু শব্দ প্রবেশ করে যার অর্থ স্পষ্ট নয়। অবশ্য এর সংখ্যা স্পষ্ট শব্দের তুলনায় নিতান্তই কম। স্পষ্টতার স্তর অনুযায়ী উসূলবিদগণ আরবি শব্দাবলীকে চারভাগেভাগ করেছেন, যার আলোচনা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে পড়ে এসেছি। অনুরূপভাবে অস্পষ্টতার স্তর অনুযায়ী আরবি শব্দাবলীকে চারভাগে ভাগ করেছেন।
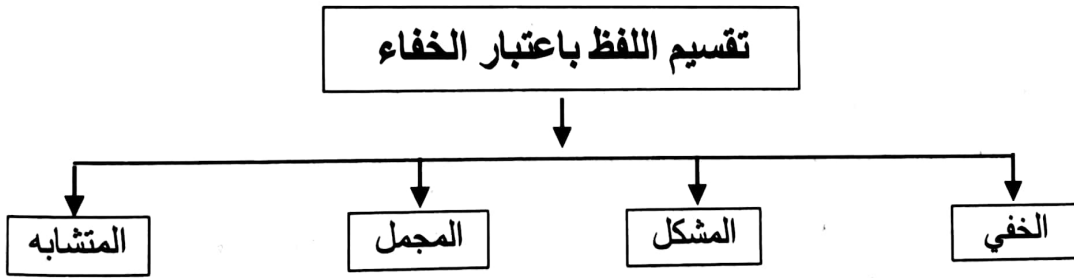
নিচে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় ও হুকুম উল্লেখ করা হলঃ

الخفي : পার্শ্ব কারণে অস্পষ্ট শব্দ

الخفي এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

الخفي শব্দটি الخفاء মাসদার থেকে গঠিত اسم الفاعل এর শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল: অস্পষ্ট, গুপ্ত, লুকায়িত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

و هو لفظ ظاهر المعنى خفي في بعض أفراده عند التطبيق لعارض.[১]

অর্থ: "খফি বলা হয় এমন শব্দকে যার অর্থ সুস্পষ্ট কিন্তু প্রয়োগের সময় পার্শ্বগত কারণে তার কিছু সদস্যের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দেয়।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

আমাদের পাঠ্য কিতাবগুলোতে خفي এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা অনেকটাই خفي (অস্পষ্ট)। মূলত خفي বলা হয় প্রত্যেক ঐ ظاهر কে যা তার বিভিন্ন সদস্যের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন কোন সদস্যের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, উক্ত ظاهر টি এর উপর প্রয়োগ হবে কি হবে না। আর এই সন্দেহ বা সংশয়ের কারণ হল ঐ সদস্যের অর্থ ظاهر এর অর্থের চেয়ে কম বা বেশি থাকার কারণে নাম পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। মূলত নাম পরিবর্তন হয়ে যাওয়াটাই خفي এর মূল কারণ। তখন উক্ত ظاهر শব্দটি এই নতুন নামের সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে কি করে না তাতে সন্দেহ দেখা দেয়। আর তখন এই ظاهر শব্দকেই তার অস্পষ্ট সদস্যের বিবেচনায় خفي বলা হয়। সুতরাং বুঝা গেল শব্দটি এক অর্থে ظاهر আবার আরেক অর্থে خفي। যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (المائدة:٣٨). এই আয়াতে السارق শব্দটি লক্ষণীয়। এর অর্থ সুস্পষ্ট তাই শব্দটি ظاهر। সুতরাং যার উপরই سرقة শব্দটি প্রয়োগ হবে তার হুকুম হলো হাত কাটা।

---

(١) مفهوم ما في "نسمات الأسحار" صـ٩٣ (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

কিন্তু سرقة শব্দটি طرَّار ও نباش এর কর্মের উপর প্রয়োগ করতে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে سارق বলা হবে কি হবে না। যদি سارق বলা হয় তাহলে سارق এর হুকুম প্রয়োগ হবে আর যদি বলা না হয় তাহলে প্রয়োগ হবে না। এই অস্পষ্টতার কারণ طرار ও نباش কে ভিন্ননামে নাম করণ। সুতরাং سارق শব্দের ক্ষেত্রে বলা যায়: ظاهر في معناه و خفي في الطرار والنباش অর্থাৎ আপন অর্থে সুস্পষ্ট কিন্তু طرار ও نباش এর ক্ষেত্রে خفي (অস্পষ্ট)।

নিচে এর আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

(١) الزنا: ظاهر في معناه و خفي في اللواطة.

(٢) القاتل: ظاهر في معناه خفي في القاتل خطأ.

(٣) فاطهروا: ظاهر في معناه خفي في الفم والأنف.

(٤) صعيدًا: ظاهر في معناه خفي في الحجر ইট , পাউডার, চুন, সিমেন্ট

(٥) ماء: ظاهر في معناه خفي في الندى (শিশির)

(٦) الدم: ظاهر في معناه خفي في دم السمك.

(٧) الخبائث: ظاهر في معناه خفي في মেরুদন্ডের রগ , কুইচ্চা

(٨) فاغسلوا وجوهكم : ظاهر في معناه خفي في ما بين العذار والأذن

(٩) الرهن: ظاهر في معناه خفي في بيع الوفاء.

(١٠) حشرات: ظاهر في معناه خفي في চিংড়ী

(١١) الورقة: ظاهر في معناه خفي في ورقة الاستنجاء.

(١٢) أما أنا فلا آكل متكئًا: ظاهر في معناه خفي في الكرسي.

(١٣) التصوير: ظاهر في معناه خفي في التصوير بالجوّال.

(١٤) الخمر/المسكر: ظاهر في معناه خفي في إلكوحل.

(١٥) الربا: ظاهر في معناه خفي في بيع العينة

(١٦) القمار: ظاهر في معناه خفي في التكافل الرائج.

উল্লেখ্য যে, খফি এর বহুছটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বহু আয়াত ও হাদীস এবং ইসলামের বিধান প্রয়োগ করতে গেলেই এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। বিশেষ করে জাদিদ মাসায়িলের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে ভুলের সম্ভাবনাই প্রবল।

الخفي এর হুকুম

১. সর্ব প্রথম শব্দটির ظاهر এর অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে।

২. যে সদস্যের ক্ষেত্রে শব্দটি خفي তার অর্থ বের করতে হবে।

৩. অর্থ বের করার পর দেখতে হবে অর্থটি ظاهر এর অর্থের চেয়ে কম সমান নাকি বেশি ? যদি সমান কিংবা বেশি হয় তাহলে এর উপর ظاهر এর হুকুম প্রয়োগ হবে। আর যদি কম হয়। তাহলে ظاهر এর হুকুম প্রয়োগ হবে না। যেমন: سارق শব্দটি طرار ও نباش এর ক্ষেত্রে خفي। এখন সর্ব প্রথম করণীয় হল سارق শব্দের অর্থ জানা। আমরা জানি سارق হল ঐ ব্যক্তি যে অন্যের সংরক্ষিত মাল গোপনে নিয়ে যায়। এবার বের করতে হবে طرار ও نباش এর অর্থ: طرار বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে অন্যের পকেটের মাল চোখের সামনে কৌশলে নিয়ে যায়। যাকে আমরা পকেটমার বলি। আবার نباش বলা হয় কাফন চোরকে। এবার দেখতে হবে سرقة এর অর্থ কার মাঝে পাওয়া যায়। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় طرار এর মাঝে سرقة এর অর্থ বেশি পাওয়া যায়। আবার نباش এর মাঝে سرقة এর অর্থ কম পাওয়া যায়। সুতরাং طرار এর হাতকাটা হবে। আর نباش এর হাতকাটা হবে না।

المشكِل
সত্তাগত কারণে অস্পষ্ট শব্দ

المشكل এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

المشكل শব্দটি الإشكال মাসদার থেকে গঠিত اسم الفاعل এর শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল, জটিল, বহুরূপী।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

আব্দুল আজীজ বুখারি (রহ.) المشكِل এর সংজ্ঞায় লিখেন:

ما كان في نفسه اشتباه.[১]

অর্থ: "যে শব্দ বা বাক্যের সত্তার মাঝেই অস্পষ্টতা রয়েছে তাকে المشكل বলে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

শব্দ কিংবা বাক্যের সত্তাগত কারণে যখন উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে যায় তখন সে শব্দ বা বাক্যকে المشكل বলে। মুশকিলের মূল হল উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হওয়া। শুধু অর্থ অস্পষ্ট হলেই যে মুশকিল হবে এমনটি নয় বরং কখনো কখনো অর্থ সুস্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে থাকে। যেমন: মুশতারাক শব্দাবলী। এদের অর্থ সুস্পষ্ট কিন্তু অর্থ একাধিক হওয়ায় উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর যদি অর্থই অস্পষ্ট হয় তাহলে مشكل হওয়া বলাই বাহুল্য।

أسباب الإشكال (مشكِل হওয়ার কারণ)

(১) শব্দ مشترك হলে। সুতরাং সমস্ত مشترك শব্দ مشكل এর অন্তর্ভুক্ত।[২]

(২) শব্দ যদি হাকীকত, মাজাজ উভয়ের সমান সম্ভাবনা রাখে।

যেমন: أو لامستم النساء.(المائدة:٦)

(١) (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي) ٨٣/١ (دار الكتب العلمية)

(٢) (المناهج الأصولية) صـ٩٥ (مؤسسة الرسالة)

(৩) দুর্লভ কিংবা দুর্বোধ্য কোন উপমা সম্পন্ন হওয়া।[১] যেমন: (الدهر:١٦) قوارير من فضة.

(৪) أسلوب তথা বর্ণনাশৈলী এমন হওয়া যা একাধিক বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে।[২] যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী:

........أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. (البقرة:٢٣٧)

এই আয়াতে কারীমার الذي بيده عقدة النكاح. (অর্থাৎ যার হাতে বৈবাহিক চুক্তির ক্ষমতা) বাক্যটি স্বামী এবং অভিভাবক উভয়ের সম্ভাবনা রাখে।

(৫) একাধিক নসের মাঝে বাহ্যিক দ্বন্দ দেখা দিলে।[৩] যেমন: আল্লাহ তাআলা এক আয়াতে বলেন: (البقرة:٢٢٨) . المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء আবার অন্যত্র বলেন:

و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (الطلاق:٤)

প্রথম আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী সকল তালাক প্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েজ ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু ২য় আয়াতে গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে। তা হল সন্তান প্রসব। অর্থাৎ সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তাদের ইদ্দত শেষ হবে। উভয় আয়াত বাহ্যিকভাবে পারস্পরিক বৈপরীত্বপূর্ণ। এখন প্রকৃত সমাধান কি? তাতে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে।

(৬) কোন একটি শব্দ مجمل হওয়ার যে সকল কারণ রয়েছে সেগুলোও এখানে প্রযোজ্য হবে।

المشكل এর হুকুম

১. مشكل শব্দ বা বাক্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।[٤]

---

(١) (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي) ٨٤/١ (دار الكتب العلمية)
(٢) "الوجيز" صـ٣٥٠-٣٥١ (مؤسسة الرسالة)
(٣) (المناهج الأصولية) صـ١٠٣(مؤسسة الرسالة)
(٤) (أصول السرخسي) صـ١٣٢(دار الفكر)

২. দ্বিতীয়ত প্রকৃত উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে।

৩. উদ্‌ঘাটিত অর্থ অনুযায়ী আমল করতে হবে।

المشكل এর خفاء (অস্পষ্টতা) দূর করার পদ্ধতি[1]

১. কিতাবুল্লাহের مشكل এর ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম দেখতে হবে متكلم এর পক্ষ থেকে এর خفاء (অস্পষ্টতা) দূর করা হয়েছে কিনা? যদি متكلم এর পক্ষ থেকে خفاء দূরকারী কোন দলীল পাওয়া যায় তাহলে দেখতে হবে দলীলটি قطعي না ظني। যদি قطعي হয় তাহলে مشكل শব্দ বা বাক্যটি مفسر এ পরিণত হবে। যাকে المفسر من المشكل বলে। আর যদি দলীলটি ظني হয় তাহলে مؤول এ পরিণত হবে যাকে المؤول من المشكل বলে।

২. যদি متكلم এর পক্ষ থেকে কোন দলীল না পাওয়া যায় তাহলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে خفاء দূর করে উদ্দেশ্য বের করতে হবে।

(ক) বাক্য বা শব্দের سباق و سياق তথা পূর্বাপর দেখে।

(খ) القياس এর মাধ্যমে।

(গ) محل الكلام বা বক্তব্যের প্রেক্ষাপট দেখে।

(ঘ) العرف বা প্রচলনের মাধ্যমে।

(ঙ) শব্দের বা বাক্যের ভিতর গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে তার مصداق নির্ণয়ের মাধ্যমে।

---

(١) (أصول السرخسي) صـ١٣٢ (دار الفكر)

المجمَل : দুর্বোদ্ধ শব্দ

المجمل এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

المجمل শব্দটি الإجمال মাসদার থেকে গঠিত اسم المفعول এর শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল: অস্পষ্ট। যেমন: বলা হয়, أجمل الأمر এর অর্থ হল, أمهَله।[1]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

শামসুল আয়িম্মাহ্ সারাখসি المجمل এর সংজ্ঞায় লিখেছেন।

هو لفظ لا يفهم المراد به إلا باستفسار من المجمِل.[2]

অর্থ: "المجمل এমন শব্দকে বলে যার উদ্দেশ্য জানা যায় না বক্তার নিকট জিজ্ঞাসা করা ছাড়া।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

বক্তা কখনো কখনো এমন শব্দ বা বাক্য দিয়ে কথা বলে যার উদ্দেশ্য مخاطَب (সম্বোধিত ব্যক্তি) কিছুতেই বুঝতে পারে না। তখন ঐ শব্দ বা বাক্যের উদ্দেশ্য জানতে বক্তাকে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হয়। মূলত এ ধরনের শব্দ বা বাক্যকেই المجمل বলে। المشكل এর সাথে المجمل এর পার্থক্য হল المشكل এর خفاء বক্তার নিকট জিজ্ঞাসা না করেই বিভিন্ন قرينة এর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। অন্য দিকে المجمل এর خفاء বক্তার নিকট জিজ্ঞাসা না করে দূর করা সম্ভব নয়।[3] অবশ্য বক্তা যদি জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই আগে থেকেই বয়ান করে রাখে তাতেও কোন সমস্যা নেই।[4]

---

(١) (فتح الغفار شرح المنار) صـ١٤٢ (مكتبة اسلامية)
(٢) (أصول السرخسي) صـ١٣٢ (دار الفكر)
(٣) (المناهج الأصولية) صـ١٠٨ (مؤسسة الرسالة)
(٤) (المناهج) صـ١١٠

أسباب الإجمال (المجمَل হওয়ার কারণ)

যে সকল কারণে শব্দ مجمل হয় তার কয়েকটি মৌলিক কারণ নিচে দেওয়া হল।

(১) শব্দ مشترك হওয়া এবং এমন কোন قرينة না পাওয়া যাওয়া যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(২) غرابة اللفظ বা শব্দের দুর্বোধ্যতার কারণে।[১] যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন:

خُلِقَ الإنسان هلوعًا، القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة.

(৩) শব্দকে তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে নতুন কোন পরিভাষায় ব্যবহার করা।[২] যেমন:

الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الطلاق، الربا، المزارعة، المساقة، الرهن، المجمل، المفسر، النص، الظاهر.

বিভিন্ন শাস্ত্রের সকল পরিভাষা এই শ্রেণির المجمل এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) علم الصرف এর দৃষ্টিকোণ থেকে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ শব্দের মূল ধাতু (مادة) ও শব্দের কাঠামো (صيغة) কোনটি তা চিনতে না পারা।[৩] যেমন: قال শব্দটি। এটি القول মাসদার থেকে নাকি القيلولة মাসদার থেকে তা জানা যায় না। অনুরূপভাবে بائن শব্দটি। البيان মাসদার থেকে নাকি البينونة মাসদার থেকে। আবার مختار শব্দটি اسم الفاعل নাকি اسم المفعول অনুরূপভাবে لاتُضارَّশব্দটির ব্যাপারে একই কথা।

(৫) যে সকল শব্দ নির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট কোন পরিমাণকে বুঝায় না।[৪] যেমন:

١. وآتوا حقه يوم حصاده.(الأنعام:١٤١)

---

(١) (الوجيز في أصول الفقه) صـ٣٥٢ (مؤسسة الرسالة) و(أصول الجصاص) ٢٦/١ (دار الكتب العلمية)
(٢) (المناهج) صـ ١١٠ (الوجيز في أصول الفقه) صـ٣٥٢ و (أصول الجصاص) ٢٠/١ (دار الكتب العلمية)
(٣) (الموجز) صـ ١٤٦ (المكتبة التهانوية)
(٤) (الموجز) صـ ١٤٧ (المكتبة التهانوية)

٢. للرجال نصيب مما ترك الوالدان.(النساء:٧)

٣. وامسحوا برؤوسكم.(المائدة: ٦)

٤. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.(الذاريات:١٩)

٥. أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم.(الحج:٣٠)

(৬) مصداق উল্লেখ না করা। যেমন:

١. وقال بعض منتحلي الحديث (مقدمة مسلم ,أشرفية).

٢. رأيتُ من رأيتُ.

٣. فغشيهم من اليم ما غشيهم.(طه:٧٨)

٤. قلتُ ما قلتُ

المجمل এর হুকুম

১. المجمل শব্দ দিয়ে متكلم এর যা উদ্দেশ্য তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

২. متكلم এর পক্ষ থেকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা না হওয়া পর্যন্ত আমল থেকে বিরত থাকা।[١]

৩. নিজের পক্ষ থেকে কোন ধরনের ব্যাখ্যা না করা।[٢]

تفسير (المجمل এর বয়ান/ ব্যাখ্যা) / بيان المجمل

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, المجمل এর خفاء (অস্পষ্টতা) متكلم ছাড়া কেউ দূর করতে পারে না। متكلم এর بيان বা تفسير ই المجملএর অস্পষ্টতা দূর করার একমাত্র পথ। কিন্তু কখনো কখনো এমন হয় যে, متكلم পূর্ণ ব্যাখ্যা দেন আবার কখনো অপূর্ণ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে المجمل এর বয়ান দুই প্রকার।

১. البيان الشافي(পূর্ণ বয়ান / ব্যাখ্যা)

২. البيان غير الشافي (অপূর্ণ বয়ান / ব্যাখ্যা)

---

(١) (أصول السرخسي) صـ ١٣٢ (دار الفكر)

(٢) (المناهج الأصولية) صـ ١١٢ (مؤسسة الرسالة)

নিচে উভয় প্রকার বয়ানের বিবরণ এবং **المجمل** এর উপর এর প্রভাব উল্লেখ করা হল।

১. البيان الشافي (পূর্ণ বয়ান / ব্যাখ্যা)

যে বয়ানের মাধ্যমে مجمل থেকে خفاء বা অস্পষ্টতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায় এবং উদ্দেশ্য নির্ণয়ে কোন ধরনের চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হয় না তাকে البيان الشافي বলে।[১]

البيان الشافي এর দুই সুরত

প্রথম সুরত

বয়ানটি دلالة এবং ثبوتا উভয় দিক দিয়ে قطعي (অকাট্য হওয়া)। এই প্রকারের বয়ানের মাধ্যমে المجمل টি المفسر এ পরিণত হয়। তখন তাতে المفسر এর হুকুম প্রয়োগ হয়। যেমন: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم ইত্যাদি মৌলিক ইবাদাতসমূহ এবং শরয়ি বিভিন্ন পরিভাষা যেমন: بيع، ربا، مزارعات، مساقات ইত্যাদি। শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে এগুলোর (فعلا ও قولا) অকাট্য بيان এসেছে। তাই এগুলো এখন مفسر এ পরিণত হয়েছে।

২য় সুরত

متكلم এর বয়ানটির دلالة অকাট্য হলেও ثبوتا অকাট্য নয়। এই ধরনের বয়ানের মাধ্যমে مجمل শব্দ مؤول এ পরিণত হয়। তখন তাতে مؤول এর হুকুম প্রয়োগ হয়। যেমন: অযুর ক্ষেত্রে মাথা মাসেহের পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি مجمل। খবরে ওয়াহিদ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমল পরিমাণ বর্ণিত। কিন্তু হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে ثبوتا - ظني তাই مفسر না হয়ে مؤول এ পরিণত হয়েছে।[২]

---

(١) (الموجز) صـ ١٤٨ (المكتبة التهانوية)
(٢) (الموجز) صـ ١٤٨ و(المناهج) صـ ١٢٢

২. البيان غير الشافي (অসম্পূর্ণ বয়ান)

متكلم এর পক্ষ থেকে مجمل এর বয়ান যদি এমনভাবে আসে যার মাধ্যমে خفاء (অস্পষ্টতা) সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না তখন তাকে البيان غير الشافي বলে। আর তখন সেখানে মুজতাহিদের ইজতিহাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়। যেমন,হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرُّ بالبُرِّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .)(صحيح مسلم: ١٥٨٧).

আলোচ্য হাদীস শরীফে ছয় শ্রেনির বস্তুকে সমান সমান করে এবং নগদ ক্রয়-বিক্রয় করতে বলা হয়েছে। যদি নগদ ও সমান সমান না হয় তাহলে সুদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই ছয় শ্রেনির বাহিরের বস্তু পরস্পরে লেনদেন করলে কী হুকুম তা অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে। আর এ কারণেই ফকীহগণ এই নিষেধাজ্ঞার কারণ উদ্‌ঘাটনে মতানৈক্য করেছেন। কেউ বলেছেন القدر مع الجنس (সমজাতীয় ও ওযনি অথবা কাইলি বস্তু)হওয়া। আবার কেউ বলেছেন الطعم والثمنيات (খাদ্য ও মূদ্রা জাতীয় বস্তু হওয়া)। আবার কেউ বলেছে الادخار و الاقتيات। যদি বয়ান সুস্পস্ট হত তাহলে মতানৈক্য তৈরি হতনা।

أسباب/ ذرائع البيان (مجمل এর বয়ানের মাধ্যম / পদ্ধতি)

নিচে مجمل এর বয়ানের মৌলিক মাধ্যমগুলো উল্লেখ করা হল:

١. بيان مجمل الكتاب بالكتاب

٢. بيان مجمل الكتاب بالسنة

٣. بيان مجمل الكتاب بالإجماع

٤. بيان مجمل السنة بالسنة

٥. بيان مجمل السنة بالإجماع

(১) بيان مجمل الكتاب بالكتاب :

কখনো কখনো এমন হয় যে, কিতাবুল্লাহে কোন একটি শব্দ مجمل হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং কিতাবুল্লাহ নিজেই তা ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। এই ব্যাখ্যা متصل হতে পারে আবার منفصل ও হতে পারে। এজন্যই বলা হয় القرآن يفسر بعضه بعضا। অর্থাৎ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে ব্যাখ্যা করে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: خلق الإنسان هلوعا। আলোচ্য আয়াতে কারীমায় هلوعا শব্দটি مجمل। এর অর্থ জানার কোন ব্যবস্থা নেই। এজন্যই আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

এরশাদ হচ্ছে:

خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعا.(المعارج:١٩-٢٠)

এই আয়াতটি هلوعا শব্দের ব্যাখ্যা।

অনুরূপভাবে,!القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة আয়াতে কারীমায় القارعة শব্দটি مجمل। এর বয়ান এসেছে আয়াতের পরবর্তী অংশে। এরশাদ হচ্ছে:

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.(القارعة:١-٤)

অনুরূপভাবে الحاقة ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة.(الحاقة: ١-٣) আয়াতে কারীমায় الحاقة শব্দটি مجمل।

অনুরূপভাবে للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.(النساء:٧) এখানে نصيب শব্দটি مجمل। এর বয়ান এসেছে অন্য আয়াতে আর তা হল: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.....(النساء:١١)

(২) بيان مجمل الكتاب بالسنة:

কিতাবুল্লাহর **مجمل** এর বয়ানের সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত মাধ্যম হাদীস শরীফ। কেননা, মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে মানব জীবনের সকল

বিষয়ের মৌলিক আলোচনা করেছেন। আর এর ব্যাখ্যার দায়িত্ব দিয়েছেন যার উপর অবতীর্ণ করেছেন তাকে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم .(النحل:٤٤)

অর্থ: উপদেশগ্রন্থ কোরআন আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি বয়ান করে দেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

এ হিসেবে সকল হাদীস চাই তা قولي হোক বা فعلي কিংবা تقريري, কিতাবুল্লাহের ব্যাখ্যা।[১] যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন: وآتوا حقه يوم حصاده.(الأنعام:١٤١)

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় حق শব্দটি مجمل।[২] এর পরিমাণ জানা নেই। হাদীস শরীফে এর বয়ান এসেছে। সেখানে এই حق এর পরিমাণ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন: হাদীস শরীফে এসেছে:

فيما سقت السماء العشر. (بخاري :١٤٨٣)

অর্থ: বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলে ওশর আবশ্যক। আয়াতে কারীমায় বর্ণিত হকের পরিমাণ এই হাদীসে বয়ান করে দেওয়া হয়েছে। আর তা হল উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ।

নীচে مجمل এবং এর بيان এর আরো কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

١. أنفقوا من طيبات ما كسبتم (مجمل في المقدار).(البقرة:٢٦٧)

البيان: مقادير الزكاة المذكورة في الأحاديث المختلفة.

٢. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.(البقرة:٢٢٨)

البيان: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان[٣] (أبو داود:٢١٨٩ و ترمذي:٨١٨٢)

دعي الصلاة أيام أقرائك.(بيهقي:٣\١٥١).

---

(١) (مصادر التشريع الإسلامي) صـ ٤١٢ (مكتبة العبيكان)

(٢) (أصول الجصاص) ٢٥١/١ (دار الكتب العلمية)

(٣) (الموجز) عن أبي داود والترمذي

٣. وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً. (مجمل في المقدار).(النساء: ٤).

البيان: لا مهر أقل من عشرة دراهم.(مصنف عبد الرزاق:١٠١٤١٦)

٤. أقيموا الصلاة (مجمل في كيفية الأداء)[١] (البقرة:٤٣).

البيان: أفعال الرسول ﷺ باسم الصلاة.

٥. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً.(آل عمران:٩٧)

البيان: أفعال الرسول ﷺ باسم الحج.

٦. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.(المائدة: ٣٨).

البيان: عمل الرسول، والصحابة و هو القطع إلى الرسغ.

٧. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. (المائدة: ٦).

البيان: مسح النبي ﷺ إلى المرفقين.[٢]

উল্লেখ্য যে, কিতাবুল্লাহের অধিকাংশ مجمل এর বয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

بيان مجمل الكتاب بالإجماع (৩)

কখনো কখনো إجماع এর মাধ্যমে কিতাবুল্লাহের مجمل এর বয়ান হয়ে থাকে।[৩] কারণ ইজমা শরীয়তের একটি قطعي দলীল। ইজমার মাধ্যমে যদি مجمل এর উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটাই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: (النساء:٩٢) فدية مسلّمة إلى أهله. আলোচ্য আয়াতে দিয়্যাতের আবশ্যকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কার উপর আবশ্যক তা বলা হয়নি। ইজমার মাধ্যমে নিরূপিত হয়েছে যে, দিয়্যাত এটি عاقلة এর উপর আবশ্যক। অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.(النساء:٧)

---

(١) (أصول الجصاص) ٢٥٢/١

(٢) (كشف الأسرار) ١٥٦/١

(٣) (أصول الجصاص) ٢٥٧/١ (دار الكتب العلمية)

আয়াতে কারীমার উভয় অংশে نصيب শব্দটি مجمل। আয়াতুল অসিয়্যাতে এর কিছু بيان এসেছে। আবার ইজমার মাধ্যমেও এর কিছু বয়ান করা হয়েছে। যেমন: মৃত ব্যক্তির যদি পিতা না থাকে তাহলে তার দাদা $\frac{1}{6}$ পাবে পুরুষ সন্তানের সাথে। এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[১] অনুরূপভাবে, মাইয়্যেতের ঔরসজাত সন্তান না থাকলে ছেলের ঘরের দুই বা ততোধিক নাতনী $\frac{2}{3}$ পাবে। অনুরূপভাবে মিরাসের আরো কিছু বিধান ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যা মূলত نصيب শব্দেরই ব্যাখ্যা।

(8) بيان مجمل السنة بالسنة

কুরআনুল কারীম যেমন এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা অনুরূপভাবে হাদীসেরও এক অংশ তার অন্য অংশকে ব্যাখ্যা করে। হাদীসে কোন একটি শব্দ বা বাক্য مجمل হলে ঐ হাদীসেই কিংবা অন্য হাদীসে এর বয়ান করা হয়। যেমন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

> يأتي على الناس زمان يؤتمن فيه الخائن ويخوّن فيه الأمين ويتكلم فيه الرويبضة. قيل : يا رسول الله وما الرويبضة ؟ قال: سفيه القوم يتكلم في أمر العامة.[٢]

> অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মানুষের এমন একটি সময় আসবে যখন বিশ্বাসঘাতককে মনে করা হবে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে মনে করা হবে বিশ্বাস ঘাতক সে সময় কথা বলবে রুয়াইবিদাহ। কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: রুয়াইবিদাহ কী? তখন তিনি বললেন: গোত্রের নির্বোধ ব্যক্তি কথা বলবে সর্বসাধারণের বিষয়ে।"

আলোচ্য হাদীসে الرويبضة শব্দটি مجمل। প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হাদীসের শেষাংশে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

---

(١) (أصول الجصاص) ٢٥٧/١

(٢) (أصول الجصاص) صـ٢٠ عن ابن ماجه (رقم الحديث ٤٠٣٦) وكذا رواه أحمد في (مسنده) ٢٩١/٢ (رقم الحديث ٧٨٩٩) ' هكذا في التعليق .

المتشابِه : চূড়ান্ত দুর্বোদ্ধ শব্দ

المتشابه এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

المتشابه শব্দটি التشابه মাসদার (ক্রিয়ামূল) থেকে গঠিত اسم الفاعل এর শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হল: অস্পষ্ট, সংশয়পূর্ণ। যেমন: বলা হয়, تشابه الأمر অর্থাৎ التبس। অর্থ হল: বিষয়টি অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ হলো।(১)

পারিভাষিক সংজ্ঞা

المتشابه এর সংজ্ঞায় আল্লামা হাফীযুদ্দীন নাসাফি (রহ.) লেখেন:

فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه.٢

> অর্থ: "المتشابه এমন (শব্দ বা বাক্যের) নাম যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার আশা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।"

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আসাদি المتشابه এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

هو مجمل لا يعلم مراده.(٣)

> অর্থাৎ: "المتشابه এমন مجمل যার উদ্দেশ্য জানা যায়না।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

المتشابه অস্পষ্টতায় সর্বোচ্চ যেমনিভাবে المحكم স্পষ্টতায় সর্বোচ্চ। المتشابه এর অস্পষ্টতার পরিমাণ এত বেশি যে, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন পথ নেই। একমাত্র পর জগতে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম সম্পর্কে জানা যাবে।(৪) এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংগত কারণেই এই প্রশ্ন আসবে যে, উসূলে ফিক্হের সম্পর্ক হল

---

(١) (أثر اللغة في اختلاف المجتهدين) صـ٢٩٢ (دار السلام)

(٢)"المنار مع فتح الغفار"صـ١٤٣ (مكتبة الإسلامية كويتا)

(٣) (الموجز) صـ١٥٠

(٤) (نور الأنوار) صـ٩٣ (أشرفي بك ديبو)

বান্দার ঐ সকল আহকামের সাথে যার সাথে বাহ্যিক আমলের সম্পর্ক। এখন যে সকল শব্দ কিংবা বাক্যের উদ্দেশ্যই জানা যায় না তার মাধ্যমে কিভাবে আমল করা সম্ভব? সুতরাং উসূলে ফিকহে এর আলোচনার যৌক্তিকতা কোথায়?

উত্তর : আপত্তি যথার্ত। এ জন্যই অধিকাংশ উসূলবিদদের মতে المتشابه উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং তা علم الكلام এর আলোচ্য বিষয়।[১] যা কেবল বিশ্বাসের সাথেই সম্পর্কিত বাহ্যিক কোন আমলের সাথে নয়। অবশ্য উসূলে ফিকহে এর আলোচনা করা হয় خفاء তথা অস্পষ্ট হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। যেহেতু متشابه অস্পষ্ট সে হিসেবে অস্পষ্টতার দিক থেকে শব্দকে ভাগ করার সময় متشابه এর আলোচনাও চলে আসে। তাছাড়া উসুলে ফিক্হ শুধু ফিকহের উসূল নয় বরং সমগ্র দীনের উসূল। সে হিসেবে আকিদা সংক্রান্ত বিষয়ও এই মূলনীতির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

المتشابه এর প্রকার

المتشابه মৌলিকভাবে দুই প্রকার:

١. المتشابه لعينه

٢. المتشابه لغيره

المتشابه لعينه (সত্তাগত متشابه)

যে সকল শব্দ বা বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য কোনটাই জানা যায় না। তাকে المتشابه لعينه বলে। যেমন: বিভিন্ন সূরার শুরুতে الحروف المقطعات সমূহ। যার অর্থ ও উদ্দেশ্য কোনটাই জানা যায় না।

المتشابه لغيره (ভিন্ন কারণে متشابه)

যে সকল শব্দ বা বাক্যের আভিধানিক অর্থ জানা যায়। কিন্তু এর সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে হওয়ার কারণে এর প্রকৃতরূপ অবস্থা জানা যায় না।

---

(١) (المناهج الأصولية) صـ١٣٦ (مؤسسة الرسالة)

যেমন:(طه: ٥) الرحمن على العرش استوى। "রহমান সমাসীন হয়েছেন আরশের উপর।" এটি বাক্যের আভিধানিক অর্থ। যে কেউ এর অর্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু সমাসীন হওয়ার নিসবত আল্লাহ তাআলার দিকে হওয়ার কারণে এর প্রকৃতরূপ ও অবস্থা কেমন তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া জানা সম্ভব নয়।[১] কেননা, স্রষ্টার সমাসীন ও সৃষ্টির সমাসীন হওয়া কখনো এক নয়। কেবল শব্দের মিল, বাস্তবতার কোন মিল নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন: (الشورى:١١) ليس كمثله شيء। তার মত কিছুই নয়। সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ তাআলার صفة এর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ সম্ভব নয়। আবার এর ভিন্ন অর্থও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দেননি। তাই এ সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ প্রকৃতরূপ ও অবস্থার ব্যাপারে متشابه আর نفس الوصف তথা মূল গুণের ব্যাপারে স্পষ্ট।[২]

যেমন: আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন হয়েছেন এটি হল نفس الوصف তথা মূল গুণ। আর কিভাবে হয়েছেন তা হল كيفية। অর্থাৎ نفس الوصف জ্ঞাত আর كيفية অজ্ঞাত। অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে একই কথা।

নিচে এই শ্রেণির আরো কিছু متشابه এর উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

(١) يداه مبسوطتان.(المائدة:٦٤)

(٢) يد الله فوق أيديهم.(الفتح:١٠)

(٣) واصنع الفلك بأعيننا.(هود : ٣٧)

(٤) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة.(القيامة:٢٢-٢٣)

(٥) السماوات مطويات بيمينه.(الزمر:٦-٧)

(٦) وهو معكم أينما كنتم.(الحديد:٤)

(٧) وجاء ربك والملك صفًا صفًا.(الفجر:٢٢)

(٨) ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.(الرحمن:٢٧)

---

(١) (الموجز) صـ ١٥٠

(٢) (أصول السرخسي) صـ ١٣٤

حكم المتشابه (المتشابه এর হুকুম)

(১) المتشابه দ্বারা আল্লাহ তাআলার যা উদ্দেশ্য তা সত্যরূপে বিশ্বাস করা।[১]

(২) المتشابه এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা জানতে চেষ্টা না করা। বরং তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট সুপর্দ করা।

(৩) দ্বিতীয় প্রকার المتشابه (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার صفة ও أفعال সম্পর্কীয় শব্দ) এগুলোর মূল গুণ ও কাজকে আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করা। আর كيفية তথা রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে চুপ থাকা। যেমন: এভাবে বলা رؤية الله في الآخرة معلومة والكيفية مجهولة। অর্থাৎ আখেরাতে আল্লাহর দর্শন জ্ঞাত ও নিশ্চিত। কিন্তু রূপ ও প্রকৃতি অজ্ঞাত বরং كيفية আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী, সেটা একমাত্র পরকালেই জানা যাবে। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ سلف এর মতামত। ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে আহনাফ ও মালেক (রহ.) এ মত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মালেক (রহ.) কে الرحمن على العرش استوى আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন:

الاستواء غير مجهول، والكيف منه غير معقولٍ، الإيمان به واجب، والشك فيه شرك، والسؤال عنه بدعة. (أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في طبقات المحدثين:٢\٢١٤)

অর্থাৎ: "الاستواء (সমাসীন হওয়া) এটা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এর রূপ ও প্রকৃতি মানব জ্ঞানের উর্ধ্বে। আর এর প্রতি বিশ্বাস আবশ্যক। সন্দেহ করা শিরক। প্রশ্ন করা বিদআত।"[২]

(৪) উপরোক্ত বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়ার জীবনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এর অর্থ অস্পষ্ট ছিল না। তিনি متشابهات এর অর্থ ও উদ্দেশ্য জানতেন। অনুরূপভাবে উম্মত ও পরকালে متشابهات এর প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য জানতে পারবে।[৩]

---

(١) (أصول السرخسي) صـ١٣٣

(٢) (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي) ٩٢/١ (دار الكتب العلمية)

(٣) (الموجز) صـ١٥٠ و (نور الأنوار) صـ٩٣

التقسيم السادس : تقسيم اللفظ بارعتار الدلالة
ষষ্ঠভাগ : অর্থ ও মর্ম নির্দেশনার দিক থেকে শব্দের প্রকার

একটি নস বা বাক্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন অর্থ ও মর্মকে নির্দেশ করে। নসের এই অর্থ ও মর্ম নির্দেশনাকে دلالة বলে। সহীহ দলীল ও তার প্রকার সম্পর্কে জানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অনুরূপভাবে সহীহ দালালাত ও তার প্রকার সম্পর্কে জানা ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, দলীল ও দালালাত যে কোন স্থানে সমস্যা হলে সঠিক মর্ম পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। باب الأدلة এর অধ্যায়ে দলীল, দলীলের প্রকার ও হুজ্জিয়াত তথা প্রামাণ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দালালাতের প্রকার ও তার প্রামাণ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য যে, এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র دلالة الألفاظ নিয়ে আলোচনা করা হবে। دلالة الأفعال ও دلالة التقرير নিয়ে আলোচনা করা হবে السنة এর অধ্যায়ে। باب الأدلة এর মাধ্যমে যেমন সহীহ ,ভুল ও ভ্রান্ত দলীল নির্ণয় করার যোগ্যতা তৈরি হয় অনুরূপভাবে باب الدلالة এর মাধ্যমে সহীহ এবং ভুল ও ভ্রান্ত দালালাত নির্ণয় করার যোগ্যতা তৈরি হবে। হানাফি উসূলবিদদের নিকট সহীহ দালালত মোট চার প্রকার। অর্থাৎ এই চার পদ্ধতিতে নস থেকে যে অর্থ ও মর্ম উদ্‌ঘাটন করা হবে তা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর এই চার পদ্ধতি ছাড়া বাকি পদ্ধতিগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে।[১] বাতিল পদ্ধতিগুলোকে أصول الفقه এর কিতাব সমূহে التمسكات الضعيفة ও الوجوه الفاسدة ইত্যাদি শিরোনামে উল্লেখ করা হয়।

নিচে সহীহ দালালাতসমূহের প্রত্যেকটির পরিচয়, প্রকার, উদাহরণ, হুকুম ও তার প্রয়োগ উল্লেখ করা হল।
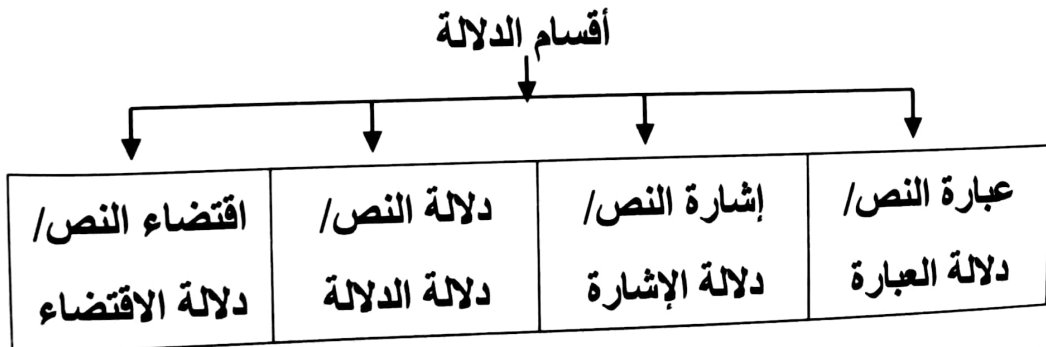
أقسام الدلالة

اقتضاء النص/ دلالة الاقتضاء	دلالة النص/ دلالة الدلالة	إشارة النص/ دلالة الإشارة	عبارة النص/ دلالة العبارة

(١) (كشف الأسرار على البزدوي) ٣٧٣/٢ (دار الكتب العلمية) و(تقويم الأدلة) صـ١٥٩ (قديمي كتب خانة) (تيسير التحرير) ١٠٨/١

عبارة النص / دلالة العبارة
নসের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি নির্দেশনা

পরিচয়

একটি নসের শাব্দিক বা প্রত্যক্ষ নির্দেশনাকে عبارة النص বলে। চাই তা মূখ্যভাবে কোন কিছুকে নির্দেশ করুক কিংবা গৌণভাবে।

বিশ্লেষণ

আমরা খাস থেকে এই অধ্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু পড়েছি সব কিছুই মূলত عبارة النص এর অংশ। অর্থাৎ عبارة النص বুঝার জন্যই এসব কিছু।

আল্লামা আব্দুল আজীজ বুখারি (রহ.) এর ভাষায়:

> التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو مفسر أو خاص أو عام أو صريح أو كناية أو غيرها استدلال بعبارة النص.[1]
>
> অর্থ: "الخاص ، العام، الصريح، الكناية، الظاهر، المفسر অথবা এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে কোন বিধান সাব্যস্ত করা মূলত عبارة النص এর استدلال।"

অর্থাৎ এই অধ্যায়ের পূর্বে যত প্রকার অতিবাহিত হয়েছে এর যে কোন একটির মাধ্যমে দলীল পেশ করা মূলত عبارة النص এর استدلال। সুতরাং عبارة النص এর দালালাত বুঝার জন্য পূর্বোক্ত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝা জরুরি।

عبارة النص এর প্রকার

(১) عبارة النص أصالةً (মূখ্য নির্দেশনা)।

(২) عبارة النص تبعًا (গৌণ নির্দেশনা)।

(১) عبارة النص أصالةً

একটি নস বা বাক্য মূখ্যভাবে কোন কিছুকে নির্দেশ করলে তাকে عبارة النص أصالةً বলে। আর নির্দেশিত অর্থকে المقصود الأصلي বলে।

---

(١) (كشف الأسرار) ١/١٠٦ (دار الكتب العلمية) , (مصادر التشريع الإسلامي) صـ٤٥٧ (مكتبة العبيكان)

একটি নস বা বাক্য গৌণভাবে কোন কিছুকে নির্দেশ করলে তাকে عبارة النص تبعًا বলে। আর নির্দেশিত অর্থকে المقصود التبعي বলে। একটি নসের এক বা একাধিক المقصود الأصلي থাকবেই। কিন্তু المقصود التبعي থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.(النساء:٣)

বর্ণিত আয়াতে কারীমা শাব্দিকভাবে তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করছে।

এক. বিবাহের বৈধতা

দুই. এক সাথে সর্বোচ্চ কতজন স্ত্রী রাখা যাবে তার সংখ্যা বর্ণনা।

তিন. একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষার ভয় হলে একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার বর্ণনা।

উপরের তিনটি বিষয়ের মধ্যে শেষোক্ত দুটি বিষয়কে আয়াতটি মূখ্যভাবে নির্দেশ করছে। কেননা, এজন্যেই আয়াতটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রথম বিষয়টিকে অর্থাৎ বিবাহের বৈধতাকে গৌণভাবে নির্দেশ করছে। কেননা, এটি আয়াতের মূল লক্ষ্য নয় বরং মূল লক্ষ্যের উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং প্রথম বিষয়টিকে বর্ণিত আয়াতের المقصود التبعي তথা গৌণ উদ্দেশ্য, আর শেষোক্ত দুটি বিষয়কে المقصود الأصلي তথা মূখ্য উদ্দেশ্য বলা হবে ।

আবার كلوا واشربوا ولا تسرفوا.(الأعراف:٣١). আয়াতে কারীমা শাব্দিকভাবে দুটি বিষয়কে নির্দেশ করছে।

এক. পানাহারের বৈধতা।

দুই. অপচয়ের নিষেধাজ্ঞা।

এই দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয়টি আয়াতের গৌণ উদ্দেশ্য আর ২য় বিষয়টি আয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য।

বি:দ্র: যে কোন নসের মূখ্য উদ্দেশ্য কিংবা গৌণ উদ্দেশ্যটা সাধারণত নসের শাব্দিক অর্থেই হয়ে থাকে। যা আমরা উপরের দুই আয়াতে কারীমার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কখনো কখনো নসের মূখ্য উদ্দেশ্য নসের শাব্দিক অর্থের বহির্গত বিষয় ও হতে পারে। যা কখনো কখনো শাব্দিক অর্থের লাযেমী অর্থ হয়ে থাকে।

এজন্য ইবনুল হুমাম (রহ.) عبارة النص এর সংজ্ঞায় বলেন:

دلالته على المعنى مقصودًا أصليًا ولو لازمًا وهو المعتبر عندهم في النص أو غير أصليٍ وهو المعتبر في الظاهر.[১]

অবশ্য এর জন্য উপযুক্ত খারেজী قرينة আবশ্যক। যদি উপযুক্ত قرينة না থাকে তাহলে তা عبارة النص এর মর্ম বলে গণ্য হবে না। বরং লাযেমী অর্থ হিসেবে তা إشارة النص কিংবা اقتضاء النص এর মর্ম ও অর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন: أحل الله البيع وحرم الربا অর্থ: আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। বর্ণিত আয়াতে কারীমার শাব্দিক নির্দেশনা হল ক্রয়-বিক্রয় হালাল আর সুদ হারাম। সে হিসেবে এটিই আয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য হওয়ার কথা। কিন্তু আয়াতের পূর্বাংশ থেকে মূখ্য উদ্দেশ্য ভিন্নটি প্রতীয়মান হয় যা আয়াতের শাব্দিক অর্থ নয় বরং লাযেমী অর্থ। আর তা হল ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ এক জিনিস নয় বরং ভিন্ন জিনিস। কেননা, এই আয়াতটি কাফিরদের ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ এক হওয়ার দাবি খণ্ডনে এসেছে। সুতরাং এক হওয়ার দাবি খণ্ডন করা আয়াতটির মূখ্য উদ্দেশ্য। কাফিরদের দাবী হল: إنما البيع مثل الربا অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ এক নয় বিষয়টি ليس البيع مثل الربا না বলে أحل الله البيع و حرم الربا বলেছেন। অর্থাৎ একটিকে হালাল ও অন্যটিকে হারাম বলেছেন। আর এর লাযেমী ফলাফল হল দুটি এক নয় বরং ভিন্ন জিনিস। কেননা, হালাল ও হারাম কখনো এক হতে পারে না। আলোচ্য আয়াতটি যদি قرينة মুক্ত হত তাহলে ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়া এবং সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি হত أصالةً عبارة النص এর বক্তব্য। আর ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য হত إشارة النص এর বক্তব্য।

---

(١) (التحرير مع التيسير) ١٠٨/١ (دار السلام) , (فواتح الرحموت) ٤٤١/١ (قديمي كتب خانة)

আবার কখনো কখনো اقتضاء النص এর বক্তব্যও عبارة النص এর বক্তব্যে পরিণত হতে পারে, যদি তাতে المقصود الأصلي হওয়ার قرينة পাওয়া যায়।[1] এজন্য আবু যায়েদ দাবুসি (রহ.) عبارة النص এর সংজ্ঞায় বলেন:

فالثابت بالنص ما أوجبه نفس الكلام وسياقه [2]

এখানে سياق দ্বারা মূলত উক্ত قرينة উদ্দেশ্য।

المقصود التبعي ও المقصود الأصلي বুঝার পদ্ধতি:[3]

১। বাক্যের أسلوب বা বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে।

২। বাক্যের سباق- سياق তথা পূর্বাপরের মাধ্যমে।

৩। سبب النزول ও سبب الورود তথা অবতরণের কারণ ও প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে।

৪। প্রশ্নের উত্তরে কোন বক্তব্য আসলে তার মাধ্যমে।

৫। কোন দাবীর খণ্ডনে কোন বক্তব্য আসলে।

৬। ব্যক্তি, স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে।

৭। مقاصد الشريعة العامة এর মাধ্যমে।

৮। শক্তিশালী সহীহ ও সরীহ দলীলের সাথে বিরোধ হলে।

(١) (مفهوم ما في تسهيل الوصول) صـ١٢١ (مكتبة البشرى) , (المناهج الأصولية) صـ٢٢٧
(٢) (تقويم الأدلة) صـ١٣٠
(٣) (المناهج الأصولية) صـ٢٢٥-٢٢٦

নিচে নমুনা স্বরূপ কিছু নসের المقصود التبعي ও المقصود الأصلي দেখানো হল:

النصوص	المقصود الأصلي	المقصود التبعي
(١) إنما الأعمال بالنيات.(بخاري:١)	الترغيب على حسن النية والإخلاص في الأمور كلها، والترهيب على سوء النية وكسب الدنيا في صورة الدين.	بيان أن الأمور بمقاصدها،
(٢) إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. (البقرة: ٢٣٢)	بيان حرمة منع المطلقات عن التزويج.	بيان إباحة الطلاق واستبداده بالرجال دون النساء ، ووجوب انقضاء العدة، وصحة العقد بعبارة النساء.
(٣) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (البقرة: ٢٣٢)	بيان وجوب النفقة والكسوة على الزوج.	بيان إضافة النسب إلى الأب، دون الأم
(٤) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. (الجمعة:٩)	بيان وجوب السعي إلى المسجد وترك البيع.	بيان أن الخطبة جائزة بكل ما كان ذكر الله قليلًا كان أو كثيرًا
(٥) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا. (النساء: ٢٠)	بيان حرمة أخذ الصداق من المرأة جبرًا.	بيان إباحة استبدال الزوجة. وإباحة إعطاء كثرة الصداق للمرأة.

النصوص	المقصود الأصلي	المقصود التبعي
(٦)التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين. (الترمذي:١٢٠٩)	ترغيب التجار على الإنصاف بصفة الصدق و الأمانة.	بيان إباحة التجارة.
عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى وسلم . وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله ﷺ: يا غلام سَمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذا في"كهانى كا أداب" عن صحيح البخاري"صـ٩	تأديب الغلام أن لا تطيش يده في الصحفة وأن يأكل مما يليه.	تأديبه أن يسمى عند الطعام و أن يأكل باليمين.

التمرينات (অনুশীলনী)

নিচের নসসমূহ থেকে المقصود التبعي ও المقصود الأصلي বের কর।

(١) أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة . (البقرة: ٤٣)

(٢) لا إكراه في الدين. (البقرة: ٢٥٦)

(٣) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.(المائدة:٦)

(٤) إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. (البقرة: ٢٨٢)

(٥) لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء.(آل عمران:٢٨)

(٦) و مَن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر. (البقرة:١٨٥)

(٧) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا ومعها ذو محرم.(بخاري:١٠٨٨)

বি:দ্র: উপরিউক্ত পদ্ধতিতে সকল أحاديث الأحكام ও آيات الأحكام এর মধ্যে عبارة النص এর প্রয়োগের মাধ্যমে নুসূস থেকে আহকাম বের করার তামরীন করতে হবে। آيات الأحكام এর জন্য أحكام القرآن এর বিভিন্ন কিতাব যেমন: أحكام القرآن للتهانوى ও أحكام القرآن للجصاص দেখা যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে যে কোন বাক্যের মধ্যেই এর প্রয়োগ হতে পারে। এবং চার প্রকার দালালাতের মধ্যে এটিই মূল। তাছাড়া শরীয়তের অধিকাংশ বিধি-বিধান এর মাধ্যমেই প্রমাণিত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ তাম্বীহ: ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনে কেরাম যখন عبارة দলالة العبارة বা النص এর মাধ্যমে ইসতিদলাল করেন তখন প্রায় সকলেই আমাদের নিকট পরিচিত এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন না। বরং এক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের তা'বীর ব্যবহার করে থাকেন। তখন অনেকের নিকট বিষয়টি বুঝতে সমস্যা সৃষ্টি হয় যে, এটি কি عبارة النص এর ইসতিদলাল, না অন্য কোন প্রকারের ইসতিদলাল? অবশ্য আল্লামা আব্দুল আজীজ বুখারি (রহ.) এর বক্তব্য স্মরণ থাকলে এ সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে যায়। তিনি বলেন:

التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو مفسر أو خاص أو عام أو صريح أو كناية أو غيرها استدلال بعبارة النص. (١)

عبارة النص কে আরো যে সকল শব্দে উল্লেখ করা হয় বুঝার সুবিধার্থে কিছু শব্দ নিচে উল্লেখ করা হল:

١. اقتضى ظاهر الآية حظره.........(أحكام القرأن للجصاص:صـ١/١٦٥)
٢. دل ظاهر قوله تعالى.............(المرجع السابق:صـ١/٣٣٤)
٣. فهذا ظاهر في الوجوب...........(فتح القدير:صـ١٣/٢)
٤. لفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه.......... (المنهاج:صـ٩٣/١)
٥. هذا نص صريح في .... (المرجع السابق:صـ١١٧/١)
٦. ظاهر هذه العبارة........... (المرجع السابق:صـ١١٤/١)
٧. الآثار تدل عليه............(المرجع السابق:٩١/١)
٨. في هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة.........(المرجع السابق:٩٣/١)
٩. فاقتضى ظاهر هذه الألفاظ لزوم الإتمام.........(شرح مختصر الطحاوي:صـ١١١/٢)

---

(١) (كشف الأسرار) ١٠٦/١(دار الكتب العلمية)

١٠. وقد اقتضت الآية إباحة الأكل والشرب......(أحكام القرآن للجصاص:صـ١/٣١٤)

١١. إن هذا منصوص عليه لا ملحق به.(رد المحتار: صـ)

অবশ্য মুতাআখ্‌খিরিনদের কেউ কেউ এই পরিভাষা তথা عبارة النص ব্যবহার করেছেন।

١. وما ذكروا من أن الثابت بعبارة النص غسل يد و رجل (رد المحتار:صـ١/٩٨)

٢. أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص.......... والمرفق الثاني بدلالته. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:٥٩)

عبارة النص / دلالة العبارة এর মাধ্যমে নসের মর্ম উদ্ধারের ধারাবাহিক বিবরণ

عبارة النص এর মাধ্যমে মর্ম উদ্ধারের জন্য সর্ব প্রথম করণীয় হলো, বাক্যস্থ প্রতিটি শব্দের গঠনগত অর্থ বের করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেক ফনের নির্ভরযোগ্য অভিধানের সহযোগিতা নিতে হবে। অন্যথায় শুরুতেই ভুল হতে বাধ্য। অতঃপর যে সকল শব্দে صيغة (শব্দ কাঠামো) এবং مادة (মূলধাতু) উভয়ের প্রভাব রয়েছে সে সকল শব্দের ক্ষেত্রে উভয় অংশেই লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন: ضَرَبَ শব্দটি। এর مادة হল ضَرْبٌ যার অর্থ হলো, প্রহার করা। আর এর صيغة হলো واحد مذكر غائب। যার মাধ্যমে একজন নামপুরুষের সাধারণ অতীতে কোন কর্ম সম্পাদনের সংবাদ প্রদান করা হয়। সুতরাং ضَرَبَ শব্দটি صيغة ও مادة এর সমন্বয়ে অর্থ দাঁড়ায়, সে একজন পুরুষ সাধারণ অতীতে প্রহার করেছে। সংক্ষেপে বলা হয়, সে মেরেছে। আবার যদি বলা হয় ضارب তাহলে শব্দটির মাদ্দাগত কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং صيغة এর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। যাকে اسم الفاعل এর صيغة বলা হয়। এই সীগার অর্থ হল কর্ম সম্পাদনকারী। অর্থাৎ কর্তা। সুতরাং مادة এবং صيغة উভয়ের সমন্বয়ে ضارب এর অর্থ দাঁড়ায়, সে একজন পুরুষ প্রহারকারী। عبارة النص এর মাধ্যমে মর্ম উদ্ধারের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, একটি শব্দের ক্ষেত্রে যেমন হাকীকত ও মাজাযের প্রয়োগ রয়েছে অনুরূপভাবে صيغة এর ক্ষেত্রেও হাকীকত ও মাজাযের প্রয়োগ রয়েছে।

২য় কাজ

২য় পর্যায়ে দেখতে হবে শব্দটি তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা? এক্ষেত্রে করণীয় হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত قرينة পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাকীকি অর্থই ধর্তব্য হবে। আর যদি উপযুক্ত قرينة পাওয়া যায়, তাহলে মাজাযি অর্থ ধরে নসের অর্থ ও মর্ম উদ্ধার করতে হবে। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে عبارة النص এর মাধ্যমে নসের মর্ম উদ্‌ঘাটনের একটি নমুনা নিচে উল্লেখ করা হলো। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع.(النساء:٣) বর্ণিত আয়াতে কারীমার عبارة النص এর মাধ্যমে মর্ম

উদ্‌ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হলো, فانكحوا শব্দের مادة তথা মূলধাতু النكاح শব্দের গঠনগত অর্থ বের করা। আমরা নির্ভরযোগ্য অভিধানের সহযোগীতায় النكاح শব্দের অর্থ পেলাম البضاع তথা সহবাস করা।[১] এখন দেখতে হবে فانكحوا শব্দের نكاح মূলধাতুটি তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি না? আমরা قرينة এর মাধ্যমে জানতে পারলাম نكاح শব্দটি তার গঠনগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং মাজাযি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হলো, عقد তথা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।[২] فانكحوا শব্দের ২য় বিষয় হল, তার صيغة। এখানে সীগাটি হলো, أمر এর। আর আমরা জানি أمر এর হাকীকি অর্থ হলো, الوجوب তথা আবশ্যকতা। এখন দেখতে হবে أمر তার হাকীকি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা ? না কি মাজাযি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? আমরা قرينة এর মাধ্যমে জানতে পারলাম, أمر তার হাকীকি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং তার মাজাযি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হলো, الإباحة তথা বৈধতা ও অনুমতি প্রদান। এখন مادة ও صيغة উভয়ের সমন্বয়ে আয়াতে কারীমার অর্থ দাঁড়ায়। "তোমরা বিবাহ করতে পারো যে সকল নারীদের তোমাদের পছন্দ হয়, দুই, তিন কিংবা চারজন।" সুতরাং আয়াতে কারীমার শাব্দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা যে অর্থ ও মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারলাম তা হলো,

১. বিবাহের শরয়ি অনুমোদন,

২. সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে নসের মর্ম উদ্‌ঘাটনের পর তা যদি অন্য কোন নসের মর্মের সাথে কিংবা মাকাসিদে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে حل التعارض এর নীতিমালা অনুযায়ী সামঞ্জস্য বিধান করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

---

(١) (مقاييس اللغة) صـ ٩١٦ (دار الحديث)
(٢) (المرجع السابق) صـ ٩١٦ (دار الحديث)

عبارة النص এর হুকুম

(১) সাধারণত دلالة العبارة হলো قطعي الدلالة অর্থাৎ স্বীয় অর্থকে অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে নির্দেশকারী। এর মাধ্যমে হুদুদ-কিসাসসহ সকল ধরনের বিধানাবলী সাব্যস্ত হয়। তবে কখনো কখনো এটি ظني الدلالة ও হয়ে থাকে।

যেমন: عبارة النص যদি عام مخصوص منه البعض কিংবা مؤول হয় তাহলে তা ظني الدلالة হবে। মাওলানা আনওয়ার বদখ্‌শানী বলেন:

أنها تفيد الحكم قطعًا إذا تجردت عن العوارض الخارجة، نعم، إذا كانت مِن قبيل العام الذي دخل التخصيص كانت دلالتها ظنية.[١]

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ বিন সালেহ বলেন:

الأصل أن دلالتها قطعية من حيث ذاتها , وذلك لظهورها أما إذا ورد عليها احتمال ناشئ عن دليل, فإن هذا بلا ريب يضعف مِن قطعيتها, بحسب ذلك الاحتمال.[٢]

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন:

فالحق أنهما (العبارة ، الإشارة) قد يكونان قطعيين و ظنيين و متعاكسين[٣]

(২) دلالة العبارة تبعًا এবং دلالة العبارة أصالة যদি পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে دلالة العبارة أصالةً প্রাধান্য পাবে। যেমনিভাবে নস ও যাহির এর বিরোধ হলে নস প্রাধান্য পায়।

(৩) অন্যান্য দালালাতের সাথে বিরোধ দেখা দিলে دلالة العبارة প্রাধান্য পাবে।

---

(١) (تسهيل الحسامي) صـ ٧١ (زمزم ببلشر)
(٢) (الدلالات عند الأصوليين) صـ ٣٨ (دار البشائر الإسلامية)
(٣) (فتح الغفار) صـ ٢٢٨ (مكتبة إسلامية)

إشارة النص / دلالة الإشارة
নসের পরোক্ষ (পশ্চাৎপদ) নির্দেশনা

পরিচয়

একটি নস শাব্দিকভাবে নয় (তথা প্রত্যক্ষ বা সরাসরি নয়) বরং আকলীভাবে (তথা পরোক্ষভাবে) যে আবশ্যকীয় অর্থ বা মর্মকে নির্দেশ করে, তা যদি নসের পশ্চাৎপদী অর্থ হয় এবং তা বক্তার উদ্দেশ্য না হয়। তাহলে ঐ দালালাতকে دلالة الإشارة বা إشارة النص বলে। একে الدلالة الالتزامية ও বলা হয়। আর নির্দেশিত অর্থকে اللازم المتأخر বলে। আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারি (রহ.) এর ভাষায় ,

هي الالتزامية لا تقصد أصلاً.[1]

আল মানাহিজুল উসূলিয়্যাহ নামক কিতাবে إشارة النص এর সহজ ও সর্বাঙ্গীন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে,

دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود للشارع لا أصالة ولا تبعًا، لكنه لازم عقلي ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق أو شرع النص من أجله.[2]

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে إشارة النص হওয়ার জন্য দুটি মৌলিক শর্ত পাওয়া যায়।

(১) إشارة النص যে অর্থ বা মর্মকে নির্দেশ করবে তা শব্দের মধ্যে সরাসরি থাকবে না। বরং শাব্দিক অর্থের লাযেমী অর্থ হবে। অর্থাৎ عبارة النص এর অর্থকে মেনে নিলে এই অর্থকে তার পশ্চাতে মেনে নেয়া আবশ্যক হবে। যেমন: কেউ "ক" ও " খ " নামক দুই ব্যক্তিকে ৫০ টাকা দিয়ে বলল : "ক" পাবে ২০ টাকা। উপরিউক্ত বাক্যের عبارة النص এর মাধ্যমে দুটি অর্থ বুঝে আসে।

---

(١) (مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت) ١/٤٤١ (قديمي كتب خانة)
(٢) (المناهج الأصولية) صـ ٢٢٩ (مؤسسة الرسالة)

এক. "ক" ও "খ" সম্মিলিতভাবে পাবে ৫০ টাকা।

দুই. "ক" একা পাবে ২০ টাকা। কিন্তু "খ" একা কত পাবে তা বক্তব্যে সরাসরি উল্লেখ নেই। কিন্তু "খ" যে ৩০ টাকা পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটি নসের শাব্দিক অর্থ নয় বরং আকলী ও লাযেমী এবং পশ্চাৎপদী অর্থ। যা প্রথম দুই নসকে সহীহ মানলে পশ্চাতে তা মানা আবশ্যক। কেমন যেন পরোক্ষভাবে এ কথা বলা হল "খ" পাবে ৩০ টাকা।

(২) বাক্যস্থ অর্থ বা মর্ম মুতাকাল্লিমের উদ্দেশ্য হতে পারবে না। কেননা, ঐ অর্থ যদি মুতাকাল্লিমের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা عبارة النص এ পরিণত হবে। যেমন: أحل الله البيع و حرم الربا এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়েছে।

বি:দ্র: উসূলে ফিকহের নির্ভরযোগ্য অনেক কিতাবে إشارة النص এর সংজ্ঞায় প্রথম শর্তটি অর্থাৎ المعنى اللازم المتأخر কে উল্লেখ করা হয়নি। বরং ২য় শর্তটি (عدم القصد) তথা উদ্দেশ্য না হওয়াকেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব أصول البزدوي তে إشارة النص এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

والإشارة ما ثبت بنظمه مثل الأول إلا أنه غير مقصود ولا سيق الكلام لأجله. (١)

"إشارة النص মূলত عبارة النص এর মতই যা نظم তথা শব্দের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়। তবে তা উদ্দেশ্য হয় না (অর্থাৎ أصالةً ও تبعًا কোন দিক থেকেই নয়) এবং বাক্যকে এ জন্য আনাও হয় না।"

أصول الشاشي ও المنار، أصول السرخسي، منتخب الحُسامي ، التحرير সহ অনেক কিতাবেই এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সে হিসেবে عبارة النص ও إشارة النص এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য একটাই। তা হলো, قصد তথা উদ্দেশ্য থাকা ও না থাকা। অর্থাৎ عبارة النص এ متكلم এর উদ্দেশ্য থাকবে, আর إشارة النص এ উদ্দেশ্য থাকবে না। সুতরাং দ্বিতীয় সংজ্ঞানুযায়ী বাক্যে শাব্দিকভাবে

---

(١) (أصول البزدوي) صـ ٢٩٥ (دار السراج)

উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও যদি متكلم এর উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তা إشارة النص হবে। যেমনিভাবে বাক্যে শাব্দিকভাবে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও যদি متكلم এর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা عبارة النص এ পরিণত হয়। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামি সহ অনেকেই ২য় সংজ্ঞানুযায়ী ইসতিদলাল করেছেন। যেমন:

"إذا أمَّنَ الإمام فأمنوا فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم مِن ذنبه" (بخاري:٧٨٠ و مسلم:٤١٠).

এই হাদীস উল্লেখ করার পর ইবনে আবিদীন শামি (রহ.) বলেন:

وهو مفيد تأمينهما، لكن في الإمام بالإشارة لأنه لم يسق له، وفي حق المأموم بالعبارة ، لأنه سيق لأجله.[1]

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দাঃবাঃ) تكملة فتح الملهم নামক কিতাবে একইভাবে ইসতিদলাল করেছেন।

বাংলা ভাষায় إشارة النص কে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়। যেমন: অনেকে এভাবে বলে, আপনার বক্তব্য যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে অমুক বিষয় মেনে নেওয়া আবশ্যক। আবার কখনো ফলে, সুতরাং, তাহলে ইত্যাদি শব্দে প্রকাশ করা হয়।

إشارة النص এর কিছু উদাহরণ

নিচে إشارة النص এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো। إشارة النص এর সাথে যেহেতু عبارة النص এর সম্পর্ক রয়েছে তাই প্রথমেই عبارة النص এর মর্ম অতঃপর إشارة النص এর মর্ম উল্লেখ করা হলো।

النصوص	الثابت بعبارة النص	الثابت بإشارة النص
(١) كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مِن الخيط الأسود مِن الفجر.	إباحة الأكل والشرب إلى الصبح الصادق.	الطعم لا ينافي الصومَ

(١) (رد المحتار) ٢٣٩/٢ (مكتبة رشيدية)

النصوص	الثابت بعبارة النص	الثابت بإشارة النص
(البقرة:١٨٧)		
(٢) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. (البقرة:١٨٧)	إباحة الجماع إلى أخر جزء مِن ليلة الصيام.	(١) الجنابة لا ينافي الصوم (٢) المضمضة والاستنشاق لا تنافي بقاء الصوم. (٣) ذوق الشيء بالفم لا ينافي بقاء الصوم.
(٣) حمله وفصاله ثلاثون شهرًا.(الأحقاف:١٥) وفصاله في عامين.(لقمان:١٤)	أقصى مدة إباحة الإرضاع سنتان.	أقل مدة الحمل ستة أشهر.
(٤) إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا....(النصر:١-٢)	البشارة بنصرة الله تعالى وإظهار الدين على الدين كله.	تقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٥) على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (البقرة: ٢٣٣)	(١) وجوب نفقة الوالدات على الآباء .(أصالة) (٢) اختصاص الآباء بنسب الأبناء دون غيرهم (تبعًا)[١]	اختصاص الأب بنفقة ولده. انفراد الأب بالولاية على ولده الصغير.

(١) (المناهج الأصولية) صـ ٢٣٨ ـ ٢٣٩ (مؤسسة الرسالة)

النصوص	الثابت بعبارة النص	الثابت بإشارة النص
(٦) وعلى الوارث مثل ذلك. (البقرة: ٢٣٣)	وجوب نفقة الوالدة المرضعة على أقارب الولد الذي يحتمل ميراثهم منه مثل ما يلزم والده لوالدته.	مقدار النفقة التي تجب على القريب الوارث يكون بقدر نصيبه مِن الإرث المحتمل.
(٧) قال أبو حنيفة رح :ينعقد النكاح بعبارة النساء و قال الشافعي رح لا ينعقد.		يتفرع منه الخلاف في حل الوطئ ولزوم المهر والنفقة و السكنى و وقوع الطلاق والنكاح بعد الطلقات الثلاث.[١]
(٨) حمل الإمام أبو حنيفة (رح) لفظ القروء على الحيض والإمام الشافعي(رح) على الطهور.		فيخرج على هذا حكم الرجعة في الحيضة الثالثة و زواله. وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربعٍ سواها.[١]
(٩) مَن قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة.(الترغيب والترهيب:٢\٣٤٠)		يجب عليه اتباع جميع أحكام الإسلام.

[١](أصول الشاشي) صـ٧ (نادية القرآن)

অধিকাংশ تخريج الأحكام সাধারণত إشارة النص এর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। বিভিন্ন عقد তথা চুক্তির ফলাফল إشارة النص এর ভিত্তিতে বের হয়ে আসে। যেমন: ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর একজন مبيع এর মালিক হয় অন্যজন ثمن এর মালিক হয়। علة এর মাধ্যমে معلول এর ইসতিদলাল মূলত إشارة النص এর ইসতিদলাল।

إشارة النص কে যে সকল শব্দে ব্যাক্ত করা হয়:

عبارة النص এর আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তামবীহ নামে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে إشارة النص এর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ফুকাহায়ে কেরাম إشارة النص এর মাধ্যমে ইসতিদলাল করার সময় এই প্রসিদ্ধ পরিভাষাটি খুব কমই ব্যবহার করে থাকেন। বরং তাঁরা বিভিন্ন তাবীরে উল্লেখ করে থাকেন। নিচে এর কিছু তাবীর উল্লেখ করা হলো:

(١) و**لزم** مِن ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم. (أصول الشاشي صـ٢٩)

(٢) وفيها **الدلالة** على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم. (أحكام القرآن للجصاص صـ٣١٩/١)

(٣) .... لتنقيص أجورهم **المستلزم** لتنقيص أجره.(فتح الباري صـ٢٦٥/٧)

(٤) .... فإنّ مِن **ضرورة** الجماع إلى النهار أن يصبح جنبًا وقد أمر بالصيام بعد ذلك.(تقويم الأدلة صـ١٣١)

إشارة النص এর হুকুম

(১) إشارة النص দালালাতের দিক থেকে عبارة النص এর মতই قطعي الدلالة। অর্থাৎ عبارة النص যেমন স্বীয় অর্থ ও মর্মকে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে নির্দেশ করে অনুরূপভাবে إشارة النص ও স্বীয় অর্থ ও মর্মকে অকাট্যভাবে নির্দেশ করে। তবে عبارة النص এর মত কখনো কখনো ظني الدلالة ও হয়ে থাকে। যেমন: ইবনে নুজাইম বলেন:

فالحق أنهما (أي: العبارة والإشارة) قد يكونان قطعيين وظنيين و متعاكسين.[١]

শামসুল আয়িম্মাহ্ সারাখসি (রহ.) বলেন:

منه ما يكون موجبًا للعلم قطعًا بمنزلة الثابت بالعبارة. ومنه ما لا يكون موجبًا للعلم قطعًا.[٢]

(২) عبارة النصএর বক্তব্য ও إشارة النص এর বক্তব্য পারস্পরিক বিরোধ হলে عبارة النص এর বক্তব্য প্রাধান্য পাবে।

(৩) عبارة النص এর ন্যায় إشارة النص এর মাধ্যমে যে হুকুম সাব্যস্ত হয় তা خاص، عام، مطلق،مقيد ইত্যাদি সবই হতে পারে। عام হওয়ার কারণে تخصيص কে এবং مطلق হওয়ার করণে تقييد কে কবুল করে।[٣]

এই মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেন

ছেলের দাসীর সাথে পিতার সহবাস বৈধ নয়। অথচ إشارة النص এর عموم এর মাধ্যমে সহবাস বৈধ হওয়া বুঝা যায়। এই عموم কে ভিন্ন দলীলের মাধ্যমে تخصيص করা হয়েছে। আর তা হল হাদীস শরীফে এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

---

(١) (فتح الغفار) صـ ٢٢٨ (مكتبة إسلامية)

(٢) (أصول السرخسي) صـ ١٨٤ (دار الفكر)

(٣) (فتح الغفار) صـ ٢٢٩ (قديمي كتب خانة), (نور الأنوار) صـ١٤٧ (نسمات الأسحار) صـ ١٤٩ (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

اقتضاء النص / دلالة الاقتضاء
নসের অগ্রণী নির্দেশনা

পরিচয়:

একটি নস শাব্দিকভাবে নয় বরং আকলীভাবে (তথা পরোক্ষভাবে) যে অর্থ বা মর্মকে দাবি করে কিংবা নির্দেশ করে তা যদি নসের অগ্রণী অর্থ হয় তাহলে তাকে دلالة الاقتضاء বা اقتضاء النص বলে। আর নির্দেশিত অর্থকে اللازم المتقدم বলে। আবার একে المقتضى ও বলা হয়।

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

একটি নসের যেমন পশ্চাৎপদ নির্দেশনা রয়েছে যা আমরা دلالة الإشارة এর আলোচনায় অবগত হয়েছি। অনুরূপভাবে নসের অগ্রণী নির্দেশনাও রয়েছে। যাকে دلالة الاقتضاء বলে। অর্থাৎ একটি নস সহীহ হওয়ার জন্য যে অর্থ বা মর্মকে নির্দেশ করে সে নির্দেশনাকেই دلالة الاقتضاء বলে। যেমন: কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল:أنت طالق এখানে طالق শব্দটি একটি গুণবাচক শব্দ যা طلاق নামক গুণকে চায়। কেননা, طلاق ছাড়া طالق নামক শব্দ অস্তিত্বে আসতে পারেনা। সুতরাং أنت طالق শব্দটি সহীহ হওয়া طلاق শব্দের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং طلاق শব্দটি طالق এর مقتضى।

المقتضى ও المحذوف এর মধ্যে পার্থক্য

সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদগণ المقتضى ও المحذوفএর মধ্যে পার্থক্য করেন না। বরং তাদের নিকট একটি নস সহীহ হওয়ার জন্য যা অগ্রণীভাবে মানা আবশ্যক সবই المقتضى। কিন্তু হানাফি মাযহাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন উসূলবিদ যেমন, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি (রহ.), ছদরুল ইসলাম ও সমরকান্দি (রহ.) এদের মতে المقتضى এবং المحذوف এর হুকুম এক নয়।[1] কেননা, المقتضى কখনো العموم কে গ্রহণ করেনা, কিন্তু المحذوف - العموم কে কবুল করে। অবশ্য المحذوف যদি

(১) (فتح الغفار) صـ

কোথাও العموم কে কবুল না করে, তাহলে সেখানে المحذوف শব্দটি মূলত مشترك অর্থ ধারণ করার কারণে। আর এটা জানা কথা হানাফি উসূলবিদদের নিকট عموم المشترك জায়েয নেই। পরবর্তীতে অনেক উসূলবিদগণ যেমন: হাফিজ উদ্দীন নাসাফি ??(রহ.), ইবনে নুজাইম (রহ.), মুল্লা জিয়োন ও ইবনে আবিদীন শামি (রহ.) এই দ্বিতীয় মতকে তারজীহ দিয়েছেন। সবশেষে মুল্লা জিয়োন (রহ.) বলেন:

وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدر لا يخلو عن العبارة والإشارة و الدلالة والاقتضاء. وليس قسمًا خارجًا عن الأربعة.[١]

নিচে المحذوف এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

(١) حرمت عليكم أمهاتكم . أي: نكاح أمهاتكم.(النساء:٢٣).

(٢) حرمت عليكم الميتة . أي: أكل الميتة.(المائدة:٣).

(٣) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي : إثم الخطإ والنسيان.(ابن ماجة:٢٠٤٥).

(٤) إنما الأعمال بالنيات. أي: ثواب الأعمال.(بخاري:١).

المحذوف ও المقتضى চেনার উপায়

বিভিন্ন উসূলবিদগণ المقتضى ও المحذوف চেনার জন্য বিভিন্ন ধরনের আলামত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি আলামত উল্লেখ করা হল:

المقتضى	المحذوف
(١)المقتضى أمر شرعي أو عقلي (٢)المقتضى والمقتضِي كلاهما يرادان في	(١)المحذوف أمر لغوي. (٢)المحذوف هوالمراد لا غير.[٢] (٣)المحذوف ليس بتبع بل عند التصريح ينتقل الحكم إليه.[٣]

(١) (نور الأنوار) صـ ١٥١ (أشرفي بكدبو)
(٢) (نور الأنوار) صـ ١٥١
(٣) (أصول السرخسي) صـ ١٩٦ (دار الفكر)

المقتضى	المحذوف
الاقتضاء. (٣) المقتضى تبع يصح باعتباره المقتضي إذا صار كالمصرح به.	

دلالة الاقتضاء এর কিছু উদাহরণ:

النصوص	الثابت بعبارة النص	الثابت باقتضاء النص
(١) إنما الصدقات للفقراء........ (التوبة: ٦٠)	مصارف الصدقات الواجبة.	زوال الملك باستيلاء الكفّار.
(٢) تحرير رقبة. (النساء: ٩٢)	وجوب تحرير رقبة	ملك الرقبة.
(٣) خلق لكم ما في الأرض جميعًا. (البقرة: ٢٩)	تعريف الله تعالى نفسه للعباد	الأصل في الأشياء الإباحة.
(٤) فاسعوا إلى ذكر الله. (الجمعة: ٩)	وجوب السعي إلى الخطبة	وجوب الخطبة.[١]
(٥) فكان يعطي أزواجه كل سنة مأة وسقٍ.	بيان كيفية إعطاء الرسولﷺ نفقة الأزواج.	وهو يدل على أن ادخار ما يحتاج إليه لا ينافي التوكل.[٢]
(٦) كونوا مع الصادقين.	وجوب مصاحبة الصادقين.	وجود الصادقين إلى يوم القيامة.

(١) (شرح مختصر الطحاوي) ١١٦/٢

(٢) (تكملة فتح الملهم) ٤٦٧/١

النصوص	الثابت بعبارة النص	الثابت باقتضاء النص
(التوبة:١١٩)		
(٧) فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. (النحل:٤٣)	وجوب السؤال عند عدم العلم.	وجود أهل الذكر إلى يوم القيامة.
(٨) جزاء بما كسبا. (المائدة:٣٨)	بيان كون القطع جزاء السرقة	بطلان عصمة المغصوب.[1]
(٩) جميع المأمورات والمنهيات.		ثبوت قدرة العبد على الامتثال بها وحسن المأمور به وقبح المنهي عنه.
(١٠) كان للنبي صلى الله عليه وسلم مشط من عاج و هو عظم الفيل. وهو غير مأكول		فدل على طهارة عظمه و ما أشبهه. أي : دل اقتضاءً: لأن استعمال النبي ﷺ العاج يقتضي هو طهارته. لأنه لا يستعمل النجس.
(١١) فإذا أفضتم من عرفات...... (البقرة: ١٩٨)		قال أحمد: وكان ذلك دليلاً أنه عز و جل قد أمرهم بالوقوف بعرفة قبل إفاضتهم منها.[2] أقول (العبد الضعيف سعيد أحمد) : هذا

(١) (نور الأنوار) صـ ٢١

(٢) (أحكام القرآن للطحاوى) ١٣١/٢

النصوص	الثابت بعبارة النص	الثابت باقتضاء النص
		النص دليل على لزوم الوقوف بعرفة باقتضاءه. لأن الإفاضة من عرفة لا يمكن إلا بالوقوف بها. وهذا المعنى لازم متقدم لمعنى الإفاضة. ومثل هذه الدلالة مسمى في أصول الفقه باقتضاء النص. **(فافهم)**

হুকুম: المقتضى يتقدر بقدر الضرورة.ولا عموم له.

অর্থ: "دلالة الاقتضاء এর মাধ্যমে المقتضى টি জরুরত পরিমাণ সাব্যস্ত হবে। এবং এর কোন ব্যপকতা নেই।" অর্থাৎ যতটুকু ধরলে বাক্য শুদ্ধ হয়ে যায় ততটুকুই ধর্তব্য হবে এর চেয়ে বেশি ধরা যাবে না।[১]

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হানাফি ফকীহগণ বলেন

(১) أنت طالق বললে কেবল এক তালাকই পতিত হবে। নিয়ত করলেও এর চেয়ে বেশি পতিত হবে না।

(২) সহবাসের পর কেউ যদি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, اعتدي (ইদ্দত পালন কর) এবং এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে না। বরং এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। কেননা, এখানে তালাক বিষয়টি اقتضاءً সাব্যস্ত হয়েছে।

(৩) অনুরূপভাবে নিরূপায় অবস্থায় একজন ব্যক্তি ততটুকু হারাম খেতে পারবে যতটুকুর মাধ্যমে জীবন বেঁচে যায়।

(١) (أصول السرخسي) صـ١٩٣(دار الفكر)

دلالة الدلالة / دلالة النص
(নসের ভাবগত/ ইল্লতকেন্দ্রিক নির্দেশনা)

পরিচয়

একটি নস যদি অভ্যন্তরীণ কোন ইল্লতের কারণে তার চেয়ে উন্নত কিংবা অনুরূপ সদস্যকে নির্দেশ করে এবং ইল্লতটি এতই সুস্পষ্ট ও বোধগম্য যে, ঐ ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত সকলেই বুঝতে পারে,তাহলে নসের এই ইল্লত কেন্দ্রিক নির্দেশনাকে دلالة الدلالة বা دلالة النص বলে।

অন্যভাবে বললে,একটি নস যদি معلول بالعلة হয় এবং ইল্লতটি ভাষাগতভাবেই বোধগম্য, ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়না,তাহলে সে ইল্লতটি আরো যে সকল সদস্যকে নির্দেশ করে সে নির্দেশনাকে دلالة النص বলে। শাফেয়ি উসূলবিদগণ একে مفهوم الموافقة বলেন। আবার কোন কোন উসূলবিদগণ একে القياس الجلي ও বলে থাকেন।

সার কথা হল, منطوق به এর হুকুমকে مسكوت عنه এর মধ্যে প্রয়োগ করা علة ظاهرة এর ভিত্তিতে। যেমন–

উদাহরণ: (১) আল্লাহ তাআলা বলেন: [1] "ولا تقل لهما أف." আলোচ্য আয়াতে কারীমায় "أف" শব্দটি হল منطوق به। এর হুকুম হল حرمت তথা হারাম হওয়া। আর ইল্লত হল إيذاء অর্থাৎ কষ্ট দেওয়া। কেননা, আয়াতটি পড়া মাত্রই যে কেউ বুঝবে "أف" বলা হারাম হওয়ার কারণ হল إيذاء তথা কষ্ট দেওয়া। আর কষ্ট দেওয়ার সর্বনিম্ন পদ্ধতি হল "أف"বলা। সুতরাং এই ইল্লত যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই حرمت এর হুকুম প্রয়োগ হবে। সে হিসেবে পিতা- মাতাকে প্রহার করা,গালি দেওয়া, বন্দি রাখা,অপমান করা ইত্যাদি সবই হারাম বলে বিবেচিত হবে,যদিও এ বিষয়গুলো আয়াতে কারীমায় উল্লেখ নেই।

---

(١) (الإسراء:٢٣)

উদাহরণ: (২) আল্লাহ তাআলা বলেন:

"و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك و منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما.... (آل عمران:٧٥)

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আহলে কিতাবদেরকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। একভাগ হল, আমানতদার। যাদের নিকট এক কিনতার (একশত রিতিল বর্তমান হিসেবে ৪৪, ৯২৮ গ্রাম) সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা ফিরিয়ে দিবে। আরেকভাগ হল,বিশ্বাসঘাতক। যাদের নিকট এক দিনার সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাদ করে ফেলবে। আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি পড়া মাত্রই আরবি ভাষা সম্পর্কে অবগত এমন যে কেউ বুঝতে পারবে যাদের নিকট কিনতার পরিমান সম্পদ নিরাপদ, তাদের নিকট কিনতারের চেয়ে কম সম্পদ আরো বেশি নিরাপদ যদিও এ বিষয়টি আয়াতের মধ্যে উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে যাদের নিকট এক দিনার সম্পদ নিরাপদ নয় তাদের নিকট এক দিনারের চেয়ে বেশি সম্পদ আরো বেশি নিরাপদ নয়, যদিও বিষয়টি আয়াতে কারীমায় উল্লেখ নেই। অর্থাৎ আয়াতে কারীমায় কিনতার ও দিনার শব্দদ্বয় معلول بالعلة। কিনতার দিয়ে উদ্দেশ্য হল, আধিক্যতা। আর দিনার দিয়ে উদ্দেশ্য হল, স্বল্পতা। অর্থাৎ আহলে কিতাবের এক শ্রেনির নিকট রাশি- রাশি সম্পদ ও নিরাপদ আবার আরেক শ্রেনির নিকট সামান্য সম্পদও নিরাপদ নয়।

উদাহরণ: (৩) আল্লাহ তাআলা বলেন: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره (سورة الزلزلة:٧)

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় সুস্পস্টভাবে বলা হয়েছে যে ব্যাক্তি "ذرة" তথা সামান্য পরিমান ভাল কাজ করবে সে তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অনুরূপভাবে যে সামান্য পরিমান মন্দ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে। কিন্তু "ذرة" থেকে অধিক পরিমান ভাল কিংবা মন্দ কাজ করলে কি হুকুম তা এই আয়াতে বর্ণিত হয়নি। আরবি ভাষা সম্পর্কে অবগত এমন যে কেউ অয়াতটি শুনা মাত্রই বুঝতে পারবে যারা "ذرة" থেকে অধিক পরিমান ভাল কিংবা মন্দ কাজ করবে তারা তাদের কৃত কর্ম অরো বেশি অবলোকন করবে।

দৈনন্দিন জীবনে دلالة النص এর ব্যাবহার : যেমন-

উদাহরণ : (১) কেউ যদি তার বাড়ির দেয়ালে লিখে রাখে " এখানে প্রসাব করা নিষেধ।"

এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যে মলত্যাগ সহ অন্যান্য সকল নাপাক জিনিস চলে এসেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

(২) মাদরাসা কতৃপক্ষ ভর্তি ফর্মে লিখে দিয়েছে " মোবাইল ব্যাবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।"এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যে ল্যাপটপ ও অন্তর্ভুক্ত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

(৩) গাড়ির মধ্যে অনেক সময় লেখা থাকে "১০০ ও ৫০০ টকার ভাংতি নাই।" এই অপরাগতার মধ্যে যে ১০০০ টাকার নোট ও অন্তর্ভুক্ত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

دلالة النص এর প্রকার

دلالة النص মূলত দুই প্রকার: (১) فحوى الخطاب / دلالة الأولى

(২) لحن الخطاب/ دلالة المساواة

(১) دلالة الأولى

مسكوت عنه (অবর্ণিত বিষয়) এর মধ্যে ইল্লতের মাত্রা যদি منطوق به (বর্ণিত বিষয়) এর চেয়ে বেশি পাওয়া যায় তাহলে তাকে فحوى الخطاب বা دلالة الأولى বলা হয়। যেমন:".ولا تقل لهما أف" আয়াতে কারীমায় ইল্লত হল إيذاء তথা কষ্ট দেওয়া। এই ইল্লতের মাত্রা أف এর চেয়ে প্রহার করা, গালি দেওয়া, অপমান করা ইত্যাদির মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়গুলোর মধ্যে حرمت এর পরিমাণ আরো বেশি।

دلالة المساواة (২)

مسكوت عنه এর মধ্যে منطوق به এর ইল্লতের মাত্রা যদি সমান পাওয়া যায় তাহলে তাকে دلالة المساواة বলে। যেমন: হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنه أطعمه الله وسقاه.

(صحيح البخاري:٦٦٦٩ و صحيح مسلم:١١٥٥) .

আলোচ্য হাদীসে ভুলে খেয়ে ফেললে কিংবা পান করে ফেললে কী হুকুম এর বিধান বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ভুলে সহবাস করলে কী হুকুম তা বর্ণিত হয়নি। কিন্তু ভুলে সহবাসের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রয়োগ হবে। কেননা, খাওয়া ও পান করার ইল্লত সহবাসেও পাওয়া যায়। এবং এক্ষেত্রে ইল্লতের মাত্রা সমান। কারণ খাওয়া ও পান করা যেমন রোযা ভঙ্গের কারণ, অনুরূপভাবে সহবাস ও রোযা ভঙ্গের কারণ।

دلالة النص এবং القياس এর মধ্যে পার্থক্য

دلالة النص এবং القياس মূলগতভাবে একই বিষয়। আর তা হল, منطوق به (বর্ণিত বিষয়) এর হুকুমকে مسكوت عنه (অবর্ণিত বিষয়) এর মধ্যে প্রয়োগ করা علة جامعة(একই কার্যকারণ) এর ভিত্তিতে। তবে উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল, دلالة النص এর ইল্লত হল স্পষ্ট যা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত এমন সকলেই বুঝতে পারে। অন্যদিকে القياس এর ইল্লত হল সূক্ষ্ম, যা সকলের নিকট বোধগম্য নয় বরং তা اجتهاد এর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে।

নিচের নুসূস থেকে دلالة النص এবং তার প্রকার খুঁজে বের কর

[পদ্ধতি: প্রথমে منطوق به বের করতে হবে অতঃপর مسكوت عنه বের করে তাতে منطوق به এর হুকুম প্রয়োগ করতে হবে।]

١. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارا.(النساء:١٠).

٢. مَن أكل مِن هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا.("المعجم الأوسط"٢٥١\٨).

٣. لايقضي القاضي وهو غضبان.(ابن ماجة:١٨٨٨).

٤. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.(الحجرات:٢).

٥. ولا تظلمون فتيلاً.(النساء:٧٧).

٦. من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره...(الزلزال:٧).

٧. ولا تقربوا الزنا.(الإسراء:٣٢).

٨. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها (بخاري:٢٧٩٢ و مسلم:١٨٨٠).

٩. مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها.(مسلم:٦٨٠).

١٠. ما ورد في الحديث أن ما عزًا (رضی) رجم.

١١. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ......(النساء:٢٣).

١٢. .... و من أخذ عصا أخيه فليردها.(أبو داود: ٥٠٠٣).

١٣. فإن لك مكان كل سيئة حسنةً فيقول رب قد عملتُ أشياء لا أراها هنا. (الصحيح لمسلم)١٠٦/١.

١٤. .... وذروا البيع.(الجمعة:٩).

دلالة النص কে ফুকাহায়ে কেরাম যেভাবে ব্যাক্ত করেন:

دلالة النص কে ফুকাহায়ে কেরাম আরো বিভিন্ন শব্দে ব্যাক্ত করে থাকেন। নিম্নে বহুল ব্যবহারিত কিছু শব্দ উল্লেখ করা হল।

(١) يلحق به.(المنهاج بهامش مسلم صـ٧٧جـ٢)

(٢) يستفاد مِن باب الأولى.("فتح الباري" صـ٣١٨جـ١وصـ٥٦٦جـ١٠)

(٣) ويدل عليه بطريق الأولى.

(٤) ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجاب.("معالم السنن"صـ٩جـ١).

(٥) فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.("شرح مسلم"صـ٢٠٩جـ١).

(٦) إن دلالة فحوى الأية تقتضي جواز الوضوء بالنبيذ.("شرح مختصر الطحاوى" صـ٢٠٧جـ١).

(٧) فكان إيجاب الكفارة هناك إيجابًا ههنا دلالةً. ("بدائع الصنائع"صـ٢٥٤جـ٢).

(٨) أولى بأن يكون منهيًا عنه.("شرح مختصر الطحاوى"صـ١١٥جـ٢).

(٩) ليعلم أن ما سواها أولى بالنهى.(المرجع السابق).

(١٠) إلحاقًا للمنصوص بما في معناه.("تكملة فتح الملهم"صـ١٥٤١جـ١).

হুকুম

১. শরীয়তের সকল বিধি-বিধান প্রমাণের ক্ষেত্রে دلالة النص মূলত عبارة النص এর মতই। অর্থাৎ قطعي الدلالة। সুতরাং قطعي الدلالة নসের মাধ্যমে যে ধরনের বিধিবিধান সাব্যস্ত হতে পারে دلالة النص এর মাধ্যমেও অনুরূপ বিধি বিধান সাব্যস্ত হতে পারে। এটিই অধিকাংশ হানাফি উসূলবিদদের মত। সে হিসেবে ফরজ, ওয়াজিব,দণ্ডবিধি ও কাফ্ফারাসহ অন্যান্য সকল প্রকারের বিধি বিধান এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে।।[1]

---

(١) (أصول السرخسي) صـ ١٨٩(دار الفكر) و(المنار مع الفتح) صـ ٢٣٠

এই মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেনঃ

(ক) রোযাদার ব্যক্তি যদি রমযান মাসে দিনের বেলা স্বেচ্ছায় পানাহার করে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। এই বিধানটি دلالة النص দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, عبارة النص এর মাধ্যমে শুধুমাত্র সহবাস করলে কাফ্ফারা আবশ্যক হওয়া প্রমাণিত।[১]

(খ) বিবাহিত কোন নারী বা পুরুষ যদি যিনা করে তাহলে তার শাস্তি হল রজম (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা)। এটি دلالة النص এর মাধ্যমে প্রমাণিত। কেননা, عبارة النص এ শুধুমাত্র হযরত মায়েয আসলামী (রাযি.) ও গামেদী গোত্রের এক মহিলার রজম প্রমাণিত।

(গ) যে কোন ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে কেসাস আদায় করা যাবে। এটিও دلالة النص দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, عبارة النص দ্বারা শুধুমাত্র তরবারীর মাধ্যমে কেসাস আদায়ের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।[২]

২. হুকুমের সব ধরনের সম্পর্ক হল ইল্লতের সাথে।[৩] তাই ইল্লতের ব্যাপ্তির হুকুমের ও ব্যাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ যত জায়গায় ইল্লত পাওয়া যাবে তত জায়াগায় হুকুমও পাওয়া যাবে। এবং ইল্লতের মাত্রা বেশি হলে হুকুমের মাত্রাও বেশি হবে। আবার ইল্লত পাওয়া না গেলে হুকুমও পাওয়া যাবে না।[৪]

উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে হানাফি ফকীহগণ বলেনঃ

১. যতভাবে সন্তান পিতামাতাকে কষ্ট দিবে সবই হারাম বলে গণ্য হবে, চাই তা প্রহারের মাধ্যমে হোক কিংবা জনসম্মুখে অপমানের মাধ্যমে হোক। এবং প্রহার ও অপমানের ক্ষেত্রে যেহেতু কষ্টের মাত্রা বেশি তাই হারামের মাত্রাও সেক্ষেত্রে বেশি হবে। আবার কোন অঞ্চলে যদি এমন হয় যে, أف বলার কারণে পিতা-মাতা কষ্ট পায়না তাহলে সেক্ষেত্রে أف বলা হারাম বলে গণ্য হবে না।[৫]

---

(١) (بدائع الصنائع) ٢٥٤/٢ و (أصول السرخسي) صـ ١٨٩

(٢) (أصول السرخسي) صـ (دار الفكر)

(٣) (أصول الشاشي(صـ٣٠- ٣١ (نادية القرآن)

(٤) (أحسن الحواشي) صـ ٣١

(٥) (أصول الشاشي) صـ ٣١ (نادية القرآن)
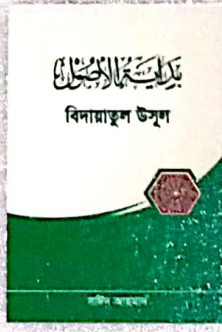
কিতাবটিতে আমাদের প্রচেষ্টা–

- মাতৃভাষায় "উসূলুল ফিকহ" শাস্ত্রের প্রাথমিক বিশ্লেষণধর্মী ও প্রায়োগিক উপস্থাপন।
- কিতাবের শুরুতে একটি শাস্ত্রীয় ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। যেন একজন ছাত্র শুরুতেই শাস্ত্রটি সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা পেয়ে যায়।
- একাধিক সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করে নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে রাজেহ (গ্রহণযোগ্য) সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সংজ্ঞার বিশ্লেষণ শিরোনামে সংজ্ঞাটিকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- পাঠ্য কিতাবের সংজ্ঞা, উদাহরণ, হুকুম ও প্রয়োগে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে সংশোধণের চেষ্টা করা হয়েছে।
- পরিভাষাকে পারিভাষিকরূপে অনুবাদ করা হয়েছে। যেন মাতৃভাষায় বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হয়, যদিও পরিভাষার যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয়।
- কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহ-ফতোয়ার কিতাব থেকে প্রচুর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন থেকেও বিভিন্ন উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যেন উসূলগুলোর প্রয়োগিকরূপ সহজেই বোধগম্য হয়।
- যেখান থেকে যে তথ্য নেয়া হয়েছে ইলমের আমানতদারিতা রক্ষা ও বারাকাতের জন্য সে হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবার্থ উল্লেখ করা হয়েছে।
- সর্বশেষ ফুকাহায়ে কেরাম উসূলগুলোকে ইসতিদলালের সময় কিভাবে ব্যবহার করেছেন তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুল মাআরিফ
৮৮/৯ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭২৭-৬৭৩৭৬২